পিশাচ পুরোহিত

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

কলিকাতা

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,
'কালিকা-যন্ত্রে'
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ;
ও
নদীয়া, মেহেরপুর হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মাঘ, ১৩১৭।

প্রথম সংস্করণ]

[মূল্য দুই টাকা মাত্র

নিবেদন।

—*—

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে গল্পপুস্তক ও উপন্যাসের অভাব নাই; বঙ্গের সুলভ মুদ্রাযন্ত্র হইতে অল্প মূল্যের কটি উপন্যাস যে কত বাহির হইতেছে, বাঙ্গলা গবর্মেণ্টের লাইব্রেরীয়ান মহাশয় ভিন্ন অন্যের তাহা ধারণা করা কঠিন। আবার যে উপন্যাস যত অধিক অপাঠ্য, তাহার বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর তত অধিক! বাঙ্গলাদেশে এখন উপন্যাস ও কেশতৈল, উভয়েরই অবস্থা এক রকম; যাহার কোন উপলক্ষ্য নাই, সে নভেল লেখে, না হয় মনভুলানো নাম দিয়া একটা কেশতৈল বাহির করে; উভয়েরই উদ্দেশ্য মস্তিষ্ক চর্ব্বণ! দেখিয়া শুনিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজ উপন্যাসের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে প্রতিমাসে যে রাশি রাশি উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে কয়খানি উপন্যাস সরলমতি বালক বালিকাগণের হস্তে বা শুদ্ধান্তবাসিনী মহিলাবর্গের করকমলে অসঙ্কোচে প্রদান করিতে পারা যায়? বিকৃত প্রেমের গল্প, উৎকট গোয়েন্দা-কাহিনী, ভীষণ হত্যারহস্য ও লোমাঞ্চকর 'মিষ্ট্রী' এখন উপন্যাসের প্রধান উপসর্গ। শিক্ষিত পাঠকসমাজ আর এ সকল চর্ব্বিত চর্ব্বণের পক্ষপাতী নহেন। আমি 'জাল মোহান্তে' যে নূতন আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলাম 'পিশাচ পুরোহিত'ও সেই আদর্শে রচিত। 'জাল মোহান্ত' পাঠে যে সকল সুশিক্ষিত রসগ্রাহী পাঠক তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে দয়া করিয়া তৎসম্বন্ধে অনুকূল মত জ্ঞাপনপূর্ব্বক আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মনোরঞ্জনের জন্য এবার 'পিশাচ পুরোহিতে'র আবির্ভাব।

বাঙ্গালী আজ পৃথিবীর চতুঃপ্রান্তে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয়ে পাশ্চাত্য জগৎ পর্য্যন্ত মুগ্ধ; বাঙ্গালী ভবিষ্যযুগে পৃথিবীর কর্ম্মশীল জাতিসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা আকাশকুসুম বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সমগ্র পৃথিবী যদি এখন উপন্যাসে বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়, তবে তাহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিতে সাহস করিবেন না।

'পিশাচ পুরোহিতে'র পরিকল্পনার জন্য আমি যে কল্পনাকুশল প্রতিভাবান্ ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের নিকট ঋণী, তিনি বর্ত্তমান যুগে গ্রেটবৃটেন, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য বৃটীশ উপনিবেশ সমূহের উপন্যাসানুরাগী পাঠকবৃন্দের নিকট সুপরিচিত, সর্ব্বত্রই তাঁহার আশাতিরিক্ত সমাদর; সুতরাং 'পিশাচ পুরোহিত'ও যে আব্রহ্ম ভারতের সর্ব্বত্র সাহিত্যরসজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে, ইহা দুরাশা না হইতেও পারে; কারণ জাতি ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি নীতি দেশভেদে বিভিন্ন হইলেও মানবের হৃদয়বৃত্তি সর্ব্বত্রই এক সাধারণ নিয়মের অধীন।

মেহেরপুর, নদীয়া;
শ্রীপঞ্চমী; মাঘ, ১৩১৭।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পিশাচ পুরোহিত

মুখবন্ধ

নরেন্দ্র সেনের পিতা যদুপতি সেনকে আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম। যদুপতি আমার পিতৃ-বন্ধু ছিলেন। তিনি যখন দেশে ছিলেন, তখন সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিতেন; এবং তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ গোঁফ জোড়াটায় তা দিয়া, ভাঁটার মত গোল গোল চক্ষু দুটি পাকাইয়া দৈবাৎ আমাদের দিকে চাহিলে, আমাদের প্রাণবিহঙ্গ ক্ষুদ্র দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে ছটফট করিয়া উঠিত! তাই তাঁহাকে আমাদের বাড়ী আসিতে দেখিলেই পাড়া ছাড়িয়া পলায়ন করিতাম। তাঁহার সুদীর্ঘ সরল দেহ-যষ্টি ও 'শালপ্রাংশু মহাভুজ' দেখিয়া মনে হইত, পূর্ব্ব জন্মে তিনি পঞ্চ পাণ্ডবের এক পাণ্ডব—বোধ হয় মধ্যম পাণ্ডব ছিলেন, এবং এই কলিযুগে ভীমের গদা তাঁহার হাতের লাঠিতে পরিণত হইয়াছে! আজ কাল অস্ত্র-আইনের যেরূপ কড়াকড়ি, তাহাতে এত দিন সেনজা বাঁচিয়া থাকিলে, ও সেই লাঠি ব্যবহার করিলে, বোধ হয় তাঁহাকে অস্ত্র-আইনের আমলে আসিতে হইত!

অতি শৈশবে যদুপতি বাবুকে দেখিয়া তাঁহার আকার-প্রকার সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহাই বলিলাম। বয়স একটু অধিক হইলে, আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। তিনি মিসর যুদ্ধের সময় কমিসারিয়েটের চাকরী লইয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণের অসম্মতিতেই মিসরে যাত্রা করিয়াছিলেন।

পৌত্তলিকতার প্রতি যদুপতি বাবুর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না, তিনি জাতিভেদেরও পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহার যৌবন কালে, স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম-সমাজ, বঙ্গের বহু ধর্ম্মপ্রাণ চিন্তাশীল ব্যক্তিকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল; স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের ন্যায় যদুপতি বাবুও আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উদার ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; সমুদ্র পার হইলেই যে জাতি যায়, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না, এবং সেকেলে লোক হইলেও সমাজচ্যুতিকে তিনি ভয়ানক বিপদ বলিয়া মনে করিতেন না। এ অবস্থায় এক পুরুষেই বড় লোক হইবার আশায় কমিস্যারিয়েটের চাকরী লইয়া তিনি যে সমুদ্রপারে যাত্রা করিবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

মিসর দেশ হইতে তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবাসকালের মধ্যে তিনি এক বার কি দুই বার বাড়ী আসিয়াছিলেন। শেষ বার বাড়ী আসিয়া তিনি নরেনকে সঙ্গে লইয়া যান। নরেন আমাদের সমবয়স্ক ও সহপাঠী ছিল। যখন তাহার মা বাঁচিয়াছিলেন, তখন আমরা সর্ব্বদা তাহাদের বাড়ী যাইতাম, তাহার মাকে মায়ের মত ভাল-

বাসিতাম ও ভক্তি করিতাম; তিনিও আমাকে ঠিক নরেনের মতই স্নেহ করিতেন। মাসের মধ্যে দশ পনের দিন বাড়ীতে না খাইয়া তাঁহার কাছে খাইতাম। তাঁহার স্নেহের কথা মনে হইলে, এখনও চোখে জল আসে; বাড়ীর বাহিরে এখন স্নেহ আর কাহারও নিকট পাই নাই। তাঁহার মত সতী-লক্ষ্মী রমণীও জীবনে অধিক দেখি নাই।

স্বামীর মিসর-যাত্রার পর, সেই সাধ্বী নানা দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন; ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়া শেষে শয্যা লইলেন; সেই যে শয্যা লইলেন, আর উঠিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর নরেনদের বাড়ীতে প্রায় যাইতাম না; যাইতে ইচ্ছা হইত না; এক জনের অভাবেই তাহাদের বাড়ী নিরানন্দময় ও অন্ধকার হইয়াছিল। মাতৃশোকে নরেনও দিন্ দিন্ শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীতে তাহার যত্ন করিবার লোক তেমন কেহ ছিল না; বিধবা বৃদ্ধা পিসি ও দূর সম্পর্কীয় এক কাকা ভিন্ন বাড়ীতে তাহার অন্য কোন অভিভাবক ছিল না।

শুনিয়াছিলাম, পত্নীবিয়োগে যদুপতি বাবু অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন; অধিক বয়সে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, বিশেষতঃ একটি পুত্র বর্ত্তমান থাকায় তিনি আর বিবাহ করেন নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক বার বাড়ী আসিয়া, সংসারের বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া তিনি মাতৃহীন নরেনকে লইয়া পুনর্ব্বার সুদূর প্রবাসে যাত্রা করিলেন; তখন নরেনের বয়স পনের কি ষোল বৎসর। নরেন তখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পড়িত। যদুপতি বাবু বোধ হয় মনে করিয়া-

ছিলেন, পুত্রটি তাঁহার নিকটে থাকিলে তিনি পত্নী-বিয়োগ শোক কতকটা ভুলিতে পারিবেন।

নরেনের সহিত সেই আমার ছাড়াছাড়ি, তাহার পর আর কখনও তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; তবে যদুপতি বাবু সেই সুদূর প্রবাস হইতে মধ্যে মধ্যে আমার পিতাকে যে পত্র লিখিতেন, তাহাতেই নরেনের সংবাদ পাইতাম। কিছুদিন পরে শুনিতে পাইলাম, চিত্রবিদ্যায় নরেনের অসাধারণ অনুরাগ দেখিয়া, তাহাকে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্য যদুপতি বাবু তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন। নরেন দেশে থাকিতে আমাদের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মাধব বাবু বলিতেন, নরেন অল্প বয়সেই যে রকম সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারে তাহা দেখিয়া বোধ হয়, অভ্যাস রাখিলে ও সুশিক্ষা পাইলে কালে সে একজন বিখ্যাত 'আর্টিষ্ট' হইবে। সে সময় সুবিখ্যাত চিত্রকর রবি বর্ম্মার চিত্র বঙ্গদেশে আমদানী হয় নাই; চিত্র সম্বন্ধে জন-সাধারণের তেমন অভিজ্ঞতাও ছিল না; চিত্রবিদ্যা যে যথেষ্ট সম্মানজনক, বা অর্থকরী বিদ্যা, আমাদের পল্লী অঞ্চলের লোকের তখন সে ধারণা ছিল না। নরেনের পিতা নরেনকে চিত্রবিদ্যা শিখাইবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়াছেন, এ কথা শুনিয়া আমাদের গ্রামের মুরুব্বিরা বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইলেন, এবং সন্ধ্যা কালে মজলিস করিয়া বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীর ভাবে মত প্রকাশ করিলেন, "যদুপতির বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে! যদি তাহার ঘটে একবিন্দুও বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে সে ছেলেকে জজ, মাজিষ্টর করিবার জন্য বিলাতে না পাঠাইয়া ছবি-আঁকা

শিখিতে কখনই বিলাতে পাঠাইত না; ইহাতে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট!”

কিন্তু এই প্রতিকূল সমালোচনায়, যদুপতি বাবুর বা নরেনের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইল না। ইংলণ্ডে কিছুকাল চিত্র-বিদ্যা শিখিয়া চিত্রাঙ্কণে সে বেশ যশস্বী হইয়া উঠিল; এমন কি, তাহার অঙ্কিত দুইখানি চিত্র সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে যথেষ্ট প্রশংসাও বাহির হইল। তাহার এই প্রশংসায় আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম; বিলাতে গিয়া এক জন বাঙ্গালী যুবক চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার পরিচয় দিয়া জন সমাজে যশস্বী হইয়াছে, ইহাতে আমরা অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিলাম। গ্রাম্য বিজ্ঞেরা কিন্তু তখনও বলিতে লাগিলেন, “চিত্রির করা আর এমন কি কঠিন কাজ?”—অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই যেন সকলেই ‘র্‍্যাফেল’ হইতে পারে! আমাদের পল্লী সমাজে তখন জমিদারের নায়েবী ও নীল কুঠীর দেওয়ানী লাভ মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল, সুতরাং চিত্রকরের খ্যাতি ‘বেনা বনে’ মুক্তা ছড়াইবার মত বৃথা হইল।

কিছুকাল পরে, যদুপতি বাবু জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া মিসরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নরেনের সম্বন্ধে আমরা আর কোন কথা শুনিতে পাই নাই; প্রকৃত পক্ষে সেই সময় হইতেই নরেনের সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। আমাদের আশা ছিল, যদুপতি বাবু যদি চাকরী ছাড়িয়া বৃদ্ধ বয়সে দেশে আসিয়া বসেন, তাহা হইলে নরেন কখন-না-কখন এক বার পিতৃ-ভিটায় উপস্থিত হইতেও পারে; —কিন্তু যদুপতি বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সে আশা বিলুপ্ত হইল।

কলেজের লেখাপড়া ছাড়িয়া মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া আফিসে চাকরী আরম্ভ করিবার কিছু দিন পরে এক দিন একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম, নরেন বিলাতে এক ইহুদীর মেয়ে বিবাহ করিয়াছে! এই যুবতীর অগাধ পৈতৃক অর্থ আছে; নরেন এখন সেই বিপুল অর্থের অধিকারী। বিবাহের পর সে চিত্রানুশীলন ত্যাগ করিয়া তাহার পত্নীকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা কেহই জানে না; ইংলণ্ডে তাহার বন্ধু মহলে জনরব, কোনও দারুণ মনঃকষ্টে সে পত্নীকে লইয়া বিবাগী হইয়া গিয়াছে!

সংবাদ পত্রে যে সকল কথা পাঠ করা যায়, অনেক সময় তাহার পনের আনা অতিরঞ্জিত। বাল্যকালে নরেনের সহিত আমার প্রগাঢ় প্রণয় ছিল, তাহার মনের ভাব আমি যেমন জানিতাম, অন্য কেহই তেমন জানিত না। তাহার হৃদয়ে ভোগলালসা বড় প্রবল ছিল। ভোগস্পৃহার অঙ্কুর যৌবন কালে বিকসিত হইবারই সম্ভাবনা; তথাপি সে কোন্ দুঃখে যৌবনে যোগী সাজিল? যদি তাহার সংসার ত্যাগেরই সঙ্কল্প ছিল, তাহা হইলে সে বাছিয়া বাছিয়া ইহুদী-কুবেরের কন্যার প্রেমে পড়িল কেন, আর কি ভাবিয়াই বা তাহাকে বিবাহ করিল? এরূপ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া হঠাৎ তাহার বুদ্ধি-বিকার ঘটিল কেন, তাহা কোনও মতে বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া বড় ধাঁধায় পড়িলাম; সংবাদ পত্রের সংবাদে তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না।

শেষে আমার কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য এক উপায় অবলম্বন করিলাম; কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন কালে নিবারণ চন্দ্র সিংহ আমার

সহপাঠী ছিলেন; তিনি বি, এ পাশ করিয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক জন প্রধান উকীল; নিবারণ ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া তাঁহার বিস্তীর্ণ পসার-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবে, এই আশায় তিনি নিবারণকে বিলাতে পাঠাইয়া ছিলেন।

নিবারণ ইংলণ্ড হইতে মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিতেন। লণ্ডনেই নিবারণের সহিত নরেনের পরিচয় হয়; ক্রমে তাঁহাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হইয়াছিল। নিবারণের পত্রেই নরেনের সকল খবর পাইতাম। কিন্তু এদিকে অনেক দিন নিবারণের কোনও পত্র পাই নাই, আমিও তাঁহাকে পত্রাদি লিখি নাই। কলেজ ছাড়িয়া চাকরী আরম্ভ করিয়া পত্র লিখিবার অভ্যাস অনেক কমিয়া গিয়াছিল; সখের খাতিরে পত্র ব্যবহারের অবসরও বড় ছিল না।

কিন্তু নরেন সেনের খবর না লইলে চলিতেছে না, ভাবিয়া নিবারণকে একখানি পত্র লিখিলাম; জানিতাম, এ পত্রের উত্তর পাইবই, তাই পত্রের উত্তরের আশায় আমি দিন গণিতে লাগিলাম।

প্রায় দুই মাস পরে উত্তর পাইলাম। নিবারণ লিখিয়াছিলেন, "* * * নরেন সেনের সম্বন্ধে তুমি যে সকল কথা জানিতে চাহিয়াছ, তাহা তোমাকে জানাইবার উপায় দেখিতেছি না; কারণ আমি নিজেই বিশেষ কিছু জানি না, ইদানী অনেক দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ নাই; তবে জনরব শুনিতেছি, ইংলণ্ডে অত্যন্ত প্লেগ হওয়ায় ভয়ে সে এ দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। একটি সুন্দরী ইহুদী যুবতীর প্রেমে পড়িয়া সে বোধ হয় তাহার বন্ধু বান্ধবদের ভুলিয়া গিয়াছে।

এই যুবতীর সহিত শীঘ্রই তাহার বিবাহ হইবে, এইরূপ জনরব শুনিয়াছিলাম; কিন্তু বিবাহ হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে পারি নাই। যদি সে বিবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে রাস্কেল আমাদের মত স্বদেশীয় বন্ধুদের বরযাত্রীর নিমন্ত্রণ না করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছে। কিন্তু এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণেও পেট ভরিয়া লুচি-সন্দেশ খাইবার আশা নাই; সুতরাং আক্ষেপের বিশেষ কারণ দেখি না, তবে হতভাগা দেশত্যাগের পূর্ব্বে আমাদের দেখা দিয়া গেল না কেন, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! সত্য কথা বলিতে কি, নরেন সেনের সৌভাগ্য দেখিয়া একটু হিংসা হয়; তাহার কপাল বড় জোরের। সে যে যুবতীর প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার পিতার দশ পনের লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। যুবতীর পিতার অন্য সন্তানাদি নাই; সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, এই বিপুল অর্থ নরেন সেনের ভোগে লাগিবে! এক দিন আমি সেই যুবতীটিকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম; এমন পরীর মত সুন্দরী জীবনে আর দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না। ইংলণ্ডে আসিয়া বড় বড় লর্ডের ঘরের অনেক সুন্দরী কুমারীকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারা এই ইহুদী-সুন্দরীর পদতলেও দাঁড়াইবার যোগ্য নহে! সে রূপ দেখিয়া চক্ষু শীতল হয়, তোমাদের সুরবালা চারুহাসিনী প্রাণতোষিণী ফুলকুমারীদের আর মনে ধরে না।

নরেন সেন ইদানী বহু দিন হইতে আমাদের সঙ্গে বড় একটা মিশিত না, সময়ের অভাবে কিনা ঠিক বলিতে পারিনা; ভাল 'পেণ্টার' বলিয়া বলিয়া খ্যাতি লাভ করায় এখানকার অনেক উচ্চ পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ইংরাজের সহিত তাহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব

হইয়াছিল। অনেক বড় বড় মজলিসে নাচে, ডিনারে তাহার নিমন্ত্রণ হইত।

নরেন সেনকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান ঠিকানা জানা না থাকায় এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে যদি তাহার কোনও সংবাদ পাই, তাহা তোমাকে জানাইব। আপাততঃ তোমার কৌতূহল দূর করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।"

এই পত্র পাইবার পর ছয় সাত মাসের মধ্যে নিবারণের আর কোন পত্র পাই নাই। নানা কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় নরেন সেনের অদ্ভুত জীবনের ইতিহাস জানিবার আগ্রহও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল, ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিন বিলাতী মেলে নিবারণের এক পত্র ও সেই সঙ্গে বঙ্গ ভাষায় লিখিত এক তাড়া কাগজ পাইলাম। ব্যগ্রভাবে অগ্রে নিবারণের পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহার পর সেই কাগজের তাড়ায় মনঃ-সংযোগ করিলাম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, দৈনিক কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া অবসর কালে মধ্যে মধ্যে এই তাড়াটি পাঠ করা যাইবে; নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই 'মহাভারত' পাঠ করা আমার অসাধ্য!

নিবারণের পত্র পাঠে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সেই তাড়াটি আমার বাল্যবন্ধু নরেন সেনের স্বলিখিত প্রবাস-জীবনের ইতিহাস! পড়িতে পড়িতে তাহা এত কৌতূহলোদ্দীপক ও বিস্ময়াবহ বোধ হইল যে, আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না! সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলাম।

পাঠ শেষে ভাবিলাম, এমন অদ্ভুত অসম্ভব অবিশ্বাস্য কাহিনী কে বিশ্বাস করিবে? ইহা সত্য, না রহস্য জনক গল্প মাত্র?

যাহা হউক, প্রথমে নিবারণের পত্র খানিই উদ্ধৃত করি,—

মিঃ নিবারণচন্দ্র সিংহের পত্র।

বন্ধুবরেষু,

আজ তোমাকে এই পত্রে যে ঘটনার কথা লিখিতেছি, সে তিন চারি মাস পূর্ব্বের কথা। মাস মনে না থাকিলেও, তাহা যে বর্ষার দিন, ইহা বেশ স্মরণ আছে। সে দিন সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল; সমস্ত দিন টুপ্ টাপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, এবং উদ্দাম বায়ুহিল্লোল এক এক বার মুক্ত বাতায়ন-পথে আমার নির্জ্জন গৃহ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত করিতেছিল। আমি কোন রকমে বাহিরের কাজ শেষ করিয়া সে দিন একটু সকালে বাসায় ফিরিয়াছিলাম, এবং একখানি আরাম কেদারায় শ্রান্ত দেহভার ন্যস্ত করিয়া একখানি নূতন উপন্যাস পাঠে মনঃ-সংযোগ করিয়াছিলাম। সেই উপন্যাস খানির নাম কি, এবং হল্ কেন্, মেরী করেলি, বা রাইডার হ্যাগার্ড,—কাহার প্রণীত উপন্যাস, সে কথা এত দিন পরে স্মরণ করিয়া বলিতে পারিব না; তবে এটুকু মনে আছে যে, সন্ধ্যার সময়েও আমি সেই পুস্তকখানি বন্ধ করিতে পারি নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বেই ভৃত্য টেবিলের উপর বাতি রাখিয়া গেল। আমি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাতির আলোকে সেই চিত্তাকর্ষক উপন্যাসের আর একটি নূতন পরিচ্ছেদে মনঃ-সংযোগ করিলাম

সন্ধ্যার পর হইতেই দুর্য্যোগ বাড়িয়া উঠিয়াছিল; সে রাত্রে ঘরের বাহির হইবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র! সে সময় কেহ যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারে, এরূপ আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় আমার ভৃত্য দরজা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'একটি নিগ্রো যুবক এইমাত্র আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে, আপনাকে খবর দিতে বলিল।'

এমন বাদলার দিনে রাত্রি আটটার সময় একটা নিগ্রো হঠাৎ কোথা হইতে কি জন্য আমার কাছে আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না; আমার সঙ্গে যে কোনও নিগ্রোর আলাপ পরিচয় আছে, তাহাও স্মরণ হইল না।

আমি ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাহার নাম কি শুনিয়াছ? আমার কাছে তাহার কি আবশ্যক?'

ভৃত্য বলিল, 'তাহার নাম ব্যাণ্ডম্যান; কি জন্য সে এখানে আসিয়াছে, তাহা আমাকে বলে নাই; তবে সে আপনার সঙ্গে এক বার দেখা করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।'

লোকটা ভিক্ষুক নাকি? অনেক ভবঘুরে ভিক্ষুক ভদ্র লোকের সঙ্গে এই ভাবে সাক্ষাৎ করিতে চায়, এবং নিজের দুরবস্থা জানাইয়া ভিক্ষার উমেদারী করে।—আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ভৃত্যকে বলিলাম, 'তাহাকে বল এখন আমার দেখা করিবার অবসর নাই, এখন দেখা হইবে না; যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে কাল সকালে সে যেন আসিয়া দেখা করে।'

দুই তিন মিনিট পরে, ভৃত্য পুনর্ব্বার আসিয়া বলিল, 'সে বলিতেছে, আজ রাত্রের ট্রেনেই তাহাকে এডিনবরা যাইতে হইবে, এই জন্য আজ রাত্রেই আপনার সহিত তাহার দেখা করা আবশ্যক; আপনার নিকট তাহার অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে, এক বার দেখা না করিলেই নয়; সে একথাও বলিল,—যদি তোমার মনিব আমার সঙ্গে আজ দেখা করিতে না চান্, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিও, আমি তাঁহার বন্ধু মিঃ নরেন সেনের নিকট হইতে আসিয়াছি।—একথা শুনিলে তিনি আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।'

অনেক দিন হইতে নরেন সেনের কোন সংবাদ পাই নাই, সে এখন কোথায় তাহাও জানি না; সুতরাং তাহাকে পত্র লিখিবারও উপায় নাই। আজ এমন সময়ে হঠাৎ এক'জন অপরিচিত নিগ্রো তাহার নিকট হইতে কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে জানিবার জন্য বড়ই কৌতুহল হইল, লোকটির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলাম।

ভৃত্য অবিলম্বে একটি দীর্ঘকায় মলিন পরিচ্ছদধারী নিগ্রো যুবককে আমার সম্মুখে লইয়া আসিল। যুবকটি আমাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে, বসিবার জন্য আমি তাহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলাম। সে চেয়ারে বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আমি এই অসময়ে আসিয়া বোধ হয় আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইলাম, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'ভৃত্যের মুখে শুনিলাম, তুমি আমার বন্ধু নরেন সেনের নিকট হইতে আসিয়াছ, এ কথা সত্য কি ? আমি অনেক দিন আমার বন্ধুর কোন সংবাদ পাই নাই।'

আগন্তুক বলিল, 'হাঁ, আমি তাঁহার নিকট হইতেই আসিতেছি।'

আমি বলিলাম, 'তিনি আমার স্বদেশবাসী, এদেশে অনেক দিন তাঁহার সহিত একত্র কাটাইয়াছি, এখন তিনি কোথায় আছেন ?'

আগন্তুক বলিল, 'সে কথা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না।'

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, ঈষৎ বিরক্তি ভরে বলিলাম, 'তোমার এ কথার অর্থ কি ?'

আগন্তুক বলিল, 'অর্থ এই যে, তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা আপনাকে বলিবার হুকুম নাই।'

আমি বলিলাম, 'তবে তুমি আমার কাছে কি জন্য আসিয়াছ ?'

আগন্তুক বলিল, 'মিঃ সেন আমাকে এক বাণ্ডিল কাগজ দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তাহা যেন আমি স্বয়ং আপনার হস্তে প্রদান করি। আমি সেই কাগজ গুলি আনিয়াছি; তাহা লইয়া আপনি আমাকে একখানি রসীদ দেন।'

নিগ্রোটা তাহার পুরু কোটের পকেট হইতে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা এক বাণ্ডিল কাগজ বাহির করিয়া টেবিলের উপর আমার সম্মুখে রাখিল।

আমি ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম, তাহার পর আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার নামটি কি ?'

আগন্তুক বলিল, 'আমার নাম ব্যাঙম্যান।'

আমি ফাইল হইতে একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিলাম ;—

'প্রিয় নরেন !

আজ সন্ধ্যার সময় ব্যাঙম্যান নামক একটি নিগ্রো যুবকের নিকট এক তাড়া কাগজ পাইলাম ; এই কাগজ গুলিতে কি আছে তাহা এখনও দেখা হয় নাই। ব্যাঙম্যানের মুখে শুনিলাম, কাগজ-তাড়াটি আমাকে প্রদান করিবার জন্য তুমি তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছ। সে ইহার রসীদ চাহে, তাই তোমাকে ইহার প্রাপ্তি সংবাদ দিলাম।

আমি ব্যাঙম্যানের নিকট তোমার বর্ত্তমান ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম, সে কথা নাকি তাহার বলিবার হুকুম নাই ! তাহার এ কথার অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তুমি আমার বহু দিনের বন্ধু ; সুখে, দুঃখে বহুদিন উভয়ে একত্র কাটাইয়াছি ; তখন আমাদের পরস্পরের নিকট গোপন করিবার কোন কথাই ছিল না ; কিন্তু কিছু দিন হইতে তোমার প্রকৃতির অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তুমি এখান হইতে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলে, কিন্তু কি জন্য কোথায় যাইতেছ, তাহা প্রকাশ করিলে না, এমন কি, যাইবার পূর্ব্বে বিদায় লইবারও অবসর পাইলে না ! ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। তুমি এখন কোথায় আছ, কি করিতেছ, তাহাও জানাইতে অনিচ্ছুক ! তুমি যে ইহুদী যুবতীকে ভাল বাসিয়াছিলে, তাহাকে বিবাহ করিয়াছ কি না, বিবাহ হইয়া থাকিলে, কবে কোথায় বিবাহ হইয়াছে, তাহা জানিতে

পারি নাই। আমাদের মত বন্ধুকে এ সকল কথা জানাইলে কি ক্ষতি ? আমি এ সকল রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি তুমি দেশান্তরে গিয়া কোন রূপে বিপন্ন হইয়া থাক, তবে সে কথা তোমার প্রিয় বন্ধুর গোচর করা কি কর্ত্তব্য নহে ? যদি তোমার কোন প্রকার সাহায্যের আবশ্যক হয়, আমি প্রাণপণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি; প্রবাসে আমাদের স্বদেশীয় বন্ধুগণের পরস্পরের উপর নির্ভর করাই উচিত। যদি তোমার কোন গুপ্ত কথা থাকে, তাহা যতই গোপনীয় হউক, আমার নিকট প্রকাশ করিলে তোমার কোন অপকারের আশঙ্কা নাই; আমার বিশ্বাস প্রত্যেক বন্ধুই বন্ধুর উপর এতটুকু আস্থা স্থাপন করিতে পারে।'

পত্র শেষে নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্রখানি লেফাপায় পুরিয়া তাহা ব্যাগুম্যানের হস্তে প্রদান করিলাম।

ব্যাগুম্যান পত্রখানি পকেটে ফেলিয়া চেয়ার হইতে উঠিল। আমি তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলাম, 'আমার বন্ধুর ঠিকানাটি জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল।'

ব্যাগুম্যান বলিল, 'ইহা খুব স্বাভাবিক; আপনার বন্ধু অনেক সময় আপনার কথা বলেন; কিন্তু যে কথা আপনার নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, তাহা আপনাকে কিরূপে বলিব ?'

আমি বলিলাম, 'তাহা না হয় না বলিলে,' কিন্তু আমার বন্ধু বেশ সুখে আছেন কি না, তাঁহার দিন বেশ আনন্দে ও শান্তিতে কাটিতেছে কি না, এ কথা বলিতে বোধ হয় তোমার আপত্তি নাই। এটুকু জানিতে পারিলেই আমি সুখী হইব।'

ব্যাণ্ডম্যান বলিল, 'আপনারা সাধারণতঃ যাহাকে সুখ বলেন, ভাগ্যবিড়ম্বনায় তিনি তাহাতে বঞ্চিত, তাঁহার জীবন মহা অশান্তিতে পূর্ণ; তিনি বুদ্ধির দোষে অনিচ্ছাক্রমে যে মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কাল সেই পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন।'

নরেন এমন কি পাপ করিয়াছে যে, সে জন্য জীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক? আমার মনে হইল, মোহে ভুলিয়া বিদেশিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া বোধ হয় সে এখন অনুতপ্ত হইয়াছে, তাহার জীবন মহা অশান্তিতে কাটিতেছে।'

আমি পুনর্ব্বার ব্যাণ্ডম্যানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মিঃ সেনের স্ত্রী তাঁহার কাছে আছেন ত? স্বামী স্ত্রীতে কোন বিরোধ নাই ত?'

ব্যাণ্ডম্যান বলিল, 'আমি আপনার এ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিব না; আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আমি এখন চলিলাম।'

আমি বলিলাম, 'আমার আর একটি মাত্র প্রশ্ন আছে; তাঁহার সহিত ভবিষ্যতে আমাদের সাক্ষাতের আশা আছে কি? আর কি কখনও তাঁহার কোন পত্রাদিও পাইব না?'

ব্যাণ্ডম্যান বলিল, 'না, তাঁহার সহিত জীবনে আপনাদের সাক্ষাতের আশা নাই; তিনি আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন, আপনি যেন মনে করেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহার চিঠি-পত্র পাইবার আশা আপনাদের পক্ষে দুরাশামাত্র।'

ব্যাণ্ডম্যান আমাকে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মার্চ্চ মাসের এক শুক্রবারে মধ্যাহ্ন কালে আহারাদি শেষ করিয়া আমি আমার চিত্রশালায় একখানি নূতন ছবি অঙ্কিত করিবার আয়োজন করিতেছিলাম; এমন সময় বহির্দ্দেশ হইতে সেই কক্ষের দ্বারে কে করাঘাত করিল। তখন আমার সহিত কাহারও দেখা করিতে আসিবার কথা ছিল না; কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য দ্বার খুলিলাম, দেখিলাম আমার প্রাচীন বন্ধু মিঃ জর্জ্জ বাকৃষ্টার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন! মিঃ বাকৃষ্টার লণ্ডনে বাস করেন না, লণ্ডনের কয়েক মাইল দূরে কোনও পল্লীতে তাঁহার বাস; তিনি মধ্যে মধ্যে লণ্ডনে সপরিবারে বেড়াইতে আসিতেন। অক্সফোর্ডে তাঁহার পুত্রের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে আমি কখনও কখনও তাঁহাদের বাড়ী যাইতাম; কিন্তু তাঁহারা লণ্ডনে আসিয়া এপর্য্যন্ত কোন দিন আমার বাসায় পদার্পণ করেন নাই; তবে তাঁহারা আমার ঠিকানা জানিতেন।

জর্জ্জ বাকৃষ্টার প্রকাণ্ড জোয়ান, তাঁহার দেহ দীর্ঘে প্রায় সাড়ে চারি হাত হইবে। তাঁহার মুখখানি লাল, চক্ষু দুটি নীল, কেশগুলি অতিরিক্ত স্বর্ণাভ। তাঁহার দেহে অসামান্য বল; কিন্তু বোধ হয় তিনি নিজের বলের পরিমাণ বুঝিতেন না, কারণ বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে করকম্পন কালে তিনি তাঁহাদের হাত ধরিয়া এমন জোরে ঝাঁকুনি দিতেন যে, হাতে পাঁচ দিন বেদনা থাকিত! তাঁহার স্ত্রী

খর্ব্বকায়া, অনেক বয়স হইলেও তাঁহাকে দেখিয়া যুবতী বলিয়া বোধ হইত; এমন কি, তাঁহার বড় মেয়েটী অপেক্ষাও তাঁহাকে অল্প-বয়স্কা দেখাইত। মিঃ বাক্‌ষ্টারের পুত্র অক্সফোর্ডে পড়িত, তাহার হৃদয় বড় ধর্ম্মপ্রবণ; ঘোড়দৌড়, ফুটবল, শিকার প্রভৃতি ব্যায়ামে তাহার অনুরাগ ছিল না, এজন্য তাহার পিতা তাঁহাকে অপদার্থ মনে করিতেন; ভাবিতেন, সে কখনও মানুষ হইতে পারিবে না। তাঁহার কন্যাদ্বয় মেরী ও ইথেল্ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়া-শুনা করিত, ছুটীর সময় কখনও কখনও বাড়ী আসিত। তাহারা ভাল পিয়ানো বাজাইতে ও গান করিতে পারিত। কিন্তু কর্ত্তাটি সে রসে বঞ্চিত ছিলেন, গান বাজনা তাঁহার ভাল লাগিত না; তবে তাঁহার থিয়েটার দেখিবার সখ ছিল।

মিঃ বাক্‌ষ্টার সশব্দে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "যাহোক, এবার তোমাকে পাকড়াইয়াছি, লণ্ডনে মধ্যে মধ্যেই আসি, কিন্তু তোমার সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ হয় না।"—তাহার পর তিনি সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে, হাতখানা পাঁচ মিনিট কাল অবশ হইয়া রহিল! কিন্তু তিনি আমার শোচনীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি বল দেখি? এমন গলির মধ্যে কি ভদ্র লোকে বাসা করে? তোমার বাসা খুঁজিয়া পাওয়া ভার! গাড়ী হইতে নামিয়া আধ ঘণ্টা কাল তোমার বাসা খুঁজিয় খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছি, শেষে একটা চাষার ছেলে আমাকে তোমার বাসা দেখাইয়া দিল।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "চিত্রবিদ্যায় আমি কিরূপ বিখ্যাত

হইয়া উঠিয়াছি, ইহাতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন; একটা সামান্য চামারের ছেলে পর্য্যন্ত আমার বাসা চেনে! আমার বাসার সন্ধানে আপনাদের হয়রান হইতে হইয়াছে শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম।”

মিঃ বাক্‌ষ্টার বলিলেন, “এখন তোমাকে কি করিতে হইবে শোনো, প্রথমে আমাদের সঙ্গে সাধারণ চিত্রশালায় যাইবে; সেখানে তোমার যে ছবি দিয়াছ, সংবাদপত্রে তাহার বড় প্রশংসা বাহির হইয়াছে, আমরা সেই ছবি দেখিতে চাই। সেখান হইতে ফিরিয়া আমাদের সহিত সান্ধ্য ভোজন শেষ করিবে; তাহার পর সকলে মিলিয়া একত্র থিয়েটারে যাওয়া যাইবে। তোমার কোন রকম ওজর-আপত্তি শুনিব না। আমরা পল্লীগ্রামের লোক, আমাদের সর্ব্বদা সহরে আসা ঘটে না; কিন্তু যখন সহরে আসিয়াছি, তখন একটু আমোদ প্রমোদে সময়টা কাটাইতে হইবে। চারি পাঁচ মাস পরে তোমার সঙ্গে দেখা আজ যে তোমাকে সহজে ছাড়িব, তাহা মনে করিও না।”

মিসেস বাক্‌ষ্টার ও তাঁহার কন্যাদ্বয় কর্ত্তার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না না, আজ উঁহাকে সহজে ছাড়া হইবে না।”

অগত্যা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে হইল। গাড়ীতে উঠিয়া প্রথমে আমরা সাধারণ চিত্রশালায় যাত্রা করিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, অনেক ভদ্র মহিলা ও পুরুষ, বিভিন্ন সময়ের বিখ্যাত চিত্রকরগণের অঙ্কিত ও সুশৃঙ্খলাক্রমে সংরক্ষিত চিত্রগুলি দেখিতেছেন। আমার অঙ্কিত দুই খানি চিত্র অনেকেরই খুব ভাল লাগিয়াছিল। মিঃ বাক্‌ষ্টার তাহা দেখিয়া এত আনন্দিত হইলেন যে, আদর

করিয়া সবলে আমার পিঠ চাপড়াইলেন ; আমি অতি কষ্টে তাঁহার সেই আনন্দের বেগ বরদাস্ত করিলাম !

মিঃ বাক্‌ষ্টারের সহিত চিত্রশালার বিভিন্ন গ্যালারীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক স্থানে আসিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, চারি দিক অন্ধকার বোধ হইল ; শেষে দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট হওয়ায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ কেন এরূপ হইল, বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া এক বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম ; কিছু দূরে দেখিতে পাইলাম, একটি বৃদ্ধ লাঠির উপর ভর দিয়া নত দেহে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র মনে পড়িল, কয়েক দিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে, নদীতীরে জেটির উপর যে বৃদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ সেই ! সে দিন রাত্রে অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, আজ দিবালোকে তাহার চোখ মুখ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাইলাম। পৈশাচিকতা ও ধূর্ত্ততা তাহার মুখে পরিস্ফুট ; সেই বৃদ্ধকে দেখিয়া কেবল যে আমিই অভিভূত হইয়াছিলাম, এরূপ নহে ; তাহার কি এক অজ্ঞাত শক্তি ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু দেখিলাম, দর্শকগণ সকলেই ত্রস্ত ভাবে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল ; বিষধর সর্প দেখিলে লোকে যে ভাবে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে দেখিয়াও সকলে ঠিক সেই ভাবে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল !

বৃদ্ধ চলিতে চলিতে হঠাৎ পশ্চাতে চাহিয়া যেন কাহারও প্রতীক্ষায় এক বার লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল ; অল্পক্ষণ পরে

একটি সুন্দরী তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবতীটিকে দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনি ইহুদীর কন্যা; কিন্তু এমন সুন্দরী আমি জীবনে কখনও দেখি নাই; যেন শাপভ্রষ্টা দেব-কন্যা! যুবতীর দেহ সমুন্নত; পরিপুষ্ট দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সুগঠিত, মুখখানির কোথাও কোন খুঁত নাই। তাঁহার মস্তকে সুকৃষ্ণ নিবিড় কুন্তলদাম; পরিচ্ছদটি যেমন সুদৃশ্য সেইরূপ সুরুচি-ব্যঞ্জক, তাহা তাঁহার দেহে সুন্দর মানাইতেছিল। তাঁহার সুবঙ্কিম কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগলের নীচে ভাবময় দীপ্তিশীল প্রশস্ত চক্ষু দুটি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।

আমি চিত্রকর, মনুষ্য-মুখের ভাব-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করাই আমার কাজ; চিত্রকরেরা মানুষের মুখ দেখিয়াই অনেক সময় তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব নির্ণয় করেন; মুখের ভাব দেখিয়া হৃদয়ের ভাব বিশ্লেষণ করেন। আমি মুগ্ধ নেত্রে কিছু কাল সেই যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাঁহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কোন গভীর দুঃখে ও বেদনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ; পূর্ণিমার চন্দ্র শরতের মেঘে আচ্ছন্ন হইলে যেমন দেখায়, দুঃখের মেঘে ঢাকা তাঁহার সরল সুন্দর মুখখানি সেইরূপ দেখাইতেছিল। এমন অপরূপ লাবণ্যবতী রূপসীর এই নবীন বয়সে এমন কি দুঃখ, জানিতে কৌতূহল হইল। কিন্তু কিরূপে সেই যুবতীর মনঃকষ্টের পরিচয় পাইব? পথে চলিতে চলিতে প্রত্যহই ত আমরা কত লোক দেখিতে পাই, তাহাদের মুখ দেখিয়া কত সময় তাহাদের অন্তর্নিহিত বেদনার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি; কিন্তু কয় জনের শোক দুঃখ বা বেদনার কথা জানিবার জন্য এমন আগ্রহ হয়

যে সকল পুরুষ ও রমণী চিত্রদর্শন উপলক্ষে সেই চিত্রশালায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সবিস্ময়ে সেই যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধটি যুবতীকে সঙ্গে লইয়া চিত্রশালার বিভিন্ন গ্যালারীতে ঘুরিতে ঘুরিতে অদৃশ্য হইল।

মিঃ বাক্‌ষ্টারের জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরী এতক্ষণ পরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মিঃ সেন, ঐ যে বৃদ্ধটি গেল, তাহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন কি? ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মুখ যে এমন পৈশাচিকতাপূর্ণ হইতে পারে, না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিতাম না।"

আমি বলিলাম, "এ কথা সত্য; মানুষের মুখে এমন হিংস্র ও ক্রূর ভাব আর কখনও দেখি নাই; লোকটা কে? দেখিয়া ইউরোপীয় বলিয়া বোধ হয় না; আমাদের এসিয়াখণ্ডেও এমন কদাকার মুখ অত্যন্ত বিরল।

মেরী বলিল, "লোকটা কে তাহা জানি না, জানিবারও বড় আগ্রহ নাই; এমন মুখ পুনর্ব্বার দৃষ্টিপথে পতিত না হওয়াই সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি।"

ইতিমধ্যে মিঃ বাক্‌ষ্টার গ্যালারীর অন্য দিক হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার কাছে আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সেন, মিনিট দুই পূর্ব্বে একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে সঙ্গে লইয়া একটা বুড়ো এই দিক দিয়া গিয়াছে, দেখিয়াছ? লোকটার মুখ কি ভয়ঙ্কর বিশ্রী! তাহার মুখের দিখে চাহিয়া হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে এমন ঝাঁকুনি লাগিয়াছে যে, আমি কিছুতেই সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

মিসেস্ বাক্ষ্টার বলিলেন, "উহার সঙ্গে যে যুবতীটিকে দেখিলাম, সে আশ্চর্য্য সুন্দরী, কিন্তু তাহাকে বড়ই বিমর্ষ বোধ হইল; এই যুবতী বুড়োটার কে জানিতে আগ্রহ হয়।"

ছোট মেয়ে ইথেল বলিল "সে বোধ হয় বুড়োর নাত্‌নী।"

মিঃ বাক্ষ্টার বলিলেন, "নাত্‌নী কেন, আমার বোধ হয় মেয়েটি ঐ বুড়োর নাতির নাত্‌নী। বুড়োটা কি এ কালের লোক? উহার বয়সের গাছ পাথর নাই। তুমি কি বল, মিঃ সেন?"

আমি তাঁহার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। অল্পক্ষণ পরে চিত্রশালা হইতে বাহির হইয়া বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম; তাঁহারা কিছুতেই ছাড়িবেন না, বলিলেন, একত্র আহারাদি করিয়া থিয়েটারে যাইতে হইবে।—অনেক কষ্টে তাঁহাদের হাত ছাড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম। পথে চলিতে চলিতে সেই অদ্ভুত বৃদ্ধ ও তাহার সঙ্গিনী যুবতীর কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল; তাহাদের চিন্তা কোন ক্রমেই মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না।

বাসায় ফিরিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া একখানি পুস্তকে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! দেখিলাম, সেই পুস্তকের কাল কাল অক্ষরের ভিতর দিয়া যেন সেই বৃদ্ধের পৈশাচিক মূর্ত্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে! ক্রমাগত তাহার কথাই মনে হইতে লাগিল। মন হইতে সেই ভাব দূর করিবার জন্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না; যতই বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের চেষ্টা করি, ততই সেই বৃদ্ধের বিকট মূর্ত্তি আমার মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

হঠাৎ মনে হইল, মধ্যাহ্নের ডাকে চিঠি পত্র কি আসিয়াছে দেখা হয় নাই। চিঠিগুলি খুলিয়া দেখিলাম দুইখানি নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে; একখানি নাচের ও অন্যখানি গান শুনিবার নিমন্ত্রণ-পত্র। সে দিন আমার নাচে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল না; মনে হইল, কিছু কাল গান শুনিয়া আসিলে মনের চাঞ্চল্য দূর হইতে পারে; তাই আমি পোষাক পরিয়া গানের মজলিসে চলিলাম। মার্কুইস অব্ বেকেন্হাম সেই দিন সন্ধ্যার পর তাঁহার গানের মজলিসে যোগদান করিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

রাত্রি নয়টার সময় রিজেন্ট-ষ্ট্রীটে বেকেনহাম-ভবনে উপস্থিত হইলাম; দ্বার-প্রান্তে লেডী বেকেনহামের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলাম। এই পরিবারটি গীতবাদ্যে বড়ই অনুরক্ত; ইংলণ্ডের অনেক খ্যাতনামা গায়ক ও গায়িকার সহিত তাঁহাদের পরিচয় আছে। গীতবাদ্যে উৎসাহ দানের জন্য তাঁহারা প্রতিবৎসর প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া, সৌভাগ্যক্রমে একটি পরিচিত ভদ্রলোককে সেই কক্ষের এক প্রান্তে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম; তিনি লেডী বেকেন্হামের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ও বেহালায় একজন ওস্তাদ; আমি তাঁহার পাশে গিয়া একখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিলাম।

সাময়িক দুই একটি কথাবার্ত্তার পর, সেই বন্ধুটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এই মজলিসে যে নবাগতা যুবতীটি বেহালা বাজাইবেন, তাঁহার পরিচয় জানেন কি?"

আমি বলিলাম, "না, আমি তাঁহাকে চিনি না।"

বন্ধুটি বলিলেন, “লেডী বেকেনহাম বলিতেছিলেন, এই যুবতীর বেহালায় চমৎকার হাত, বড় বড় পুরুষ বেহালাদারকে তাঁহার নিকট হার্ মানিতে হয়!’ পারিসে এই যুবতীর সহিত লেডী বেকেনহামের পরিচয় হয়,—তিনি তাঁহার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন।”

কি কারণে বলিতে পারি না, হঠাৎ আমার মনে হইল, চিত্র-শালায় সেই কদাকার বৃদ্ধের সহিত যে যুবতীটিকে দেখিয়াছিলাম, ইনি কি তিনি?

অতঃপর আমি বন্ধুটিকে বলিলাম, “এই যুবতী যখন লেডী বেকেনহামের অতিথি, তখন বোধ হয় তাঁহার সহিত আপনার আলাপ হইয়াছে।”

বন্ধু বলিলেন, “না, এখন পর্য্যন্ত সে সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই; শুনিয়াছি একটা বানর-মুখো বুড়ো এই যুবতীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়,—এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে চক্ষুর আড়ালে যাইতে দেয় না! এমন সুন্দরী যুবতীকে এ রকম একটা জানোয়ারের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।”

আমি বলিলাম, “আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে পূর্ব্বে তাহাদের কোথায় দেখিয়াছি; বৃদ্ধটির বয়স বোধ হয় এক শো বৎসরেরও উপর।”

বন্ধু বলিলেন, “তাহা হইলে যুবতীর সঙ্গে না বেড়াইয়া, সেই বুড়োর এত দিন কবরে বিশ্রাম গ্রহণ করাই উচিত ছিল। আপনি তাহাদের কোথায় দেখিয়াছেন?”

আমি বলিলাম, "তাহাদের উভয়কে সাধারণ চিত্রশালায় দেখিয়াছি। যুবতীটি সত্যই বড় সুন্দরী; দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, তিনি ইংরাজের কন্যা নহেন।"

বন্ধু বলিলেন, "না, তিনি ইহুদীর মেয়ে; শুনিয়াছি তিনি অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, ইংরাজীও বেশ ভাল বলিতে পারেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই বৃদ্ধটি কোন্ দেশের লোক? তাহাকে দেখিয়া ইউরোপের লোক বলিয়া বোধ হয় না।"

বন্ধু বলিলেন, "তাহার পরিচয় কিছুই জানি না, তাহার জীবন রহস্যাবৃত; তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন খাঁটি খবর দিতে পারে না। এই যুবতীর সহিতই বা তাহার কি সম্বন্ধ, তাহাও সাধারণের অজ্ঞাত।"

বন্ধুর কথা শেষ হইতে না হইতেই লেডী বেকেনহাম সেই যুবতীকে সঙ্গে লইয়া ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলেন। সেই সুসজ্জিত কক্ষে বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রভায় যুবতীর রূপ যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। লেডী বেকেনহামও সুন্দরী, কিন্তু এই যুবতীর রূপের সহিত তাঁহার রূপের তুলনা হয় না। সুন্দরীদ্বয়ের পশ্চাতে সেই কদাকার বৃদ্ধ ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল; বহুসংখ্যক রূপবান যুবক ও রূপসী যুবতীর মধ্যে সেই বৃদ্ধকে আরও অধিক কদাকার বোধ হইতে লাগিল; যেন হংসের সভায় কাক আসিয়া বসিলেন। আমি কালা বাঙ্গালী, সাহেবী পরিচ্ছদে আমাকে সেই শুভ্র নরনারীর মজলিসে উপবিষ্ট দেখিয়া ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের সহিত আমার তুলনা

চলিতে পারিত ; কিন্তু তোমরা জান, পিশাচের মুখের আদর্শ লইয়া ভগবান আমার মুখ গঠন করেন নাই। দেখিলাম, বৃদ্ধ এবার কাল মখমলের খুব জমকাল পোষাক পরিয়া আসিয়াছে; তাহার দেহে লম্বা পার্শি কোট, মাথায় লাল রংএর চুড়াদার আরবী টুপি। সে লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। এবং চেয়ারে ঠেস দিয়া জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল ; বোধ হইল, গাড়ী হইতে নামিয়া এই টুকু আসিতেই সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে। বৃদ্ধ উপবেশন করিলে তাহার সঙ্গিনী যুবতী গৃহস্বামিনীর ইঙ্গিতে আর একখানি চেয়ারে বসিলেন।

সে দিন সেই মজলিসে আর এক জন বিখ্যাত বেহালাদার নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন ; তিনি বেহালার এক জন ওস্তাদ বলিয়া লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গৃহস্বামিনীর ইঙ্গিতে তিনিই প্রথমে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি বেহালা শুনিব কি, বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই বৃদ্ধের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলাম ; অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার শক্তি রহিল না, অন্য বিষয়েও মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না! কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল, ললাটে স্থূল ঘর্ম্ম বিন্দু সঞ্চিত হইল ; আমি আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম।

আমার পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুটি সহসা আমাকে উঠিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উঠিলেন যে ?"

আমি বলিলাম "আমার বড় গরম বোধ হইতেছে, বারান্দায় একটু বেড়াইব।"

আমি পাশের একটি দ্বার দিয়া প্রশস্ত বারান্দায় উপস্থিত হইলাম। ারান্দার নীচেই পুষ্পোদ্যান; ভায়োলেট, হাস-না-হানা, গোলাপ প্রভৃতি কুসুমের মিশ্রগন্ধ বায়ু তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া আমার মস্তিষ্ক ীতল করিতে লাগিল।

আমি কোনও প্রয়োজনে বারান্দায় আসিয়াছি মনে করিয়া, একটি ্বেশধারী ভৃত্য আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা ়রিল, "আপনার কিছু চাই কি?"

আমি বলিলাম, "ড্রয়িংরুমে বড় গরম, সেই জন্য বাহিরে আসিয়াছি; ামাকে এক গ্লাস জল দাও।"

আদেশমাত্র ভৃত্য তুষার-শুভ্র স্ফটিক পাত্রে জল লইয়া আসিল, াই শীতল জল চোখে মুখে দিয়া আমি অনেকটা সুস্থ হইলাম; তাহার ্র ড্রয়িংরুমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বে যে সাহেবটি বেহালা াজাইতেছিলেন, তাঁহার বাজনা শেষ হইয়াছে। অল্পক্ষণ পরে বৃদ্ধের ঙ্গিনী যুবতী এক খানি ছোট টেবিলের উপর হইতে তাঁহার বেহালা- ানি লইয়া ধীরে—অতি ধীরে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে হালার সুর তেমন স্পষ্ট খুলিল না; সে সুর নব বিবাহিতা বঙ্গ-বধূর লজ্জ পদ-সঞ্চালনের ন্যায় অতি মৃদু, অতি সঙ্কোচপূর্ণ; বোধ হইল তীর হাত কাঁপিতেছে, বেহালায় গান ঠিক ফুটিতেছে না। সে র যেন বহু দূরের সঙ্গীতালাপের মত, ঠিক পরিচিত নহে; অথচ ূর্ণ অপরিচিতও নহে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে যুবতীর ই সঙ্কোচপূর্ণ ভাব দূর হইল; সহসা উপল-মুক্ত জলোচ্ছ্বাসের ন্যায়

বেহালার সুগম্ভীর সুমিষ্ট ধ্বনি সেই সুপ্রশস্ত কক্ষটি পূর্ণ করিয়া ফেলিল; বেহালা অতি করুণ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন বেহালা আমি জীবনে শুনি নাই! ছড়ের মৃদু স্পর্শে বেহালার প্রত্যেক তন্ত্রী কম্পিত হইয়া হৃদয়ের গভীর দুঃখ, দৈন্য, ব্যাকুলতা ও নিরাশা পরিব্যক্ত করিতে লাগিল; শুনিয়া বোধ হইল, যেন কোনও পতিত আত্মা পাপপঙ্কে বিলুণ্ঠিত হইয়া মুক্তির আশায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাহারও আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে; সে নিরাশা, সে আকুলতা, সে বিষাদ ও বেদনা মনুষ্যের ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে।—শ্রোতৃবৃন্দ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই মোহন সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। সেই মজলিসে সমজদার শ্রোতার অভাব ছিল না; অনেকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেহালাদারগণের বেহালা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকলেই স্বীকার করিলেন, বেহালায় এমন নৈপুণ্য তাঁহারা আর কখনও দর্শন করেন নাই।

বেহালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধীরে ধীরে নীরব হইল; কিন্তু তখনও তাহার স্বর-লহরী আমাদের কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমাদের মনে লইল, যাহা দেখিতেছি, তাহা ইন্দ্রজাল মাত্র; যাহা শুনিতেছি, তাহা স্বপ্নবৎ অলীক!

বেহালা থামিল, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে একটিও প্রশংসা-ধ্বনি উত্থিত হইল না। সকলেই নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, যেন মোহাচ্ছন্ন। ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম, সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের প্রভাব শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় কি ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

যুবতী উঠিয়া টেবিলের উপর বেহালা রাখিয়া নত মস্তকে শ্রোতৃ-বৃন্দকে অভিবাদন করিলেন।

বেহালা শেষ হইলে, এক জন খ্যাতনামা পিয়ানো-বাদক পিয়ানো বাজাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু বেহালার পর পিয়ানো আর তেমন জমিল না;—যেন পোলাওয়ের পর শাকান্ন ভোজন! তথাপি পিয়ানো শুনিয়া সকলেই বাহবা দিলেন।

পিয়ানো শেষ হইলে গৃহ কর্ত্রীর অনুরোধে যুবতী উঠিয়া আবার বেহালা ধরিলেন, এবং অতি ক্ষিপ্র হস্তে দ্রুত তালে বেহালা বাজাইতে লাগিলেন। এবার আর বেহালায় পূর্ব্বের মত শোকাচ্ছন্ন, নিরাশা-জড়িত ব্যথিত হৃদয়ের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইল না; অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় তাহার প্রতিতন্ত্রী কম্পিত হইতে লাগিল। বেহালা যেন নাচিয়া নাচিয়া তাহার স্বর-লহরীতে হৃদয়ের অনন্ত-আশা, প্রবল আকাঙ্ক্ষা, প্রচণ্ড উন্মাদনা ও বিপুল উৎসাহ পরিব্যক্ত করিতে লাগিল। বেহালার সেই স্বরে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ও হর্ষে, উৎসাহে আপ্লুত হইল। ধন্য সাধনা, ধন্য শিক্ষা!—পূর্ব্বে আমরা বেহালার করুণ স্বরে যেরূপ অভিভূত হইয়াছিলাম, এবার তাহার আনন্দোচ্ছ্বাসে সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হইল, পৃথিবীর কোথাও কোনও দুঃখ, দৈন্য, অপূর্ণতা নাই; যেন সমগ্র বিশ্ব উদ্দাম সুখ-স্রোতে অনন্তের অভিমুখে ভাসিয়া যাইতেছে, এবং সৌরকর-সমুজ্জ্বল অনন্ত কোটী জীবের আবাসভূমি এই সুবিপুলা পৃথ্বী নিবিড় আনন্দে মহাবেগে স্বীয় পুলকপূর্ণ কক্ষপথে আবর্ত্তিত হইতেছে।

হঠাৎ বেহালা বন্ধ হইল; যুবতী পুনর্ব্বার শ্রোতৃবর্গকে অভিবাদন

পূর্ব্বক টেবিলের উপর বেহালা রাখিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। আমি কয়েক মুহূর্ত্ত জড়ের ন্যায় নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বারান্দায় আসিলাম ; অনন্তর সেখান হইতে কয়েক মিনিট পরে সিঁড়ীর ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মার্কুইস ও লেডী বেকেনহাম সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া সুমিষ্ট হাস্যে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক-দিগকে বিদায় করিতেছেন।

লেডী বেকেনহাম আমাকে দেখিবামাত্র সহাস্যে বলিলেন, "মিঃ সেন, কেমন বেহালা শুনিলেন ? তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন ত ? আসুন, এই অসাধারণ প্রতিভা শালিনী যুবতীর সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিই।—ইঁহার নাম কুমারী রেবেকা কোহেন।"

যুবতীর সহিত আমার পরিচয় হইল। আমি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী চিত্রকর ; এই ইউরোপ-বিখ্যাত, অপূর্ব্ব সঙ্গীত-নিপুণা, সুর-সুন্দরীর ন্যায় সৌন্দর্য্যময়ী, জ্বলন্ত প্রতিভা-শিখারূপিণী যুবতীর সহিত বিশেষ পরিচয় কি হইবে ? বেহালায় তাঁহার অপূর্ব্ব নিপুণতার প্রশংসা করিয়া শিষ্টাচারসঙ্গত দুই একটী কথায় আলাপ শেষ করিলাম। যুবতী ক্ষণকাল কৌতূহলপূর্ণ কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার সেই কৌতূহল বা কাতরতার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। লেডী বেকেনহাম আমার পাশে সরিয়া আসিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "মিঃ সেন, মিঃ রা-তাই বলিতে-ছিলেন, আপনার সহিত পরিচয় হইলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন ; আপনি পূর্ব্ব দেশের লোক, তিনিও প্রাচ্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আপনি সুখী হইবেন।"

লেডী বেকেনহামের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং এক বার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি যে কি বলিব, হঠাৎ স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমাকে নীরব দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহাতে বড়ই সুখী হইলাম। আশা করি শীঘ্রই আপনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ পাইব। আজ এখানকার সাধারণ চিত্রশালায় প্রাচীন মিসর দেশের একখানি সুন্দর পৌরাণিক চিত্র দেখিয়া আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, চিত্রকরের পরিচয় জানিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। বিস্তর অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম; সেই চিত্রখানি আপনারই অঙ্কিত। শুনিলাম আপনি এসিয়া-খণ্ডের লোক, কিন্তু আপনি এই চিত্রে যে ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এ কালের চিত্রকরগণের পক্ষে তাহা অসাধ্য মনে হয়; কোন বিদেশী চিত্রকর যে এখন নিখুঁত ভাবে ইহা অঙ্কিত করিতে পারেন, চিত্রখানি না দেখিলে আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম না; কারণ, স্থান কাল, পাত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকিলে এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা অসম্ভব। আপনি এই চিত্রের বিষয়টি কোথায় কিরূপে সংগ্রহ করিয়াছিলেন?"

আমি বলিলাম, "আমার পিতা মিসর প্রবাসী বাঙ্গালী; আমি তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল মিসরে বাস করিয়াছিলাম, তাঁহার নিকট মিসর সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; সেই সূত্রে ইংরাজ বা অন্যান্য বৈদেশিক পর্য্যটকগণের অজ্ঞাত বহু বিচিত্র তথ্যও অবগত

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সেই মৃদু দীপালোকিত নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া এই অদ্ভুত রহস্যের কথা চিন্তা করিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অন্যমনস্ক ভাবে নৈশ ভোজন শেষ করিয়া পুনর্ব্বার যখন আমার পাঠগৃহে প্রবেশ করিলাম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল; সূচীভেদ্য গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল; গগনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুতের লেলিহান জিহ্বা ঘূর্ণ্যমান আলোক-চক্রের ন্যায় মুহুর্মুহু তরঙ্গায়িত হইতেছিল, এবং সুগম্ভীর বজ্রনাদে শ্রবণ বধির হইতেছিল! সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রে সুদূর প্রবাসের একটি নির্জ্জন গৃহে বর্ত্তিকার মৃদু আলোকে আমি আমার বন্ধুর প্রেরিত কাগজের তাড়াটি খুলিয়া বসিলাম। এই পাণ্ডুলিপিতে না-জানি কি অদ্ভুত বিবরণ লিখিত আছে, ভাবিয়া আমার মন দারুণ উদ্বেগ ও কৌতূহলে অধীর হইয়া উঠিল। পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়াই দেখিতে পাইলাম, তাহা বন্ধুর অনিন্দ্যসুন্দর সুপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে পূর্ণ; পাণ্ডুলিপিখানির আদ্যোপান্ত বঙ্গভাষায় লিখিত। সেই সঙ্গে একখানি পত্রও গ্রথিত দেখিলাম; অগ্রে সেই পত্রখানি আগ্রহ-ভরে পাঠ করিলাম। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল;—

'প্রিয়বরেষু,—

হঠাৎ তুমি আমার নিকট হইতে এরূপ একখানি পত্র পাইবে, তাহা বোধ হয় তোমার স্বপ্নেরও অগোচর! কিন্তু স্বপ্নের অগোচর অনেক কাণ্ডও আমাদের এই সুখ দুঃখ পূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীতে

নিত্য ঘটিতেছে। অতএব আমার এই পত্রখানি দেখিয়া তুমি বিস্মিত বা বিচলিত হইও না।

ইংলণ্ড হইতে জাহাজ ভাসাইয়া যখন উদ্দেশ্যহীন ভাবে অনন্ত মহাসমুদ্রে নিরুদ্দেশ যাত্রা করি, তখন এ কথা একবারও মনে হয় নাই যে, জীবনে তোমাকে পত্র লিখিতে পারিব। ইংলণ্ড হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্ব্বে তোমার ন্যায় প্রিয় বন্ধুর সহিত কেন দেখা করিয়া আসি নাই, এ প্রশ্ন তোমার মনে উদিত হওয়াই স্বাভাবিক। আমার এই বিচিত্র ব্যবহারে তোমার মনে যে দুঃখ ও অভিমানের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু কেন যে দেখা করি নাই, এক কথায় তাহার কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না। আমার প্রেরিত এই পাণ্ডুলিপি যদি তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া পাঠ করিতে পার, তাহা হইলে ইংলণ্ড হইতে আমার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কারণ হয় ত বুঝিতে পারিবে; সুতরাং সে সম্বন্ধে এখানে স্বতন্ত্র আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তুমি জান চিত্র শিল্পে সাফল্য লাভই আমার জীবনের এক মাত্র ব্রত ছিল; সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আমি ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম; ফ্রান্স দেশেও কিছুকাল বাস করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে ইটালীর ফ্লরেন্স, জর্ম্মনির মিউনিক ও চিত্রশিল্পের অন্যান্য পীঠস্থানে পদার্পণ করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করিব; কিন্তু মানুষ এক ভাবিয়া কাজ আরম্ভ করে, তাহার ফল অন্য রূপ হয়! সুদীর্ঘ কাল অনন্য মনে শিল্প-সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি যে আংশিক রূপে সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে। তুমি জান আমার অঙ্কিত কয়েকখানি তৈল চিত্র ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ

করিয়াছিল; ইংলণ্ডের সাধারণ চিত্রশালার আমার অঙ্কিত দুইখানি চিত্র সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইউরোপে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বদেশবাসিগণের সম্মুখে যদি কখনও চিত্র-শিল্পের মহিমময় আদর্শ সংস্থাপন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার এই তুচ্ছ জীবন ধন্য হইত।

কিন্তু যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় এত দিন আমার হৃদয় পূর্ণ ছিল, সে আকাঙ্ক্ষা আমার আর নাই, এখন আমার জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রধাবিত। কেন এরূপ হইল, এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তাহা এই পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে। তুমি আমার সম্বন্ধে যাহাই ভাব, দয়া করিয়া আমাকে ভুল বুঝিও না। তোমাদের হয় ত বিশ্বাস, একটি ইহুদী যুবতীর প্রেমে পড়িয়াই আমি অধঃপাতে গিয়াছি! তোমাদের বোধ হয় ধারণা, সেই যুবতী তাহার পিতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু আমার অধঃপতনের কারণ স্বতন্ত্র। তুমি শুনিলে বিস্মিত হইবে, আমার প্রিয়তমা রেবেকার পিতা মৃত্যুকালে তাহার জন্য একটী কপর্দ্দকও রাখিয়া যান নাই। আমার পিতা কমিসেরিয়েটে চাকরী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও, তিনিও বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, চিত্রশিল্পের আলোচনায় যে অর্থোপার্জ্জন হইবে তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিব; কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া সে পথও ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখন ভগবানই আমার একমাত্র সহায়। কিন্তু মহাপাপে আমার জীবন কলঙ্কিত, বোধ হয় ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবারও আমার অধিকার নাই! ভীষণ

অনুতাপানলে আমার হৃদয় প্রতিমুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া দগ্ধ হই-তেছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে যে শান্তিলাভ করিব তাহার সম্ভাবনা নাই; এবং মৃত্যুর পরেও শান্তিলাভের আশা করি না।"

তোমাকে আমার পাপ-জীবনের কাহিনী লিখিয়া পাঠাইলাম। আমার মনের গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু করিবার আশাতেই এরূপ করিলাম। শুনিতে পাই নিজের পাপের কথা গোপন না করিয়া তাহা জনসমাজে প্রকাশ করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। এ কথা সত্য কি না বলিতে পারি না; কিন্তু আমি ইহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করি। এই জন্যই তোমার নিকট আমার একটী অনুরোধ আছে। তুমি আমার প্রিয়বন্ধু, আমাকে তুমি যথেষ্ট স্নেহ কর; তোমার নিকট আমার শেষ অনুরোধ, তুমি আমার এই পাণ্ডুলিপি খানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিও। ইহা পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইলে আমার স্বদেশ-বাসিগণ বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের স্বদেশীয় একটি তরলমতি যুবক প্রবাসে এক জন নরপিশাচের কুহক-জালে বিজড়িত হইয়া অজ্ঞাতসারে কি ভীষণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে; এবং জীবনের উচ্চ আশা কিরূপে ব্যর্থ করিয়া জীবন্মৃত ভাবে কালযাপন করিতেছে।

আর, অন্যে আমাকে ক্ষমা করুক না করুক, আশা করি তুমি আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। আমি যে অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করিয়াছি, সেখান হইতে আর আমার প্রত্যাগমনের আশা করিও না। মনে করিও, আমি ইহলোকে বর্ত্তমান নাই, পৃথিবীর সহিত আমার সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে। 'স্মরণ রাখিও, পৃথি-

বীতে আমার ন্যায় হতভাগ্য ও দুঃখী আর কেহই নাই। তোমার এই জীবন্মৃত বন্ধুর কথা কখনও কখনও স্মরণ করিও; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

তোমার হতভাগ্য বন্ধু

নরেন সেন।'

পত্রখানির পাঠ সমাপ্ত করিয়া আমি বন্ধু-প্রেরিত পাণ্ডুলিপিতে মনঃসংযোগ করিলাম। বাহিরে ঝড়ের তুমুল শব্দ, কিন্তু আমার রুদ্ধদ্বার কক্ষমধ্যে টেবিলে সংরক্ষিত ঘড়িটির অবিশ্রান্ত টিক্ টিক্ শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ছিল না। পাণ্ডুলিপিখানি যখন পড়িতে আরম্ভ করিলাম, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা; পাঠ শেষ করিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম পাঁচটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী আছে! সমস্ত রাত্রি একাসনে বসিয়া বিনিদ্র ভাবে একখানি পুস্তক পাঠ করা বড় সহজ নহে; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ইহাতে আমি বিন্দু মাত্রও শ্রান্তি অনুভব করি নাই; মুহূর্ত্তের জন্যও আমার নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই।

আমি জীবনে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক লোমাঞ্চকর বিচিত্র উপন্যাস পাঠ করিয়াছি; ইংরাজী ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় কত বিভিন্ন ভাবের ও অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ উপন্যাস পাঠ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। উপন্যাস-জগতে ফরাসী সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দী নাই, ইংরাজী ও জর্ম্মন সাহিত্যও এ বিষয়ে হীন নহে; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, নরেন সেনের প্রেরিত পাণ্ডুলিপির ন্যায়

কৌতূহলোদ্দীপক অদ্ভুত কাহিনী পূর্ব্বে কোনও ভাষায় পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। ইহা এরূপ অসম্ভব যে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না, কিন্তু মিথ্যা বলিয়া মনে করিবারও উপায় নাই।

পাঠ শেষে অনেকক্ষণ চিন্তাকুল চিত্তে বসিয়া রহিলাম। তাহার পর উঠিয়া পূর্ব্ব দিকের বাতায়ন খুলিয়া দেখিলাম,—আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, কোনও দিকে মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই; পূর্ব্বাকাশের বহু উর্দ্ধে একটি বিগত-জ্যোতিঃ তারকা প্রভাত-কল্পা শর্ব্বরীর নিষ্প্রভ দীপালোকের ন্যায় স্তিমিত নেত্রে উষাগমের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল।

নরেন সেনের প্রেরিত পাণ্ডুলিপিখানি আজ তোমাকে ডাকে পাঠাইতেছি; শীঘ্র ইহা কোনও প্রেসে ছাপিতে দিবে। এখানে বাঙ্গালা বহি ছাপিবার সুযোগ থাকিলে তোমার উপর আর এ ভার চাপাইয়া তোমাকে বিপন্ন করিতাম না। নরেন তোমার বাল্য বন্ধু, আশা করি তুমি অন্ততঃ তাহার প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধেও সন্তুষ্ট চিত্তে এই ভার গ্রহণ করিবে। আমি শীঘ্রই বোধ হয় দেশে ফিরিব, দেশে ফিরিয়া যেন পুস্তকখানি মুদ্রিত দেখিতে পাই।

তোমার স্নেহমুগ্ধ
এন, সিংহ।”

পিশাচ পুরোহিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন সেনের আত্মকাহিনী

আমি বাল্যকাল হইতেই প্রবাসী। আমি এক-পুরুষে প্রবাসী নহি, আমার পিতাও সুদীর্ঘকাল সুদূর প্রবাসে কাল যাপন করিয়াছিলেন; তিনি মিসর যুদ্ধের সময় 'কমিসেরিয়েটে' চাকরী লইয়া তাঁহার মুরুব্বি কোন ইংরাজ সেনাপতির সহিত মিসর দেশে যাত্রা করেন। এই চাকরী করিতে করিতে সেই দেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সে অনেক দিনের কথা।

সেকালে যাঁহারা 'কমিসেরিয়েটে' চাকরী লইয়া প্রবাসে যাত্রা করিতেন, তাঁহারা দুই চারি বৎসর চাকরী করিয়াই বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেন। আমার পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান ছিলেন, 'কমিসেরিয়েটে'র চাকরীতে তিনি তেমন অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে না পারিলেও অর্থাভাবে তাঁহাকে কোনও দিন কষ্ট পাইতে হয় নাই।

ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মানুষের অদৃষ্টে সকল সুখ এক সঙ্গে জোটে না; কিছু দিনের মধ্যেই আমার মাতৃ বিয়োগ হইল; মৃত্যুকালে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় তিনি বড় অশান্তিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমার বয়স তখন প্রায় ষোল বৎসর।

পিতা প্রবাসে বসিয়াই আমার জননীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিলেন। নিদারুণ পত্নী শোক, তাহার উপর আমার জন্য তিনি বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কারণ দেশে আমার উপযুক্ত অভিভাবক কেহই ছিল না। তিনি কিছু দিনের জন্য স্বদেশে গিয়া আমাকে লইয়া মিসর দেশে যাত্রা করিলেন। তাহার পর আমি প্রায় পাঁচ বৎসর কাল পিতার সহিত সেখানে বাস করিয়াছিলাম; জন্মভূমিতে আর কখনও পদার্পণ করি নাই।

বাল্যকাল হইতেই চিত্র বিদ্যায় আমার বড় অনুরাগ ছিল। মিসরে অবস্থান কালে আমি সযত্নে এই শিল্পের অনুশীলন করিয়াছিলাম, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আমি তেমন উন্নতি করিতে পারি নাই। অবশেষে আমার একুশ বৎসর বয়সের সময় পিতার অনুমতি লইয়া চিত্র বিদ্যা শিক্ষার জন্য আমি ইংলণ্ডে যাত্রা করি। ইহার তিন বৎসর পর মিসরে জ্বর রোগে আমার পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া আমি ইংলণ্ড হইতে মিসরে যাত্রা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে

তিনি তাঁহার সঞ্চিত নগদ টাকা কড়ির কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারি নাই, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু পাই নাই; তবে তিনি যে বিশ হাজার টাকার জীবন-বীমা করিয়াছিলেন, সেই টাকাগুলি পরে আমার হস্তগত হইয়াছিল। মিসরে অবস্থান কালে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া তিনি তাঁহার গৃহে সেই দেশের অনেক দুর্লভ ও মূল্যবান প্রাচীন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকের নিকট সেই সকল সামগ্রীর যথেষ্ট মূল্য থাকিলেও বাজারে তাহার কোন মূল্য ছিল না। মিসর হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন কালে আমি সেই সকল সামগ্রীর অধিকাংশই সেখানে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া আসি; কেবল পিতার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় কয়েকটি সামগ্রী ইংলণ্ডে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের সূচনা হইয়াছিল; কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে—বিশেষতঃ রাজধানী লণ্ডন নগরে যে ভয়ঙ্কর মড়ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কথা বোধ হয় তুমি এত শীঘ্র বিস্মৃত হও নাই। ভীষণ প্লেগে কত লোকের বাস্তভূমি শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় অবসন্ন হয়। ইংলণ্ডের অসংখ্য পরিবার আত্মীয়বিয়োগ-শোকে হাহাকার রবে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়াছিল, গৃহে ও শ্মশানে কোনও পার্থক্য ছিল না; যে দিকে দৃষ্টি পড়িত, সেই দিকেই স্তূপীকৃত মৃতদেহ, পূতিগন্ধে বায়ু-মণ্ডল দূষিত।—ইংলণ্ডের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে প্লেগে আমার জীবনান্ত হইলেই আমার পক্ষে ভাল ছিল; কিন্তু বিধাতা তখন আমার অদৃষ্টে

মৃত্যু লেখেন নাই; তাই এখন মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহ্য যন্ত্রণা দিবা রাত্রি সহ্য করিতে হইতেছে।—সেই কথা বলিবার জন্যই আজ লেখনী ধারণ করিয়াছি।

আমি আমার জীবনের এই আখ্যায়িকায় যে সময়ের কথা বলিতেছি, ইউরোপে তখনও প্লেগ দেখা দেয় নাই। তখন বোধ হয় মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহ; মনে আছে, ইংলণ্ডের হাড়ভাঙ্গা শীত তখন অনেকটা কম; সেই সময় এক দিন রাত্রে, আমি আমার চিত্রশালায় বসিয়া আমার অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র পরীক্ষা করিতেছিলাম; তন্মধ্যে একখানি চিত্র লণ্ডনের সাধারণ চিত্রশালায় পাঠাইবার কথা ছিল, সেখানি 'মহাভিঃনিষ্ক্রমণ' অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সংসার ত্যাগের চিত্র।—সিদ্ধার্থ, গভীর রাত্রে পরিজন বর্গের অজ্ঞাতসারে রথে আরোহণ পূর্ব্বক পিতৃ-রাজধানী কপিলাবস্তু ত্যাগ করিয়াছেন; নিশাশেষে তিনি পিতৃ রাজ্যের সীমাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক স্বীয় তরবারি দ্বারা মস্তকের নিবিড় কুন্তল রাশি ছেদন করিতেছেন; সারথি ছন্দক অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া ভীতি-বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রাজপুত্রের এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন; উষালোকে পূর্ব্বাকাশ লোহিতাভ; দূরস্থ অরণ্যানী ও গিরিশ্রেণীর ধূসর বর্ণের উপর সেই লোহিত আভা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে, সিদ্ধার্থের পরম সুন্দর দেবোপম বদনমণ্ডলেও তাহা প্রতিফলিত হইতেছে; এবং তাঁহার পদপ্রান্ত-প্রসারিত কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন বঙ্কিমকায়া গিরিনদী যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড স্পর্শে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে।—

ইহাই চিত্রের বিষয়। এই চিত্র খানি আমি মনের মত করিয়া আঁকিয়াছিলাম, এবং তাহা এমন সুন্দর হইয়াছিল যে, এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমার মনে যে একটুও অহঙ্কারের সঞ্চার হয় নাই, ইহাও বলিতে পারি না। অন্ততঃ, বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র কোনও প্রতিভাবান চিত্রকর এ পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।

আমার হাতের কাজ শেষ হইলে, আমার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সেই রাত্রেই আমি লণ্ডনের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। সমস্ত দিন একাকী ঘরে বসিয়া থাকিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গিয়াছিল, তাই একটু ঘুরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইল। এক বার মনে হইল, তোমাদের বাসায় যাই, কিন্তু আর এক স্থানে আটকাইয়া পড়িলাম; আমার বাসার অদূরে আমার একটি বন্ধু বাস করিতেন, তাঁহাকে তুমি চিনিতে পার; তাঁহার নাম মিঃ বাম্‌ব্রিজ। তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি থিয়েটারে যাইবার জন্য সাজিতেছেন। তিনি মহা আগ্রহে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে থিয়েটারে যাইবার জন্ম অনুরোধ করিলেন।

বন্ধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। তাঁহার সহিত একটি থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু কেন বলিতে পারি না, সে দিন অভিনয় আমার ভাল লাগিল না। বন্ধু নিবিষ্ট চিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন, আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া একটি চুরুট ধরাইয়া তাহা টানিতে টানিতে উদ্দেশ্যহীন ভাবে পদব্রজে রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম।

আমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে ছিলাম, চলিতে চলিতে দেখিলাম, টেমস্ নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি! নদীতীরস্থ বাঁধের উপরে উঠিয়া দেখিলাম, নদীর নৈশ দৃশ্য অতি মনোহর, নদী-বক্ষস্থ বিভিন্ন আকারের শত শত যানে শত শত আলোক জ্বলিতেছে; নৈশ কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়া তাহা দূর গগনবর্ত্তী শত শত নক্ষত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমি রাস্তার মোড় ঘুরিয়া সেই বাঁধের উপর দিয়া—'ক্লিয়োপেট্রার নিড্‌লে'র নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার পশ্চাতে রেলের গাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে বাঁধের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

রাজপথে তখন পথিকগণের গতিবিধি ছিল না। আমি একাকী একটী আলোক-স্তম্ভে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া অন্যমনস্ক ভাবে নদীর দিকে চাহিতেছি; এমন সময় আমার বোধ হইল, সেই বাঁধের অদূরবর্ত্তী নদীগর্ভে যেন কোনও লোক এক বার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; বোধ হইল কোন লোক হঠাৎ জলে পড়িয়া গিয়া প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল! আমি সেই শব্দ শুনিবামাত্র এক লম্ফে নদীর কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে একটী জেঠি ছিল সেই জেঠিটী নদীর মধ্যে কিছু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। উচ্চ বাঁধের আলোক-স্তম্ভ হইতে গ্যাসের আলোক নদীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল; সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম, এক জন লোক প্রায় দশ বার হাত দূরে জলে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছে, এবং যখন ভাসিয়া উঠিতেছে, তখন অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জলের উপর দুই হাত তুলিয়া 'আমাকে বাঁচাও,' বলিয়া চীৎকার করিতেছে!

আমি সেই বিপন্ন লোকটাকে জলের ভিতর হইতে কিরূপে তুলিব, কিরূপে তাহার প্রাণরক্ষা করিব, প্রথমে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম; দেখিলাম, লোকটি 'নাকানি চুবানি' খাইতে খাইতে জেঠির অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়াছে। আমি আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্রুত বেগে জেঠির মাথায় গিয়া দাঁড়াইলাম।

সেখান হইতে জলে লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, মনে করিতেছি লোকটি এই বার ভাসিয়া উঠিলেই জলে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিব; এমন সময় একখানি মেঘের অন্তরাল হইতে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচন্দ্রের মৃদু আলোক নদীবক্ষে বিকীর্ণ হইল; সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিয়া আমি জলে লাফ দিয়া পড়িব কি, আমার হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল, নড়িবার পর্য্যন্ত শক্তি রহিল না! দেখিলাম, সেই মগ্নপ্রায় লোকটি জেঠির একটি শিকল ধরিয়া প্রাণের দায়ে জেঠির উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আর একটি লোক জেঠির উপরে দাঁড়াইয়া জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একখানি লাঠির খোঁচা দিয়া তাহাকে জলের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিতেছে! লাঠির খোঁচা খাইয়া সেই মগ্নপ্রায় লোকটি আর জেঠির উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে পারিল না, শিকল ছাড়িয়া দিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে জলে ডুবিয়া গেল! তাহার পর জোয়ারে সে কোথায় ভাসিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

যে লোকটা লাঠির খোঁচায় তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল,

এতক্ষণ পরে সে জেঠির উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং মনের আনন্দে হা হাঁ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি যেন মানুষের হাসি নহে, যেন তাহা পিশাচের অট্ট হাস্য! তাহার সেই হাসি শুনিয়া আমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। লোকটার পৈশাচিক আচরণ দেখিয়া রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল! দুই হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তীব্র স্বরে বলিলাম, "তুমি মানুষ, না পিশাচ? তুমি ইচ্ছা করিলে যাহাকে অনায়াসে জেঠির উপর টানিয়া তুলিতে পারিতে, যাহার প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইতে, তাহাকে তুমি লাঠির খোঁচা দিয়া জলে ডুবাইয়া মারিলে! এই ভাবে এক জন লোকের প্রাণ বধ করিতে তোমার মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট হইল না, কষ্ট হওয়া দূরে থাক্, তুমি এই ভয়ানক নিষ্ঠুরের কাজ করিয়া মনের আনন্দে হা হা করিয়া হাসিলে! মানুষ যে এমন নিষ্ঠুর হইতে পারে, তাহা জানিতাম না।"

সে, মানুষ অথবা পিশাচ যাহাই হউক, আমার আক্রমণে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, অবলীলাক্রমে আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে আমার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল, তাহার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল।

তাহার সেই ক্রূর দৃষ্টিপাতে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম, বায়ু-প্রবাহ-সঞ্চালিত বেতস পত্রের ন্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল!

কেন এরূপ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সচল অবস্থায় তাহা স্পর্শ করিলে হাত যেমন অবশ ও আড়ষ্ট হইয়া যায়, সেই ব্যক্তির স্পর্শে আমার দেহের অবস্থাও সেইরূপ হইল।

কোন মনুষ্যের অঙ্গ স্পর্শে আর কখনও আমি এমন ভাব অনুভব করি নাই। আমি সভয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার চক্ষু-তারকা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতেছে! আমি চেষ্টা করিয়াও তাহার চক্ষু হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না; তাহার সেই ভীষণ নির্ম্মম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি ভুলিব না। আমার সাধ্য হইলে আমি সেই নর পিশাচকে ধাক্কা দিয়া জেঠির উপর হইতে নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করিতাম, কিন্তু তখন আমার সে শক্তি ছিল না, যেন সে মন্ত্রবলে আমাকে জড়বৎ করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই লোকটি কোন্ দেশের অধিবাসী, তাহা তাহার আকার দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না; তবে সে যে ইউরোপীয় নহে, তাহা তাহার বর্ণ ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল। তাহার দেহ অত্যন্ত শীর্ণ, বার্দ্ধক্যভরে কিঞ্চিৎ কুব্জ। তাহার ললাট ও গণ্ড-স্থলের চর্ম্ম কুঞ্চিত; অস্থির উপর চর্ম্মের আবরণ ভিন্ন তাহার দেহে যে মাংসের অস্তিত্ব আছে, এরূপ অনুমান হইল না। হস্তীদন্ত নির্ম্মিত কোন বস্তু দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে তাহার বর্ণ যেমন ঈষৎ পীতাভ হয়, এই লোকটার মুখের বর্ণও সেইরূপ। একটি কৃষ্ণবর্ণ স্থূল ও সুদীর্ঘ কোটে তাহার শীর্ণ দেহ আবৃত, পায়জামার উপর এই কোটটী তাহার জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল, তাহার মস্তকে একটি দীর্ঘাকৃতি চূড়াযুক্ত মোগলাই টুপি। মিসর দেশে এইরূপ পরিচ্ছদধারী লোক অনেক দেখিয়াছি; অনেক আরবকেও এইরূপ পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখা যায়; সুতরাং অনুমান হইল, এই ব্যক্তি হয় আরব, না হয় মিসর-দেশবাসী।

তাহার ওষ্ঠে নিষ্ঠুরতা ও দৃঢ়তা অঙ্কিত, তাহার দৃষ্টি সর্পের দৃষ্টির ন্যায় ক্রূর। তাহার বয়স কত, রাত্রে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; বয়স সম্ভবতঃ আশি নব্বই হইতে পারে, এক শত বলিলেও অসঙ্গত হয় না।

লোকটি দুই তিন মিনিট কাল দৃঢ় মুষ্টিতে আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া রাখিয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিল, এবং আমাকে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইঙ্গিত করিল; সূত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় আমি তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইলাম। তখন সে আমার মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া, তাহার হস্তস্থিত কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ যষ্টিতে ভর দিয়া ঈষৎ কুব্জভাবে জেঠি হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল; তাহার পর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জড়ের ন্যায় জেঠির উপর দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার ললাট ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল; অঙ্গুলি দ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া কিছু কাল স্তম্ভিত ভাবে নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর জেঠি হইতে অবতরণ করিয়া বাসায় চলিলাম।

এই অদ্ভুত বৃদ্ধের সহিত সেই রাত্রিকালে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ; কিন্তু প্রথম হইলেও ইহা শেষ সাক্ষাৎ নহে।—সে কথা ক্রমে জানিতে পারিবে।

হইয়াছি। মিস্‌র দেশ সম্বন্ধে আপনারও বোধ হয় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে ?”

বৃদ্ধ শুভ্র দন্তশ্রেণী বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, “আমি স্বয়ং মিসর-বাসী ; কিন্তু কেবল স্বদেশ বলিয়া নহে, পৃথিবীর সকল দেশ সম্বন্ধেই আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে ; আশা করি এক দিন আপনাকে সে পরিচয় দিতে পারিব। যাহা হউক, আজ আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, রাত্রিও অধিক হইতেছে, আজিকার মত বিদায়।”

বৃদ্ধ আমাদের অভিবাদন করিয়া, রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিল। আমিও চিন্তাকুল চিত্তে বাসায় ফিরিলাম।

মিসরদেশীয় এই বৃদ্ধের নাম রা-তাই। তাহার ন্যায় অতি বৃদ্ধ মিসরবাসী কেন ইংলণ্ডে আসিয়াছে ? এই ইহুদী যুবতী রেবেকা কোহেনকে সঙ্গে লইয়াই বা সে কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ? উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি ? এই বিদেশী বৃদ্ধ ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজে কোন্ গুণে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে ?—অনেক চিন্তা করিয়াও আমি এ সকল রহস্য ভেদ করিতে পারিলাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাসায় ফিরিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে; কিন্তু তত রাত্রেও শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা হইল না; আমি আমার চিত্রশালায় একখানি চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম। সেই কক্ষটিতে মিসরদেশীয় নানা পৌরাণিক চিত্র সজ্জিত ছিল; তন্মধ্যে কতকগুলি আমার পিতার সংগৃহীত, কয়েক-খানি আমার অঙ্কিত। এই সকল চিত্র ব্যতীত একটি কাচের আলমারির মধ্যে মিসরদেশীয় একটি 'মমি' সুদৃশ্য আধারে সংরক্ষিত ছিল।

"মমি" কি পদার্থ, তাহা সকলের জানা না থাকিতে পারে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন ইউরোপ ও আমেরিকা অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, সভ্যতার সহিত যখন তাহাদের আদৌ পরিচয় হয় নাই, সেই প্রাচীন যুগে এসিয়া খণ্ডে কেবল ভারতবর্ষ, ও আফ্রিকায় প্রাচীন মিসরদেশ সভ্যতা ও উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। সভ্যতার সেই আদি যুগে মিসরদেশে সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ পরলোক গমন করিলে তাঁহাদের মৃতদেহ ভূগর্ভে সমাহিত বা দাহ না করিয়া নানাপ্রকার মসলার সাহায্যে তাহা অবিকৃত রাখা হইত; কিরূপে যে সেইগুলিকে স্থায়িত্ব দান করা হইত, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ, কিন্তু দ্রব্যগুণে সেই সকল দেহ কোনও কালে পচিবার বা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। যাদুঘরে মৃতের

দেহাবশেষ যে ভাবে সজ্জিত থাকে, মমিগুলিও স্থানে স্থানে সেই ভাবে সজ্জিত থাকিত। মৃতদেহ বলিয়া কেহ তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিত না, জনসাধারণ তাহা অতি পবিত্র বস্তু বলিয়াই মনে করিত।

সহস্র সহস্র বৎসর পরে এখনও মিসরে এই সকল 'মমি' বর্ত্তমান আছে; তাহা মিসরের প্রাচীন যুগের বিস্মৃতপ্রায় পুরাবৃত্তের মূক সাক্ষী। কত পণ্ডিত, কত দার্শনিক, কত ঐতিহাসিক ও কত রাজার মৃতদেহ যে এই ভাবে যুগান্ত-পূর্ব্ব হইতে প্রাচীন মিসরের নানা ভগ্নস্তূপের গর্ভে সংরক্ষিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিবে? আমার পিতা মিসর দেশে অবস্থান কালে যে সকল অদ্ভুত ও দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকখানি চিত্র ও এই মমিটি আমি সযত্নে সেখান হইতে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিলাম।

আমি সিগারেট টানিতে টানিতে আমার কাচের আলমারির অভ্যন্তরস্থিত সেই মমিটির দিকে এক বার চাহিলাম; হঠাৎ আমার বোধ হইল যেন, সেই বহুকালের মৃত নির্ব্বাক মমি সহসা বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া আমাকে বলিতেছে, "ওরে উনবিংশ শতাব্দীর ক্ষুদ্র মানুষ, তোর পিতা আমাকে এক দুর্ব্বৃত্তের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া স্বীয় বাসগৃহে স্থাপন করিয়াছিল, আমার শান্তিসুখ হরণ করিয়াছিল; সেই অপরাধে প্রবাসে তাহার মৃত্যু হইয়াছে; তুই আমাকে বহু সাগর উপসাগর অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অন্য প্রান্তে এই দেশে লইয়া আসিয়াছিস্, আমার চির আকাঙ্ক্ষিত শান্তি নষ্ট করিয়াছিস্, তোকে অবিলম্বে এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল লাভ করিতে হইবে।"

আমি সেই মধ্যরাত্রে আমার নির্জ্জন গৃহকক্ষে মৃতের মুখ-নিঃসৃত এই অভিশাপবাণী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলাম; অনেক দিন পরে আমার পিতার কথা মনে পড়িল। মিসর হইতে আসিবার সময় তাঁহার একখানি পকেটবহি আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, এই পকেটবহিতে আমার পিতার সংগৃহীত দ্রব্যাদির বিবরণ,—কবে কোথায় কিরূপে তিনি কোন্ দ্রব্য সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত ছিল। এত দিন পরে এই 'মমি'টির ইতিহাস জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল। আমি আমার টেবিলের দেরাজ খুলিয়া সেই পকেট বহিখানি বাহির করিলাম; বহিখানি খুলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার মধ্যে একখানি পুরু কাগজ পাইলাম। কাগজখানি অত্যন্ত পুরাতন; এত পুরাতন যে, তাহা জীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সেই কাগজখানিতে মিসরীয় ভাষায় এই 'মমি'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত ছিল। কাগজখানি খুলিয়া যাহা পাঠ করিলাম, তাহাতে জানিতে পারিলাম, ইহা রা-মীস নামক একজন মিসরীয় পুরোহিতের 'মমি'। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যৎকালে মিসরদেশে ফারো রাজবংশ রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে রা-মীস তাঁহাদের কুল-পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল; কুহক বিদ্যাতে এই রাজপুরোহিতের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।

আমি একাগ্রচিত্তে রাজপুরোহিতের জীবনের অদ্ভুত ইতিহাস পাঠ করিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাতে দ্বার-সন্নিকটে যেন কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি কাগজখানি হাতে লইয়াই উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম; কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, আমি আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিলাম না!—আমার বেশ স্মরণ আছে, সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আমি দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিয়াছিলাম, তথাপি কি উপায়ে বলিতে পারি না, পূর্ব্ব বর্ণিত বৃদ্ধ রা-তাই কক্ষমধ্যে দ্বার-সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়াছে! দেখিলাম, সে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে, যেন দীর্ঘ-পথ দ্রুত চলিয়া আসিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে। সেই মধ্যরাত্রে আমার গৃহকক্ষে আচম্বিতে তাহাকে সমাগত দেখিয়া আমার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না; আমি তাহার দিকে চাহিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া রা-তাই দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "মিঃ সেন, আজ অসময়ে আপনার গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আপনার শান্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়াছি, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; কিন্তু আমি স্বেচ্ছাক্রমে এই অন্যায় কার্য্য করি নাই। আজ কিছু কাল পূর্ব্বে পথ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আপনার বাসার সম্মুখে আসিয়া পড়ি; দেখিলাম, আপনার দরজা খোলা, তাই আপনার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; ভাগ্যে কোনও অপরিচিত লোকের গৃহে উপস্থিত হই নাই! কিন্তু আপনার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, আমার আগমনে আপনি বিরক্ত হইয়াছেন।"

লোকটার কথা শুনিয়া কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না, সে রাস্তা ভুলিয়া এই দ্বিপ্রহর রাত্রে আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? কোনও নির্লজ্জ

তস্করেরও বোধ হয় এরূপ কৈফিয়ৎ দিতে সাহস হইত না। বিশেষতঃ আমার দরজা খোলা ছিল, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; উন্মত্ত না হইলে এই শীত-প্রধান দেশে এত রাত্রে দরজা খুলিয়া বায়ু সেবনে কাহার প্রবৃত্তি হয়?—কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, "আমি ভারতবাসী, বিদেশী হইলেও আপনি আমার অতিথি; অতিথি সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্বকালে আমাদের আদরের পাত্র; এ অবস্থায় আপনার আকস্মিক আবির্ভাবে আমি হতবুদ্ধি হইয়া যদি অভ্যর্থনায় ত্রুটি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আপনি বসুন।"

রা-তাই চেয়ারে না বসিয়া আমাকে বলিল, "আমার অনধিকার প্রবেশে আপনি বিরক্ত হন নাই শুনিয়া সুখী হইলাম; আপনার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টামাত্র পূর্ব্বে আমার যে সামান্য আলাপ হইয়াছিল তাহার খাতিরে এত রাত্রে আপনার উপর জুলুম করিতে আসা যে অত্যন্ত বেয়াদপি, তাহা আমি বুঝিতে না পারি এমন নহে। এইরূপ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া আমি আপনার নিকট লজ্জিত হইয়াছি।"

এরূপ লজ্জা মন্দ নহে! কিন্তু সে প্রসঙ্গে কোনও কথা না বলিয়া আমি অন্য কথা তুলিলাম, বলিলাম "আপনি বলিতেছেন কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার সহিত আপনার পরিচয়,—কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও এক দিন রাত্রে স্থানান্তরে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা কি আপনার স্মরণ হয় না?"

রা-তাই বলিল, "ইহার পূর্ব্বেও আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ

হইয়াছিল না কি? সে কথা ত আমার মনে পড়ে না; আর আমার যে বয়স, এ বয়সে সকল কথা স্মরণ থাকিবে, আপনি ঐরূপ আশা করিবেন না।"

এই বৃদ্ধই সে দিন নদীতীরে জেঠির উপর দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তিকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; সে জন্য তাহাকে তীব্র ভৎর্সনাও করিয়াছি। এমন গুরুতর কথা সে এত শীঘ্র ভুলিয়া গেল! ইহা কি সম্ভব? না, সে বিস্মৃতির ভান করিতেছে? যাহা হউক, আমি স্থির করিলাম আজ যখন ইহাকে নির্জ্জনে পাইয়াছি—তখন সহজে ছাড়িব না; অন্ততঃ সে কি অভিসন্ধিতে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা জানিতে হইবে। সুতরাং আমি তাহাকে বলিলাম, "মিঃ রা-তাই, আপনি এত অল্প দিনের মধ্যে এই গুরুতর কথা ভুলিয়া যাইতে পারেন, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। সে দিন রাত্রিকালে নদীতীরে জেঠির উপর দাঁড়াইয়া লাঠির খোচায় একটী হতভাগ্যকে জলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার পর আর সে তীরে উঠিতে পারে নাই, বোধ হয় ডুবিয়া মরিয়াছে। এমন গুরুতর ঘটনা এই কয় দিনের মধ্যেই আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন, ইহা বিস্ময়ের কথা বটে! আমি সে সময় জেঠির উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম; এই দুষ্কর্ম্মের জন্য আপনাকে তিরস্কারও করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তাহাতে লজ্জিত হন নাই, অধিকন্তু এই পৈশাচিক কার্য্য করিয়া আপনাকে হাসিতেই দেখা গিয়াছিল।"

রা-তাই বলিল, "হাঁ কথাটা এখন মনে পড়িয়াছে বটে;

কিন্তু আমি এই কার্য্য করিয়া যে কি অন্যায় করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যে লোকটিকে আমি ডুবাইয়া মারিয়াছিলাম বলিতেছেন, সে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে জলে ঝাঁপ দিয়াছিল; মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক দিন সে আহারাভাবে বড় কষ্ট পাইয়াছিল। তাহার জীবন ধারণের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। যদি সে জলে ডুবিয়া না মরিত, তাহা হইলে অন্য কোনও উপায়ে সে আত্মহত্যা করিত; দু'দিন পরে মরিত, না হয় দু'দিন আগে মরিয়াছে, ইহাতে কাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি? সে বাঁচিয়া থাকিলে তাহার যন্ত্রণার ভার আরও বর্দ্ধিত হইত; সুতরাং মৃত্যুই তাহার মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়; এ বিষয়ে আমি তাহাকে সাহায্য করিয়া তাহার বন্ধুর কার্য্য করিয়াছি। আপনি বলিলেন, আমাকে হাসিতে দেখিয়াছিলেন। যদি হাসিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাতেই বা কাহার কি ক্ষতি?"

আমি বলিলাম "আপনার যুক্তি বড় চমৎকার; কিন্তু যুক্তি যেমনই হউক, কাজটা বড় গর্হিত হইয়াছিল।"

রা-তাই বলিল, "আপনার নিকট যাহা গর্হিত বোধ হইবে, তাহাই যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গর্হিত, ইহা আমি স্বীকার করি না। দয়া জিনিসটা ভাল, কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দয়ার ব্যভিচার দেখিতে পাই; অযোগ্যকে কখন দয়া করিতে নাই। আপনারা যে ঈশ্বরকে পরম কারুণিক বলেন, তাঁহার পর্য্যন্ত দয়া নাই। মানুষ স্ব স্ব কর্ম্মের ফলস্বরূপ সংসারে সুখ শান্তি লাভ করে, এবং ভ্রান্ত হইয়া মনে করে ঈশ্বরের দয়ায় তাহার এই সুখ শান্তি! বলবান

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতেছে। নিরুপায় দুর্ব্বল আর্ত্তনাদ করিয়া প্রবলের করে আত্মসমর্পণ করে; আপনাদের করুণাময় ঈশ্বর সেই দুর্ব্বলকে রক্ষা করেন কি? দুর্ব্বল ভেক বলবান সর্পের খাদ্য। ভেকেরই বা কি অপরাধ; আর সাপগুলাই বা কি পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে? উভয়ের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ বর্ত্তমান; ইহা সকলই অখণ্ডনীয় নিয়তির বিধান। এই বিধান বলেই আজ প্রবল ইউরোপ দুর্ব্বল এসিয়া ও আফ্রিকাকে প্রায় গ্রাস করিয়াছে। করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট কোটী কোটী মনুষ্যের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়াও কি তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন?—কিন্তু এখন অনেক রাত্রি হইয়াছে, আপাততঃ এ সকল তর্কের সময় নাই। আপনি যে লোকটার কথা বলিতেছিলেন, তাহার ন্যায় নরাধম পৃথিবীতে প্রায় দেখা যায় না। সম্ভ্রান্ত বংশে তাহার জন্ম, বাল্যে সে পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়াছিল, চেষ্টা করিলে সে সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ হইতে পারিত; কিন্তু সে কখন মানুষ হইবার চেষ্টা করে নাই। যৌবনের আরম্ভেই সে অসৎ পথে যায়; মাতাল ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পড়ে, এবং পিতা মাতার বাক্স ভাঙ্গিয়া নিত্য টাকা চুরি করিতে থাকে। তাহার দুর্ব্ব্যবহারে তাহার পিতা মাতা এমন মনোবেদনা পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অকালে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন; একটী পরমা সুন্দরী সুশীলা যুবতীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল, পুত্র কন্যাও হইয়াছিল; কিন্তু এই নর-পশু এক দিনের জন্যও তাহাদের প্রতিপালনভার গ্রহণ করে নাই। তাহার পিতার

দুই এক জন পদস্থ বন্ধু তাহার চাকরী করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু খাটিয়া খাইতে পারিবে না বলিয়া সে চাকরী গ্রহণ করে নাই। চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে হইলেও বুদ্ধি বিবেচনা ও সাহস চাই, কিন্তু এ সকল তাহার কিছুই ছিল না; যত দিন সে বাঁচিয়াছিল, দুঃখপূর্ণ কলঙ্কময় ভারবহ জীবন বহন করিয়াছিল। ভিক্ষার আশায় লোকের দ্বারস্থ হইলে দয়া করিয়া কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিত না।—অবশেষে তাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে।"

মা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম; বলিলাম, "আপনি লণ্ডনে অধিক দিন আসেন নাই, অল্প সময়ের মধ্যে সেই লোকটির সম্বন্ধে এত কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

মা-তাই বলিল, "অনেকের অনেক কথাই আমার সুপরিজ্ঞাত। আপনার সহিত আমার নূতন পরিচয় মাত্র, কিন্তু আপনার জীবনের যে সকল ঘটনা অন্য কোনও ব্যক্তি অবগত নহে, আপনি আমার নিকট তাহাও জানিতে পারেন। কিন্তু এখন সে সকল কথার আবশ্যক নাই; আপাততঃ একটা কাজের কথা বলি, আপনার হাতে যে কাগজখানা দেখিতেছি, উহাতে কি লেখা আছে?"

আমি বলিলাম, "আমার পিতা মিসর দেশে অবস্থান কালে কোথা হইতে একটা 'মমি' সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে সেই মমিটিও আমি এখানে লইয়া আসিয়া

ছিলাম। এই কাগজ খানিতে সেই মমির জীবনের ইতিহাস লিখিত আছে; আজ হঠাৎ এই বিবরণটি পাঠ করিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হওয়ায় উহা পুরাতন কাগজ পত্রের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি।"

রা-তাই এতক্ষণ পরে চেয়ারে বসিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাগজ খানা এক বার দেখিতে পাই কি?"

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে সেই কাগজ খানি তাহার হাতে প্রদান করিলাম; সে তাহা আলোকের কাছে ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতে লাগিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে! সে পাঠ শেষ করিয়া আবেগভরে অস্ফুট স্বরে কি বলিল; তাহার পর দন্ত কড় মড় করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল, এবং চক্ষু দুটি কপালে তুলিয়া উত্তেজিত ভাবে আমাকে বলিল, "সেই মমি কোথায়, শীঘ্র আমাকে দেখাও।"

আমি তাহার ভাব দেখিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমি কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে কট্‌মট্ করিয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে এক বার চাহিল, এবং যে আলমারির মধ্যে মমিটা ছিল, এক লম্ফে তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল; সেখানে দাঁড়াইয়া সে প্রায় পাঁচ মিনিট অনিমিষ দৃষ্টিতে সেই মমির দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় তাহার মুখের যে ভাব হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আতঙ্কে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

রা-তাই হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "ওরে হতভাগা, এক নরাধম ইংরাজ এই পবিত্র দেহ ইঁহার বিশ্রামাগার হইতে চুরি করিয়া নিজগৃহে লইয়া গিয়াছিল; তাহার নিকট হইতে তোর পিতা ইহা ক্রয় করে। তোর এত স্পর্দ্ধা যে, দেবতার অপমান করিয়া, মিসর দেশের সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পুরোহিতের পবিত্র দেহ সাগর-পারে আনিতে সাহস করিয়াছিস্! এই অপরাধের জন্য তোকে অতি ভীষণ শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

ক্রোধে রা-তাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, তাহার রক্তশূন্য শুষ্ক মুখ পিশাচের মুখের ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ করিল। সে তাহার ঘূর্ণিত নেত্র মমির দিকে ফিরাইয়া বলিল, "অনন্ত শক্তির আধার স্বরূপিনী, সভ্যতার আদি জননী, পৃথিবীর মুকুটমণি মাতৃভূমি মিসর, তোমার কি দারুণ অধঃপতনই না ঘটিয়াছে! দাম্ভিক বৈদেশিকেরা অতিথির ছদ্মবেশে তোমার দ্বারে উপস্থিত হইতেছে; তাহার পর তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া জাহাজ ভাসাইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিতেছে। তাহাদের নিকট দেবতা পুরোহিত কাহারও সম্মান নাই, মৃত্যুর পর বিশ্রাম-সমাধিতে অবস্থান করিয়াও কাহারও পরিত্রাণ নাই! কিন্তু এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধের সময় সমাগত-প্রায়, সেই দুর্দ্দিনে বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, অপরাধী ও নিরপরাধ কেহই রক্ষা পাইবে না।"

রা-তাইয়ের এইরূপ উত্তেজিত ভাব দেখিয়া ও অসংলগ্ন কথা

শুনিয়া আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে বসিয়া রহিলাম; এক এক বার মনে হইল, লোকটা বোধ হয় ক্ষিপ্ত! এই গভীর রাত্রে একাকী তাহার সম্মুখে বসিয়া থাকা নিরাপদ নহে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। সে অপেক্ষাকৃত সংযত ভাবে আমাকে বলিল, "মিঃ সেন, আপনার অপমান করা বা আপনার মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে; আমার কথায় যদি আপনি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করিবেন। আমি জানি আপনার পিতা ইংরাজের অধীনে চাকরী লইয়া মিসর দেশে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মনিবদের অনুকরণে মিশরের অনেক প্রাচীন মহার্ঘ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। একালে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কতকগুলা স্বদেশত্যাগী নিরুপায় ভবঘুরে বৈদেশিক ঘুরিয়া বেড়ায়। অনধিকার চর্চ্চায় তাহাদের বড় আনন্দ; তাহারা প্রত্নতত্ত্বানুশীলনের নাম করিয়া কত প্রাচীন রাজ্যের পুরাতন কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে, প্রাচীন যুগের কত পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন স্থানান্তরিত করিয়াছে, কত শবাধার নষ্ট, উৎখাত ও স্থানভ্রষ্ট করিয়া তাহাদের অসংযত কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। হিন্দুস্থানের লোক হইয়াও তোমার পিতা এই সকল ইতর তস্করের বিকৃত আদর্শের অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সকল বিদেশী তস্করের কার্য্যের সহিত আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। অতীতের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন আমার জাতীয় শিক্ষা; বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করিয়া, নানা জাতীয়

লোকের সংস্পর্শে আসিয়া, এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি আমার জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় রুচি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।"

আমি ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "তা না করিতে পারেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে আপনার বক্তব্য বিষয়টি একটু ভদ্রতার সঙ্গে বলিলে বোধ হয় আপনার জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় রুচি নষ্ট হইত না।"

রা-তাই বলিল, "একথা সত্য, কিন্তু আমার ন্যায় বৃদ্ধ কোন বিশেষ কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, মনের ভাব গোপন করিয়া ভদ্র ভাবে বক্তব্য বিষয় বলিবে, আপনি এরূপ আশা করিতে পারেন না; বয়স অধিক হইলে মানুষের বাক্যের সংযম স্বভাবতঃই অন্তর্হিত হয়। আপনি আমার কথা মন্দ ভাবে লইবেন না, কোন দুরভিসন্ধিতেও আমি আপনার নিকট উপস্থিত হই নাই। আপনি হয় ত বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু আমি বুঝিতেছি, আপনার অদৃষ্ট আমার অদৃষ্টের সহিত অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেই শৃঙ্খল সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খল অপেক্ষা সহস্রগুণ দৃঢ়তর। আপনি আমার অনেক কাজে লাগিবেন, অন্ততঃ সে জন্যও আপনার বিরাগ উৎপাদন করা আমার অকর্ত্তব্য; আমি অনেক অপ্রিয় কথা বলিলাম, ইহাতে আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না।"

আমি বলিলাম, "আপনার কথায় ক্ষুণ্ণ হই বা না হই, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি, ইহা অস্বীকার করিব না। আমার অদৃষ্ট আপনার অদৃষ্টের সহিত অদৃশ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, এ কথার মর্ম্ম কি বুঝিতে পারিলাম না।"

রা-তাই বলিল, "এখন তাহা আপনার বুঝিবার আবশ্যক দেখি না; ভবিষ্যতের কথা অবগত হওয়া সর্ব্বত্র সুখের বিষয় নহে;

কিন্তু আপনি ব্যস্ত হইবেন না, যথাসময়ে আপনি সকল কথাই জানিতে পরিবেন।”

এই সকল কথা বলিবার সময় রা-তাই যে ভাবে আমার দিকে চাহিতেছিল, তাহার সেই দৃষ্টিপাতে ভয়ে আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দু’টি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল; ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র শিকার লক্ষ্য করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িবার সময় তাহার চক্ষুতেও বোধ হয় এইরূপ অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। লোকটার ভাব দেখিয়া ও তাহার এই সকল অসংলগ্ন কথা শুনিয়া তাহার বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতায় পূর্ব্বে আমার যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা দৃঢ়তর হইল। এমন উন্মাদের সহিত একত্র এ ভাবে রাত্রিবাস করা কোন কারণেই বাঞ্ছনীয় নহে, আমি বড় অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম; কি করিয়া যে তাহাকে বিদায় করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া রা-তাই হাসিয়া বলিল, “আপনি আমাকে উন্মাদ মনে করিতেছেন, কিন্তু সত্যই আমি কি প্রকৃতির লোক তাহা বুঝিতে আপনার এখনও সময় লাগিবে।—এখন একটা কাজের কথা বলি শুনুন, যদি আপনি ভবিষ্যতে কোন বিপদে পড়িতে না চান, নিরাপদে ও শান্তিতে কালযাপন করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এই মণিটী আমার হস্তে সমর্পণ করুন।

বৃদ্ধের আব্দার শুনিয়া রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; ইচ্ছা হইতে লাগিল পদাঘাতে তাহাকে তাহার প্রগল্ভতার উপযুক্ত পুরস্কার

প্রদান করি, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিলাম না; উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "আপনি এই লোভ সংবরণ করুন; আমি আমার পরলোকগত পিতার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ মিশরদেশ হইতে যে সামগ্রী বহু যত্নে লইয়া আসিয়াছি, আপনার ভয় প্রদর্শনে তাহা হস্তান্তরিত করিব না, ইহা আপনি স্থির জানিবেন।"

রা-তাই বলিল, "এই মমিতে আপনার অপেক্ষা আমার আবশ্যক লক্ষগুণ অধিক। ইহার সন্ধানে আমি গত বিশ বৎসর কাল পৃথিবীর কোন্ দেশে না ঘুরিয়াছি? কিন্তু এত দিন ইহার সন্ধান পাই নাই; দৈবক্রমে গত কল্য জানিতে পারিয়াছি, ইহা আপনার নিকটে আছে। আপনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মমিটি আমাকে প্রদান না করিবেন, ততক্ষণ আপনি মনে শান্তি পাইবেন না।"

তাহার এ কথার পর আমি আর তাহার সহিত অনর্থক বাক্-বিতণ্ডা না করিয়া সংক্ষেপে বলিলাম, "এই মমি আমি প্রাণান্তেও হস্তচ্যুত করিব না; এ সম্বন্ধে আপনি পুনর্ব্বার আমাকে অনুরোধ করিবেন না।"

আমার কথা শুনিয়া রা-তাই নিস্তব্ধ ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার চক্ষুতে পুনর্ব্বার সেই অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখিতে পাইলাম, বুঝিলাম, আমার শেষ কথা শুনিয়াও সে তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করে নাই; কিরূপে মমিটি হস্তগত করিবে, বসিয়া বসিয়া বোধ হয় সে তাহারই ফন্দী স্থির করিতেছে। হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করাও তাহার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

অল্পক্ষণ পরে আমি সহজ স্বরে বলিলাম, "মিঃ রা-তাই, আমি

আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না ; এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, আজ আমি বড়ই পরিশ্রান্ত, আপনি আর আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইবেন না ; আপনি বিদায়-গ্রহণ করিলেই অনুগৃহীত হইব।"

আমার এই কথার পর আর সেখানে বসিয়া থাকা বোধ হয় সে সঙ্গত মনে করিল না ; চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতির আলোটা তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, সেই আলোকে তাহার পৈশাচিক মুখচ্ছবি দেখিয়া আবার আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। স্বীকার করি সে বৃদ্ধ ; কিন্তু কেন বলিতে পারি না, তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, সে সিংহের ন্যায় বলবান ; এবং মনুষ্য-মূর্ত্তিতে পিশাচ। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আমি একটু সাবধানে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

রা-তাই দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে বলিল, "আমি আপনাকে ভয়-প্রদর্শন করিয়াছি, ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না, আপনার কোন ক্ষতি করিবার আমার ইচ্ছা নাই। এই মমিটা আপনার এরূপ প্রিয় বস্তু, ইহা পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই ইহা আপনার নিকট চাহিতাম না। যাহা হউক, আপনি যখন আমাকে নিরাশ করিয়া বিদায় দিতে উৎসুক হইয়াছেন, তখন আর আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত করিবার আমার ইচ্ছা নাই ; এখন আমার প্রার্থনা, আপনি আমার রূঢ়তা বিস্মৃত হইয়া প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দান করুন।"

রা-তাই দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইয়া বিদায়সূচক কর-কম্পনের জন্য তাহার শিরাবহুল শীর্ণ ও বিবর্ণ দক্ষিণ হস্তখানি আমার সম্মুখে প্রসা-

রিত করিল; আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার হাতে হাত দিলাম, দেখিলাম, তাহার হাতখানি বরফের মত শীতল! যাহার দেহে নিরন্তর শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার দেহ কি এত শীতল হইতে পারে? তাহার করস্পর্শমাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহের সঞ্চার হইল; আমি ব্যগ্র ভাবে হাতখানি টানিয়া লইবামাত্র সেই নরপ্রেত উভয় হস্তে আমার গলা চাপিয়া ধরিয়া আমাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল, তাহার পর আমার বক্ষের উপর চাপিয়া বসিল!

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই সঙ্কটজনক অবস্থার কথা আমার স্মরণ থাকিবে। আমি তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করিব কি, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বৃদ্ধ তাহার অস্থিময় উভয় হস্তে সজোরে আমার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়া তীব্র দৃষ্টিতে আমার চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিল; বোধ হইল, তাহার চক্ষু হইতে বিদ্যুৎশিখা বাহির হইয়া আমার চক্ষুতে প্রবেশ করিতেছে! অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গেল; তাহার যে হস্ত দুই মিনিট পূর্ব্বে তুষারের ন্যায় শীতল বোধ হইয়াছিল, ক্রমে তাহা উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের ন্যায় অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার পর আমার অনুভব-শক্তি বিলুপ্ত হইল, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে আমার জ্ঞানসঞ্চার হইল; বিহঙ্গের কূজনে, প্রাতঃ-সূর্য্যের আলোক সম্পাতে, গৃহপ্রান্তস্থ পথে পথিকগণের পদশব্দে আমি জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম; রাত্রে শয্যায় শয়ন না করিয়া দ্বারপ্রান্তে ম্যাটিংএর উপর কেন পড়িয়াছিলাম, তাহা সহসা স্মরণ হইল না; সুতরাং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আমি পূর্ব্ব রাত্রির সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। রাত্রের দুর্ঘটনা একটি অপ্রীতিকর স্বপ্নমাত্র বলিয়া বোধ হইল। আমি উঠিয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম, যে জিনিসটি যেখানে যে ভাবে রাখিয়াছিলাম, তাহা সেই ভাবেই সজ্জিত আছে, কোন সামগ্রীই স্থান-চ্যুত হয় নাই, গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত ভিতর হইতে রুদ্ধ; কিন্তু আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল; শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, মাথা-ভার, মন উৎসাহহীন,—সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলে যেরূপ হয় দেহ সেইরূপ অবসন্ন, এক রাত্রির মধ্যে আমার এত পরিবর্ত্তন কেন হইল, বুঝিতে পারিলাম না। নানা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বাহির হইতে দরজায় কে আঘাত করিল। আমি দরজা খুলিয়া দেখিলাম, পুলিশের এক জন ইন্‌স্পেক্টর একটি কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া আমার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন।

ইন্‌স্পেক্টর আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি মিঃ সেন? এত সকালে আসিয়া

আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছি, আমার এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। বিশেষ আবশ্যকানুরোধেই আমাকে আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে; আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

রাত্রের সেই দুর্ঘটনার পর প্রভাতে পুলিসের চরের এইরূপ আকস্মিক আবির্ভাবে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু বিস্ময় দমন করিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলাম, "আপনি যাহা ইচ্ছা সচ্ছন্দে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; ভিতরে আসিয়া বসুন।"

ইন্‌স্পেক্টর আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলে আমি দরজা বন্ধ করিলাম; কনষ্টেবলটা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলাম, "আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই, কোনও ফৌজদারী হাঙ্গামারও খবর রাখি না, এ অবস্থায় আপনি আমার নিকট কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এই গলির মধ্যে পাশের একটা দোকানে গত কল্য রাত্রে একজন লোক খুন হইয়াছে; কত রাত্রে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা ঠিক জানা যায় নাই, তবে আমাদের অনুমান, রাত্রি ১২টা হইতে ১টার মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। যে ব্যক্তি খুন হইয়াছে, বিটের কনষ্টেবল তাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পায় নাই; এই জন্য অনুমান হয়, হত্যাকারী তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহার

গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহার পর তাহাকে হত্যা করিয়াছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, যে ঘরে খুন হইয়াছে, সেই ঘরের সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করা ছিল; আমরাই প্রথমে সেই দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, হত্যাকারী সেই গৃহের পশ্চাতের দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়াছে। সেই দোকানের পশ্চাদ্ভাগে আর একটি ছোট গলি আছে, বিটের কনষ্টেবল রাত্রি একটার পর ও দুইটার পূর্ব্বে সেই গলি দিয়া একজন লোককে যাইতে দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কনষ্টেবলের মনে কোন সন্দেহ না হওয়ায়, সে তাহার গতিরোধ করে নাই। কনষ্টেবলের নিকট ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, সেই লোকটা আপনার এই ঘরের দিকে আসিয়াছিল। আপনার একজন প্রতিবেশী অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছেন, আপনার এই ঘরে কাল্ সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিয়াছে, সার্সীর ভিতর দিয়া তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন। রাত্রে আপনার এখানে কোন লোক আসিয়াছিল কি না, এবং আপনি নিকটে কোথাও কোন গণ্ডগোল শুনিয়াছিলেন কি না, আপনার নিকট তাহাই জানিতে আসিয়াছি।”

ইন্‌স্পেক্টরের কথা শুনিয়া আমার মনে পড়িল, রাত্রি প্রায় একটার সময় রা-তাই হঠাৎ আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। সে যে আমার নিকট মমিটা চাহিয়াছিল, এতক্ষণ পরে স্বপ্নের ন্যায় তাহা আমার মনে পড়িল। আমি আলমারির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আলমারিতে মমি নাই, তাহার সুদৃশ্য আধারটি পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়াছে!—বুঝিলাম, সেই দুরাত্মাই আমাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া মমি চুরি করিয়া পলাইয়াছে।

আমার গৃহে যে অপহরণের অভিপ্রায় আসিয়াছিল, এবং আবশ্যক হইলে যে আমাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না, সম্ভবতঃ আমার প্রতিবেশী দোকানদারের হত্যাকাণ্ডও তাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। বোধ হয় দোকানীকে খুন করিয়াই রা-তাই আমার ঘরে আসিয়াছিল, বৃদ্ধ খুব দ্রুত আসিয়াছিল বলিয়া হাঁপাইতেছিল। তাহার সকল কথাই আমার মনে পড়িল; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরকে কোন কথাই বলিলাম না।"

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "মহাশয়, আমার প্রশ্ন শুনিয়া আপনি এত কি ভাবিতেছেন? আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান, আপনি এ সম্বন্ধে কি জানেন, শীঘ্র বলিলে বাধিত হইব।"

যদি আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় রা-তাই সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতাম, সকল কথাই তাঁহার গোচর করিতাম; কিন্তু কি কারণে বলিতে পারি না—আমার বাগিন্দ্রিয় আমার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, আমি তাঁহাকে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না, আমার জিহ্বা যেন তালুর ভিতর বাধিয়া গেল! এমন কি, রা-তাই যে আমার গৃহে আসিয়া আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া আমার একটি প্রিয় দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই কথাটিও ইন্‌স্পেক্টরকে বলিতে পারিলাম না; যেন কোনও অজ্ঞাত শক্তি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে নীরব রাখিল! ইচ্ছা না থাকিলেও আমি পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলিলাম; ইন্‌স্পেক্টরকে জানাইলাম, রাত্রে কাহাকেও আমি আমার ঘরের দিকে আসিতে দেখি নাই, কোন গণ্ডগোলও শুনিতে পাই নাই। পরমেশ্বর জানেন, এই মিথ্যা

কথা বলিয়া আমার মনে কিরূপ তীব্র অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু সে সময় যদি প্রকৃত কথা জানিবার জন্য কেহ আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইত, তাহা হইলেও তাহাকে সত্য কথা বলিতে পারিতাম না। ইন্‌স্পেক্টর আমার কথা শুনিয়া হতাশ ভাবে প্রস্থান করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর প্রস্থান করিবার পর আমার ইচ্ছা হইল, আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া সকল কথা খুলিয়া বলি, হত্যাকারীর সন্ধান বলি। কিন্তু আমার সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না; স্পষ্ট বুঝিলাম, আমার ইচ্ছার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই। কিন্তু কেন এমন হইল? কোনও লোক যে, অন্যের ইচ্ছাকে এ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, এরূপ আমার ধারণা ছিল না। আমি ক্ষোভে, ঘৃণায়, লজ্জায় অভিভূত হইয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিলাম, ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই কি আমার এখন শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে? শেষে আমাকে মিথ্যাবাদী পর্য্যন্ত হইতে হইল! এক দিন পূর্ব্বেও আমি মনে করি নাই, সহসা আমার জীবন এ ভাবে অভিশাপ-গ্রস্ত হইবে। আমি ত জীবনে কাহারও প্রতি শত্রুতাচরণ করি নাই, তবে কেন অকারণে আমাকে এরূপ মনঃপীড়া পাইতে হইল?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, যথা সময়ে ভৃত্য হোটেল হইতে আমার খানা লইয়া আসিল, কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র ক্ষুধা ছিল না, জোর করিয়া কিছু খাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী আমার গলায় বাধিয়া গেল, কিছুই মুখে রুচিল না। আমি বসিয়া বসিয়া পূর্ব্ব রাত্রের হত্যাকাণ্ডের কথা ভাবিতে লাগিলাম; যতই চিন্তা

করিলাম, ততই আমার মনে রা-তাইয়ের প্রতি সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ইহা তাহারই কার্য্য বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল। রা-তাই আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার সামগ্রী অপহরণ করিয়াছিল, নরহত্যা করিয়া আমার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে যে ধরাইয়া দিব, বা পুলিসের নিকট তাহার দুষ্কর্ম্মের কথা প্রকাশ করিব, আমার সে শক্তি নাই! এমন দুর্ভাগ্য ও বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে?

আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া বাতায়নের নিকট দণ্ডায়মান হইলাম; জানালা খুলিয়া দেখিলাম, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে; বাহ্য প্রকৃতি আমার অন্তঃপ্রকৃতির ন্যায় নিরানন্দময়। অতঃপর আমি সেই কাচের আলমারির নিকট উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম তাহার ভিতর হইতে কেবল মমিটিই অদৃশ্য হইয়াছে, অন্য সকল সামগ্রী যে ভাবে ছিল, ঠিক সেই ভাবেই আছে। মমিটি বিলক্ষণ ভারী ছিল, রা-তাইয়ের ন্যায় অশীতিপর বৃদ্ধ এরূপ একটি ভারী দ্রব্য আধারটিসহ কিরূপে বহন করিয়া লইয়া গেল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইন্‌স্পেক্টর আমার ঘরে আসিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল; সুতরাং আমি মনে করিলাম, রা-তাই আমাকে অজ্ঞান করিয়া সম্মুখের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হয় ত পশ্চাতের দ্বার দিয়া মমি লইয়া পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পশ্চাতের দ্বারও পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ; এ অবস্থায় সে কোন্ পথে গৃহত্যাগ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত আমার নিকট অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল,

আমি স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলাম, এক বার আমার সন্দেহ হইল, বোধ হয় রাত্রে আমি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি; কিন্তু রা-তাইয়ের আবির্ভাব ও আমার প্রতি তাহার বিচিত্র ব্যবহার যদি স্বপ্নই হয়, তাহা হইলে মমিটা কোথায় গেল? আমি সংকল্প করিলাম, যেমন করিয়া হউক রা-তাইয়ের সহিত এক বার সাক্ষাৎ করিয়া আমার সন্দেহ দূর করিব; সে যে এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া নিরাপদে দেশান্তরে পলায়ন করিবে, তাহা কখনই হইবে না, তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিতে হইবে।

কিন্তু রা-তাই কোথায় বাস করে, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; কিরূপে তাহার ঠিকানা সংগ্রহ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; মনে হইল, লেডী বেকেনহাম হয় ত তাহার ঠিকানা জানিতেও পারেন, কারণ গানের মজ্‌লিসে তিনি তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

লেডী বেকেনহামের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে আমি পোষাক পরিয়া বাসা হইতে বাহির হইলাম; বৃষ্টিটা তখন ধরিয়া আসিয়াছিল, মেঘ নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের আলোকে চতুর্দ্দিক হাসিতেছিল; আমি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া লেডী বেকেনহামের গৃহাভিমুখে ছুটিলাম। তাঁহার গাড়ী বারান্দায় উপস্থিত হইয়া ভৃত্যের মুখে শুনিতে পাইলাম, তিনি বাড়ীতেই আছেন। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

লেডী বেকেনহাম আমাকে দেখিয়া যেন কিছু বিস্মিত হইলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ সেন, আপনার কি অসুখ হইয়াছে? আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাইতেছে।"

আমি বলিলাম, "ও কিছুই নয়, নানা কারণে আমার মন আজ

বড় ভাল নাই।—একটি অনুগ্রহ প্রার্থনায় এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।"

লেডী বলিলেন, "কি করিতে হইবে অসঙ্কোচে বলুন, আমি সাধ্যানুসারে আপনাকে সাহায্য করিব।"

আমি বলিলাম, "কাল সন্ধ্যা'র সময় যে বৃদ্ধটি নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার গৃহে আসিয়াছিলেন, তাঁহার ঠিকানাটি জানিতে ইচ্ছা করি।"

লেডী বলিলেন, "কাল সন্ধ্যার পর আমাদের মজলিসে অনেক বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন, আপনি কাহার ঠিকানা চান? আপনি কি মিঃ রা-তাইয়ের ঠিকানা জানিতে আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ আপনার অনুমান যথার্থ; কাল আপনি তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু লোকটির বিশেষ পরিচয় জানিতে পারি নাই; তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত প্রকৃতির লোক।"

লেডী বলিলেন, "এই মিসরবাসী ভদ্র লোকটির প্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত, বিশেষতঃ তাঁহার চাহনি কেমন অসহ্য মনে হয়; এমন খিট্‌খিটে অসামাজিক অরসিক বৃদ্ধকে আমাদের গানের মজলিসে নিমন্ত্রিত করিবার ইচ্ছা ছিল না; তবে তাঁহার সঙ্গিনী যুবতীটিকে আমাদের মজলিসে বেহালা বাজাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করায় অগত্যা তাঁহার অভিভাবক এই বৃদ্ধটিকেও নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বৃদ্ধ সেই যুবতীর কিরূপ অভিভাবক? যদি মিঃ রা-তাই মিসরবাসী ও রেবেকা কোহেন ইহুদীকন্যা

না হইতেন, তাহা হইলে আমি মনে করিতাম, রা-তাই তাঁহার পিতামহ।”

লেডী বেকেনহাম হাসিয়া বলিলেন, “না, উঁহাদের মধ্যে সেরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। রেবেকার জীবনের ইতিহাস যেমন শোচনীয় সেইরূপ বিচিত্র; তাঁহার পিতা পারিসের একজন মহাসম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য বণিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় অমিতব্যয়ী লোক পৃথিবীতে আর কয়জন আছে বলিতে পারি না। রেবেকার শৈশব কালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। বাল্যকাল হইতেই গীতবাদ্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ; তাঁহার পিতা বহু অর্থব্যয়ে অনেক বড় বড় ওস্তাদ রাখিয়া সযত্নে তাঁহাকে গীতবাদ্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। রেবেকা যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতা সলোমন কোহেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর জানিতে পারা যায় তিনি তাঁহার বিষয় সম্পত্তি সমস্তই উড়াইয়া গিয়াছেন, এমন কি, বাস্তুভিটাটা পর্য্যন্ত রেহানে আবদ্ধ! পিতার মৃত্যুর পর আত্মীয়-বন্ধুহীনা রেবেকা একাকিনী সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন; বড় বড় মজলিসে গান বাজনা করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতেই কোনরূপে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তাহার পর কবে কিরূপে রা-তাইয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, আর কেনই বা এই বিদেশী বৃদ্ধ তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন, ইহা আমার অজ্ঞাত। শুনিয়াছি রা-তাই মহা ধনবান ব্যক্তি, তাঁহাকে একটু বাতিকগ্রস্ত বোধ হয়; তবে তিনি গীতবাদ্য বড় ভাল বাসেন; গীতবাদ্যে রেবেকার পারদর্শিতা দেখিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রতি বৃদ্ধের দয়া হইয়াছিল। এখন তাঁহারা উভয়ে একত্র

বাস করেন। রা-তাই রেবেকার পিতামহের সমবয়স্ক লোক না হইলে কুৎসাপ্রিয় লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁহার নানাপ্রকার দুর্নাম রটাইত! যাহা হউক, বৃদ্ধ রা-তাই রেবেকার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনেক বিখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গত পাঁচ বৎসর হইতে রেবেকা রা-তাইয়ের আশ্রয়েই বাস করিতেছেন।"

লেডী বেকেনহামের কথা শুনিয়া নানা নূতন চিন্তায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যেই রা-তাইয়ের প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি কেবল পরোপকারের বশবর্ত্তী হইয়াই যে সে রেবেকাকে আশ্রয় দান করিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব নহে; কিন্তু তাহাদের ঘনিষ্ঠতার প্রকৃত কারণ কি, আমি তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

ক্ষণকাল চিন্তার পর লেডী বেকেনহামকে বলিলাম, "এই যুবতীর জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত বিচিত্র। এই সকল কথা শুনিয়া মিঃ রা-তাইয়ের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে; তাঁহার ঠিকানাটি জানিতে পারিলে বড়ই অনুগৃহীত হইতাম।"

লেডী বেকেনহাম বলিলেন, "কিন্তু তাঁহার ঠিকানাটি আমারও জানা নাই; মিঃ রা-তাই কখন কোন্ ঠিকানায় থাকেন, তাহা প্রায় কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না; তবে আপনাকে একটু সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, আপনি বোধ হয় সার জর্জ্জ ম্যাক্সওয়েলকে জানেন?"

আমি বলিলাম, "আপনি এখানকার মিউজিয়মের অধ্যক্ষের কথা বলিতেছেন কি? তাঁহার সহিত আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে; তিনি অনেক দিন মিসরে বাস করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে আমার পিতার সহিত তাঁহার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তখন তিনি 'নাইট' হন নাই।"

লেডী বেকেনহাম বলিলেন, "আপনি তাঁহার সহিত এক বার সাক্ষাৎ করুন, বোধ হয় তিনি আপনাকে মিঃ রা-তাইয়ের বর্ত্তমান ঠিকানা বলিতে পারিবেন। আমি রা-তাইকে যে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছিলাম, তাহা সার জর্জ্জের বাড়ীতেই প্রেরিত হইয়াছিল।"

লেডী বেকেনহামকে ধন্যবাদ দিয়া আমি উঠিব, এমন সময় তিনি বলিলেন, "মিঃ সেন, আপনাকে বড়ই অসুস্থ বোধ হইতেছে, আপনি একজন ভাল ডাক্তারকে দিয়া শরীর পরীক্ষা করাইবেন। বিদেশে আসিয়াছেন, সময়ে সাবধান না হইলে হয় ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইবেন, তখন বিপদের সীমা থাকিবে না।"

আমি একটু হাসিলাম, এবং তাঁহার সৎপরামর্শের জন্য পুনর্ব্বার তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। আমার রোগ কোথায়, তাহা আমি ভালই জানিতাম; ডাক্তারের চিকিৎসায় মানসিক ব্যাধির প্রতিকার অসম্ভব।

গাড়ী বারান্দায় আমার গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল; কোচম্যানকে যাদুঘরে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলাম। মিউজিয়ম সেখান হইতে অধিক দূরে নহে, সেখানে আমার সর্ব্বদাই গতিবিধি ছিল।

সার জর্জ্জের আফিসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভে বিলম্ব হইল না। প্রাচীন মিসর সম্বন্ধে সার জর্জ্জের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল;

তিনি বড় সৌখীন লোক, তাঁহার আর্থিক অবস্থাও উত্তম; সদাশয় বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল; দীন দুঃখী ও বিপন্ন ব্যক্তিকে অনেক সময়েই তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন।

সার জর্জ্জ আমাকে দেখিয়া সহাস্তে হাত বাড়াইয়া দিলেন, তাহার পর বলিলেন, "সেন, এদিকে অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, কিন্তু তোমার কথা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই, সম্প্রতি তোমার একখানি ছবির খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছে।"

আমি সবিনয়ে বলিলাম, "ইহাতেই বুঝিতেছেন প্রশংসাটা কিরূপ সহজ-লভ্য।"

সার জর্জ্জ হাসিয়া বলিলেন, "এখন কাজের কথা বল, বিশেষ কোন কাজ না থাকিলে এমন অসময়ে এখানে আসিতে না।—তোমাকে এত কাহিল দেখিতেছি কেন?"

সকলেই আমাকে কাহিল দেখিতেছে! ব্যাপার কি? কিন্তু সার জর্জ্জের নিকট কোন কথা না ভাঙ্গিয়া আমি বলিলাম, "আমার বিশেষ কোন অসুখ নাই, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, কিন্তু আমার প্রশ্নে আপনি বিস্মিত হইবেন না!"

সার জর্জ্জ তাঁহার সোণার চসমার ভিতর দিয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এমন গুরুতর কথা জিজ্ঞাসা করিবে যে, এত ভণিতা করিতেছ?"

আমি বলিলাম, "সংপ্রতি লণ্ডন সহরে একটি বিদেশী বৃদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আপনি যাহা কিছু জানেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।"

সার জর্জ্জ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ বৃদ্ধের কথা বলিতেছ, বুঝিতে পারিলাম না।"

আমি বলিলাম, "তাহার নাম রা-তাই, শুনিয়াছি সে মিসর দেশের লোক।"

আমার কথা শুনিয়া সার জর্জ্জ নির্ব্বাক ভাবে আমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন; সহসা তাঁহার প্রফুল্ল মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই লোকটির পরিচয় জানিবার জন্য কেন ব্যস্ত হইয়াছ?"

আমি বলিলাম, "আপাততঃ আমি আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না; আপনি যদি তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা জানেন, তবে তাহা আমার গোচর করিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব; আশা করি আপনি আমাকে এ অনুগ্রহে বঞ্চিত করিবেন না।"

সার জর্জ্জ সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া চঞ্চল ভাবে সেই কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কয়েক মিনিটকাল তাঁহাকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন দেখিলাম। তাহার পর তিনি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ সেন, আমি তোমার পিতৃবন্ধু, তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করি, সেই জন্য তোমাকে বলিতেছি এই ব্যক্তির পরিচয় জানিবার জন্য তুমি বিন্দুমাত্র উৎসুক হইও না। সাবধান, যদি মঙ্গল চাও; তবে জীবনে কখনও তাহার ছায়া স্পর্শ করিও না; সে যে দিকে থাকিবে, সে দিক্ দিয়াও যাইও না। যদি তোমার দুর্ভাগ্যক্রমে কখনও তাহার কবলে নিপতিত হও, তাহা হইলে তোমার

সর্ব্বনাশ হইবে, তোমার ইহ পরকাল সমস্তই নষ্ট হইবে; কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই ব্যক্তি সর্পের ন্যায় খল, শয়তানের ন্যায় অন্যের অনিষ্টকারী; তাঁহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, সে হৃদয়ে দয়া মায়া, স্নেহ মমতা প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তির স্থান নাই। তাহার প্রকৃতি কিরূপ ভীষণ, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব; তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ, তুমি কোনও কারণে তাহার কবলে নিপতিত হইয়াছ এ কথা শুনিলে আমি যত দূর মর্ম্মাহত হইব, তোমার মৃত্যু-সংবাদেও বোধ হয় আমার তত কষ্ট হইবে না। এই মিসরবাসী বৃদ্ধ রা-তাইকে আমি শয়তানের অপেক্ষাও অধিক ভয় করি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিসর দেশেই কি উহার জন্ম?"

সার জর্জ্জ বলিলেন, "হাঁ, মিসর দেশে প্রাচীন ফারো রাজবংশের পুরোহিত কুলে তাহার জন্ম; এই বংশ অতি প্রাচীন, এমন কি, তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেও মিসরে এই বংশের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার সম্বন্ধে আপনি আর কি জানেন?"—সার জর্জ্জ বুকের উপর উভয় হস্ত রাখিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন; তাঁহার হাতের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল, দেখিলাম, তাঁহার হাত দু'খানি কাঁপিতেছে! আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

সার জর্জ্জ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও কথা বলিলেন না; শেষে জড়িত স্বরে বলিলেন, "এই অদ্ভুত বৃদ্ধের সম্বন্ধে আমি আর যাহা জানি, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত; সে সকল

কথা জীবনে কাহাকেও বলিতে পারিব না। তুমি আমার পরম স্নেহের পাত্র হইলেও আমি তোমার এই কৌতূহল নিবারণে অসমর্থ। এ সম্বন্ধে তুমি আমাকে আর কোন প্রশ্ন করিও না, করিলে তাহার উত্তর পাইবে না।"

আমি বলিলাম, "আমার প্রশ্নে আপনি যে কেন এত বিচলিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, আমি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াই এ সকল কথা জানিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছিলাম; অনাবশ্যক কৌতূহল পরিতৃপ্তি আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি যে কিরূপ বিপন্ন হইয়াছি, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না; এই ব্যাপারের উপর আমার সম্মান ও সুনাম সকলই নির্ভর করিতেছে।"

সার জর্জ্জ স্থির ভাবে আমার কথা শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তিনি টেবিলের উপর হইতে একখানি খবরের কাগজ তুলিয়া লইয়া তাহার পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন; শেষে সেই কাগজের একটি প্রবন্ধ চিহ্নিত করিয়া তাহা আমাকে পাঠ করিতে দিলেন। দেখিলাম, সেই প্রবন্ধটি পূর্ব্ব বর্ণিত দোকানদারের রহস্যপূর্ণ হত্যার বিবরণ! পুলিস এই হত্যার রহস্যভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছিল, এই সংবাদ পত্রে সেই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার বিশেষ কোন প্রসঙ্গ নাই। আমি কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া সার জর্জ্জের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "ইহা পড়িয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

সার জর্জ্জ বলিলেন, "কিন্তু আমি সকলই বুঝিয়াছি; কাল রাত্রে

যে দোকানদারটি হত হইয়াছে, সে তোমার প্রতিবেশী; একজন সাক্ষীর মুখে প্রকাশ, সে একটী লোককে মধ্য রাত্রে সেই হত ব্যক্তির ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছিল; সাক্ষী তাহাকে পরে তোমার বাসায় প্রবেশ করিতেও দেখিয়াছিল। আমার বিশ্বাস, এই দুর্ঘটনা উপলক্ষেই তুমি আমার কাছে রা-তাইয়ের কথা জানিতে আসিয়াছ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রা-তাইয়ের সহিত এই হত্যাকাণ্ডের কোন সংস্রব থাকিতে পারে, আপনার মনে কি এরূপ সন্দেহ হইয়াছে?"

সার জর্জ্জ বলিলেন, "তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি করা আমার অসাধ্য।"

দেখিলাম সার জর্জ্জের নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করা অসম্ভব; তখন তাঁহাকে বলিলাম, "এ কথা আপনি না বলুন, এই বৃদ্ধের ঠিকানাটি কি, তাহা বোধ হয় অনায়াসেই আমাকে বলিতে পারেন। লেডী বেকেনহামের নিকট শুনিয়াছি আপনি তাহার ঠিকানা জানেন।"

সার জর্জ্জ বলিলেন, "আমি তাহার যে ঠিকানা জানিতাম, তাহা তোমায় জানিয়া কোন লাভ নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

সার জর্জ্জ বলিলেন, "সে আজ প্রত্যুষে তাহার সঙ্গিনীকে লইয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে; এ অবস্থায় তাহার লণ্ডনের ঠিকানা লইয়া তুমি কি করিবে?"

সার জর্জ্জের কথা শুনিয়া আমি হতাশ ভাবে বসিয়া রহিলাম।

সার জর্জ্জ আমাকে বলিলেন, "তুমি যে আশায় আমার নিকটে আসিয়াছিলে, তাহাতে নিরাশ হইয়াছ দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। রা-তাই যে পুনর্ব্বার এদেশে প্রত্যাগমন করিবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প, তুমি আর অনর্থক তাহার সন্ধানে ঘুরিও না; তাঁহার কথা বিস্মৃত হওয়াই তোমার পক্ষে মঙ্গল।"

আমি বলিলাম, "তাহার সঙ্গে এক বার সাক্ষাৎ না হইলে আমি শান্তিলাভ করিতে পারিব না; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে যদি আমার সর্ব্বনাশ হয়, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই; আমি যে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য উৎসুক, আপনি এরূপ মনে করিবেন না; তবে যেরূপেই হউক, আমাকে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই হইবে; কিরূপে আমার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে আপনি তাহার উপায় বলিয়া দিতে পারেন না?"

সার জর্জ্জ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যদি কিছু উপায় করিতে পারি, পরে তোমাকে জানাইব।"

সার জর্জ্জের নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে মিউজিয়মের এক জন দ্বারবান আমাকে একখানি কার্ড দিয়া গেল। সার জর্জ্জ তাহাতে পেন্সিল দিয়া লিখিয়াছিলেন, "যাহার ঠিকানা জানিবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়াছ, ইটালী দেশের নেপল্‌স নগরে কার্লো এঞ্জেলোটি নামক একজন মুসাবিদানবিসের নিকট তাহার সন্ধান পাইবে। নেপল্‌সের 'সান্ কার্লো' থিয়েটারের বাড়ীর পাশে এই মুসাবিদানবিসের আড্ডা।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইটালি দেশ ইউরোপের নন্দন কানন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভারতের ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ও ইউরোপের ইটালি তুলনার যোগ্য। যত কবি, কত ঐতিহাসিক, কত চিত্রকর কত কাল হইতে দৃশ্য-বৈচিত্র্যের রম্য নিকেতন, চিত্রশিল্পের সুশোভন লীলা-কুঞ্জ, নানা ঐতিহাসিক ঘটনার চিরস্মরণীয় রঙ্গভূমি, ইউরোপের গৌরব-স্বরূপিনী ইটালির মহিমা স্ব স্ব প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে অঙ্কিত করিয়াছেন; আমি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী চিত্রকর, ইটালির কথা আর নূতন করিয়া কি বলিব?

প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যে নেপল্‌স নগর ইটালির অনেক নগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যাঁহারা গ্রীষ্মকালে নেপল্‌সে বাস করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, সে সময় সেখানে বাস করা কিরূপ বিড়ম্বনা জনক; গ্রীষ্মকালে ভারতের রাজস্থানে, গুর্জ্জরে, ও অন্যান্য মরুময় প্রদেশে বাস করা যেরূপ কষ্টকর হইয়া উঠে, সে সময় নেপল্‌স নগরে বাস করাও অনেকটা সেইরূপ কষ্টকর। দেশ-পর্য্যটকেরা সে সময় প্রায় নেপল্‌সে যাইতে চান না; কিন্তু দায়ে পড়িলে সকলই করিতে হয়। আমি যখন রা-তাইয়ের সন্ধানে নেপল্‌সে যাত্রা করি, তখন গ্রীষ্ম-কাল; জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি নেপল্‌সে উপস্থিত হইলাম।

রাত্রি প্রায় একটার সময় নেপল্‌সের রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেণ

থামিলে আমি আমার লগেজ লইয়া আমার পূর্ব্বপরিচিত একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম; আমার মনে অশান্তি ও উদ্বেগের সীমা ছিল না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত রা-তাইয়ের সাক্ষাৎ না পাই, ততক্ষণ আমার শান্তি লাভের আশা নাই।

হোটেলে উপস্থিত হইয়া সুকোমল শয্যায় আমার শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করিলাম বটে, কিন্তু আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না; শয্যায় পড়িয়া আমি ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলাম। বিস্তর চেষ্টাতে নিদ্রাকর্ষণ না হওয়ায় আমি বিরক্ত হইয়া শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম; তখন শুক্ল পক্ষ, জ্যোৎস্না-পুলকিতা নিশীথিনীর শোভা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। এমন মনোহর রাত্রি ইংলণ্ডে সচরাচর দেখা যায় না। মেঘহীন নির্ম্মল আকাশে পূর্ণপ্রায় শশধর হাসিতেছিলেন, এবং সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সুবিস্তীর্ণ নগরী মোহাচ্ছন্ন বোধ হইতেছিল। আমার সম্মুখেই বন্দর; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ নেত্রে বন্দরের নৈশ শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। দূরে সুপ্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি বিসুভিয়স উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান; গিরিশৃঙ্গগুলি চন্দ্রালোকে গগন-বিলম্বিত ধূসর মেঘস্তরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রকৃতির এই দৃশ্য-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইলাম, কিছু কালের জন্য আমার মনের সন্তাপ দূর হইল; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই রা-তাইয়ের সঙ্গিনী রেবেকার অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখখানি আমার চিত্তপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তাঁহার বেহালার

সেই সুললিত সুমধুর ঝঙ্কার আমার কর্ণকুহরে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রেবেকা এখন যে নগরে অবস্থান করিতেছেন, আমিও সেই নগরে আসিয়াছি মনে করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল আমি সেই বারান্দায় দণ্ডায়মান রহিলাম। নৈশ সমীরণ প্রবাহে আমার উত্তপ্ত মস্তক অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে আমি শয়ন-কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলাম। তাহার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এমন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম যে, পর দিন বেলা নয়টার পূর্ব্বে আর নিদ্রা ভঙ্গ হইল না।

নিদ্রাভঙ্গে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক কিছু আহার করিয়া মুসাবিদ্বানবিস এঞ্জেলোটির সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। 'সান্ কার্লো' থিয়েটার আমার হোটেল হইতে অধিক দূরে নহে, একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইলাম। সার জর্জ্জ ম্যাক্সওয়েলের স্বহস্ত-লিখিত কার্ড খানি আমার পকেটেই ছিল, আমি তাহা বাহির করিয়া এঞ্জেলোটির সন্ধানে থিয়েটারের চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া দেখিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না।

ঘুরিতে ঘুরিতে পথের এক স্থানে দেখিলাম, একটি অল্প বয়স্ক যুবক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছে; অগত্যা তাহাকেই এঞ্জেলোটির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবক আমার প্রশ্নে অবাক হইয়া ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সেই তপ্ত কাঞ্চন-বর্ণাভ ইটালীয় যুবক আমার ন্যায় কৃষ্ণকায় বাঙ্গালীকে দেখিয়া কাফ্রি নিগ্রো কি আর কিছু মনে করিল বলিতে পারি না; কিন্তু সে দুই তিন

মিনিট কাল এমন বিস্মিত হইয়া রহিল যে, তাহার হাতের সিগারেট্‌টি নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে ইহাও সে চিন্তা করিবার অবসর পাইল না! তাহার পর সে আমার আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?"

আমি বলিলাম, "আপাততঃ আমি লণ্ডন হইতে আসিতেছি।"

যুবক সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই ইংরাজ নহেন।"

আমি বলিলাম "না, আমি ইণ্ডিয়ার লোক।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "ইণ্ডিয়া কোন্ দেশ ?"

আমি যদি নূতন ইউরোপে আসিতাম, তাহা হইলে হয় ত এই অর্ব্বাচীন যুবকের অজ্ঞতায় বিস্মিত হইতাম ; কিন্তু ইউরোপের জনসাধারণ প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ, তাহা আমার অগোচর ছিল না, সুতরাং এই যুবকের কৌতূহলে বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে আমার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইল, আমি বলিলাম, "তোমার কাছে সে পরিচয় দিবার এখন আমার সময় নাই, তুমি এই লোকটির কোন খবর জান কি না তাহাই আমাকে বল ; বিশেষ প্রয়োজনে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

যুবক নিঃশেষিত-প্রায় সিগারেটের গোড়াটা মাথা ডিঙ্গাইয়া দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমাকে বলিল, "ও নামের কোনও লোক এখানে নাই।"

ইতিমধ্যে আর একটি যুবক—সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত যুবকের কোন

এয়ার—সেইখানে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কি চান্ ?"

পূর্ব্বোক্ত যুবকটি বলিল, "এঞ্জেলোটি কাহার নাম ? উনি তাহার সহিত একবার দেখা করিতে চান।"

"সে আবার কে ?" এইমাত্র বলিয়া সেই যুবকটিও চলিয়া গেল।

আমি হতাশ হইয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম, পথে আর একটি দীর্ঘাকৃতি কৃশকায় যুবকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তাহাকে দেখিয়া,—সে কোন ভদ্রলোকের খানসামা কি ফেরিওয়ালা, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; সে আমার মুখের দিকে চাহিতেই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে এঞ্জেলোটি নামক মুসাবিদানবিস কোথায় থাকে বলিতে পার ?"

যুবক বলিল, "পারি।"

কেন বলিতে পারি না, তাহার কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না; আমার মনে হইল আমাকে কৃষ্ণকায় বৈদেশিক দেখিয়া সে আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছে। কাল রং দেখিলে ইউরোপের মুটে, মজুরগুলা পর্য্যন্ত পরিহাসের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে না। আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি তাহাকে চেন ত ?"

যুবক বলিল, "বোধ হয় চিনি, কারণ এই ভদ্রলোকটি আমার কাকা, অর্থাৎ আমার বাপের ছোট ভাই।"

যুবকের এই রসিকতায় আমি একটু বিরক্ত হইলাম; সে কি

আমার সঙ্গে রহস্য করিতেছে? হয় ত রহস্য না হইতেও পারে, ইউরোপের অনেক লোক কাকা দূরের কথা নিজের বাপকেও চেনে না!

যাহা হউক, আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাহাকে বলিলাম, "তুমি যখন এঞ্জেলোটির ভাইপো, ও তাহাকে চেন বলিতেছ, তখন বোধ করি তাহার ঠিকানাটি বলিতে তোমার আপত্তি নাই।"

নেপল্‌সের নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলা অত্যন্ত লোভী, কিছু না পাইলে নিঃস্বার্থ ভাবে তাহারা কাহারও কোন উপকার করে না। দেখিলাম এই যুবকটিও সেই প্রকৃতির; সে আমার কথা শুনিয়াই তাহার দক্ষিণ হস্তটি পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার সম্মুখে প্রসারিত করিল, বলিল, "কিছু দিতে পারিবেন? পারিশ্রমিক পাইলে আমি আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারি; আমার ব্যাগার খাটিবার অবসর নাই, সময় বড় মূল্যবান সামগ্রী।"

এঞ্জেলোটির সহিত সাক্ষাতের জন্য অর্থব্যয়ে আমার আপত্তি ছিল না, লণ্ডন হইতে এপর্য্যন্ত আসিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছি; তাহার হস্তেও কিছু প্রদান করিলাম। সে তাহা পকেটে ফেলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। নেপল্‌স সহরের ছোট ছোট গলিগুলির মত নোংরা গলি বোধ হয় ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নাই; সেই সঙ্কীর্ণ গলির দুই দিকে চার পাঁচতলা বাড়ী সূর্য্য-কিরণ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; অধিকাংশ বাড়ীর সম্মুখেই বারান্দা বাহির করা, গলির উভয় পার্শ্বস্থ মুখোমুখী দুইটি বারান্দার মধ্যস্থ ব্যবধান এত সঙ্কীর্ণ যে, এক বারান্দা হইতে লাফাইয়া অনায়াসে

অন্য বারান্দায় যাওয়া যায়। প্রায় সকল বাড়ীর নীচের তলায় নানাবিধ পণ্য দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান।

এই গলি দিয়া কিছু দূর চলিয়া আমরা একটি কানা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, সেই গলির শেষ প্রান্তে যে বাড়ীটি ছিল, তাহার নীচের তলাতেও একটি ছোট দোকান দেখিলাম; এই দোকানে নানাপ্রকার পুরাতন বাদ্যযন্ত্র বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত ছিল।

যুবক সেই দোকানের সম্মুখে আসিয়া আমাকে বলিল, "ইহাই এঞ্জেলোটি খুড়োর দোকান।"

আমি বলিলাম, "এ যে দেখিতেছি বাজনার দোকান! আমি জানিতাম, এঞ্জেলোটি মুসাবিদানবিসের কাজ করে।"

যুবক বলিল, "এঞ্জেলোটি খুড়ো পূর্ব্বে মুসাবিদানবিসি করিতেন, এটি তাঁহার ভাইয়ের দোকান; তাঁহার সেই ভাইটি অল্প দিন পূর্ব্বে মারা যাওয়ায় এঞ্জেলোটি খুড়ো মুসাবিদা ছাড়িয়া এখন বাজনা বিক্রয়ে মন দিয়াছেন। বেহালা বলুন, ফ্লুট বলুন, হারমনিয়ম বলুন, এমন কি, জয়ঢাক পর্য্যন্ত সকল বাদ্যযন্ত্র এখানে যত সস্তায় পাইবেন, এই ইটালি রাজ্যে আর কোনও দোকানে তত সস্তায় পাইবেন না।"

যুবকটী বোধ হয়, আমাকে বাদ্যযন্ত্রের ক্রেতা মনে করিয়াছিল! যাহা হউক, সে আমার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছিল, তাহার দক্ষিণা-স্বরূপ তাহার হস্তে আরও কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহাকে সেখান হইতে বিদায় করিলাম। তারপর সেই ক্ষুদ্র দোকানে প্রবেশ করিয়াই আমার চক্ষু স্থির! দোকানখানির মধ্যে দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান নাই;

দেখিলাম, রাশি রাশি পুরাতন বিবর্ণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত রহিয়াছে; চারিদিকের দেওয়ালে, এমন কি, সেই ঘরের আড়া বরগায় পর্য্যন্ত বাদ্যযন্ত্র ঝুলিতেছে! ঘরের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র টেবিলের সম্মুখে একখানা হাতাবিহীন চেয়ারে বসিয়া একটি বৃদ্ধ মনোযোগের সঙ্গে কি লিখিতেছিল। বৃদ্ধটি খর্ব্বকায়, তাহার মাথায় টাক, শ্বেত চামরের মত সাদা সুদীর্ঘ দাড়ী আবক্ষ প্রসারিত।

আমাকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ কলম হাতে লইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল; আমার দিকে মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় কি চান?"

আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, "আমি সিগনর এঞ্জেলোটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। ইংলণ্ডে শুনিয়াছিলাম, তিনি 'সান্ কার্লো' থিয়েটারের কাছে বসিয়া মুসাবিদা লেখেন।"

বৃদ্ধ বলিল, "আমারই নাম এঞ্জেলোটি। আপনি আমার যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই আমার ঠিক পরিচয়; আমি ঐ ঠিকানায় থাকিয়া বহু দিন মুসাবিদানবিসি করিয়াছি; কিন্তু সংপ্রতি আমার কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু হওয়ায়—আমাকে অগত্যা সেই সম্মানের কাজটি ছাড়িয়া এই দোকানের ভার লইতে হইয়াছে। আমার এই দোকানে বেহালা, ফ্লুট, বিউগিল্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র যত সস্তায় পাইবেন, পুরাতন বাদ্যযন্ত্র এত সস্তায় এ সহরের আর কোথাও পাইবেন না; ব্যাণ্ডের সকল সরঞ্জামই আমি রাখি; আপনার কি চাই?"

গোরা বাদ্যকর দলের জয়ঢাক বাহকের আকৃতির সহিত আমার

আকৃতির কোন সামঞ্জস্য ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু লোকটার দোকানদারীতে আমার হাসি পাইল; আমি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম, "আপনি যে মুসাবিদানবিসি করিতেন, তাহা খুব সম্মানের কাজ ছিল; তবে দরকার পড়িলে মানুষকে সকলই করিতে হয়, আপনার এই স্বাধীন ব্যবসায়টিও অসম্মানের কাজ নহে। যাহা হউক, আমি কোনও বাদ্যযন্ত্র ক্রয়ের অভিপ্রায়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই; একটি কথা জানিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে এত দূরে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, সে দেশের কথা আমি জানি, ইংলণ্ড মস্ত দেশ, সেখানে বিস্তর ধনী; আমার অনেক মক্কেলের চিঠি পত্র সে দেশে যাইত; সে দেশের দুই চারি জন বড় লোকের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া ত ইংরাজ বলিয়া বোধ হইতেছে না; আপনার নিবাস কি আফ্রিকায়?"

লোকটা বোধ হয় আমাকে কাফ্রি মনে করিয়াছিল!

আমি বলিলাম, "আমার নিবাস ইষ্ট ইণ্ডিয়ায়।"

বৃদ্ধ সম্ভবতঃ ইণ্ডিয়ার নাম এই প্রথম শুনিল; জিজ্ঞাসা করিল, "সে আবার কোন্ মুলুক?"

আমি বলিলাম, "সে অনেক দূরের পথ, কিন্তু আপাততঃ আমি ইংলণ্ড হইতেই আসিতেছি; আপনার কাছে এক জন লোকের ঠিকানা জানিতে চাই, তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন, কয়েক দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

বৃদ্ধ বলিল, "তিনি আপনার স্বদেশী না ইংরাজ?"

আমি বলিলাম, "না, তিনি আমার স্বদেশী নহেন, ইংরাজও নহেন, তিনি যে এখন কোথায় তাহাও জানি না ; তবে ইংলণ্ডে শুনিয়া আসিয়াছি, আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সেই ভদ্রলোকটির সন্ধান পাইব।"

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ টেবিলের উপর কলমটি রাখিয়া মিনিট দুই ধরিয়া উভয় করতলে চক্ষু ডলিল, তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই লোকটির নাম কি ? আমার জানা থাকিলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁহার ঠিকানা পাইবেন।"

আমি ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "তাঁহার নাম রা-তাই, তিনি মিসর দেশের লোক।"

যদি আমি এগ্রেলোটির নিকট শয়তানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলেও সে বোধ হয় এতদূর বিস্মিত হইত না! রা-তাইয়ের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র এগ্রেলোটি ত্রস্ত ভাবে দুই হাত দূরে সরিয়া গেল, এবং ভীতি-বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে প্রায় দুই মিনিটকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, "রা-তাই ? না, এ নামের কোন লোককে আমি জানি বলিয়া মনে হইতেছে না।"

তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম, রা-তাই তাহার অপরিচিত নহে, কিন্তু কেন যে, সে আমার নিকট এ কথা স্বীকার করিতেছে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; তথাপি যদি কৌশল ক্রমে তাহার নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করিয়া লইতে পারি এই আশায় তাহাকে বলিলাম, "আপনি তাঁহাকে নিশ্চয়ই

চেনেন, বোধ হয় স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; এক বার ভাল করিয়া মনে করিয়া দেখুন।"—সার জর্জ্জ ম্যাক্সওয়েলের কার্ড খানি আমার পকেটেই ছিল, তাহা বাহির করিয়া এঞ্জেলোটির হাতে দিয়া বলিলাম, "এই দেখুন, ইংলণ্ডের যাদুঘরের অধ্যক্ষ স্বহস্তে এই কার্ডে লিখিয়া দিয়াছেন, আপনার নিকট মিঃ রা-তাইয়ের সন্ধান মিলিবে; তাঁহার মত বড় লোক যে না জানিয়া-শুনিয়া এ কথা লিখিয়াছেন," ইহা সম্ভব নহে।"

বৃদ্ধ এঞ্জেলোটি সার জর্জ্জ ম্যাক্সওয়েলের কার্ডখানি চসমার ভিতর দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পাঠ করিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "হাঁ, এ ত দেখিতেছি, আমারই নাম বটে! কিন্তু আমি যে এই ভদ্র লোককে চিনি, বা তাঁহার ঠিকানা জানি, তিনি এ কথা কিরূপে জানিলেন? আমি আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিব না; তবে আপনি ভদ্রলোক, কষ্ট করিয়া এত দূর আসিয়াছেন, আপনাকে একেবারে নিরাশ করাও আমার উচিত নয়; আপনি আপনার নাম ও ঠিকানা আমার কাছে রাখিয়া যান, আপনি যাঁহাকে খুঁজিতেছেন যদি দৈবাৎ তাঁহার সন্ধান পাই, তাহা হইলে আপনাকে সংবাদ দিব; ইহার অধিক কিছুই বলিতে পারি না।"

বুঝিলাম এঞ্জেলোটি রা-তাইয়ের ঠিকানা জানে, কিন্তু যে কারণেই হউক, সে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। সুতরাং আমি আর এ সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি করিলাম না, সেই কার্ডের উপরেই আমার নাম ও ঠিকানা পেন্‌সিল দিয়া লিখিয়া এঞ্জেলোটির কাছে রাখিয়া আসিলাম।

সেই দোকান হইতে বাহির হইয়া নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি হোটেলে ফিরিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাতে একখানি ঘোড়ার গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে পাইলাম। মুখ ফিরাইয়া দেখি, একজোড়া প্রকাণ্ড ওয়েলার একখানি সুদৃশ্য ব্রুহাম লইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি অন্যমনস্ক ভাবে যাইতেছিলাম, সাবধান না হইলে হয় ত গাড়ীখানা আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িত; আমি এক লম্ফে ফুটপথে গিয়া দাঁড়াইলাম। এমন উৎকৃষ্ট ব্রুহামের আরোহীটি কিরূপ লোক দেখিবার জন্য আমি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে গাড়ীর ভিতরে চাহিলাম। কি আশ্চর্য্য, দেখিলাম সেই ব্রুহামে রা-তাইয়ের সঙ্গিনী রেবেকা কোহেন একাকিনী বসিয়া আছেন; রেবেকাও সে সময় গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া ছিলেন, তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন; আমাকে দেখিয়া তিনি যে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু ব্রুহামখানি নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছিল, দুই মিনিটের মধ্যেই তাহা অদৃশ্য হইল। আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে সেই ফুটপাথেই দাঁড়াইয়া রহিলাম; বুঝিলাম, রেবেকা যখন এই নগরেই আছেন, তখন তাঁহার অভিভাবক রা-তাই নেপলস্ ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই। আমার আশা হইল, যেমন করিয়াই হউক, রা-তাইকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। এক বার তাহার সাক্ষাৎ পাইলে তাহাকে সহজে ছাড়িব না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেবার আমি যে সময় নেপলসে গিয়াছিলাম, বৎসরের সে সময় বিদেশীরা প্রায়ই সেখানে পদার্পণ

করেন না; সুতরাং সে সময় হোটেলে বিদেশী যাত্রীর তেমন ভিড় ছিল না; সেই প্রকাণ্ড হোটেলটা প্রায় খালি পড়িয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি এঞ্জেলোটির দোকান হইতে হোটেলে ফিরিয়া আহারাদির পর ভাবিতেছি—অপরাহ্ণটা কি ভাবে কাটাইব, এমন সময় একটি লোক আমাকে একখানি লেফাপা দিয়া গেল, আমি ব্যগ্র ভাবে তাহা খুলিয়া দেখিলাম সকালে এঞ্জেলোটিকে যে কার্ডখানি দিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই সে ফেরৎ পাঠাইয়াছে; সেই কার্ডের অপর পৃষ্ঠায় লিখিত ছিল, "মিঃ সেন যাঁহার ঠিকানা জানিবার জন্য উৎসুক, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা থাকিলে তিনি যেন অদ্য অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় পম্পির ভগ্ন মন্দিরে একাকী উপস্থিত থাকেন; কোনও লোক সঙ্গে লইয়া যাইলে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না।"

এই কথা গুলির নিম্নে কাহারও নাম স্বাক্ষরিত না থাকিলেও, যথাস্থানে উপস্থিত হইলে আমি যে রা-তাইয়ের সাক্ষাৎ পাইব, ইহা আমার বিশ্বাস হইল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, তখন বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে; আমার হোটেল হইতে পম্পির ধ্বংসাবশেষ কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত, ঘোড়ার গাড়ীতে ও ট্রেণে সেখানে গমন করা যায়। কিন্তু এই গরমে ট্রেণ অপেক্ষা একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া যাওয়াই অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক হইবে মনে করিলাম। কিছুকাল বিশ্রামের পর প্রায় তিনটার সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া পম্পি-অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা চারিটার কিছু পূর্ব্বে পম্পি নগরের ভগ্নস্তূপের নিকট উপনীত হইলাম; এবং গাড়ীখানি বিদায় করিয়া, একজন পথ-প্রদর্শকের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট ভগ্ন মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রা-তাইয়ের প্রতীক্ষায় একটি শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলাম। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, চারিটা বাজিতে তখনও কয়েক মিনিট বিলম্ব আছে।

স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন, প্রকৃতি অত্যন্ত নিস্তব্ধ, গাছের একটি পাতাও নড়িতেছিল না; দূরে নীলাভ গিরিশ্রেণীর উন্নত শৃঙ্গগুলি গগনতল চুম্বন করিতেছিল; এবং প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরস্থ রেলপথ দিয়া যে সকল ট্রেণ যাইতেছিল, তাহাদের গম্ভীর শব্দ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় চারিটা, সেই সময় আমার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী শিলাখণ্ডের অন্তরাল হইতে কে বলিল, "মিঃ সেন, নমস্কার, আপনাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম; আশা করি ভাল আছেন।"

আমি উঠিয়া ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম রা-তাই আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রা-তাইকে সম্মুখে দেখিয়াই মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সকল সংকল্প যেন নদীর প্রবল স্রোতে বালির বাঁধের মত ভাসিয়া গেল, আমার সাহস ও দৃঢ়তা অন্তর্হিত হইল; কি বলিয়া যে প্রথমে তাহার সহিত কথা আরম্ভ করিব, তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। রা-তাই বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, আমি কোনও কথা বলিবার পুর্ব্বেই সে বলিল, "আমার অনুমান হইতেছে, সার জর্জ্জ ম্যাক্সওয়েলের নিকট সন্ধান জানিয়া আপনি নেপল্‌সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনাকে এখানে দেখিয়া আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই; যে দিন লেডী বেকেনহামের গৃহে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়—সেই দিনই আমি জানিতাম, সপ্তাহকাল-মধ্যে ঠিক এই স্থানে আপনার সহিত আমার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।"

রা-তাইয়ের মুখে এই অবিশ্বাস্য কথা শুনিয়া আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, উত্তেজিত ভাবে বলিলাম, "মিঃ রা-তাই, ইতি-পূর্ব্বে আপনি আমাকে প্রতারিত করিবার বিলক্ষণ সুবিধা পাইয়া-ছিলেন, কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কতকগুলা নূতন মিথ্যা কথা বলিতে কেন এত ব্যস্ত হইয়াছেন? তবে সার জর্জ্জ ম্যাক্সওয়েলের নিকট আপনার বর্ত্তমান ঠিকানার সন্ধান পাইয়াছি, এ কথা অস্বীকার করি না; তাঁহার নিকটেই আমি সর্ব্ব-প্রথমে জানিতে পারি আপনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন।"

আমার কথা শুনিয়া রা-তাই বলিল, "মিঃ সেন, তুমি বালক মাত্র, তাই আমার কথা তুমি অসম্ভব মনে করিতেছ, বিশ্বাসের অযোগ্য ভাবিতেছ। তুমি হিন্দুস্থানের লোক, অল্প বয়সে ইউরোপে আসিয়া তোমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, ইংরাজের বাহ্যিক চাকচক্যের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছ; জড়-বিদ্যার বাহিরে যে অন্য বিদ্যা আছে, সে বিদ্যা যে জড়-বিদ্যা অপেক্ষা লক্ষগুণে গরীয়সী, তোমার ইহা কল্পনা করিবার শক্তি নাই: কিন্তু তোমার জানা উচিত—সুদীর্ঘ কালের সাধনায় মানুষ এমন শক্তি লাভ করিতে পারে, যাহার সাহায্যে সে ভূত ভবিষ্যতের সকল ঘটনাই নখ-দর্পণে দেখিতে পায়। তোমাদের দেশের প্রাচীন যুগের মুনি ঋষিগণের তপঃ-শক্তির কথা তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ? তুমি বোধ হয় জান না প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন মিসরবাসী একই জাতি, একই বংশে তাহাদের উৎপত্তি, তাহারা একই মহাতরুর দুই বিভিন্ন শাখা। সভ্যতার আদি যুগে কেবল হিন্দুস্থান নহে, আমাদের মিসর দেশেও তপস্যাপরায়ণ বহু ব্যক্তি এই অলৌকিক শক্তি লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে সকল কথা হইবে না এখানে বসিয়াই আলাপ করা যাউক।"

সেই বিধ্বস্ত-প্রায় ভগ্ন মন্দিরের অনেকগুলি প্রস্তর-স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে নিপতিত ছিল, রা-তাই এক খণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করিল, তাহার পর লাঠিখানি পাশে রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "শেষবার যখন তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, সে সময় এত শীঘ্র তুমি আমার সন্ধানে বাহির হইবে এরূপ অভিপ্রায়

প্রকাশ কর নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে তুমি পরে এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াছ। কিজন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ বল?"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, আপনি সে কালের মুনি ঋষির ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং আমি যে কেন আপনার কাছে আসিয়াছি আমি না বলিলেও বোধ হয় আপনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।"

রা-তাই বলিল, "মিঃ সেন, তুমি আমার সম্বন্ধে বড়ই ভুল বুঝিয়াছ। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, যাহা হইতে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা তোমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। এই সকল ঘটনার জন্যই তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, আমাকে তোমার হিতৈষী বন্ধু মনে না করিয়া শত্রুবোধে ঘৃণা করিতেছ। যাহা হউক, তোমার কি বলিবার আছে প্রথমে বল; যদি আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে তাহা শুনিলে আমি আমার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে পারিব। পূর্ব্বে তুমি এক বার আমার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ আনিয়াছিলে, কিন্তু সে ব্যাপারের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এখন তোমার অভিযোগ কি? মিঃ সেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার বয়স যে কত তাহা বোধ হয় তোমার অনুমান করিবার শক্তি নাই, এ বয়সে নূতন শত্রু সৃষ্টি করিবার আগ্রহ হয় না। অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় জীবনে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, যাহাদের বন্ধু মনে করিয়াছি তাহারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আমাকে শত্রু মনে করিয়াছে। তোমার বয়স অল্প হইলেও তুমি বুদ্ধিমান, আশা করি আমার কথাগুলি তুমি স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবে। আমার

ধনের অভাব নাই, মহা সম্ভ্রান্ত শক্তিশালী বন্ধু বান্ধবেরও অভাব নাই; পৃথিবী সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে; আমার যে শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত যদি তোমার শক্তির মিলন হয়, তাহা হইলে আমরা দুই জন প্রাচ্য ভূখণ্ডবাসী এই সম্মিলিত শক্তির বলে সমগ্র ইউরোপকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারি।”

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তাহাকে বলিলাম, “মিঃ রা-তাই, সর্ব্বাগ্রে আপনাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, আপনি ভদ্র লোকের বন্ধু হইবার অযোগ্য নহেন। যদি আমি আপনার সম্বন্ধে কোন অন্যায় ধারণা পোষণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে সে জন্য শত বার আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। আপনি কি জানেন, যে রাত্রে আমরা লেডী বেকেন-হামের মজ্‌লিসে উপস্থিত ছিলাম, সেই রাত্রে আমার এক জন প্রতি-বেশী দোকানদার অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিল?”

রা-তাই বলিল, “হাঁ, সংবাদপত্রে আমি এই হত্যাকাণ্ডের কথা পাঠ করিয়াছি; কিন্তু আমার নিকট হঠাৎ এ কথা উত্থাপনের কারণ কি? আমি এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলাম, ইহাই কি তোমার বিশ্বাস?”

আমি বলিলাম, “সে দিন রাত্রি একটা হইতে দুইটার মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল; রাত্রি একটার পর এক জন লোককে হত দোকানদারের দোকানের পশ্চাতে দেখা গিয়াছিল। কোন সাক্ষীর মুখে একথাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, সেই ব্যক্তি পরে আমার

বাসায় প্রবেশ করিয়াছিল। আমার স্মরণ আছে, ঠিক সেই সময় আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন; ইহা হইতে কি অনুমান করা সম্ভব, তাহা আপনিই বিবেচনা করুন।"

রা-তাই বলিল, "এই ঘটনাচক্র হইতে নির্বোধেরা অনুমান করিবে, আমিই হত্যাকারী; কিন্তু আমি সংবাদপত্রে একথাও পাঠ করিয়াছি যে, পুলিসের এক জন ইন্‌স্পেক্টর হত্যাকারীর সন্ধানের জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হইলে তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে, সে রাত্রে কোন লোক তোমার গৃহে প্রবেশ করে নাই; এ কথা কি সত্য?"

আমি উত্তেজিত ভাবে বলিলাম, "মিঃ রা-তাই, আমি ইন্‌স্পেক্টরকে কি বলিয়াছি, না বলিয়াছি, আপাততঃ সে তর্কের আবশ্যক নাই; আমার কক্ষে উপস্থিত হইয়া আপনি আপনার আকস্মিক আবির্ভাবের কি কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করুন। আপনি কি বলেন নাই, আপনি পথে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া পথ ভুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবক্রমে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন?"

রা-তাই বলিল, "তোমার আর কি কি বক্তব্য আছে বল, শুনিয়া তোমার সকল কথার উত্তর দিব।"

আমি বলিলাম, "আপনি আমার ঘরে গিয়া মিসরীয় পুরোহিত রা-মীসের মমিটি হস্তগত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা হস্তান্তর করিতে সম্মত হই নাই; আমাকে অসম্মত দেখিয়া আর তাহা লইবার জন্য জিদ করিলেন না, আমার নিকট বিদায় লইয়া উঠিবার সময় ভদ্র লোকের মত আমার সহিত কর-কম্পনে উদ্যত হইলেন, এবং আমাকে অসতর্ক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে

আক্রমণপূর্ব্বক মাটীতে ফেলিয়া আমার বুকে চড়িয়া বসিলেন, দুই হাতে আমার গলা টিপিয়া ধরিয়া আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন; তাহার পর কি কৌশলে যে, আমার আলমারি হইতে সেই মমিটি বাহির করিয়া লইয়া সরিয়া পড়িলেন তাহা আপনিই বলিতে পারেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, এমন গর্হিত কার্য্য করিয়াও বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা অনুতপ্ত হওয়া দূরের কথা, আপনি আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন! এরূপ অবস্থায় কোনও ভদ্র লোক আপনাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিতে পারেন কি না তাহা আপনিই বিচার করুন।"

ভাবিয়াছিলাম আমার মুখে এইরূপ স্পষ্ট কথা শুনিয়া রা-তাই লজ্জিত হইবে; কিন্তু তাহাকে কিছু মাত্রও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত দেখিলাম না। আমার কথা শুনিয়া সে বলিল, "মিঃ সেন তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তুমি আমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেছ; কিন্তু আমি যাহা করিয়াছিলাম তাহা কোন দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া করি নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে আপনার দৃষ্টান্তে অতঃপর দস্যুরাও বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া বিচারককে বলিবে তাহারা কোন দুরভিসন্ধিতে ডাকাতি করে নাই, সাধু-সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়াই পরের ধন লুণ্ঠন করিয়াছিল! আপনার এইরূপ যুক্তি যে অত্যন্ত মৌলিক, তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। যাহা হউক, আমি যদি পুলিসের ইন্স্পেক্টরকে আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়াই থাকি, তবে তাহা আপনার প্রতিকূল না হইয়া অনুকূলই

হইয়াছিল। আমি আপনাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া ও আপনার অপরাধ গোপনের চেষ্টা করিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনার তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার হয় নাই।"

রা-তাই বলিল, "তোমার এ কথা সত্য, তুমি আমার হিতার্থে সত্য গোপন করিয়াছিলে, এজন্য তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র; এক দিন তুমি জানিতে পারিবে আমি অকৃতজ্ঞ নহি, কিংবা আমাকে তুমি যেরূপ মন্দ লোক মনে করিতেছ, সেরূপও নহি। আপাততঃ মমির সম্বন্ধেই তর্ক করা যাউক। তর্কানুরোধে আমি স্বীকার করিতেছি, আমি মমিটি লইবার জন্যই স্বেচ্ছাক্রমে সেই রাত্রে তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। মমিটি আমাকে প্রদান করিবার, জন্য পুনঃপুনঃ তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার অনুনয় বিনয় ভয়প্রদর্শন সমস্তই বৃথা হইয়াছিল। তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে না, অগত্যা তখন আমাকে তাহা বলপূর্ব্বক হস্তগত করিতে হইল। স্বীকার করি, কাজটি আমার পক্ষে ঠিক বন্ধুর মত কাজ হয় নাই; কিন্তু আমি যাহা করিয়াছিলাম, আমার অবস্থায় পড়িলে তুমিও ঠিক তাহাই করিতে; চুরি করিয়া হউক, ডাকাতি করিয়া হউক, তুমি তাহা হস্তগত করিতে। আমার কথা বোধ হয় তুমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না, আমি সকল কথা খুলিয়া বলি শোনো।"

আমি বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিলাম, "আর খুলিয়া বলিতে হইবে কেন? আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতেই আপনার 'সদভিসন্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি।"

কিন্তু আমার কথা কাণে না তুলিয়া রা-তাই বলিতে লাগিল,

"সার জর্জ্জ-মাক্সওয়েলের নিকট বোধ হয় শুনিয়াছ আমি মিসর দেশের লোক। তুমি হিন্দুস্থানের অধিবাসী, শুনিয়াছি তোমাদের দেশে চন্দ্র সূর্য্য-বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, পূর্ব্ব পুরুষগণের বিরুদ্ধে কেহ কোনও কথা বলিলে তাঁহারা কিরূপ মর্ম্মাহত হন, তাহা তোমার অজ্ঞাত না থাকাই সম্ভব। এই সকল প্রাচীন বংশ সহস্র সহস্র বৎসর কাল হইতে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের শাখা-প্রশাখা দেশ বিদেশে প্রসারিত হইয়াছে। তোমাদের দেশের ন্যায় আমাদের মিসর দেশেও অতি প্রাচীন বংশ আছে; আমি রা-তাই এইরূপ একটি প্রাচীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এই বংশ মিসর দেশে গত তিন সহস্র বৎসর হইতে বর্ত্তমান। রা-মীস নামক যে ব্যক্তির মমি তোমার পিতা দশ পনের বৎসর পূর্ব্বে কোনও ইংরাজের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই রা-মীস আমার পূর্ব্ব-পুরুষ। একজন মিসরপ্রবাসী ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের ছলে সেই মমি সমাধিগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিয়াছিল; আমার পূর্ব্ব-পুরুষের মমি তাঁহার সমাধিগর্ভে পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য আমার আগ্রহ না হইবে কেন? তোমার গৃহ হইতে তোমার গৃহ-বিগ্রহকে যদি কেহ অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে ছলে বলে কৌশলে, যেমন করিয়া হউক, তাহা পুনর্ব্বার হস্তগত করিতে কি তোমার আগ্রহ হয় না? যদি না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, তুমি কাপুরুষ, তুমি জড়, তুমি মনুষ্যনামের অযোগ্য নরাধম! আমি আমার পূর্ব্ব-পুরুষের মমির অনুসন্ধান বহু বৎসর ধরিয়া ইউ-

রোপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরের সকল মিউজিয়ম্ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি, দেশ-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য কৌতুকাবহ প্রাচীন সামগ্রী সংগ্রহ করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের গৃহেও অনুসন্ধানের ত্রুটি করি নাই; কিন্তু কোন স্থানেই সফল-মনোরথ হইতে পারি নাই। তাহার পর ঘটনাক্রমে জানিতে পারিলাম, তোমার পিতা মিসর দেশে অবস্থান কালে এই মমিটি স্বগৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তুমি তাহা ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছ। এই সংবাদ পাইয়াই আমি ইংলণ্ডে গমন করি, এবং তোমার সহিত পরিচিত হই; তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।"

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই মমিটি এখন কোথায় আছে?"

রা-তাই বলিল, "এই নগরেই আছে, তাহা লইয়া আমি আগামী কল্য মিসর দেশে যাত্রা করিব; যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাহা তাঁহার সমাধিগর্ভে পুনঃস্থাপিত করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি শান্তিলাভ করিতে পারিব না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে তোমার সহিত অধিক তর্ক-বিতর্কে আমার প্রবৃত্তি নাই; তবে তোমার পিতা অর্থ-বিনিময়ে তাহা হস্তগত করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছি। তুমি ইহা যেরূপ মূল্যবান মনে কর, আমি তদপেক্ষা ইহা অধিক মূল্যবান মনে

করি, সুতরাং এই মমির পরিবর্ত্তে তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে প্রদান করিতে সম্মত আছি।"

আমি বলিলাম, "আমার পিতৃ-পরিত্যক্ত স্মৃতি-চিহ্ন বলিয়াই আমার নিকট এই মমির যাহা কিছু আদর, নতুবা ইহার বিশেষ কোনও মূল্য নাই, সুতরাং আমি ইহার পরিবর্ত্তে আপনার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না; আপনি আমার অসম্মতিতে এই মমি হস্তগত করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, আপনার সকল কথা শুনিয়া সে অপরাধ মার্জ্জনীয় মনে করিতেছি; কিন্তু আপনিই আমার প্রতিবেশী দোকানদারকে রাত্রিকালে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছেন, এই সন্দেহ আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, আপনি কিরূপে আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন ?"

রা-তাই বলিল, "তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করা আমার পক্ষে বড় কঠিন হইবে না।"—রা-তাই তাহার কোটের পকেট্ হইতে এক-খানি সংবাদ পত্র বাহির করিয়া তাহার একটী প্রবন্ধ আমাকে পাঠ করিতে বলিল ; এই প্রবন্ধটির অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

চার্চ্চ-লেনের রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড।

(রিপোর্টারের পত্র)

"আজ সকালে বেলা প্রায় নয়টার সময়,—ম্যাক্‌লিন নামক একটী লোক বো ষ্ট্রীটের থানায় উপস্থিত হইয়া দারোগার নিকট প্রকাশ করে, সে চার্চ্চলেনে পার্শিভাল নামক এক জন দোকানদারকে হত্যা করিয়াছে। ম্যাক্‌লিনের এজাহার হইতে জানিতে পারা যায়,

অনেক দিন পূর্ব্বে পার্শিভালের দোকানে সে বিল-সরকারের কাজ করিত। এক বার সে বিলের টাকা আদায় করিয়া তাহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করায়, পার্শিভাল তাহাকে পদচ্যুত করে; এই ভাবে পদচ্যুত হওয়ায় ও বিশেষ চেষ্টাতেও অন্যত্র চাকরী না পাওয়ায় সে পার্শিভালের উপর জাতক্রোধ হইয়া উঠে। সে পুনর্ব্বার চাকরির আশায় কয়েক বার পার্শিভালের নিকটেও গিয়াছিল, কিন্তু পার্শিভাল বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে তাহার কার্য্যে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিতে সম্মত হয় নাই। বেকার অবস্থায় ম্যাক্লিনের কষ্টের সীমা ছিল না; ঘটনার দিন মধ্য রাত্রে সে পার্শিভালের দোকানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলে, 'আমাকে যদি চাকরী না দাও, তবে কিছু অর্থ-সাহায্য কর, আজ সমস্ত দিন আমার আহার নাই।' দোকানদার ইহাতেও অসম্মত হয়; তখন ম্যাক্লিন ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পার্শিভালের বক্ষে একখানি ছোরা বসাইয়া দিয়া দোকানের পশ্চাৎ-দ্বার খুলিয়া পলায়ন করে। ছোরার আঘাতে পার্শিভালের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর দিন ম্যাক্লিন অনুতপ্ত চিত্তে পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পন করে। তাহার এজাহার শুনিয়া থানার দারোগা তাহাকে গারদে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সে একটী পিস্তল বাহির করিয়া তদ্দ্বারা আত্মহত্যা করে। পুলিশ অনুসন্ধান জানিতে পারিয়াছে, মৃত হত্যাকারীর কথা মিথ্যা নহে' সে অনেক দিন পার্শিভালের দোকানে বিল-সরকারের কাজ করিয়াছিল, এবং তহবিল-তছরুপাত করিয়া পদচ্যুত হইয়াছিল। পদচ্যুত হইয়া সে সেই পল্লীর একটী মদের দোকানে তাহার

বন্ধুগণের নিকটে বলিয়াছিল, এক দিন সে পার্শিভ্যালকে খুন করিবে।”

এই সংবাদটি পাঠ করিয়া আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিলাম ; বুঝিলাম রা-তাইয়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি ; হত্যাকারী যখন পুলিশের নিকট স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে, তখন রা-তাই যে এই অপরাধের সহিত সম্পূর্ণ সংস্রবহীন ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে :—আমার বুকের উপর হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল।

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া রা-তাই বলিল, “মিঃ সেন, এখন বোধ হয় তুমি বুঝিয়াছ এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সহিত আমার কোন সংস্রব ছিল না ; অকারণে আমাকে হত্যাকারী মনে করিয়া তুমি বড়ই অন্যায় করিয়াছ। হত্যাকারী স্বয়ং এ ভাবে অপরাধ স্বীকার না করিলে তোমার এ সন্দেহ কখনও দূর হইত না। হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে আমি তোমার বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলাম বলিয়া, আমিই হত্যাকারী এই সন্দেহ তোমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।”

আমি বলিলাম, “আপনার কথা সত্য, আমি আমার এই অন্যায় সন্দেহের জন্য কি বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, বুঝিতে পারিতেছি না।”

রা-তাই বলিল, “তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, এই অন্যায় সন্দেহের জন্য তুমি অনুতপ্ত হইয়াছ, অতএব আমি এ সম্বন্ধে

আর কোনও কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। এখন তুমি আমাকে বন্ধু মনে করিলে বুঝিব তুমি আমাকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ। আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার গৃহ হইতে মমিটি লওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; যদি তাহা আমাকে প্রদান করা তোমার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে তুমি উহা পুনঃ-গ্রহণ করিতে পার। আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই তাহা তোমার লণ্ডনের বাসায় ফেরত পাঠাইতে পারি।"

আমি বলিলাম "আপনার পূর্ব্ব-পুরুষের মমি আপনার নিকটেই থাক, তাহা আমি পুনঃ-গ্রহণের ইচ্ছা করি না; আপনি পূর্ব্বে এ সকল কথা বলিলে আমি স্বেচ্ছায় তাহা আপনাকে প্রদান করিতাম। আপনার বিরুদ্ধে অন্যায় ধারণা পোষণ করিয়া আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি; আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।"

রা-তাই বলিল, "মানুষ মাত্রেই ভ্রম-প্রমাদের অধীন, আমি তোমাকে প্রসন্ন মনে ক্ষমা করিলাম। আমাদের কথা শেষ হইয়াছে, বেলাও আর অধিক নাই, চল এখান হইতে যাওয়া যাক্। আজ রাত্রে আমার বাসায় তোমার নিমন্ত্রণ থাকিল; আশা করি অতিথি-সৎকারে আমার ত্রুটি হইবে না। আমার বাসায় আমার পালিতা কন্যা রেবেকার গান বাজনা শুনিয়া তুমি আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।"

আমি বলিলাম, "আপনার প্রস্তাব অত্যন্ত লোভনীয় বটে, কিন্তু আমি——"

রা-তাই আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই হাত নাড়িয়া

বলিল, "না, না, আমি তোমার কোনও আপত্তি শুনিতে চাহি না, আমার এই সামান্য অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। আমার গাড়ী অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, তুমি আমার সঙ্গেই চল; কিছু কাল উভয়ে বেশ আনন্দে কাটাইতে পারিব।"

অগত্যা আমাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইল। সেই ভগ্ন মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে রা-তাই আমাকে বলিল, "মিঃ সেন, নেপল্‌স নগর আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমি যখনই ইউরোপে আসি, এই নগরে একবার না আসিয়া থাকিতে পারি না; অনেক বিদেশী লোক প্রতি মাসেই এক বার এখানে আসিয়া থাকেন। এখানে দেখিবার ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। তোমার প্রীতিকর হইলে—ভবিষ্যতে তোমাকে এই প্রাচীন নগর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনাইব।—অদূরে ঐ ভগ্নপ্রায় 'ফোরম্' দেখিতেছ? ঐ স্থানে শত শত বক্তা দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিময়ী বক্তৃতায় সহস্র সহস্র শ্রোতার হৃদয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঞ্চার করিতেন, সে কত কালের কথা! আর ঐ যে ভগ্নস্তূপ অতীতের সমাধি বক্ষে ধরিয়া মূকের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে, এক কালে উহা অতি সুদৃশ্য আরামদায়ক স্নানাগার ছিল; কত অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী রূপযৌবনের গর্ব্বে অধীর হইয়া, কত দিব্যকান্তি রূপবান যুবা পুরুষ বিলাস-গৌরবে পূর্ণ হইয়া, এখানে স্নান করিতে আসিত; তাহাদের আনন্দে, কৌতুকে, গল্পে ও হাস্যে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিত। আর ঐ যে নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ দেখিতেছ, ঐ স্থানে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সহস্র সহস্র আমোদলিপ্সু তরলচিত্ত দর্শকের

সম্মুখে কত সুখ-দুঃখের, মিলন-বিরহের ও হাস্য-রোদনের অভিনয় চলিত, তাহা কে বলিতে পারে? আর একটু দূরে গমন করিলে আইসিস্ দেবীর ভগ্ন মন্দির দেখিতে পাইবে, সেই মিসরীয় দেবীর পাদমূলে অগণ্য ভক্তের মস্তক ভক্তি ভরে অবনত হইয়াছে; কিন্তু সেই প্রাচীন যুগের কথা এখন স্বপ্নমাত্র!—চল আমরা ঐ দিক দিয়াই যাই।"

অপরাহ্নের অস্তমান তপনের লোহিতালোকে আমরা সেই নির্জ্জন পথ দিয়া আইসিস্ দেবীর ভগ্ন মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মহাকালের অজেয় শক্তি মনে পড়িয়া গেল; কাল-প্রভাবে দেবী মন্দিরের যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মন ক্ষোভে পরিপূর্ণ হইল, কবির সেই উক্তি মনে পড়িল,—

'যদুপতে ক গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতে কগতোত্তর কোশলা?
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং
নসদিদং জগদিত্যবধীরয়।'

মনে হইল সংসারে সকলই অনিত্য। মন্দিরের সে শ্রী নাই, শোভা সম্পদ সমস্তই অপগত হইয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কালের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া এই মন্দির জীর্ণ, ভগ্ন ও বিগত গৌরবের সমাধি-স্তূপে পরিণত হইয়াছে।

এই মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রা-তাই আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে আমাকে বলিতে লাগিল, "দেখ, এই মন্দিরের গৌরবরবি

রবি চির অস্তমিত হইয়াছে; কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন এই মন্দির সমগ্র দেশের গৌরবস্থানীয় ছিল; তখন এখানে প্রতিদিন ক্রত ভক্তের সমাগম হইত, দিবা রাত্রি মন্দির-প্রাঙ্গনে উৎসবের তরঙ্গ বহিত; এমন কি, সভ্য জগতের সম্রাজ্ঞী রোম নগরী পর্য্যন্ত ইহার মহিমা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি এখনও যেন মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ভক্তবৃন্দ ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে অবনত মস্তকে ঐখানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, শ্বেত বস্ত্র পরিহিত পুরোহিতমণ্ডলী পবিত্র দেহে উদাত্ত স্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, ধূপ ধূনা প্রভৃতির সুগন্ধের সহিত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমরাজির সৌরভ মিশ্রিত হইয়া সেই মিশ্র গন্ধে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ হইতেছে। মিঃ সেন, সেই সকল পুরোহিত আজ কোথায়? যুগান্ত পূর্ব্বে যে সকল দেবমূর্ত্তি এখানে বিদ্যমান থাকিয়া নিখিলের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই, ভক্তবৃন্দের দেহ সমাধি-স্তূপে বিলীন হইয়াছে; সমস্তই ধূলি ও ভস্মে পরিণত হইয়াছে! কেবল দুই সহস্র বৎসরের স্মৃতি পুরাবৃত্তের পৃষ্ঠায় জাগরূক থাকিয়া অনন্ত কালের পরিবর্ত্তনশীতলতার জয় ঘোষণা করিতেছে। অনিত্য, সকলই অনিত্য; চল, আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।"

আমি রা-তাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান হইতে রাজপথের অভিমুখে চলিলাম; রা-তাই যুগান্ত পূর্ব্বের এই সকল ঘটনা কিরূপে জানিল, তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মিসর দেশের লোক হইয়া এই বিদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে এ সকল কথা কিরূপে জানিলেন?"

রা-তাই বলিল, "কিরূপে জানিলাম, তাহা শুনিলে সে কথা তুমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না; সুতরাং এ সকল বিবরণ আমার পাঠলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল বলিয়াই তুমি মনে করিতে পার। প্রাচীন মিসরের প্রভাব এত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহাতে বিস্মিত হইও না।"

কিছু দূরে রা-তাইয়ের গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, সুন্দর গাড়াখানিতে দুইটী অতি বৃহৎ অশ্ব সংযোজিত ছিল; গাড়ীর কোচম্যানটিকেও একটি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত দেখিলাম; সহিসের পরিচ্ছদও কৃষ্ণবর্ণ; সে গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার প্রভুর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রা-তাই আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া চলিল।

আমরা নেপল্‌স নগরে রা-তাইয়ের বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে নদীতীরে যে দিন মধ্যরাত্রে রা-তাইকে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই, এবং তাহার পৈশাচিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় সেই স্থান হইতে প্রস্থান করি, সেই দিন যদি কেহ আমার নিকট দৈববাণী করিত, সপ্তাহ মধ্যেই আমি তাহার সহিত বন্ধুভাবে এক গাড়ীতে ভ্রমণ করিব ও প্রসন্ন চিত্তে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিব; তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতাম না। কিন্তু মানুষ অবস্থার দাস; রা-তাইয়ের কৈফিয়ৎ শুনিয়া আমার অসন্তোষ ও বিরক্তি দূর হইয়াছিল; এমন কি, তাহার সহিত নানা বিষয়-সম্বন্ধে আলাপ করিয়া যথেষ্ট আনন্দও অনুভব করিলাম। আমি বাল্যকাল হইতেই প্রবাসী, এই বয়সে পৃথিবীর অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক বুদ্ধিমান বহুদর্শী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত আলাপও করিয়াছি; চিত্রবিদ্যায় আমার যে সামান্য খ্যাতি ছিল, তাহার বলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অনেক বড় বড় মজলিসে নিমন্ত্রিত হইয়াছি, বহু লোকের আলাপ শুনিয়াছি; কিন্তু কি বহুদর্শিতায়, কি বাক্‌পটুতায় রা-তাইয়ের সমকক্ষ লোক এপর্য্যন্ত এক জনকেও দেখি নাই। তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, সভ্য জগতের ইতিহাসে তাহার আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা; প্রাচীন যুগের নানা ঐতিহাসিক কাহিনীও সে এমন ভাবে বলিতে লাগিল, যেন সেই সকল ঘটনা সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে; বোধ হইল, সেই বহু প্রাচীন যুগেও সে বর্ত্তমান ছিল!

রা-তাইয়ের সহিত গল্প করিতে করিতে কত পথ অতিক্রম করিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; সময়টা মুহূর্ত্তের মত কাটিয়া গেল। অবশেষে গাড়ী একখানি প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অট্টালিকার সম্মুখে সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা, আঙ্গিনায় সুন্দর পুষ্পকানন। বাড়ীটি দেখিয়া মনে হইল, এমন বাড়ী নেপল্‌স নগরে অধিক নাই।

একজন ভৃত্য গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিলে রা-তাই গাড়ী হইতে নামিল; আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। সিঁড়ীতে উঠিতে উঠিতে রা-তাই আমাকে বলিল, "মিঃ সেন, আমার গৃহে সাদরে তোমার অভ্যর্থনা করিতেছি; তুমি চিত্রকর, কিন্তু তোমার ন্যায় চিত্রকর আমার গৃহে যে এই প্রথম পদার্পণ করিতেছে, এরূপ মনে করিও না; ইউরোপের অনেক প্রতিভাবান খ্যাতনামা চিত্রকরের পদস্পর্শে আমার এই অট্টালিকা পবিত্র হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্রসমূহ আমার গৃহ-প্রাচীরে বিলম্বিত দেখিতে পাইবে।"

আমি রা-তাইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গৃহসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; অবশেষে একটি সুপ্রশস্ত হলে উপস্থিত হইলাম। এই হলটি প্রায় পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ, ত্রিশ হাত প্রশস্ত; এরূপ সুসজ্জিত হল ইংলণ্ডের অনেক লর্ডের বাড়ীতেও দেখি নাই। দেখিলাম, সেই হলের এক প্রান্তে একটি বৃহৎ পিয়ানো রহিয়াছে, তাহার নিকট একখানি চেয়ারে বসিয়া একটি পরমাসুন্দরী যুবতী ধীরে ধীরে অষ্ট্রাস্ পক্ষীর পালক নির্ম্মিত একখানি পাখা নাড়িতে-

ছিলেন; আমি সেই যুবতীকে দেখিবামাত্র, চিনিতে পারিলাম, লেডী বেকেনহামের গৃহে যে যুবতী বেহালা বাজাইয়া আমাদের সকলকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং নেপল্‌সের রাজপথ দিয়া যাঁহাকে সুদৃশ্য ক্রহামে যাইতে দেখিয়াছিলাম, ইনি সেই যুবতী, রা-তাইয়ের পালিতা কন্যা রেবেকা কোহেন।

আমাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যুবতী ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার নেত্রে ভয়ের চিহ্ন সুপরিস্ফুট দেখিলাম, কিন্তু তাঁহার এই ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। মুহূর্ত্ত মধ্যেই যুবতী আত্মসংবরণ করিয়া বসন্ত সমীরণ সংস্পর্শ-চঞ্চলা কুসুমকুন্তলা বনলতার ন্যায় ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইলেন।

রা-তাই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রেবেকা, মিঃ সেন, গত রাত্রে নেপল্‌সে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি বড় সুখী হইয়াছি। আজ রাত্রে ইনি আমাদের গৃহে অতিথি, নৈশ ভোজনের জন্য ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি।"

রা-তাইয়ের কথায় মনোযোগ না করিয়া আমি সবিস্ময়ে সেই যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম। লেডী বেকেনহামের নিকট এই যুবতীর জীবন সম্বন্ধে যে সকরুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। কিন্তু রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া রেবেকার মুখখানি মুহূর্ত্ত মধ্যে শুকাইয়া গেল; আমি তাঁহার মনঃক্ষোভের কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, রেবেকা আত্মসংবরণ করিয়া মৃদু স্বরে আমাকে বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের গৃহে আপনার অভ্যর্থনা করিতেছি।" তাঁহার কথা শুনিয়া বোধ হইল, যেন গ্রামফোনের রেকর্ড হইতে কথাটা বাহির হইল, তাঁহার সেই সম্ভাষণে হৃদয়ের আবেগ, আনন্দ বা আন্তরিকতার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

রেবেকার কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে যথাযোগ্য উত্তর দিলাম; রা-তাই আমাকে সেইখানে রাখিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। আমি উপবেশন করিলে রেবেকা আমার সঙ্গে দুই একটি মাত্র কথা কহিয়াই উঠিয়া বাতায়নের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অনিমিষ নেত্রে চন্দ্রকরোজ্জ্বল পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া নিম্ন স্বরে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন, "মিঃ সেন, আপনি কি পাগল হইয়াছেন? এখানে কি জন্য আসিয়াছেন? ইচ্ছা করিয়া কে কবে শোণিত-লোলুপ হিংস্র ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করে?"

রেবেকার কথা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তিনি এ কথা কেন বলিলেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না; সুতরাং কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এ কথার অর্থ কি?"

রেবেকা বলিলেন, "আপনার এখানে পদার্পণ কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা আপনাকে বুঝাই, আমার এরূপ শক্তি নাই।"

রেবেকা এই কথা কয়টি বলিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন; সরোবরের নাল জলে মৎস্যের সবেগ পুচ্ছ-সঞ্চালনে মৃণাল-বৃন্তস্থ প্রটিস্ফুত শতদল যেমন করিয়া কাঁপিয়া উঠে, যুবতীর দেহও সেই ভাবে কাঁপিতে

লাগিল; করুণায় তাঁহার চক্ষু দু'টি অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল, সেই অশ্রুমুখী রূপসীর রূপের শোভা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। আমি বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে তাঁহার সেই করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম; তাহার পর বলিলাম, "আপনার কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে এই মনে হয়, আমি সহসা কোনও আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি; কিন্তু রা-তাইয়ের ন্যায় সদাশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আতিথ্য স্বীকার করিয়া যে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। আজ অপরাহ্নে পম্পিতে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নৈশ ভোজনের জন্য সেখানেই তিনি আমার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সহিত এখানে আসিয়াছি। ইহা যে নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছে, এরূপ ত অনুমান হয় না। তবে যদি আমার উপস্থিতি কোনও কারণে আপনার অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি এখনই প্রস্থান করিতে প্রস্তুত আছি।"

রেবেকা আবেগ ভরে বলিলেন, "আমি আমার কোন অসুবিধার আশঙ্কায় এ কথা বলি নাই; আপনি এরূপ মনে করিয়া থাকিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। আপনার মঙ্গলের জন্যই আপনাকে সাবধান করিয়াছি। এখানে আগমন করা আপনার পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা বুঝিতে পারিলে আপনি এই মুহূর্ত্তেই এই স্থান ত্যাগ করিতেন।"

আমি বলিলাম, "আপনি দয়া করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলুন।"

রেবেকা বলিলেন, "আমার সে শক্তি নাই; কিন্তু যখন বিপদে

পড়িবেন, তখন বুঝিতে পারিবেন, সময় থাকিতে আমি আপনাকে সাবধান করিয়াছিলাম।”

আমি বলিলাম, “কিন্তু—”

আমার কথায় বাধা দিয়া রেবেকা সভয়ে বলিলেন, “চুপ করুন, উনি আসিতেছেন।”

মুহূর্ত্ত মধ্যে রা-তাই আমাদের নিকট উপস্থিত হইল; এবার সে ভ্রমণের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া অন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। আমাদের কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল; অল্পক্ষণ পরেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, খানা প্রস্তুত।

আমরা তিন জনে ভোজন কক্ষে চলিলাম। সেই কক্ষটিও অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত। কক্ষদ্বারে কয়েকটি ভৃত্য সসম্ভ্রমে আমাদিগকে অভিবাদন করিল। তাহারা সকলেই দীর্ঘ দেহ, গম্ভীর প্রকৃতি, প্রৌঢ়; তাহাদের বর্ণ কৃষ্ণাভ; বর্ণ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তাহারা ইটালি দেশের লোক নহে; আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাদিগকে আরব বলিয়া বোধ হইল। আমরা খানার টেবিলে বসিলে, তাহারা গম্ভীর ভাবে নিঃশব্দে পরিবেশন করিতে লাগিল; আনন্দ, উল্লাস, চাঞ্চল্য, বিরক্তি, বিষাদ প্রভৃতি যে সকল সাধারণ মনোবৃত্তি মনুষ্যের মুখমণ্ডলে নিয়ত প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাদের একটিও আরব ভৃত্যগণের মুখে দেখিতে পাইলাম না, যেন তাহারা সচেতন পুত্তলিকা মাত্র! আহারের আয়োজন দেখিয়া মনে হইল, লণ্ডন বা পারিসের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হোটেলসমূহেও তদপেক্ষা অধিক রসনা-তৃপ্তিকর উপাদেয় আহার্য্য দ্রব্য সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব। আমরা যে সকল ভোজ্য দ্রব্য

আহার করিতে লাগিলাম, রা-তাই তাহার কোনটিই স্পর্শ করিল না; সে দুই এক টুকরা সুপক্ব ফল ও কয়েকখানি ক্ষুদ্র পিষ্টকমাত্র ভোজন করিল, তাহার পর একটি রৌপ্য নির্ম্মিত কৌটায় রক্ষিত এক প্রকার শুভ্র চূর্ণ এক চামচা এক গ্লাস জলে মিশাইয়া, সমস্ত জলটুকু এক নিশ্বাসে পান করিল।

আহার করিতে করিতে আমি এক বার তাহার দিকে চাহিলাম। রা-তাই আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "আমাকে অত্যন্ত অল্পাহারী দেখিয়া তুমি বোধ হয় বিস্মিত হইয়াছ, কিন্তু বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই; আমি দীর্ঘকাল হইতেই এইরূপ অল্পাহারে অভ্যস্ত; শরীর পোষণের নিমিত্ত আকণ্ঠ ভোজনের আবশ্যকতা আমি স্বীকার করি না। তোমাদের হিন্দুস্থানের যোগী ঋষি ও তপস্বীগণও অত্যন্ত অল্পাহারী। দীর্ঘকাল অনাহারে তাঁহারা কঠোর তপস্যায় রত থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের কষ্ট হয় না; কোন ক্ষতিও হয় না। আমি সকালে কিছু মোরব্বা ও এই চূর্ণ মিশ্রিত জল খাই; রাত্রে কি খাই,তাহা প্রত্যক্ষ করিলে; তথাপি এ বয়সে আমার শরীরে যে সামর্থ্য আছে, তোমারও বোধ হয় তাহা নাই। আমার কথায় তোমার সন্দেহ হইলে, আমার বল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার; আমার হস্তের একটি অঙ্গুলি বক্র করিতেছি, তুমি তাহা সোজা কর।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আমার কৌতূহলের সীমা রহিল না। আমার আহার শেষ হইয়াছিল; তাহার কথা কত দূর সত্য, ইহা পরীক্ষার জন্য আমি তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর বক্র অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিলাম; দেখিলাম তাহা তুষারের ন্যায় শীতল! সেই অঙ্গুলি স্পর্শমাত্র আমার

দেহে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঞ্চার অনুভব করিলাম। তথাপি তাহার অঙ্গুলি ছাড়িয়া না দিয়া সবলে তাহা আকর্ষণ করিলাম। আমি যুবা পুরুষ, আমার দেহে বলেরও অভাব নাই, কিন্তু কোন প্রকারেই বৃদ্ধের সেই বক্র অঙ্গুলি সরল করিতে পারিলাম না! একটু অপ্রতিভ হইয়া আমি রেবেকার মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, তাঁহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ ও রক্তশূন্য! তাঁহার হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। আমি তাঁহার এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। রেবেকার চক্ষুর সহিত আমার চক্ষুর মিলন হইবামাত্র তিনি অন্য দিকে ফিরিয়া চাহিলেন; বুঝিলাম, আমি তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছি, ইহা প্রকাশ করি এরূপ তাঁহার ইচ্ছা নহে।

রেবেকা আর সেখানে বসিলেন না, উঠিয়া নত মুখে ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন; যাইবার সময় এক বার অনুনয়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। সেই দৃষ্টির অর্থ,—"যদি বিপদে পড়িতে না চাও, তবে এই মুহূর্ত্তেই এই ভয়ঙ্কর স্থান ত্যাগ কর।"

রেবেকা সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে, রা-তাই একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত সিগারেটের বাক্স আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিল, "আমার ধূমপানের অভ্যাস নাই, কিন্তু আমার অতিথিগণের পরিতোষ সাধনের জন্য সর্ব্বদাই আমাকে সিগারেট সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়; এগুলি বাজারের জঘন্য সিগারেট নহে; তুরস্ক দেশে আমার কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, সেখানে যে তামাকের চাষ হয়, তেমন উৎকৃষ্ট তামাক পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না; এগুলি আমার

সেই ক্ষেতের তামাকের সিগারেট। ইহা কিরূপ সুমিষ্ট, সদ্গন্ধযুক্ত ও উপভোগ্য তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

সিগারেটে আমার অরুচি ছিল না, এমন দিনও গিয়াছে, যে দিন দুই তিনটি সিগারেটের বাক্স খালি করিয়াছি! আমি একটি সিগারেট ধরাইয়া দুই তিন মিনিট কাল নিঃশব্দে ধূম পান করিলাম; দেখিলাম রা-তাইয়ের কথা মিথ্যা নহে; ইংলণ্ডে অনেক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর ভবনে ও বড় বড় মজলিসে অনেক উৎকৃষ্ট সিগারেটের ধূম পান করিয়াছি, কিন্তু এরূপ উৎকৃষ্ট সিগারেট জীবনে এই প্রথম দেখিলাম; দেশে থাকিতে তাম্রকূটের মহিমা সম্বন্ধে কোনও রসিক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম,—

"তাম্রকূটং মহাদ্রব্যং শ্রদ্ধয়া দিয়তে যদি,
অশ্বমেধঃ সমং পূণ্যং টানে টানে ভবিষ্যতি!"

আজ বহু দিন পরে বিদেশে হঠাৎ সেই শ্লোকটা মনে পড়িয়া গেল। এই সিগারেট ধূম পান করিয়া টানে টানে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ হইল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ফলারে ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট ফলার পাইলে যেমন আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত হয়, এই সিগারেটের ধূম পান করিয়া আমারও অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইল; একটি সিগারেট শেষ করিয়া আমি আর একটি ধরাইয়া লইলাম।

সিগারেট আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, বুঝিতে পারিয়া রা-তাই বলিল, "আমার সিগারেট যে কত উৎকৃষ্ট, তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ।"

আমি বলিলাম, "আমি এ পর্য্যন্ত অনেক রকম সিগারেট খাইয়াছি, কিন্তু ইহার সহিত তাহাদের তুলনা হয় না।"

একটি দুইটি করিয়া আমি অর্দ্ধ ডজন সিগারেট নিঃশেষিত করিলাম; ক্রমে আমার মস্তিষ্কে মত্ততা উপস্থিত হইল; গোলাপী নেশায় কল্পনা যেরূপ প্রখর হয়, অনুভবের শক্তি যেরূপ তীক্ষ্ণ হয়, দেহে ও মনে যে প্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, আমারও সেইরূপ হইল; আনন্দে, উৎসাহে, উদ্দীপনায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল।

রা-তাই বলিল, "রেবেকা যে গীতবাদ্যে সুনিপুণা, তুমি সে পরিচয় পাইয়াছ। আজ তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছ, আজ যাহাতে তোমার পরিতৃপ্তি হয়, তাহাই করা আমার কর্ত্তব্য; আমি রেবেকাকে ডাকিতেছি, সে বেহালা বাজাইয়া তোমার মনোরঞ্জন করুক।"

রা-তাই রেবেকাকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বেই তিনি সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং রা-তাইয়ের ইঙ্গিতমাত্র বেহালা লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন; আমি বিহ্বল চিত্তে বেহালা শুনিতে লাগিলাম। বেহালার সেই সুমোহন সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন ভাব, কত উজ্জ্বল কল্পনা, কত সুখের স্বপ্ন, ধীরে ধীরে আমার চিত্তে সমুদিত হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, পৃথিবীতে আমার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই; আমার বিশ্বাস হইল, এই অদ্ভুত বৃদ্ধের সহায়তায় আমি জ্ঞানের উৎস উন্মুক্ত করিব, যশের উচ্চ শৈলে আরোহণ পূর্ব্বক অমরতা লাভ করিব; পৃথিবীতে আমার কোনও কামনা অপূর্ণ থাকিবে না। সুখের আবেশে ধীরে ধীরে আমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল; কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাইলাম, যেন কোন ত্রিভুবনমোহিনী দেবী যশের উজ্জ্বল হীরক-মুকুট হস্তে লইয়া অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহা গ্রহণের জন্য স্মিতমুখে আমাকে আহ্বান

করিতেছেন!—ক্রমে বেহালা থামিয়া গেল, সঙ্গীতধ্বনি নীরব হইল; কিন্তু তাহার সুমিষ্ট স্বর-তরঙ্গ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কক্ষ পূর্ণ করিয়া রাখিল। যুবতী সহসা উঠিয়া বেহালাখানা টেবিলের উপর রাখিয়া ত্রস্ত পদে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

রেবেকা হঠাৎ কেন এ ভাবে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; এই সুন্দরীর সকল ব্যবহারই বড় বিচিত্র বোধ হইতেছিল, কিন্তু কোন কথা জানিবার উপায় ছিল না।

রেবেকা প্রস্থান করিলে রা-তাই আমাকে বলিল, "মিঃ সেন, তুমি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিলে অত্যন্ত সুখী হইব।"

রা-তাই আবার কি অনুরোধ করিবে, অনুমান করিতে পারিলাম না; বলিলাম, "আপনার অনুরোধটি কি, না শুনিয়া আমি অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না।"

রা-তাই বলিল, "তুমি ভয় পাইও না, আমি তোমাকে কোনও অন্যায় অনুরোধ করিব না। আমার একখানি সুন্দর সুসজ্জিত জাহাজ আছে, সেই জাহাজে আমি রেবেকাকে লইয়া আগামী কল্য কায়রো যাত্রা করিব; আমার অনুরোধ, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

কোথায় নেপল্‌স, আর কোথায় কায়রো! কিন্তু রা-তাই যে স্বরে কথাটা বলিল, তাহা শুনিয়া বোধ হইল, কায়রো যেন নেপল্‌সের দুই চারি মাইল দূরে অবস্থিত কোনও সহর।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কালই আপনি কায়রো যাইতেছেন! হঠাৎ সেখানে কেন যাইবেন?"

রা-তাই বলিল, 'হাঁ হঠাৎ যাইতে হইতেছে; আমাদের সঙ্গে

তোমার যাইতে আপত্তি কি? যদি তুমি পরের চাকর হইতে, তাহা হইলে তোমাকে এ অনুরোধ করিতাম না। কায়রো নগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর, দেখিবার সামগ্রীও সেখানে অনেক; আমাদের সঙ্গে গমন করিলে তুমি যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। আমার পূর্ব্ব-পুরুষের মমিটি তাঁহার বিশ্রামাগারে পুনঃস্থাপনের অভিপ্রায়েই আমি সেখানে যাইতেছি।"

আমি বলিলাম, "আমাকে কি উদ্দেশ্যে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা করিতেছেন?"

রা-তাই বলিল, "তুমি সঙ্গে থাকিলে আমাদের সময় বেশ আনন্দে কাটিবে। যদি বুঝিতাম, আমাদের সঙ্গে যাইলে তোমার কোনও অসুবিধা ঘটিবে, তাহা হইলে কখনই তোমাকে এ অনুরোধ করিতাম না। তুমি চিত্রকর, নানা দেশ-বিদেশ দর্শনের সুযোগ ত্যাগ করা তোমার উচিত নহে; বিভিন্ন দেশ-পর্য্যটনে চিত্র-বিদ্যানুশীলনের যথেষ্ট সাহায্য হয়।"

আমি যাইব কি যাইব না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মিসর দেশে আমি অনেক দিন বাস করিয়াছি, সেই দেশেই আমার পিতার প্রাণ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে; আমার নিকট মিসর সুপবিত্র তীর্থ-স্বরূপ; বিশেষতঃ সেই রহস্য-সঙ্কুল প্রাচীন দেশে দেখিবার বস্তু কত আছে, সুতরাং এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত মনে হইল না। আরও ভাবিয়া দেখিলাম, রা-তাইয়ের সঙ্গে সেখানে গমন করিলে আমার অনেক অজ্ঞাত বিষয় জানিবার সুবিধা হইবে। প্রাচ্য সভ্যতার আদি যুগে পরাক্রান্ত ফাঁরো রাজগণ যেখানে মহা গৌরবে রাজত্ব করিয়া-

ছিলে, সেখানকার প্রত্যেক ধূলিকণা প্রাচীনযুগের পুণ্য-স্মৃতিতে অনুরঞ্জিত, সেই দেশ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, রেবেকার ন্যায় অতুলনীয়া সুন্দরীর সাহচর্য্যে দীর্ঘকাল যাপন করাও অল্প প্রলোভনের বিষয় নহে; তাঁহার সহিত গল্প করিয়া, তাঁহার গান শুনিয়া, চতুর্দ্দিকের বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া দিনগুলি সুখস্বপ্নের ন্যায় কাটাইতে পারিব, হয় ত রেবেকার বৈচিত্র্যময় জীবনের গুপ্ত রহস্যও জানিতে পারিব; সুতরাং রা-তাইয়ের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করাই কর্ত্তব্য।

আমাকে মৌন দেখিয়া, রা-তাই পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি চুপ করিয়া রহিলে কেন? আমার কথা কি অসঙ্গত মনে করিতেছ?"

আমি বলিলাম, "না, কিছু মাত্র অসঙ্গত নহে, তবে কথা এই যে, আপাততঃ দীর্ঘকালের জন্য ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

রা-তাই হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, আমরা কায়রো যাত্রা করিবামাত্র ইংলণ্ড সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হইবে না, এখন যেখানে আছে, চিরদিন সেই খানেই থাকিবে; কিন্তু কায়রো দর্শনের এমন সুযোগ তুমি জীবনে আর কখনও পাইবে কি না সন্দেহ; এ অবস্থায় তোমার আর ইতস্ততঃ করা উচিত নহে।

আমি বলিলাম, "এ কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য আমি এক দিন সময় চাই।"

রা-তাই বলিল, "সময় লইলেই তুমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া নানা রকম নূতন আপত্তি তুলিবে, এ অবস্থায় তাড়াতাড়ি মত প্রকাশ করাই

উচিত; রেবেকা এখানে উপস্থিত থাকিলে সে নিশ্চয়ই তোমাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিত।"

অতঃপর আমি আপত্তি করিলাম না, বলিলাম, "আচ্ছা আপনার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম।"

রা-তাই বলিল, "কাল রাত্রি দশটার সময় আমরা জাহাজে উঠিব, তোমার যে সকল জিনিস-পত্র সঙ্গে লওয়া আবশ্যক, তাহা জাহাজে লইয়া যাইবার জন্য তোমাকে কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে না; আমার ভৃত্যেরাই তোমার হোটেল হইতে তাহা জাহাজে লইয়া যাইবে।"

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম রাত্রি প্রায় এগারটা বাজে, সুতরাং রা-তাইয়ের নিকট হইতে উঠিলাম; যাইবার পূর্ব্বে রেবেকার নিকট বিদায় লইবার জন্য বড় আগ্রহ হইল, কিন্তু তাঁহাকে ডাকাইয়া দেখা করিতে সাহস হইল না। মনে হইল, আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করি নাই বলিয়াই হয় ত তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

রা-তাই আমাকে তাহার গাড়ীতে হোটেলে পাঠাইতে চাহিল, কিন্তু আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না; পদব্রজে সেই অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া বাগানের পাশ দিয়া রাজপথের অভি-মুখে চলিলাম। অন্যমনস্ক ভাবে চলিতেছি, এমন সময় সেই অট্টালিকা-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া কে আমাকে নিম্ন স্বরে আহ্বান করিল। আমি সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিয়া রেবেকাকে সেই দ্বার প্রান্তে দেখিতে পাইলাম! রেবেকা চঞ্চল চরণে আমার নিকটে

আসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "মিঃ সেন, যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি এখানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। সন্ধ্যার সময় আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে আপনি কর্ণপাত করেন নাই; আবার বলিতেছি, আপনি সাবধান হউন। আপনি এই নর-পিশাচের নিকট আর আসিবেন না, তাহার ছায়াও স্পর্শ করিবেন না; আমার কথা অগ্রাহ্য করিলে আপনি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িবেন, তখন আপনার অনুতাপ নিষ্ফল হইবে।"

সে দিন শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী কি পূর্ণিমা, আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিলেন, তাঁহার সুধা-ধবল কিরণ-ধারাপাতে নৈশ প্রকৃতি অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছিল; শুভ্র কৌমুদীরাশি রেবেকার অনিন্দ্যসুন্দর বদনমণ্ডলে নিপতিত হইয়াছিল; সেই স্ফুট চন্দ্রালোকে তাঁহার মুখে ব্যাকুলতার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। আমি তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এত ভয়ের কারণ কি? আপনার সকল কথাই অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ, রা-তাই মানুষ ত?"

রেবেকা বলিলেন, "তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না; এক এক বার আমার মনে হয়, সে মনুষ্যরূপী শয়তান, অন্যের অনিষ্ট-সাধনই তাহার জীবনের ব্রত। আপনি স্বপ্নেও ভাবিবেন না—সে আপনার মঙ্গলের জন্য, বা আপনার আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত আপনার বন্ধুত্ব কামনা করিতেছে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় আপনার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টসিদ্ধি হইবে না; তবে আপনার যে কি অনিষ্ট হইবে, তাহা আমার অনুমান করিবার শক্তি নাই। তাহার সহিত আপনার

নূতন আলাপ, কিন্তু আমি দীর্ঘকাল হইতে তাহার আশ্রয়ে বাস করিতেছি, সুতরাং তাহার প্রকৃতি আমার অজ্ঞাত নহে। মিঃ সেন, আমি আপনাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, আপনি প্রাণ থাকিতে তাহার নিকট যাইবেন না, ভবিষ্যতে কখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এই পিশাচের কবলে পতিত হওয়া অপেক্ষা আপনার মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর।"

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সার জর্জ্জ ম্যাক্সওয়েলও ঠিক এই কথা বলিয়া আমাকে সাবধান করিয়াছিলেন! কিন্তু রা-তাই যে এমন ভয়ঙ্কর মনুষ্য, তাহা তাহার কথা শুনিয়া, বা তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করা অসম্ভব; অথচ ইঁহারা অকারণেই বা কেন আমাকে সাবধান হইতে বলিবেন? যাহা হউক, আমি রেবেকার কাতরতাপূর্ণ বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিলাম, "আপনি আমাকে সাবধান হইতে বলিতেছেন, অথচ দেখিতেছি আপনি স্বয়ং দীর্ঘকাল হইতে তাহার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন; রা-তাইয়ের সংস্রবে আসিলে যদি আমার বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে আপনারও কি সে আশঙ্কা নাই?"

রেবেকা বলিলেন, "আমারও বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহা জানি, কিন্তু আমি নিরুপায়; সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার প্রচণ্ড শক্তিতে আমি অভিভূত; আমার ইহকাল পরকাল দুই-ই গিয়াছে, বোধ হয় তাহার কবল হইতে আমার আত্মাও কখন মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। আমার ত সর্ব্বনাশ হইয়াছেই; কিন্তু আপনি বিদেশী ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ দেশে আপনার পিতা মাতা আছেন,

আপনার উপর হয় ত তাঁহাদের ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে; আপনারও সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা আমি দেখিতে পারিব না। সেই জন্যই সময় থাকিতে আপনাকে সাবধান করিতেছি! আপনি আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবেন না; আজ রাত্রেই নেপল্‌স হইতে প্রস্থান করুন; আপনার স্বদেশে চলিয়া যাইতে পারেন। চীনে, জাপানে, রুশিয়ায়, আমেরিকায়—যেখানে ইচ্ছা আপনি চলিয়া যান; আপনি কদাচ এই দানবের সম্মুখে যাইবেন না; স্বেচ্ছায় বিষধর সর্পকে কণ্ঠে ধারণ করিবেন না।"

আমি বলিলাম, "আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু এখন আপনার সাবধান-বাক্য নিষ্ফল; আমি রা-তাইকে কথা দিয়াছি, আগামী কল্য রাত্রে তাহার সহিত মিসরে যাত্রা করিব।"

আমার কথা শুনিয়া রেবেকা অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, এবং বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া শঙ্কিত হইলাম, ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার কথা শুনিয়া আপনি কি বিস্মিত হইয়াছেন?"

রেবেকা ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "আপনি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! কেন আপনি তাহার সহিত মিসরে যাইতে সম্মত হইলেন? আপনি যে কি ভুল করিয়াছেন, তাহা আপনার কল্পনা করিবারও সামর্থ্য নাই; আপনার এই ভ্রম আপনি ইহজীবনে কখনও সংশোধন করিতে পারিবেন না। এখনও বলিতেছি, আপনি এ ভাবে আত্মহত্যা করিবেন না; আপনি সেই নরপিশাচের নিকট যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছেন, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে আপনার অপরাধ হইবে না,

আপনি আজ রাত্রেই নেপল্‌স ত্যাগ করুন।”—রেবেকা আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন!

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল, আমি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলাম, “রা-তাইয়ের সহবাসে যাহাতে ভবিষ্যতে আমি বিপন্ন না হই, সে জন্য আপনি আমাকে সাবধান করিতে আসিয়াছেন; বুঝিতেছি রা-তাই ইহা জানিতে পারিলে আপনার যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে। আপনাকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিয়া আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিব, আমাকে এরূপ কাপুরুষ, এত ইতর মনে করিবেন না।”

রেবেকা অস্ফুট স্বরে বলিলেন, “আপনি যাহাতে বিপন্ন না হন, এই অভিপ্রায়েই আপনাকে এ সকল কথা বলিলাম। যে দিন আপনার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম আপনি শীঘ্রই এই কুহকীর কুহক-জালে আবদ্ধ হইবেন; সেই দিন হইতেই আপনাকে সাবধান করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বে তাহার সুযোগ পাই নাই।”

আমি বলিলাম, “রা-তাই যদি এতই ভয়ানক লোক হয়, তাহা হইলে আপনি কেন তাহার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন? কেন পলায়নের চেষ্টা করেন না? আমার একটি প্রস্তাব আছে, তদনুসারে কাজ করিতে পারিবেন? চলুন, আজ রাত্রে—এখনই আমরা উভয়ে এখান হইতে পলায়ন করি। অবশ্য, আমার সহিত আপনার তেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় হয় নাই, কিন্তু আমি ভদ্র লোক, আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উপর আপনি অনায়াসে নির্ভর করিতে পারেন। আমার অর্থের

অভাব নাই ; আপনি যাহাতে সুখী হন, সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিব। আমার সঙ্গে গমন করিলে আপনার কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"—রেবেকা সভয়ে বলিলেন, "না না, আপনি আমাকে এ অনুরোধ করিবেন না ; আমার সাধ্য থাকিলে আমি আনন্দের সহিত আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতাম, কিন্তু সে সাধ্য আমার নাই ; বিহঙ্গিনীর পক্ষ ছেদন করিলে সে কখনই তাহার ইচ্ছামত উড়িয়া যাইতে পারে না, আমার অবস্থাও সেইরূপ। এই পিশাচ যে শৃঙ্খলে আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহা লৌহ-শৃঙ্খল অপেক্ষা সহস্রগুণ দৃঢ়, জীবনে এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিব না; আমি ত বলিয়াছি, মৃত্যুর পরও বোধ হয় তাহার কবল হইতে আমার মুক্তি নাই!"

রেবেকা সহসা উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এমন মর্ম্মভেদী নিঃশব্দ রোদন আমি জীবনে আর কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। সেই চন্দ্রালোকিত নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে, নির্জ্জন উপবন প্রান্তে, সেই ভগ্নহৃদয়া কোমলপ্রাণা, ব্যথিতা, পর-দুঃখ কাতরা সুন্দরীকে এই ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া, স্নেহে করুণায় সমবেদনায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল; আমি আবেগ ভরে বলিলাম, "রেবেকা, যদি তুমি রা-তাইকে ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত না হও, যদি তোমার সে শক্তি না থাকে, তাহা হইলে আজ আমি তোমার সম্মুখে পরমেশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমিও প্রাণভয়ে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিব না ; তোমাদের সহিত কাল্ রাত্রে মিসরে যাত্রা করিব, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া রেবেকা আর আমাকে আমার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন না; তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই অট্টালিকায় পুনঃপ্রবেশ করিলেন। আমি, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলাম; নানা নূতন চিন্তায় আমার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল; তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "ভালই হউক আর মন্দই হউক, যে স্রোতে ভাসিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই স্রোতেই ভাসিয়া যাইব; দেখি ইহার শেষ কোথায়! বুঝিতেছি, রেবেকা বিপন্না, তাঁহার উদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করিয়া হয় ত আমিও বিপন্ন হইতে পারি; কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। ভগবান, তুমি আমার সহায় হও।"

ভগবান আমার এ প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন কি না বলিতে পারি না; আমি চিন্তাকুল চিত্তে পদব্রজে গভীর রাত্রে হোটেলে প্রত্যাগমন করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পর দিন রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই রা-তাইয়ের গাড়ী আমাদের হোটেলের দরজায় উপস্থিত হইল; আমার সঙ্গে যে সব জিনিস পত্র যাইবার কথা, রা-তাইয়ের দুই জন ভৃত্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহা জাহাজে লইয়া গিয়াছিল। হোটেলের হিসাব পরিষ্কার করিয়া আমি রা-তাইয়ের গাড়ীতে বন্দরের দিকে চলিলাম।

রা-তাইয়ের জাহাজখানি তেমন বড় না হইলেও বেশ সুন্দর। কিন্তু সেই রাত্রে জাহাজের সকল অংশ দেখা হইল না। আমি কেবিনে পদার্পণ করিবামাত্র জাহাজের কাপ্তেন আমাকে ফরাসী ভাষায় বলিলেন, "মিঃ রা-তাই ও তাহার সঙ্গিনী উভয়েই জাহাজে আসিয়া স্ব স্ব কেবিনে বিশ্রাম করিতেছেন।"—আমি রাত্রে আর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম না। রা-তাই আমার আদেশ পালনের জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিল, কাপ্তেনের ইঙ্গিতে সেই ভৃত্যটি আমাকে আমার কেবিনে লইয়া চলিল।

কেবিনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার লগেজগুলি সেই কক্ষে সংরক্ষিত হইয়াছে। রাত্রি এগারটার সময় কেবিনস্থিত শুভ্র সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলাম, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

পর দিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম,—অনন্ত নীলাম্বুরাশি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত রহিয়াছে! তাহার উপর জাহাজখানি শুভ্র

ঝিনুকের মত নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে; সৌরকর-প্রতিবিম্বিত সমুদ্র-সলিল রাশি গলিত সুবর্ণ-প্রবাহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া ডেকের উপর আসিলাম; আমাদের পদতলে অনন্ত সমুদ্র, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ; সুনীল আকাশে খণ্ড-বিখণ্ড শুভ্র মেঘস্তর বায়ুপ্রবাহে আমাদের এই জাহাজের মতই অনন্তের অভিমুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দূরে—বহুদূরে সুনীল আকাশ সুনীল মহাসিন্ধুর সহিত মিশিতেছিল; যেন অনন্ত অনন্তের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ! সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ভাষায় ব্যক্ত হয় না; চিত্রকরের তুলিকা চিত্রপটে তাহার অনুরূপ আলেখ্য অঙ্কিত করিতে অসমর্থ, তাহা কেবল অনুভব ও উপভোগের যোগ্য।

রাত্রে যখন জাহাজে উঠি, তখন মনে হইয়াছিল, জাহাজখানি ক্ষুদ্র; কিন্তু দিবালোকে দেখিলাম, তাহা তেমন ক্ষুদ্র নহে; তাহা অন্ততঃ পাঁচ শত টন, অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দহাজার মণ বোঝাই লইতে পারে। জাহাজের কাপ্তেন জাতিতে গ্রীক, কিন্তু জাহাজের মাঝি মাল্লারা যে কোন দেশের লোক তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে তাহারা যে ইংরাজ ফরাসী বা জর্ম্মাণ নহে, তাহা তাহাদের আকার ও বর্ণ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম, লোকগুলা বড়ই গম্ভীর, তাহারা কলের মত স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছে। জাহাজের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সহিত তখন পর্য্যন্ত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

বেলা আটটার সময় খানসামা আমাকে সংবাদ দিল, চা

প্রস্তুত; আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, রা-তাই তখনও সেলুন অর্থাৎ বৈঠকখানায় আসে নাই। শুনি-লাম, সে বেলা একটার পূর্ব্বে তাহার কামরা হইতে বাহির হয় না! সুতরাং আমি একাকী প্রাতঃকৃত্য শেষ করিলাম, তাহার পর ধীরে ধীরে ডেকে উপস্থিত হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম। সমুদ্র তখন স্থির, মুক্ত সমীরণ-প্রবাহে জাহাজ অকূল সমুদ্রের উপর দিয়া তাহার লক্ষ্যাভিমুখে দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে আমার পশ্চাৎ হইতে মধুর স্বরে কে আমাকে সম্বোধন করিল; সেই পরিচিত স্বরে আকৃষ্ট হইয়া আমি ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, রেবেকা আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন; একটি কৃষ্ণবর্ণ সুদৃশ্য নূতন পরিচ্ছদে তাঁহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতে-ছিল।

রেবেকা আমার সহিত কর-কম্পন করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "মিঃ সেন, আমি চায়ের টেবিলে আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারি নাই, আমার এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন; আজ আমার উঠিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।"

রেবেকার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম দুই দিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে তাঁহার সহিত আমার যে কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু জাহাজে এই প্রথম সাক্ষাতের সময় সে সম্বন্ধে তিনি কোনও কথা বলিলেন না, সুতরাং আমিও সে প্রসঙ্গের পুনরাবতারণা করিলাম না; আমাদের অন্যান্য কথা চলিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "রেবেকা তুমি অনেক বার সমুদ্র-ভ্রমণ করিয়াছ, সমুদ্র-যাত্রা তোমার কেমন লাগে?"

রেবেকা বলিলেন, "খুব ভাল লাগে, সমুদ্রেই আমি ভাল থাকি। মনে পড়ে, বাল্যকালে যখন আমার পিতা জীবিত ছিলেন, সেই সময় আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সমুদ্রে বেড়াইতে যাইতাম; তাহাতে যে কত আনন্দ পাইতাম, সে কথা আর কি বলিব? তুফানের সময় সমুদ্রের তরঙ্গ পাহাড়ের সমান উচু হইয়া উঠিত, জাহাজ অত্যন্ত দুলিত; আমার মনে হইত, যেন মায়ের কোলে বসিয়া দুলিতেছি।"

রেবেকা তাঁহার সুখময় বাল্যকালের কথা, পিতামাতার স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; কিন্তু অবিলম্বে আত্মসম্বরণ করিয়া নানা দেশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার গল্প আরম্ভ করিলেন। দেখিলাম, তিনি ইউরোপের সকল রাজধানীতেই ভ্রমণ করিয়াছেন। রা-তাই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কি জন্য ইউরোপের সকল দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না; নানা কারণে সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনও প্রশ্ন করিলাম না, তবে বুঝিলাম ইউরোপের সকল দেশই তাঁহার সুপরিচিত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ দেশ তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল লাগে?"

রেবেকা বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, "কোন্ দেশ যে আমার বেশী ভাল লাগে, তাহা কখনও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই; যে হতভাগ্য চিরজীবনের জন্য কারা-পিঞ্জরে অবরুদ্ধ আছে, সে কি

কখনও ভাবিয়া দেখে তাহার কারাকক্ষটি কোন্ বর্ণে রঞ্জিত, বা সেই কক্ষের দ্বার-জানালা গুলি কোন্ কাষ্ঠে নির্ম্মিত? আমার অবস্থাও সেইরূপ, আমি পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, আমার নিকট লৌহ-পিঞ্জর ও স্বর্ণ-পিঞ্জর উভয়ই সমান; যে দেশে যাই, কোথাও সুখ পাই না।"

রেবেকার এই কথা শুনিয়া আমি আর কিছু বলিলাম না। রা-তাইয়ের জাহাজে তাহার কক্ষের অদূরে বসিয়া এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করা সঙ্গত মনে হইল না।

মধ্যাহ্ন অতীত হইলে রা-তাই তাহার কেবিনের বাহিরে আসিল, কিন্তু তাহার পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন দেখিলাম না; তাহার দেহে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরাতন লম্বা কোট, পায়ে আঁটো পায়জামা ও মাথায় আরবদের মত চূড়াদার রঙ্গিন টুপি।

রেবেকা পূর্ব্বেই তাঁহার কেবিনে প্রস্থান করিয়াছিলেন; আমাকে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রা-তাই আমার কাছে আসিয়া বলিল, "মিঃ সেন, গত রাত্রে আমি তোমাকে আমার জাহাজে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নীচে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই; আমার পক্ষে ইহা শিষ্টাচারসঙ্গত হয় নাই; কিন্তু সে জন্য তুমি অসন্তুষ্ট হইও না; আমার মত বৃদ্ধ সকল কাজ যথা-নিয়মে করিবে, এরূপ আশা করিতে পার না; বয়সের দোষে অনেক কাজে অনেক ত্রুটি ঘটে, যাহা হউক, আশা করি জাহাজে আসিয়া তোমাকে কোনও অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "না, আমার কোনও অসুবিধা হয় নাই, রাত্রিটা বেশ আরামেই কাটিয়াছে; আপনার এই জাহাজখানি বড় চমৎকার।"

আমার মুখে জাহাজের প্রশংসা শুনিয়া রা-তাই বড় খুসী হইল; সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ভাল হইবারই ত কথা; এই জাহাজের জন্য আমি বড় অল্প অর্থ ব্যয় করি নাই, এই জাহাজে চড়িয়া সমজদার ব্যক্তি মাত্রেই ইহার বড় প্রশংসা করেন; এ খানি আমার দেশ-ভ্রমণের প্রধান সহায়। তুমি বুঝি জাহাজের সকল অংশ এখনও ভাল করিয়া দেখ নাই?"

আমি বলিলাম, "না, এখনও জাহাজের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া দেখি নাই।"

রা-তাই বলিল, "তবে চল, জাহাজখানা তোমাকে ভাল করিয়া দেখাইয়া আনি।"

অগত্যা আমাকে উঠিতে হইল, রা-তাইয়ের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাহাজখানির বিভিন্ন অংশ দেখিলাম; অবশেষে সেলুনে প্রবেশ করিলাম: জাহাজে ইহাই রা-তাইয়ের বৈঠকখানা। জাহাজের সেলুনটি যেমন প্রশস্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সেইরূপ সুসজ্জিত। আমি এ পর্য্যন্ত অনেক জাহাজে চড়িয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দর ও সুসজ্জিত সেলুন আর কোনও জাহাজে দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না।

সেলুন হইতে বাহির হইয়া রা-তাইয়ের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম, সেই কক্ষের এক প্রান্তে তাহার পূর্ব্ব-পুরুষের মমিটি সংস্থাপিত আছে। মমিটা দেখিয়াই পূর্ব্ব-কথা আমার মনে পড়িয়া গেল; রা-তাই আমার প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়া আমার লণ্ডনস্থ গৃহ হইতে এই মমি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহা স্মরণ হইবামাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; ইচ্ছা পূর্ব্বক

এরূপ ভয়ঙ্কর লোকের কবলে আসিয়া পড়িয়াছি ভাবিয়া মন বড় দমিয়া গেল; মনে হইতে লাগিল, আমি যেন আর পূর্ব্বের সে মানুষ নাই, আমার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে!

জাহাজের চারিদিকে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ডেকে ফিরিয়া আসিলাম, এবং একখানি চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ভাবিয়াছিলাম শীঘ্রই হয় ত আবার রেবেকার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু তাঁহাকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। এক জন ভৃত্যকে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তাঁহার শিরঃপীড়া হইয়াছে, কেবিন ত্যাগ করিবার শক্তি নাই! রা-তাই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে গল্প করিয়া উঠিয়া গেল; আমি একাকী ডেকের উপর বসিয়া সেই অনন্ত মহাসমুদ্রে সূর্য্যাস্তের অতুলনীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অস্তমান তপনের লোহিত রশ্মিরাগে সমুদ্রের নীল জল স্বর্ণাভ বোধ হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, এবং সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি যেন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের ধ্যানে সমাহিত-চিত্ত।

ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় ধীরে ধীরে সমুদ্র সমাচ্ছন্ন হইল, গগন-প্রান্তে দুই একটি নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। সেই মৌন, শান্ত, স্তব্ধ সন্ধ্যায় বিশ্ব-প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে না; আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একাকী ডেকের উপর বসিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। সমুদ্রের এমন স্তব্ধ ভাব পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; মহা-ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধ হয়, সে দিন সমুদ্রেরও ঠিক সেই ভাব দেখিয়া জাহাজের কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রকৃতির

এইরূপ নিস্তব্ধতা দেখিয়া কি আপনার ইহা একটু বিচিত্র মনে হইতেছে না ?"

কাপ্তেন ফরাসী ভাষায় বলিলেন, "আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আজ সকাল হইতেই ব্যারোমেটারের (বায়ুমান যন্ত্রের) বড় পরিবর্ত্তন দেখিতেছি ; রাত্রে ঝটিকার আশঙ্কা করিতেছি।"

আমারও সেইরূপ অনুমান হইতেছিল। কাপ্তেন প্রস্থান করিলে, আমি ডেকের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে একটি কাচময় গবাক্ষের পাশে উপবেশন করিলাম ; সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া ডেকের নিম্ন তলে অবস্থিত ও বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত একটি কেবিনের কিয়দংশ আমার নয়নগোচর হইল। সেখানে আমার অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সেই কেবিনের ভিতর হইতে রেবেকার অস্ফুট কণ্ঠ স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল ; তিনি কাহাকে কি বলিতেছেন—শুনিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না।

রা-ভাই রেবেকাকে জর্ম্মণ ভাষায় বলিল, "সাবধান, তুমি আমার অবাধ্য হইও না, আমার অঙ্গুলি ধরিয়া চাহিয়া দেখ, নখ-দর্পণে কি দেখিতে পাও।"

রেবেকা কোন উত্তর দিলেন না।

রা-ভাই পুনর্ব্বার দৃঢ় স্বরে বলিল, "কি দেখিতেছ, শীঘ্র বল।"

রেবেকা এবার বিকৃত স্বরে বলিলেন, "একটি সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি, তাহার এক প্রান্তে উচ্চ গিরিশ্রেণী, সেই পর্ব্বতের পাদদেশে বালুকাময় প্রান্তরে একটি তাম্বু ; তাম্বুর মধ্যে এক জন রোগী। রোগীর বাহ্যজ্ঞান

নাই, রোগের যন্ত্রণায় সে খাটীয়ার উপর মলিন শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।”

রা-তাই জিজ্ঞাসা করিল, “এই রোগীকে তুমি চিনিতে পারিতেছ কি?”

রেবেকা নিরুত্তর।

রা-তাই পুনর্ব্বার বলিল, “চিনিয়াছ কি না শীঘ্র বল?”

রেবেকা বলিলেন, “হাঁ, চিনিয়াছি।”

রা-তাই বলিল, “আর কি দেখিতে পাইতেছ?”

রেবেকা বলিলেন, “এক জন আরব তাম্বুর বাহিরে উত্তপ্ত বালুকা-রাশিতে পড়িয়া রোগের যন্ত্রণায় দুই হাতে চুল ছিঁড়িতেছে, তাহার চোক, মুখ, নাক ও গলা ফুলিয়া উঠিয়াছে।”

রা-তাই বলিল, “আবার দেখ, এবার কি দেখিতেছ?”

রেবেকা বলিলেন, “আরবটার যন্ত্রণা থামিয়া গিয়াছে, সে বালির উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে, বোধ হয় মরিয়াছে।”

রা-তাই ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল, “এবার চাহিয়া দেখ, আর কিছু দেখিতে পাও কি না।”

রেবেকা বলিলেন, “না, বড় অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।”

রা-তাই উত্তেজিত স্বরে বলিল, “ভাল করিয়া হাত ধর, নখের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে চাহিয়া থাক, মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকার কাটিয়া যাইবে, নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে।”

রেবেকা বলিলেন, “একটি অন্ধকার গুহা দেখিতে পাইতেছি, না

গুহা নহে, ইহা একটি পাতাল ঘর! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামের উপর অদ্ভুত আকারের ছাদ; কক্ষের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রাচীন যুগের নানা-প্রকার ভাস্কর শিল্প; কক্ষের এক প্রান্তে একখণ্ড প্রস্তরের উপর একটি মৃতদেহ।"

ইহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোনও কথা শুনিতে পাইলাম না, মনে করিলাম, হয় ত কথাবার্ত্তা শেষ হইয়াছে; কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই রা-তাই বলিল,"আর এক বার ভাল করিয়া আমার নখের দিকে চাহ; দেখ, নূতন কিছু দেখিতে পাও কি না?"

রেবেকা উন্মাদিনীর ন্যায় বিকৃত স্বরে বলিলেন, "মৃত্যু! চারি দিকেই মৃত্যুর স্রোত চলিতেছে! রাজপথে শত শত মৃতদেহ নিপতিত রহিয়াছে। শোকার্ত্তের বিলাপ-ধ্বনিতে আমার কর্ণ বধির হইয়া গেল! চারি দিকে নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, নরনারী সকলেই সেই আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে। উঃ, কি শোচনীয় দৃশ্য, কি ভয়ানক দৃশ্য! আমি আর ইহা দেখিতে পারিতেছি না; ছাড়িয়া দাও, দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

রা-তাই পিশাচের ন্যায় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "ভাল ভাল, তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম; বুঝিলাম, আমার জীবনের ব্রত সফল হইবে; তোমাকে এ দৃশ্য আর দেখিতে হইবে না, তুমি এখন শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হও; তুমি নখ-দর্পণে যাহা দেখিলে, ও আমাকে যাহা বলিলে, নিদ্রাভঙ্গে তাহা যেন তোমার স্মরণ না হয়।"

রা-তাইয়ের সহিত রেবেকার যে সকল কথা হইল, তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বাল্যকালে গল্পে শুনিয়াছিলাম,

সেকালে আমাদের দেশের যোগী ঋষিরা নখ-দর্পণে ভূত ভবিষ্যতের সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেন; জানিতাম না, একালেও মিসর দেশে সেই বিদ্যার চর্চ্চা আছে। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে সেই স্থান হইতে উঠিয়া ডেকে পাদচারণ করিতে লাগিলাম; ইতিমধ্যে রা-তাই সেই স্থানে উপস্থিত হইল, সে প্রফুল্ল ভাবে আমাকে বলিল, "মিঃ সেন, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করিতে আসিয়াছি, আজ আমার মন বেশ প্রফুল্ল আছে, মনে হইতেছে আজ আমাদের গল্প খুব জমিবে।"

রা-তাইকে আর কোন দিন এমন প্রফুল্ল দেখি নাই, কিন্তু সে সময় আমার মন চিন্তাভারে সমাচ্ছন্ন ছিল, গল্প করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না; আমি কোন কথা না বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

রা-তাই আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? কি হইয়াছে বল; আমার অতিথি-সৎকারের কি কোন ত্রুটি হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "না কোন বিষয়ে আপনার ত্রুটি নাই। আজ আমার শরীর ভাল নাই, একটু মাথা ধরিয়াছে, সেইজন্য গল্প করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

আমার মাথা ধরিয়াছে শুনিয়া রা-তাই আমাকে শিরঃপীড়া নিবারণের ঔষধ দিতে চাহিল; কিন্তু আমি ঔষধ ব্যবহারে সম্মত হইলাম না।

রা-তাই মুরুব্বির মত ভঙ্গিতে বলিল, "তোমরা একালের ছোকরা রোগের প্রথম আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া শরীরকে কষ্ট দেওয়াই বীরত্ব

মনে কর; যাহা হউক, তুমি ইচ্ছা করিয়া রোগে ভুগিলে আর আমি কি করিব ?"

একথা শুনিয়াও আমি কোন কথা বলিলাম না; রা-তাই আমার পাশে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিল, এবং প্রায় এক ঘণ্টা সুকুমার শিল্প-কলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিল; আমি চিত্রকর বলিয়া চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধেও সে অনেক কথা বলিল। এই সকল বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম; তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল, সে যেন এই বিদ্যার আলোচনাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছে!

অবশেষে রেবেকা বেড়াইতে বেড়াইতে সেইখানে উপস্থিত হইয়া রা-তাইয়ের বক্তৃতা-প্রবাহ হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন! তিনি বলিলেন, "মিঃ সেন, আজ কি ভয়ানক গরম পড়িয়াছে! বাতাস একবারেই বন্ধ হইয়াছে, ইহা ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া মনে হয় না কি ?"

আমি বলিলাম, "আকাশের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় ঝড়-বৃষ্টি হইবে; এই গরমে কেবিনের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিব ভাবিয়া এত রাত্রেও বাহিরে বসিয়া আছি।"

রেবেকা বলিলেন, "কেন বলিতে পারি না, এত ভয়ানক গরমেও সন্ধ্যার পর আমার ঘুম আসিয়াছিল; অল্প মাথা ধরায় প্রথমে শুইয়া পড়ি, তাহার পরেই গাঢ় নিদ্রা! অনেক দিন আমার এমন সুনিদ্রা হয় নাই, হঠাৎ জাগিয়া অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় ডেকে আসিয়াছি, দেখিতেছি এত রাত্রেও আপনারা জাগিয়া বসিয়া আছেন!"

আমি রেবেকাকে কোন কথা না বলিয়া বক্র দৃষ্টিতে এক বার

রা-তাইয়ের মুখের দিকে চাহিলাম। রা-তাই তাঁহাকে বলিয়াছিল, নিদ্রাভঙ্গে নখ-দর্পণের কথা তাঁহার মনে থাকিবে না; দেখিলাম, এ কথা ঠিক্‌!

রা-তাই রেবেকাকে বলিল, "মিঃ সেনের মাথা ধরিয়াছে, কিন্তু তিনি ঔষধ খাইতে রাজী নহেন; শুনিয়াছিলাম, তোমারও একটু শিরঃপীড়া হইয়াছে, কিন্তু তুমি ঘুমাইতেছিলে দেখিয়া আমি তোমাকে জাগাই নাই; তোমার একটু ঔষধ খাওয়া আবশ্যক, আমি আমার কেবিন হইতে তোমাকে ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি।"

রা-তাই ঔষধের সন্ধানে সেখান হইতে চলিয়া গেল, আমি রেবেকার সহিত ডেকের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে রেলিংএর ধারে উপস্থিত হইলাম। রেবেকা রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্থির দৃষ্টিতে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আজ তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ; তাঁহার কি কষ্ট জানি না, কিন্তু তাঁহার সেই নীরব কাতরতা আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমি তাঁহার আরও কাছে সরিয়া গিয়া কোমল স্বরে বলিলাম, "রেবেকা, আজ তোমাকে বড়ই বিমর্ষ দেখিতেছি; বল, কি করিলে তুমি প্রফুল্ল হও।"

রেবেকা দৃষ্টি না ফিরাইয়াই বলিলেন, "আনন্দ, উৎসাহ, প্রফুল্লতা চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছি; এ জীবনে আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না। মিঃ সেন, আপনি কেন আমার প্রতি এত করুণা প্রকাশ করিতেছেন? আমার উপকারসাধন আপনার অসাধ্য, বোধ হয় মনুষ্য মাত্রেরই অসাধ্য।"

তাঁহার সেই কাতর স্বরে যে নিরাশা, হৃদয়ের যে অব্যক্ত গভীর

বেদনা ধ্বনিত হইল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব, তাহা কেবল অনুভব-যোগ্য।

আমি বলিলাম, "না, তোমার এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, আজ নিদ্রাবস্থায় তুমি কোনও দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিতেছ না, সেই জন্যই এত বিমর্ষ হইয়াছ।"

এবার রেবেকা মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন, ক্ষুব্ধ ভাবে বলিলেন, "মিঃ সেন, আপনি বৃথা আমাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিতেছেন; যাহার সকল সুখ শান্তি, সকল আশার অবসান হইয়াছে, তাহাকে আপনি কি সান্ত্বনা দিবেন? আমি অহর্নিশ যে নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, তাহা আপনার বুঝিবার শক্তি থাকিলে আপনি আমাকে এ সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন।"

আমি বলিলাম, "তোমার কষ্ট কি, তুমি দিবা রাত্রি কেন এমন বিষণ্ণ থাক, তাহা জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু কোন দিন তোমার নিকট পরিস্কার উত্তর পাই নাই। এখনও কি আমাকে তোমার মনের কথা বলিতে সাহস হয় না? রেবেকা, যদিও দুই সপ্তাহের অধিক তোমার সহিত আমার পরিচয় হয় নাই, তথাপি তুমি নিশ্চয় জানিও তোমার সুখের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হইব না।"

রেবেকা বলিলেন, "আপনার এ কথা আমি বিশ্বাস করি; আপনার ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষী পৃথিবীতে আমার কেহই নাই, এ জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ; কিন্তু আপনি যে সকল কথা জানিতে চান, তাহা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না, তাহা বলা আমার অসাধ্য।"

রেবেকা আর কোন কথা না বলিয়া সহসা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, আমিও চিন্তা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার কেবিনে প্রবেশ করিলাম। শয্যায় শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না, গরমে ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিলাম; শেষে কেবিনের মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া ভাবিলাম, কিছু কাল ডেকের উপর পাদচারিণ করিলে নিদ্রাকর্ষণ হইতেও পারে; তাহাই কর্ত্তব্য মনে হইল।

রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছিল; আমি কেবিন হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, সমুদ্র বক্ষে চন্দ্রোদয় হইতেছে! যেন একটি সুবৃহৎ সুবর্ণময় চক্রার্দ্ধ কোনও ঐন্দ্রজালিকের কুহকমন্ত্র-প্রভাবে অন্ধকার নিশীথিনীর কৃষ্ণাবগুণ্ঠন বিদীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে গগন-পথে আবির্ভূত হইতেছে। সৃষ্টির আদি কালে মন্দর-মন্থিত মহাসমুদ্রে সুধাকরের উৎপত্তি হইয়াছিল; সেই সুগভীর নিশীথ কালে সুপ্ত সমুদ্র-বক্ষে চন্দ্রোদয় দেখিয়া আমাদের সেই পৌরাণিক উপকথা মনে পড়িয়া গেল; আমি চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চন্দ্রের ম্লান কৌমুদী-সংস্পর্শে বহু দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলরাশি ঝিক্‌ ঝিক্‌ করিতেছে, সমুদ্রের জল আর সর্ব্বত্র গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। আমি অতি ধীরে ডেকে উঠিলাম; সহসা ডেকের অন্য প্রান্তে অস্ফুট চন্দ্রালোকে একটি মনুষ্যের ছায়াময় মূর্ত্তি আমার নয়ন পথে নিপতিত হইল; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, সে রা-তাই!

রা-তাই আমাকে দেখিতে পায় নাই, তাহাকে সেই সময় সেই স্থানে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। দেখিলাম, সে তাহার অস্থিময়ঃ শীর্ণ বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে

চাহিয়া, অন্ধকারে কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে! আমি যেখানে দণ্ডায়মান ছিলাম, সেই স্থানটি অন্ধকারপূর্ণ বলিয়া সে আমাকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু সে অনাবৃত স্থানে দণ্ডায়মান ছিল, নবোদিত চন্দ্রের আলোক তাহার মুখে পতিত হওয়ায় তাহার তাৎকালিক মুখ-ভঙ্গী দেখিয়া আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইলাম। মানুষের মুখে এমন পৈশাচিক ভাব আমি আর কখনও দেখি নাই; স্বচক্ষে না দেখিলে মানুষের মুখের সেরূপ ভীষণ চিত্র বোধ হয় কল্পনা করিতেও পারিতাম না; সে মুখ যেন মানুষের মুখ নহে, প্রেতের মুখ! তাহা দেখিয়া আতঙ্কে দেহ কণ্টকিত হইল বটে, কিন্তু আমি দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না, মোহাবিষ্টের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রা-তাই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অস্পষ্ট স্বরে মন্ত্র পাঠ করিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল: আমার মনে হইল, সে সময় সে আমাকে দেখিতে পাইলে ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে আমাকে আক্রমণ পূর্ব্বক আমার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিত; অতিথি বলিয়া ক্ষমা করিত না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি সঙ্কুচিত ভাবে সরিয়া দাঁড়াইলাম; সে আমার পাশ দিয়া ধীরে ধীরে ডেক হইতে নামিয়া গেল।

রা-তাই প্রস্থান করিলে, আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম; ভাবিতে লাগিলাম, এ কে, মানুষ, না প্রেত? আমি স্ব-ইচ্ছায় কাহার কবলে নিপতিত হইয়াছি?

নবম পরিচ্ছেদ

রা-তাইয়ের জাহাজে যে "ব্যারোমেটার" (বায়ুমান যন্ত্র) ছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া কাপ্তেনের সন্দেহ হইয়াছিল, রাত্রে হয় ত তুফান হইতে পারে; তাহার সেই অনুমান মিথ্যা নহে। ভূমধ্য সাগর সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন, সেখানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ তুমুল ঝটিকার আবির্ভাব হয়। প্রভাতে দেখা গেল, আকাশ নির্ম্মল, কোনও দিকে মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই; বায়ুর গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, প্রকৃতি স্থির; কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যাকালেই মহাঝটিকার আক্রমণে জাহাজ লণ্ড ভণ্ড হইতে পারে, প্রাণ যাওয়াও বিচিত্র নহে। আমাদের অবস্থাও সেইরূপ সঙ্কটজনক হইয়াছিল।

রা-তাই ডেক হইতে নামিয়া তাহার কেবিনে প্রবেশ করিলে, কেন বলিতে পারি না, আমার আর ডেকের উপর থাকিতে সাহস হইল না, আমার কেবিনে ফিরিয়া আসিলাম। তখন সমুদ্র-বক্ষ স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় স্থির, আকাশের কোনও প্রান্তে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না। কেবিনে পুনঃ-প্রবেশ করিয়া যখন শয়ন করিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা; শয়নের অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রাদেবী আমাকে দয়া করিলেন, আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম।

অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, প্রকৃতির মহা পরিবর্ত্তন

সংঘটিত হইয়াছে। প্রচণ্ড ঝটিকার তাড়নায় জাহাজখানি প্রবল বেগে আন্দোলিত হইতেছে; এক বার তাহার মাথা সবেগে জলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, আবার তাহা পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই ঝটিকার ভৈরব হুঙ্কারে কর্ণ বধির হইতেছে। সমুদ্রে মহা ঝটিকায় মূর্ত্তি কিরূপ ভীষণ, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের তাহা ধারণা করা অসম্ভব। জাহাজের মাস্তলগুলি প্রতি মুহূর্ত্তে মড়্ মড়্ করিতেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ জাহাজের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে; প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছে, জাহাজ বুঝি এই বার অতল জলধি-গর্ভে প্রবেশ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন্ত অবস্থায় সমাধি হইবে।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলাম; কয়েক বার উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই দোদুল্যমান জাহাজে পদমাত্র অগ্রসর হওয়া দূরের কথা, দণ্ডায়মান হওয়াও অসম্ভব! এই ভীষণ বিপদে পড়িয়া মনে হইল, রা-তাইয়ের সঙ্গে সমুদ্র-পথে আসিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! কিন্তু তখন আক্ষেপ বৃথা, অথচ কেবিনের মধ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকিয়া ডুবিয়া মরিতেও ইচ্ছা হইল না; ভাবিলাম, অদৃষ্টে যাহাই থাক, যেমন করিয়া হউক এক বার ডেকে যাইতে হইবে।

আমি উঠিবার চেষ্টা করিয়া দুই এক বার আছাড় খাইলাম, চলিতে পারিব না বুঝিয়া আর দাঁড়াইবার চেষ্টা না করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া, কখন বা হাতে ও হাঁটুতে ভর দিয়া, অতি কষ্টে ডেকের দিকে অগ্রসর হইলাম; কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই, সেই

ভাবে যাইতে যাইতেও কত বার যে আছাড় খাইলাম তাহার সংখ্যা নাই। যাহা হউক, সম্মুখে যাহা কিছু পাইলাম তাহাই ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। কাচময় গবাক্ষ-পথে সমুদ্রের অবস্থা দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল! পূর্ব্ব রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় যে সমুদ্র দেখিয়াছিলাম, ইহা কি সেই সমুদ্র? এখন ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশি পর্ব্বতের মত উচ্চ হইয়া অতল সমুদ্রগর্ভ-বাসী বন্ধনমুক্ত ক্রুদ্ধ লক্ষ দানবের ন্যায় ভৈরব হুঙ্কারে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে; এবং সেই উত্তাল তরঙ্গ রাশি মুহুর্মুহু জাহাজের উপর দিয়া এক দিক হইতে অন্য দিকে আছড়াইয়া পড়িতেছে! প্রত্যেক তরঙ্গের আঘাত জাহাজের সুদৃঢ় বন্ধনসমূহ শিথিল হইতে লাগিল এবং তাহার এক একটি অংশ মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডাকর্ষণে কদলী তরুর ন্যায় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। লক্ষ লক্ষ মহা-কায় দানবের ভীষণ অট্টহাস্যের ন্যায় ঝটিকার শ্রবণ-বিদারক গর্জ্জনে, ও গগনে পবনে সাগরের সেই মহাসংগ্রামে প্রাণে যে কি আতঙ্কের সঞ্চার হইল, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই।

হাতে পায়ে বুকে ভর দিয়া কোন রকমে ডেকে উঠিতেই এমন একটা ঝট্‌কা আসিল যে, মনে হইল আমি বুঝি উড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িলাম! দেখিলাম, সেই ঝট্‌কায় আমার সম্মুখবর্ত্তী একটা দরজা ভাঙ্গিয়া, এক টুক্‌রা পাতলা কাগজের মত আমার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িল! তখন আর চিন্তা করি-বার অবসর ছিল না, আমি প্রাণভয়ে উভয় হস্তে লৌহনির্ম্মিত রেলিং চাপিয়া ধরিলাম; রেলিং ধরিয়া অতি সাবধানে সিঁড়ীর দিকে

অগ্রসর হইলাম, কিন্তু ঝটিকা-বেগে আমার নিশ্বাস-রোধের উপক্রম হইল, আমি দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলাম; সভয়ে দেখিলাম, বিরাট সমুদ্র-তরঙ্গ জাহাজের চতুর্দ্দিকে আবার পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে! মনে হইল, এই উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশি এই মুহূর্ত্তেই ক্ষুধিত রাক্ষসের ন্যায় আমাকে গ্রাস করিবে।—মহা ঝটিকায় আলোড়িত উন্মত্ত মহাসমুদ্রের সেই ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করিবার চেষ্টা বৃথা।

প্রতি মুহূর্ত্তেই ঝটিকার বেগ যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহাতে আমি যে কতক্ষণ রেলিং ধরিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতাম তাহা বলিতে পারি না। সে সময় আমার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছিল; রেলিং ছাড়িয়া দিলেই আমি ঝটিকা-বেগে উড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িতাম, রেলিং ধরিয়া থাকিলেও বোধ হয় অধিক কাল বাঁচিতাম না; উন্মত্ত সমুদ্র-তরঙ্গ ডেকের উপর দিয়া আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় জাহাজের ভীমমূর্ত্তি ফরাসী কাপ্তেন "অয়েল-স্কিন্" নির্ম্মিত পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া, এইরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবকালের উপযোগী পাদুকা পরিধান করিয়া অতি সন্তর্পণে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আমার হাত ধরিয়া নিরাপদ স্থানে টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি মুখ নাড়িতেছেন, বুঝিলাম তিনি আমাকে কোন কথা বলিতেছেন, কিন্তু ঝটিকার সেই ভীষণ গর্জ্জনে ও সমুদ্রের গভীর কল্লোলে আমার কর্ণ বধির হইয়াছিল, তাঁহার একটি কথা শুনিতে পাইলাম না।

আমি কাপ্তেনের অনুগ্রহে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পাইলাম বটে, কিন্তু এ যাত্রা প্রাণরক্ষা হইবে কি না বুঝিতে পারিলাম না। আমি অনেক বার জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র-পথে ভ্রমণ করিয়াছি, দুই এক বার ঝড়ের হাতেও পড়িয়াছি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর তুফানে পড়িলে জাহাজ রক্ষা পায়, আমার এরূপ বিশ্বাস ছিল না; দেখিলাম, ঝটিকা না থামিয়া তাহার বেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্ত সমুদ্রের তুলনায় জাহাজখানি একখানি অতি ক্ষুদ্র ঝিণুক অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; এই জাহাজ কতক্ষণ পর্য্যন্ত অজেয় প্রাকৃতিক শক্তি প্রতিহত করিবে?—আমি সভয়ে পুনঃ পুনঃ কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম, তাঁহার মুখেও ভয় ও ব্যাকুলতার চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলাম; তিনি শূন্য দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। জাহাজের সকল লোককেই ভয়ে অভিভূত ও ব্যাকুল দেখিলাম; কেবল জাহাজের পরিচালন-চক্রের নিকট একটি দীর্ঘদেহ বলবান যুবককে সম্পূর্ণ অচঞ্চল দেখিলাম; তাহার চক্ষুর উপরে সুদীর্ঘ ভ্রূ, প্রশস্ত ললাট, মস্তকে নিবিড় কেশরাশি, হস্ত দুইখানি যেমন দীর্ঘ, সেইরূপ সবল। সে তাহার করধৃত চক্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান ত্যাগ করিল না, অবিচলিত চিত্তে দৃঢ় হস্তে চক্রের দাঁতগুলি ধরিয়া জাহাজখানি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বস্তুতঃ, তাহারি সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপরেই আরোহীগণের জীবন নির্ভর করিতেছিল। এই মহা ঝটিকায় তাহাকে যেরূপ নির্ব্বিকার দেখিলাম তাহাতে মনে হইল, তাহার

মৃত্যুভয় নাই; জীবন ও মৃত্যুকে সে সমজ্ঞান করিতে শিখিয়াছে। সেইজন্যই বোধ হয় জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াও সে সম্পূর্ণ অচঞ্চল।

কাপ্তেন আমাকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্ট কাল সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সমুদ্র-তরঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হওয়ায় আমি অসম সাহসে ভর করিয়া সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিবার চেষ্টা করিলাম; কয়েক ধাপ নামিয়াছি, এমন সময় পর্ব্বত-প্রমাণ একটি তরঙ্গ আসিয়া জাহাজের উপর হইতে একখানি নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গেল! আমার নামিতে দুই এক মিনিট বিলম্ব হইলে বোধ হয় আমাকেও সেই সঙ্গে ভাসিয়া যাইতে হইত। আমি নামিয়া বহু কষ্টে সেলুনে প্রবেশ করিলাম।

সেলুনের মধ্যে তখনও অত্যন্ত গরম, কিন্তু আমার পরিচ্ছদ সিক্ত হওয়ায় শীতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিলে চলে না, কিন্তু সেই মহা তুফানের মধ্যে তাহা বড় সহজ নহে, তথাপি আমি সেই চেষ্টায় আমার কেবিনের দিকে অগ্রসর হইলাম; ইতিমধ্যে রেবেকা তাঁহার কেবিনের দরজা খুলিয়া আমার সম্মুখে আসিলেন। তাঁহাকে বিন্দুমাত্র ভীত দেখিলাম না, বরং অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল বোধ হইল। জীবনে যাহার সকল সুখের সকল আশার অবসান হইয়াছে, মৃত্যুর করাল বদন উন্মুক্ত দেখিয়া ও প্রলয়ের মরণ-ডঙ্কা-ধ্বনি শুনিয়া তাহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হওয়াই সম্ভব। রেবেকা আমাকে বলিলেন, "মিঃ সেন, আমার সঙ্গে আসিলে আপনি একটি অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইবেন।"

মৃত্যু-তরঙ্গের গম্ভীর কল্লোলে যখন কর্ণ বধির হইতেছিল, গগনে পবনে ও সমুদ্রে যখন মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় রেবেকা আমাকে কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইবেন, বুঝিতে না পারিয়া আমি কৌতূহলের সহিত তাঁহার অনুসরণ করিলাম। রেবেকার কেবিনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রা-তাই সেই কামরার এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে, তাহার মুখমণ্ডলে মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে!

রা-তাইয়ের মত সাহসী ও জ্ঞানবান ব্যক্তি জলমগ্ন হইবার ভয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও জড়প্রায় হইয়া রমণীর কক্ষে এ ভাবে পড়িয়া থাকিবে, ইহা কল্পনারও অগোচর। আমি অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু সে আমার দিকে একবারও চাহিল না; জাহাজ যতই প্রবল বেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল, ঝটিকার সহিত সমুদ্রের সংগ্রাম যতই প্রবল হইয়া উঠিল, ততই সে ভয়-ব্যাকুল চিত্তে কামরার কোণে সরিয়া সরিয়া বসিতে লাগিল, এবং এক একবার সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; তাহার সেই দৃষ্টি উন্মত্তের দৃষ্টির ন্যায় অর্থহীন, কিন্তু ভীষণ।

অন্য কোন লোকের এরূপ অবস্থা দেখিলে বোধ হয় আমার কষ্ট হইত, কিন্তু রা-তাইয়ের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, তাহার দুর্দ্দশা দর্শনে আমার হৃদয়ে এক বিন্দুও সহানুভূতির সঞ্চার হইল না; বরং মনে হইতে লাগিল, এ আপদটা জলে ডুবিয়া মরিলেই ভাল হয়। এই উন্মত্ত ভয়াতুর বৃদ্ধকে সেই অবস্থায় রমণীর শয়ন-কক্ষে থাকিতে দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিয়া, আমি বলিলাম, "নিঃ রা-তাই, জাহাজ

ডুবির ভয়ে কি আপনার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে? জ্ঞানবান হইয়া বিপদে আপনি এরূপ অধীর হইলেন কেন? এরূপ ভীরুতায় আপনার লজ্জিত হওয়াই উচিত। আমি ডেকে গিয়াছিলাম, ঝটিকার অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছি হঠাৎ জাহাজ ডুবিবার আশঙ্কা নাই।"

রা-তাই কোন কথা বলিল না, বসিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। আমি অতঃপর বাক্যব্যয় বৃথা মনে করিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে নড়িল না, ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় দন্ত বাহির করিয়া আমাকে কামড়াইতে আসিল, এবং সজোরে হাত টানিয়া লইয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ; আমার উপর দেবতার অভিসম্পাত আছে, যদি আমি ডুবিয়া মরি, তাহা হইলে আমার আত্মার সদ্গতি হইবে না; আমি মরিতে পারিব না; আর সকলে ডোবে ডুবুক, আমি যাহাতে ডুবিয়া না মরি, তাহার উপায় করিতেই হইবে।"

রা-তাইয়ের স্বার্থপরতা দেখিয়া আমার মনে বড় ঘৃণা হইল, ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল! আমি গর্জ্জন করিয়া বলিলাম, "মহাশয়! আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? স্ত্রীলোকের সম্মুখে এমন কথা বলিতে আপনার লজ্জা হইল না? আপনি এখানে থাকিতে পাইবেন না, উঠুন, আমি আপনাকে আপনার কামরায় রাখিয়া আসি।"

আমি রা-তাইয়ের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া পুনর্ব্বার তাহার হাত ধরিলাম, এবং সবলে তাহাকে টানিয়া তাহার কামরায় লইয়া চলিলাম। সে তাহার কেবিনের মধ্যে লগুড়াহত কুকুরের ন্যায় ব্যাকুল-

ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি তাহার কেবিনের দরজা বন্ধ করিয়া সেলুনে পুনঃ-প্রবেশ করিলাম।

রেবেকা সেলুনে বসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, "রেবেকা তোমার কোন ভয় নাই, তুফান শীঘ্রই থামিয়া যাইবে।"

রেবেকা বলিলেন, "আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে দেখিয়া মনে করিবেন না প্রাণভয়ে আমি কাতর হইয়াছি, আমার দুশ্চিন্তার কারণ স্বতন্ত্র।"

আমি বলিলাম, "তুমি বোধ হয় রা-তাইয়ের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া এরূপ বিচলিত হইয়াছ; কিন্তু তাহার যে রূপ অবস্থা, তাহাতে সে আজ আমাদের কোন অপকার করিতে পারিবে না।"

রেবেকা বলিলেন, "আপনি তাহার প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় পাইলে এ কথা বলিতেন না; সে এখন আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঝড় থামিলেই তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। আমরা তাহার কাপুরুষতার পরিচয় পাইয়াছি বলিয়া সে আমাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে। মিঃ সেন, আমার এক এক বার মনে হয়, রা-তাই মানুষ নহে; আর যদি সে সত্যই মানুষ হয়, তাহা হইলে এমন মানুষ পৃথিবীতে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই!"

দশম পরিচ্ছেদ

সেই ভীষণ ঝটিকা অতিক্রম করিয়া জাহাজ পর দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সৈয়দ বন্দরে প্রবেশ করিল। পশ্চিম আকাশ তখন অস্তমান তপনের লোহিত কিরণ-রাগে রঞ্জিত হইয়াছিল। সমুদ্রের দূরতম প্রান্তে, পশ্চিম দিক্‌-চক্রবালে আলোক ও অন্ধকারের মধুর মিলন সন্দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম; ঝটিকা-শ্রান্ত প্রকৃতির এমন কোমল মাধুর্য্য জীবনে আর কখনও উপভোগ করি নাই। পর্য্যটকগণ সৈয়দ বন্দরকে বৈচিত্র্যবিহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বর্জ্জিত কদর্য্য স্থান বলিয়া উল্লেখ করেন; সুতরাং সৈয়দ বন্দর আমার ভাল লাগিয়াছিল, এ কথা শুনিয়া অনেকেই নাসা কুঞ্চিত করিতে পারেন। কিন্তু সকলের চক্ষু সমান নহে। জাহাজ হইতে সেই বন্দরের যে শোভা দেখিলাম, তাহা দীর্ঘ কাল আমার স্মরণ থাকিবে। ধূসর সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে সেই সুবৃহৎ বহু প্রাচীন প্রাচ্য নগরী অতীতের কি এক মোহকর রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন বোধ হইল, যেন একাধিক-সহস্র রজনীর একটি রজনী আরবের উপন্যাস-লোক হইতে উড়িয়া আসিয়া আমার নয়ন সমক্ষে স্বপ্নের সুষমা বিকাশ করিল। বন্দর হইতে আমাদের প্রাচ্য দেশ-সুলভ বিচিত্র আকারের হর্ম্ম্যরাজির শোভা, বহু বিভিন্ন জাতীয় শ্রেণীবদ্ধ জলযান সমূহের মনোহর দৃশ্য, দীর্ঘকাল সমুদ্রবাসের পর আমার বড় উপভোগ্য বোধ হইল। দেখিলাম দীর্ঘদেহ, কষ্টসহ আরবগণ দলবদ্ধ হইয়া

মনের আনন্দে সমস্বরে গান করিতে করিতে বন্দরের রাজপথ অতিক্রম করিতেছে, শ্রেণীবদ্ধ শত শত উষ্ট্রের গলঘণ্টা সমূহ হইতে মধুর নিক্কন উত্থিত হইতেছে, গর্দ্দভচালক সরল-হৃদয় আরব বালকগণ তুচ্ছ কথা লইয়া উচ্চ হাস্যে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, এবং সুবেশধারী সুদানী সৈনিকবৃন্দ দল বাঁধিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া প্রশস্ত পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ;—এইরূপ বিবিধ দৃশ্যের সম্মিলনে সৈয়দ বন্দর একখানি সুদৃশ্য মায়াচিত্রের ন্যায় আমার নয়ন মন বিমুগ্ধ করিল।

জাহাজ বন্দরে নঙ্গর করিলে রা-তাইয়ের এক জন ভৃত্য নামিয়া গেল, এবং ঘণ্টা-দুই পরে জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সংবাদ দিল, আমাদের জন্য সে এক খানি স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে। আমরা জিনিস পত্র লইয়া জাহাজ হইতে নামিলাম, তাহার পর সুপ্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করিয়া রেলের ষ্টেশনাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ষ্টেশনটি নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্ল্যাটফর্মে একখানি এঞ্জিন এক খানিমাত্র প্রথম শ্রেণীর গাড়ী লইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা সেই গাড়ীতে উঠিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্রেণখানি বংশীধ্বনি করিয়া খালের পাশ দিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

সমুদ্রে তুফানের সময় জাহাজের উপর রা-তাই যে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া সে আমাদের প্রতি যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার ভাব দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলাম। ঝটিকার পর জাহাজ যতক্ষণ সমুদ্রে ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রা-তাই আমাদের নিকটে আসে নাই ; নিজের কামরার মধ্যে বসিয়া-

ছিল। কিন্তু ট্রেণে চাপিয়া তাহাকে আমাদের সংস্পর্শে আসিতে হইল; কারণ বলিয়াছি এই ট্রেণে এক খানির অধিক গাড়ী ছিল না, সুতরাং আমরা তিন জনেই সেই গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। রেবেকা গাড়ীর এক কোণে একখানি বেঞ্চীর উপর বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, রা-তাই স্থূল ওভার-কোটে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া আর এক খানি বেঞ্চীতে বসিয়া ছিল; আমি একটু দূরে তৃতীয় বেঞ্চীতে বসিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মরু-প্রকৃতির দিকে চাহিতে ছিলাম। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া ট্রেণ কায়রো অভিমুখে ধাবিত হইল। রেলপথের এক দিকে সুবিস্তীর্ণ খালের নির্ম্মল জলরাশি, অন্য দিকে দিগন্তবিস্তৃত রজত-শুভ্র মরু-বালুকা! অন্ধকারের ভিতর দিয়া ট্রেণ ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয় চলিতে লাগিল। অবশেষে ইস্মাইলা নামক একটি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ট্রেণ পরিবর্ত্তিত করিতে হইল। আর একখানি ক্ষুদ্র ট্রেণ, সেই ষ্টেশনের ভিন্ন লাইনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা সেই ট্রেণে উঠিলাম।

এতক্ষণ পরে মরুভূমির উপর দিয়া ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল! আমরা নূতন ট্রেণে উঠিবার পূর্ব্বেই গাড়ীতে আলো দেওয়া হইয়াছিল, ট্রেণ চলিবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মশক দলবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল! আমরা উভয় হস্তে মশা তাড়াইতে লাগিলাম বটে, কিন্তু বিস্তর চেষ্টাতেও তাহাদের দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না; অর্দ্ধ রাত্রি মরুভূমির উপর মহা-অশান্তিতে কাটিল। মধ্য রাত্রি অতীত হইলে কায়রো নগরের ষ্টেশনে ট্রেণ

থামিল। ষ্টেশনের বহির্দ্দেশে এক খানি ঘোড়ার গাড়ী আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল; আমরা ট্রেণ হইতে নামিয়া সেই গাড়ীতে উঠিয়া হোটেলে চলিলাম।

ট্রেণ হইতে নামিবার সময় মনে করিয়াছিলাম হয় ত কোন দুর্গন্ধ-দূষিত অপরিচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ হোটেলে আমাদিগকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু হোটেলে পদার্পণ করিয়াই আমার সে ভ্রম দূর হইল! এই হোটেলের কক্ষগুলি যেমন প্রশস্ত, সেইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত; তবে এই হোটেলের সাজ-সজ্জার সহিত কোনও ইউরোপীয় হোটেলের সাজ-সজ্জার সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। হোটেলটি সম্পূর্ণ মিসরীয় ভাবে সজ্জিত, সেই সজ্জায় প্রাচ্য দেশ-সুলভ রুচিবৈচিত্র্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের গাড়ী হোটেলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র হোটেলের অধ্যক্ষ যেরূপ সসম্ভ্রমে রা-তাইকে অভিবাদন করিল, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম, রা-তাই তাহার অপরিচিত নহে। হোটেলের অধ্যক্ষ রা-তাইকে জানাইল, হোটেলের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কামরাগুলি আমাদের বাসের জন্য খালি রাখা হইয়াছে। সেই সকল কক্ষে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, রা-তাইয়ের আর যে ত্রুটিই থাক্, দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে অর্থব্যয়ে তাহার কুণ্ঠা নাই; কোনও রাজা মহারাজার সহিত দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেও আমাদের অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত ইহা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট হইতে পারিত না।

হোটেলে উপস্থিত হইয়া রা-তাই আমাদিগকে বলিল, "মিঃ সেন, দীর্ঘকাল পরে আমরা কায়রো নগরে উপস্থিত হইয়াছি। পথে

আসিতে আসিতে তুমি বোধ হয় মনে করিয়াছিলে, এই বুড়ার সঙ্গে আসিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছ; কিন্তু তুমি ক্রমে বুঝিতে পারিবে আমার অনুরোধ রক্ষা করা তোমার পক্ষে নির্ব্বোধের কাজ হয় নাই।"

আমি রা-তাইয়ের সঙ্গে আসিয়া ভাল করিয়াছি কি না, তাহা তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই; তথাপি তাহার কথা শুনিয়া ভদ্রতার অনুরোধে, তাহার এই অনুগ্রহের জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম; অনন্তর বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ভোজন করিতে বসিলাম।

ট্রেণে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আমার অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, পরিতৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিলাম। রা-তাই আমাদের সঙ্গে আহারে বসিল না, আমি ও রেবেকা একত্র বসিয়া আহার করিলাম; তাহার পর আমাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন কক্ষে শয়ন করিতে চলিলাম।

আমার বাসের জন্য যে কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বেশ প্রশস্ত। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে কায়রো নগরের নৈশ শোভা নিরীক্ষণ করিলাম; তাহার পর শয়ন করিলাম। তখন অধিক রাত্রি ছিল না, দেহও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, শুভ্র সুকোমল শয্যায় শয়নমাত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

অধিক রাত্রি জাগরণে আমার কিছু বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছিল; প্রাতঃ-সূর্য্যের পীতাভ কিরণরাশি বাতায়ন-পথে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া আমি

সেই বাতায়ন সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলাম; অসংখ্য সমুচ্চ সৌধের ছাদ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দেখিলাম, নিকটে ও দূরে শত শত সুদীর্ঘ তাল বৃক্ষ চিত্রপটে অঙ্কিত সুদৃশ্য চিত্রের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে, এবং প্রাতঃসূর্য্যের লোহিত কিরণ তাহাদের শ্যামল পত্ররাশি চুম্বন করিতেছে; দূরে—বহুদূরে সুপ্রসিদ্ধ পিরামিড যেন সুবিস্তীর্ণ নাল নদের বিশাল সলিল-প্রবাহ ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তরুণ সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক ও সুশীতল প্রভাত-বায়ু তাহার অভ্রভেদী শিখরের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। অদূরবর্ত্তী রাজপথ দিয়া দীর্ঘদেহ আরবগণ, গর্দ্দভ পরিচালক কৃষক সন্তানগণ, অদ্ভুত বেশধারী বিভিন্ন আকারের নাগরিক ও ভিক্ষুকগণ গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি হাইল্যাণ্ডার গোরা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সগর্ব্বে রাজপথে পাদচারণ করিতেছে।

প্রভাতিক আহারের সময় রা-তাইকে ভোজন-কক্ষে দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং আমি ও রেবেকা একত্র বসিয়া ভোজন শেষ করিলাম। আহারের পর প্রস্তরনির্ম্মিত বারান্দায় দু'খানি চেয়ারে বসিয়া আমরা গল্প আরম্ভ করিলাম।

নানা কথার পর রেবেকা বলিলেন, "মিঃ সেন, কাল হইতে আপনাকে একটা কথা বলিব বলিব মনে করিয়াও সুযোগের অভাবে বলিতে পারি নাই। জাহাজে আসিবার সময় আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমার সুখের জন্য আপনি সকলই করিতে প্রস্তুত আছেন; সেই কথা স্মরণ করিয়া আজ আপনার নিকট কিছু অনুগ্রহ প্রার্থনা করিব, আপনি তাহা পূর্ণ করিবেন কি?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমাকে কি অনুরোধ করিবে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না; যদি আমার সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব।"

রেবেকা বলিলেন, "না, আপনি অগ্রে অঙ্গীকার করুন; আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে আমি যে সুখ লাভ করিব, তেমন সুখ আমার অদৃষ্টে অনেক দিন ঘটে নাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার কথা না শুনিয়া আমি অঙ্গীকার করিতে পারিব না, তোমার কি বলিবার আছে বল, শুনি।"—রেবেকা বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, "আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবে। আপনি রা-তাইয়ের সঙ্গে এত দূর পর্য্যন্ত আসিয়া নানা ঘটনায় বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার সাহচর্য্য গ্রহণ আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। যত দিন আপনি জাহাজে ছিলেন তত দিন পর্য্যন্ত আপনার স্বাধীন ভাবে কিছুই করিবার উপায় ছিল না; কিন্তু এখন আপনি স্বাধীন, আপনার ইচ্ছায় কেহই বাধা দিতে পারিবে না। আমার অনুরোধ, আপনি অবিলম্বে এখান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আমি বুঝিতেছি আপনার বিপদ প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে; সে যে কি বিপদ, তাহা আপনাকে বলিতে পারিব না, কারণ আমারও তাহা অজ্ঞাত; তবে আপনি যে কোনও ভয়ঙ্কর বিপদকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, ইহা আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। আপনি যদি এখন আমাদের নিকট হইতে পলায়ন না করেন, তাহা হইলে ইহার পর আর পলায়নের উপায় থাকিবে না।"

আমি বলিলাম, "আমার বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তুমি একাধিক বার আমাকে সাবধান করিয়াছ, এ জন্য তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্রী। আমি তোমার সাবধান-বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা অবিশ্বাস করি নাই। রা-তাইয়ের প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিয়াছি, পৃথিবীতে কোন কার্য্যই তাহার অসাধ্য নহে; আমাকে বিপন্ন করা তাহার পক্ষে অতি সহজ, তাহাও আমি জানি; কিন্তু আমার সঙ্কল্পের কথা তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি তোমার প্রস্তাবানুসারে পলায়নে অসম্মত নহি, কিন্তু তোমাকেও আমার সহিত পলায়ন করিতে হইবে; যদি ইহাতে অসম্মত হও, তাহা হইলে আমি রা-তাইয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিব না।"

রেবেকা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনার সহিত পলায়ন আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব; আপনি মনে করিবেন না, আমি ইচ্ছা করিলেই এই পিশাচের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সে শক্তি নাই; এই দুর্বৃত্ত আমাকে যে শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছে সে শৃঙ্খল ছিন্ন করা মনুষ্যের অসাধ্য; বিশেষতঃ, আপনার সহিত পলায়ন করিয়াও কোন ফল নাই। আমি কোথায় পলায়ন করিব? উত্তর মেরুর প্রান্তবর্ত্তী তুষার-প্রান্তরে, সাইবীরিয়ার দুর্গম অরণ্যে, মরুময় সাহারার বিস্তীর্ণ বক্ষস্থিত কোনও জনমানবশূন্য নিভৃত ওয়েসিসে, যেখানেই আমি পলায়ন করি, এই নরপিশাচ আমার সেই অদৃশ্য বন্ধন-শৃঙ্খল আকর্ষণ করিয়া সেই স্থান হইতে

আমাকে লইয়া আসিবে। যে মুহূর্ত্তে সে আমাকে স্মরণ করিবে, সে সময় আমি সহস্র ক্রোশ দূরে থাকিলেও, আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ, স্বাধীনতার সুখ, জীবনের শান্তি, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া যে উপায়েই হউক, তাহার নিকট আসিতে বাধ্য হইব; আমি যে তাহার উৎপীড়নে প্রতি-মুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া মরিতেছি, সে চিন্তা তখন আমার মনে স্থান পাইবে না। জানি না, কি অদ্ভুত উপায়ে, কি ইন্দ্রজাল-কৌশলে আমার ইচ্ছাকে সে এ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।—আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার অসাধ্য, ইহার অধিক আমার আর কিছুই বলিবার নাই।”

রেবেকার এ কথা অবিশ্বাস করিলাম না, কিন্তু সমস্ত ব্যাপার এমন দুর্ভেদ্য রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন যে, তাহার কারণ নির্ণয় করা সুকঠিন বোধ হইল। সেই পরিস্ফুট দিবালোকে পথ-প্রান্তবর্ত্তী প্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত অলিন্দে উপবেশন করিয়া সমস্ত ঘটনা আমার নিকট উৎকট দুঃস্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল!

রেবেকা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, “মিঃ সেন, আপনি এমন কঠিনহৃদয়, তাহা জানিতাম না। আমি চিরজীবনের জন্য অসুখী হইয়াছি; আমি যে ফাঁদে পড়িয়া জীবন্মৃত হইয়া আছি, আমার চক্ষুর উপর আর এক জন নিরপরাধ ব্যক্তি সেই ফাঁদে পড়িয়া চিরজীবনের জন্য মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া দুঃখে কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আপনি যদি দূরে চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া আমি অত্যন্ত

আনন্দিত হইতাম। আমার অনুরোধ, এ আনন্দ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।"

আমি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলাম, "রেবেকা, তবে আমার মনের কথা শোন! যে মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে প্রথম দেখি, সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারি কোন দুঃসহ যন্ত্রণায় তোমার হৃদয় তিল্ তিল্ করিয়া দগ্ধ হইতেছে, তোমার মনে বিন্দুমাত্র সুখ শান্তি নাই। আমি তাহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেমন করিয়া পারি তোমার দুঃখ-কষ্ট মোচন করিব। ক্রমে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে আমি তোমার সঙ্গী হইলাম; এখন তোমার মর্ম্মবেদনার কারণ কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করি নাই। যে রাত্রে নেপলস্ নগরে রা-তাইয়ের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, সেই রাত্রে তুমি গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রা-তাইয়ের ন্যায় দুর্জ্জনকে পরিহার করিবার জন্য আগ্রহভরে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলে। কিন্তু আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্যই সেদিন তোমার সেই কাতর অনুরোধ রক্ষা করি নাই; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই নরপ্রেত কোন্ দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে তোমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিব, এবং সম্ভব হইলে সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করিব। যদি তুমি আমার সঙ্গে পলায়নের প্রস্তাবে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই রা-তাইয়ের সংস্রব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; পূর্ব্বেও আমি তোমাকে একথা বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি তুমি আমার সঙ্গে যাইলে প্রাণপণে তোমার মানসম্ভ্রম রক্ষা করিব, তোমার কোন অপকারের

আশঙ্কা নাই। ইংলণ্ড আমার স্বদেশ নহে সত্য, সেখানে আমার আত্মীয় পরিজন নাই বটে, কিন্তু সে দেশে আমার সম্রান্ত ধনাঢ্য বন্ধুগণের অভাব নাই, তোমার ন্যায় বহুগুণান্বিতা সুশীলা, পবিত্র-হৃদয়া নারীকে কন্যার ন্যায় গৃহে স্থান দান করিতে তাঁহারা কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না; পরিবারের মধ্যে তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন; তাহার পর তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কোনও একটা ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু যদি তুমি আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত না হও, তাহা হইলে যত দিন তুমি এই নর-প্রেতের সঙ্গে থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত আমি ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, তোমার অনুনয় বিনয় বা যুক্তিতর্কে আমার এই সঙ্কল্প বিচলিত হইবে না।"

আমার কথা শুনিয়া রেবেকা মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন, দেখিলাম, তাঁহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ; দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইল, আমি সহানুভূতিভরে বলিলাম, "আমি যে সকল কথা বলিলাম, সে সম্বন্ধে তোমার কি কিছুই বলিবার নাই?"

রেবেকা মাথা তুলিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিলেন, "হাঁ বলিবার আছে; আমি এই বলি যে, তুমি বড় নির্দ্দয়, আমার এই মহাদুঃখের উপর নূতন দুঃখ-ভার চাপাইতে তুমি বিন্দুমাত্র কষ্ট-বোধ করিতেছ না!"

আমি বলিলাম, "রেবেকা, তুমি অতি সরল, তাই মনে করিয়াছ সহজে আমাকে ভুলাইতে পারিবে; আমি নির্ব্বোধ হইলে

হয় ত তোমার কথায় ভুলিতাম, কিন্তু ভগবান আমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ করেন নাই; আমার আরও কিছু বলিবার আছে শোন, তুমি রা-তাইকে যমের মত ভয় কর, তুমি অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মনে করিতেছ, তাহার কবল হইতে তোমার উদ্ধার নাই; কিন্তু আমার নিকট ইহা অসম্ভব মনে হয়। মনে কর, আমরা উভয়ে যদি রা-তাইয়ের অজ্ঞাতসারে লণ্ডনে পলায়ন করি, তাহা হইলে সে কিরূপে তোমাকে ধরিবে? এই দুর্ব্বৃত্ত তোমাকে স্থানান্তরে গমনের স্বাধীনতায় বঞ্চিত করে নাই, সুতরাং আমার সঙ্গে লণ্ডনে গমন করা তোমার পক্ষে কঠিন নহে। যদি তুমি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাস কর, তাহা হইলে সে কিরূপে তোমাকে পুনর্ব্বার হাতে পাইবে? রা-তাই যদি তোমার সন্ধানে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া বল প্রয়োগপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতে চাহে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের রাজশক্তি তাহাকে তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত দণ্ড দানে কখনও পরাঙ্মুখ হইবে না।"

রেবেকা সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "মিঃ সেন, তুমি এই নরপিশাচের শক্তির পরিচয় পাও নাই বলিয়াই একথা বলিতেছ। তুমি কি মনে কর, আমি তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভের চেষ্টা না করিয়াই এভাবে বসিয়া আছি? শত্রুর কবল হইতে পলায়নের জন্য পশু পক্ষী পর্য্যন্ত চেষ্টা করে, মানুষ ত দূরের কথা! হাঁ, আমি এই পিশাচের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য দুই বার চেষ্টা করিয়াছিলাম, দূরে পলায়ন করিয়াছিলাম; কিন্তু যে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আমি আবদ্ধ, সে শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারি নাই, তাই আবার আমাকে

ফাঁদে পড়িতে হইয়াছে। আমার পলায়নের কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি; এক বার রুস-রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে আর এক বার বার্লিন নগর হইতে পলায়ন করি। সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে যে বার পলায়ন করি, সে বার আমি যে বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহা শুনিলে দুঃখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে যাত্রা করিয়া, আমি অনাহারে ও পথশ্রমে মৃতবৎ হইয়া মস্কো নগরে উপস্থিত হই, তাহার পর কার্পেথিয়ান গিরিমালা অতিক্রম পূর্ব্বক কোনও রকমে প্রাণ লইয়া বুদাপেস্ত নগরে গমন করি। সেই নগরে আমার পিতার দুই একজন সম্ভ্রান্ত বন্ধু বাস করিতেন, আমি আত্ম-পরিচয় দিয়া তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে স্থান দিলেন।

"এক মাস পর্য্যন্ত রা-তাইয়ের কোনও সংবাদ পাইলাম না, আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম। এক মাস পরে এক দিন রাত্রে আমি একাকী শয়ন কক্ষে বসিয়া আমার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আমার বোধ হইল, কেহ আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আমাকে অবিলম্বে নগর-প্রান্তে অবস্থিত একটি বনে গমনের জন্য আদেশ করিতেছে!—আমি শিহরিয়া পশ্চাতে চাহিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, রুদ্ধদ্বার গৃহ-কক্ষে কাহারও প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না; তবে কে কি কৌশলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে এই আদেশ করিল? আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু আর কোনও কথা চিন্তা করিলাম না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম, এবং

সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিলাম; তাহার পর সদর দরজা খুলিয়া নির্দ্দিষ্ট অরণ্যে উপস্থিত হইলাম; সেই অরণ্য আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, সেখানে যাইবার পথও চিনিতাম না; সুতরাং আমি কিরূপে যে সেখানে উপস্থিত হইলাম, তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর।

"সেই অরণ্যের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রা-তাই একটি শুষ্ক কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া আছে। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাহাকে চিনিতে আমার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না। তাহার ভাঁটার মত চক্ষু দুটি হইতে আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল! সে তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া শুভ্র দন্তগুলি বাহির করিয়া এক বার হাসিল,—নরমাংস-লোলুপ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র সম্মুখে শিকার দেখিলে বোধ হয় সেই রকম করিয়াই হাসে!"

আমি ঔৎসুক্য ভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার পর কি হইল?"

রেবেকা বলিলেন, "সে কথা আমার স্মরণ নাই; রা-তাইয়ের সেই হাসি দেখিয়াই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি; সংজ্ঞালাভ করিলে দেখিলাম, আমি পারিস নগরে তাহার গৃহে নীত হইয়াছি। পরে সুযোগ বুঝিয়া আমি আমার আশ্রয়দাতা পিতৃবন্ধুকে সকল কথা জানাইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম; কিন্তু সে পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল কি না, কোনও দিন তাহা জানিতে পারি নাই।"

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "এই ত প্রথম বারের ইতিহাস, দ্বিতীয় বার কি হইয়াছিল?"

রেবেকা বলিলেন, "দ্বিতীয় বার আমি বার্লিন হইতে পলায়ন করি;

সেই নগরেই একটি অল্পবয়স্ক জর্ম্মাণ যুবকের সহিত রা-তাইয়ের পরিচয় হয়। তুমি যেমন রা-তাইয়ের কুহকে মুগ্ধ হইয়াছ, সেই যুবকটির অবস্থাও এইরূপ হইয়াছিল; অবশেষে সে নিদারুণ মনস্তাপে আত্মহত্যা করিয়া রা-তাইয়ের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে! এই ব্যাপার দেখিয়া আমার মন ভয়ে ও নিরাশায় পূর্ণ হয়; মনে করিলাম, পলাইয়া ত এই পিশাচের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব না, আমিও আত্মহত্যা করিব, জলে ডুবিয়া মরিব। এক দিন মধ্যরাত্রে, রা-তাইয়ের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলাম; আমি যে স্থানে দণ্ডায়মান হইলাম, সেই স্থানটি নদীর জল হইতে অনেক উচ্চ, নীচেই গভীর জল; আমি উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সেই উচ্চ পাড়ের উপর হইতে নদী-গর্ভে লাফাইয়া পড়িব, এমন সময় কে আমার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল; ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, রা-তাই আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! আমার আত্মহত্যার সাধ মিটিয়া গেল, তাহার ইঙ্গিত মাত্র তাহার অনুসরণ করিলাম।" রা-তাই তীব্র স্বরে আমাকে বলিল, 'এই দ্বিতীয় বার তুমি আমার অবাধ্য হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছ, এবারও তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে; ইহাতেও কি তুমি বুঝিতে পার নাই, আমার কবল হইতে এ জীবনে তোমার উদ্ধারলাভের আশা নাই?'—এই দুই বারের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝিয়াছি পলায়ন করিলেও আমি তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব না।"

রেবেকা আর কোনও কথা না বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন; আমি বসিয়া বসিয়া এই অবিশ্বাস্য অদ্ভুত রহস্যের কথা ভাবিতে

লাগিলাম; মনে হইল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন অদ্ভুত ব্যাপার কি সম্ভব! কে এ সকল কথা বিশ্বাস করিবে? কিন্তু আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিতেছি, কিরূপেই বা তাহা অবিশ্বাস করিব? এই ব্যাপারের শেষ কোথায়, তাহা আমাকে দেখিতেই হইবে। আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সে দিন অপরাহ্নে রা-তাইয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না। রাত্রে আহারের পর আমি বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া ধূম পান করিবার সময় দেখিতে পাইলাম, রা-তাই নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল। বারান্দায় আলো ছিল না, অন্ধকারে সে আমাকে দেখিতে পায় নাই; সে এত রাত্রে সাজসজ্জা করিয়া একাকী কোথায় যাইতেছে জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল, আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সন্তর্পণে তাহার অনুসরণ করিলাম।

পথে আসিয়া রা-তাই একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল; কোচম্যান তৎক্ষণাৎ সবেগে গাড়ী হাঁকাইল। নিকটেই একটা গাড়ীর আড্ডা ছিল, আমি সেই আড্ডা হইতে একখানি গাড়ী লইয়া রা-তাইয়ের অনুসরণ করিলাম।

সমস্ত দিনের প্রখর রৌদ্রের পর রাত্রি বেশ শীতল ও উপভোগ্য বোধ হইতে লাগিল; আমি গাড়ীতে এক মাইলের কিছু অধিক দূর চলিলাম। আমার মন চিন্তাশূন্য ছিল না; আমি ভাবিতেছিলাম, এই গভীর রাত্রে অপরিচিত স্থানে রা-তাইয়ের অনুসরণ করা কি আমার পক্ষে সঙ্গত হইতেছে? এক বার মনে হইল,

কৌতূহল পরিতৃপ্ত না হইলে ক্ষতি কি, আর যাইব না, হোটেলে ফিরিয়া যাই ; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ভাবান্তর উপস্থিত হইল, রা-তাই কোথায় যাইতেছে, এত রাত্রে অন্যত্র তাহার কি কাজ? এত-দিন ইহার সহিত বাস করিয়া ইহার প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাইলাম না, আজ যদি নূতন কিছু জানিবার সুযোগ পাই, তবে সে সুযোগ ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না।—সুতরাং আর হোটেলে প্রত্যাগমন করা হইল না ; আমাদের গাড়ী নীল নদের সুবিস্তীর্ণ ধাধের উপর উপস্থিত হইল।

বাঁধ অতিক্রম করিয়া, গাড়ী পুরাতন কায়রো নগরে মিউজিয়মের সমীপবর্ত্তী হইলে আমি মনে করিলাম; এই মিউজিয়মই বোধ হয় রা-তাইয়ের লক্ষ্য স্থল ; কিন্তু তাহার গাড়ী ক্রমে মিউজিয়মের দ্বারও অতিক্রম করিল; তখন বুঝিলাম সে অন্য কোথাও যাইতেছে। ঘড়ি খুলিয়া গাড়ীর আলোক দেখিলাম, তখন রাত্রি প্রায় বারটা!

সেই বহু প্রাচীন রাজপথের দুই ধারে 'লেবেক' বৃক্ষের শ্রেণী উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান ছিল, পথ জনমানব-শূন্য, কেবল দূরে দূরে পল্লী-কুটীরের অভ্যন্তরস্থ আলোক-রশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ; এবং মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষী ও দুই একটা গ্রাম্য কুকুর বিকট চীৎকারে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। রা-তাইয়ের গাড়ী ক্রমে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পিরামিডের পাদদেশে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে তাহার গাড়ী থামিল দেখিয়া, একটু দূরে থাকিতে আমার গাড়ীও থামাইলাম, এবং গাড়ী হইতে নামিয়া রা-তাইয়ের অনুসরণ করিলাম।

আমি যে রা-তাইয়ের অনুসরণ করিয়াছি, তাহা সে একবারও

ফিরিয়া দেখিল না; সে ব্যস্তভাবে পিরামিডের দিকে অগ্রসর হইল। পিরামিডের পাদভূমি বালুকা-সমাচ্ছন্ন; সেই বালুকারাশির উপর দিয়া আমি রা-তাইয়ের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিলাম, সেই গভীর রাত্রে সে পিরামিডে উঠিতেছে! রা-তাই কি মানুষ?

রা-তাই পঞ্চাশ ষাট্ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া গম্ভীর স্বরে কাহাকে আহ্বান করিল। এক জন লোক তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড প্রস্তরের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; পাছে সে আমাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমি একখানি প্রস্তরের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলাম, এবং তাহারা কি করে তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

আগন্তুকের আকার-প্রকার দেখিয়া তাহাকে আরব বলিয়া বোধ হইল, এই লোকটি প্রকাণ্ড জোয়ান। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৃদুস্বরে কথোপকথনের পর তাহারা উভয়েই পিরামিডের ঊর্দ্ধদেশে আরোহণ করিতে লাগিল, কিছুকাল পরে তাহারা হঠাৎ অদৃশ্য হইল! আমি বুঝিলাম, তাহারা পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

যাঁহারা মিসরের পিরামিড দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড একত্র গাঁথিয়া পৃথিবীর এই অন্যতম 'আশ্চর্য্য পদার্থ' গঠিত হইয়াছে, প্রস্তর খণ্ডগুলি এ'ভাবে সংস্থাপিত যে, তিন ফিট অন্তর এক একটি সোপানের মত দেখা যায়। বহু ঊর্দ্ধে পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশের দ্বার। আমি সাবধানে সেই দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিব কি না চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে বড় ভয় হইতেছিল; মনে হইল, যদি রা-তাই

বা তাহার সেই ভীমাকৃতি অনুচর হঠাৎ আমাকে সেখানে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমি তাহাদের রহস্য-ভেদে উদ্যত হইয়াছি ভাবিয়া তাহারা হয় ত আমাকে আক্রমণ করিবে; তাহার পর যদি আমাকে সেখান হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া যাইবে; আর যদি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, তাহা হইলেও সেখানে এই গভীর রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে আমার বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট; কিন্তু আমার কৌতূহল এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, নানা বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না; আমার মনে হইল, কেহ যেন আমাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে!

পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশের দ্বারটি প্রশস্ত নহে; আমি অবনত মস্তকে দ্বার অতিক্রম করিয়া একটি পথ পাইলাম, এই পথটি অতি সঙ্কীর্ণ। পথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া নিম্ন দিকে গিয়াছে। আমি সেই পথে অন্ধকারের মধ্যেই চলিতে লাগিলাম; অন্য দিকে অন্য কোন পথ গিয়াছে কি না তাহা বুঝিবার জন্য উভয় দিকের দেওয়াল স্পর্শ করিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে এক স্থানে আসিয়া করস্পর্শে বুঝিতে পারিলাম, সম্মুখে প্রাচীর, সে দিকে আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই! দেওয়ালে হাত দিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে অন্য দিকে পথ পাইলাম, আবার সেই পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম; কিন্তু পথ এবার নীচের দিকে নহে, সেখান হইতে ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে হইল। পিরামিডের গহ্বরের ভিতর এমন ভয়ঙ্কর গরম যে, অল্পক্ষণের

মধ্যেই ঘর্ম্মে আমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল, আমি হাঁপাইতে লাগিলাম, শত শত চর্ম্মচটিকা সেই সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গমধ্যে উড়িতে উড়িতে আমার মাথায় ও মুখে ক্রমাগত ডানার আঘাত করিতে লাগিল! ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া উঠিল, মনে হইল যদি উপর হইতে একটি পাথরের চাপ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার ইহলীলার অবসান হইবে।

সেই সুড়ঙ্গ-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে কত দূর উঠিলাম বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু বোধ হইল অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছি। দুই একটি গবাক্ষ দিয়া বহির্দ্দেশের সুশীতল নৈশ বায়ু আমার অঙ্গ স্পর্শ না করিলে, সেই গরমে আমার ভয়ানক কষ্ট হইত। মাথায় আঘাত লাগিতে পারে এই ভয়ে অনেকক্ষণ অবনত মস্তকে চলিয়াছিলাম, তাহাতে কষ্ট হওয়ায় কিছু কাল পরে সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম, মাথায় ছাদ বাধিল না, দুই হাত তুলিয়াও ছাদ স্পর্শ করিতে পারিলাম না, কোন দিকের দেওয়ালও হাতে পাইলাম না; সুতরাং অনুমান করিলাম, কোনও প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি। পূর্ব্বে কখনও পিরামিডের ভিতরে যাই নাই, সুতরাং স্থানটি কিরূপ, রাত্রে তাহা বুঝিতে পারিলাম না; অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিলাম, কিন্তু সে কক্ষ হইতে বাহির হইতে পারিলাম না। আমি সেই অন্ধকার-কক্ষমধ্যে পথের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন দিকেই পথ পাইলাম না; যে দিকেই যাই, সেই দিকেই প্রাচীর! ঘুরিতে ঘুরিতে দিগ্‌ভ্রান্ত হইলাম, কোন্ দিক্ দিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না।

এতক্ষণ পরে আমার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, রা-তাইয়ের অনুসরণে এখানে আসিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! এই রাত্রিকালে সাহায্য প্রার্থনায় এখানে চীৎকার করিলেই বা কি ফল হইবে? দিবাভাগে এখানে কোনও মনুষ্যের সমাগম হইবে কি না তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঘুরিতে ঘুরিতে যদি সত্যই গোলক-ধাঁধার মধ্যে আসিয়া পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে হয় ত এখানেই অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

যাহা হউক, বাল্যকাল হইতে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া আমি বিপদে অভ্যস্ত ছিলাম, সুতরাং আমার মনে যতই ভয়ের সঞ্চার হউক কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলাম না। আমি পথের সন্ধানে ব্যাকুলভাবে সেই স্থানে ঘুরিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হইল না। ক্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গে দর দর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল; আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল; প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সাহায্যলাভের আশায় আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমার উচ্চ কণ্ঠস্বর সেই সুবিস্তীর্ণ কক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইল; কিন্তু সেই মধ্যরাত্রে কে সেখানে আমার সাহায্যে অগ্রসর হইবে? কাহারও উত্তর পাইলাম না; ভয়ে আড়ষ্টপ্রায় হইয়া উচ্চকণ্ঠে রা-তাইকে ডাকিলাম, কিন্তু তাহারও সাড়া পাইলাম না, কেবল প্রতিধ্বনি শত কণ্ঠে আমাকে উপহাস করিয়া উঠিল! আমি তখন ক্ষিপ্তের ন্যায় সেই কক্ষমধ্যে দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম; আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, পদদ্বয় ক্রমে অবসন্ন হইয়া উঠিল, অবশেষে আর আমার চলিবার শক্তি রহিল

না; আমার অন্তিমকাল সমুপস্থিত ভাবিয়া আমি বিহ্বল চিত্তে ধরাতলে নিপতিত হইলাম, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সংজ্ঞা লোপ হইল।

কতক্ষণ আমি অজ্ঞানভাবে পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না; যখন চক্ষু মেলিবার শক্তি হইল, তখন চাহিয়া দেখিলাম, সেই কক্ষটি মশালের আলোকে আলোকিত হইয়াছে, এবং রা-তাই আমার পাশে বসিয়া অনিমিষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার পশ্চাতে কিছু দূরে কয়েক জন আরবকে দণ্ডায়মান দেখিলাম, তন্মধ্যে পূর্ব্ব বর্ণিত জোয়ান আরবটিও ছিল।

আমাকে সংজ্ঞা লাভ করিতে দেখিয়া রা-তাই বলিল, "বোধ হয় এতক্ষণে তুমি সুস্থ হইয়াছ। আমি তোমার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছি, আর তোমার কোন ভয় নাই; কিন্তু সাবধান, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ভবিষ্যতে আর কখন এরূপ কুকর্ম্ম করিও না। তুমি আমার অনুসরণ করিয়াছিলে, তাহা জানিতাম বলিয়াই এই বিপদ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি এখানে ঠিক সময়ে না আসিলে তোমার প্রাণ রক্ষা কঠিন হইত। আমার অনুগ্রহেই তোমার প্রাণরক্ষা হইল, সুতরাং তুমি এখন আমার সম্পত্তি; এখন হইতে তোমাকে ক্রীতদাসের ন্যায় আমার সকল আদেশ পালন করিতে হইবে; তোমার ইচ্ছার আর কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকিবে না; এখন আমার অনুসরণ কর।"

রা-তাই উঠিয়া মশালধারী অনুচরবর্গকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। অদূরে সেই কক্ষের দ্বার দেখিয়া আমি

বিস্মিত হইলাম। অন্ধকারে এত ঘুরিয়াও কেন যে দ্বারের সন্ধান পাই নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার সন্দেহ হইল, আমি যে কক্ষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, ইহা সে কক্ষ নহে, আমার অজ্ঞান অবস্থায় রা-তাই হয় ত আমাকে তুলিয়া কক্ষান্তরে লইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, রা-তাইয়ের সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই কক্ষের বাহিরে আসিতে সমর্থ হইলাম। মশালের আলোকে বুঝিতে পারিলাম, অন্ধকারে আমি পথভ্রান্ত হইয়াছিলাম, রা-তাইয়ের অনুসরণে সোজা পথে না গিয়া, অন্য একটি পথে আর এক দিকে গিয়া পড়িয়াছিলাম।

পিরামিডের গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আমার দেহে যেন নবপ্রাণের সঞ্চার হইল; মুক্ত বায়ু-প্রবাহ আমার পরম তৃপ্তিকর বোধ হইল। কিন্তু সে দিন যদি সেই অন্ধকার গুহায় অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যুমুখে প্রতিত হইতাম, তাহাও আমার এই ভারবহ অভিশপ্ত ঘৃণিত জীবন অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক প্রার্থনীয় ছিল; কেন, সে কথা ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

পিরামিড হইতে নামিয়া তাহার পাদভূমির বালুকারাশি অতিক্রম পূর্ব্বক চলিতে লাগিলাম; এবং স্ফিনিক্স নামক একটি অদ্ভুত বিরাট প্রস্তর মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইলাম। এই প্রস্তর মুর্ত্তি যেমন সুবিশাল সেইরূপ ভীষণদর্শন; এই মূর্ত্তির মুখের গঠন অনেকটা রমণীর মুখের ন্যায়; তাহার দেহের অবশিষ্টাংশ সিংহীর দেহের মত; উচ্চ যেন একটি পর্ব্বতের চূড়া! কত কাল হইতে যে তাহা মিসরের এই মরুভূমিতে এই ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? আমি সভয়ে

ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে সেই বিরাটমূর্ত্তির দিকে চাহিলাম, সেই ভীষণ দৃশ্যে আমার হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইল। এমন অন্ধকার রাত্রে এরূপ লোকের সঙ্গে এই স্থানে বোধ হয় আর কেহ কখনও পদার্পণ করে নাই।

মস্তকের উপর অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র শুভ্র প্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল; পদতলে সুবিস্তীর্ণ বালুকা-রাশি, সম্মুখে এই অভ্রংলিহ বিরাট পাষাণমূর্ত্তি,—যেন তাহা যুগান্তকাল হইতে পৃথিবীর শত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। রা-তাই সেই মূর্ত্তির পাদদেশে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিল, "আজ হইতে তোমার নূতন জীবন আরম্ভ হইল; এই জীবনের সহিত তোমার অতীত জীবনের কোনও সম্বন্ধ নাই; অতীতের সকল কথা তুমি বিস্মৃত হও। তোমার জীবন ধন্য, কারণ আমার কৃপায় আজ তুমি অতীত যুগের কোন কোন অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবে, প্রাচীন মিসরের অতুল সুখ সমৃদ্ধি ও বিপুল বিলাসের কিছু কিছু পরিচয় পাইবে।"

যে আরব জোয়ানটির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সে রা-তাই-য়ের ইঙ্গিত মাত্র এক লম্ফে আমার পশ্চাতে আসিয়া আমার উভয় হাত পশ্চাতের দিকে টানিয়া ধরিল; দেবতার মন্দিরে ছাগ-শিশুকে বলি দিবার সময় খড়গধারী কামারের ইঙ্গিতে হাড়িকাঠে আবদ্ধ ছাগের সম্মুখস্থ পদদ্বয় যে ভাবে পৃষ্ঠের দিকে টানিয়া ধরা হয়, সেই ভীমকায় আরব আমার হস্তদ্বয়ও সেই ভাবে আমার পিঠের দিকে টানিয়া ধরিল। তখন রা-তাই পকেট হইতে একটি গোল শিশি ও একটি গ্লাস বাহির করিয়া শিশির আরোক গ্লাসে ঢালিল, এবং

গ্ল্যাসটি আমার মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "সঞ্জীবনী সুধা পান কর, নূতন শক্তি লাভ করিবে।"

অন্য সময় হইলে আমি তাহার এই আদেশে কর্ণপাত করিতাম না, কিন্তু তখন আমি তাহার অবাধ্য হইতে পারিলাম না, আমার সে শক্তিও ছিল না; তাহার আদেশে গ্ল্যাসের সেই তরল পদার্থ এক-নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলাম।

এই তরল পদার্থটি সুরা বা অন্য কোন পানীয় দ্রব্য, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু তাহার আস্বাদন যেমন তীব্র সেই-রূপ কটু; তাহা গলাধঃকরণ করিবামাত্র আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, চতুর্দ্দিক শূন্য বোধ হইল, নয়ন সমক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। আমার অনুভব হইল, যেন প্রলয়ের ঝটিকা আরম্ভ হইয়াছে; সেই ভীষণ ঝটিকার বন্ বন্ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই সময় রা-তাই আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অস্ফুট স্বরে কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া হইয়া উঠিল। আমার পা এমন কাঁপিতে লাগিল যে, দাঁড়াইয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, আমি মাতালের মত টলিতে টলিতে আমার পদপ্রান্তস্থ বালুকা রাশির উপর নিপতিত হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সংজ্ঞালোপ হইল।

সংজ্ঞালোপ হইল বটে, কিন্তু আমার মূর্চ্ছা হইল কি নিদ্রা আসিল, তাহা বলিতে পারি না; জাগিয়া দেখিলাম, আমি একটি জনবহুল নগরের রাজপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছি! তখন মধ্যাহ্ন

কাল, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে চতুর্দ্দিক আলোকিত। আমি বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলাম, দেখিলাম স্থানটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত; কিন্তু তাহা যে কোন-না-কোন রাজধানীর রাজপথ তাহা বুঝিতে পারিলাম; যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই গগনস্পর্শী সুবিশাল অট্টালিকাসমূহ বিরাজিত দেখি, সেই সকল অট্টালিকার ভাস্কর-নৈপুণ্য ও কারুকার্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম; বর্ত্তমান যুগে সেরূপ বৈচিত্র্যময় হর্ম্ম্যরাজি আর কোথাও দেখি নাই, তাই ভাবিলাম এ কোন্ যুগের কোন্ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছি! আমার সম্মুখবর্ত্তী রাজপথ দিয়া নানা অদ্ভুত আকারের রথ ও যান বাহন ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল; তাহাদের শোভা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হইল। বোধ হয় সে দিন কোন উৎসব ছিল, রথ ও বিভিন্ন প্রকার যান সমূহের অগ্রে ও পশ্চাতে ক্রীতদাসগণ নানা বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া কৌতুক-হাস্যে রাজপথ মুখরিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে মহানন্দে গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিতে লাগিল।

আমি পথপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই উৎসব-মুখর নগরের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম; তেমন আর কখনও দেখি নাই, সেরূপ অদ্ভুত অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার কল্পনা করিবারও শক্তি ছিল না। রাজপথে জনস্রোত প্রতিমুহূর্ত্তে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; আমি সেই জনতা ভেদ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চলিতে লাগিলাম। কিন্তু এ কোন্ নগর, কিরূপে এখানে আসিলাম, কেন আসিয়াছি, কোথায় যাইতেছি, কিছুই

বুঝিতে পারিলাম না। এ কি উৎসব, তাহাও কোন পথিককে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না—পাছে লোকে আমাকে পাগল মনে করে!

অনেকক্ষণ পরে সেই বহুদূরব্যাপী জনতা ঠেলিয়া এক জন লোক একটি গলির ভিতর হইতে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; লোকটি খর্ব্বকায়, একখানি উত্তরীয় দ্বারা তাহার বদনমণ্ডল আবৃত; অনুমানে বোধ হইল, সে লজ্জায় মুখ ঢাকিয়াছে, যেন নগরবাসীগণকে মুখ দেখাইতেও তাহার সাহস হইতেছে না। আমি তাহার ভাব দেখিয়া সবিস্ময়ে পার্শ্ববর্ত্তী একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ লোকটি কে? এ ভাবে মুখ ঢাকিয়া যাইতেছে কেন?"

পথিক মুহূর্ত্তকাল সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখিতেছি তুমি বিদেশী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আজি-কার এই মহোৎসবের কারণ জান না, ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা!—ঐ যে লোকটি মুখ ঢাকিয়া যাইতেছেন, উঁহাকে এ রাজ্যের কে না চেনে? উঁহার নাম রা-মিস। উনি এখানকার রাজ-পুরোহিত, ও সর্ব্বপ্রধান কুহকী। কিছু দিন পূর্ব্বে মোজেস্ নামক এক জন ঐন্দ্রজালিক আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজা ফারোর নিকট দৈববাণী করে, অল্প দিনের মধ্যেই মহামারী উপস্থিত হইয়া নগরবাসীগণের সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ সন্তানগুলিকে যমালয়ে পাঠাইবে, এমন কি, যুবরাজেরও প্রাণ রক্ষা হইবে না। কিন্তু কুহক-বিদ্যায় সুনিপুণ রাজ-পুরোহিত রা-মিস্ রাজাকে অভয়দান করিয়া বলেন, কুহক-বিদ্যা বলে তিনি মহামারীর আক্রমণ হইতে

রাজ্য রক্ষা করিবেন।—রাজা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারা গেল, রাজ-পুরোহিতের সেই অভয়বাণী মিথ্যা; ভয়ঙ্কর মহামারীতে রাজ্যের প্রত্যেক প্রজার জ্যেষ্ঠপুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করিল, এমন কি, জ্যেষ্ঠ রাজকুমারও রক্ষা পাইলেন না। ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল, শোকার্ত্তের হাহাকারে নগর পূর্ণ হইল; রাজা পুরোহিতের অক্ষমতা দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। আজ রাজ-পুরোহিতের নির্ব্বাসনের দিন, নগরবাসীগণ মহাসমরোহে এই অকর্ম্মণ্য বাক্‌সর্ব্বস্ব দাম্ভিক ঐন্দ্রজালিকের নির্ব্বাসন দেখিতে আসিয়াছে। ঐ দেখ, রাজ পুরোহিত রা-মিস্ ক্ষোভে, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া উত্তরীয় দ্বারা বদন আচ্ছাদিত করিয়া নগর ত্যাগ করিতেছেন।"

রা-মিস্ সহসা অবগুণ্ঠন বস্ত্র অপসারিত করিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এক বার আমার মুখের দিকে চাহিল; দেখিলাম, সেই মুখ আমার অপরিচিত নহে, রা-তাইয়ের মুখের সহিত তাহার মুখের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই! আমি স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম; বুঝিলাম, রা-তাই এই ঐন্দ্রজালিক রা-মিসের বংশধর নহে, সেই-ই স্বয়ং রা-মিস; এই তিন সহস্র বৎসর পরেও সে মনুষ্য-দেহে পৃথিবীতে বর্ত্তমান!—ইহা স্বপ্ন না সত্য?

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমার চেতনা-সঞ্চার হইলে দেখিলাম, কাইরো নগরের হোটেলে আমার শয্যায় শায়িত আছি; তখন অনেক বেলা, প্রখর সূর্য্যালোক বাতায়ন-পথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমে মনে হইল, পূর্ব্ব রাত্রের সমস্ত ঘটনা একটা উদ্ভট স্বপ্নমাত্র। কিন্তু পিরামিডের প্রাচীরে ক্রমাগত হাত ঘসিয়া আমার করতলে যে দাগ হইয়াছিল, তাহা তখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান; সুতরাং আমার নৈশ অভিযানকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। রাত্রের সমস্ত ব্যাপার আমার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ পরিস্ফুট হইল, সঙ্গে সঙ্গে রা-তাইয়ের প্রতি আমার অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস শতগুণ বর্দ্ধিত হইল; তাহাকে নরমূর্ত্তিতে পিশাচ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

তখন বেলা কত জানিবার জন্য ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, দশটা বাজিয়া গিয়াছে! জীবনে কখনও এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাই নাই; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে এত বিলম্ব হইবার কারণ কি, বুঝিতে পারিলাম না। বিস্মিত ভাবে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিতে গিয়া দেখি উঠিবার শক্তি নাই! শরীর এরূপ দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইল কেন? হঠাৎ মনে পড়িল, পূর্ব্ব-রাত্রে রা-তাই আমাকে যে উগ্র তরল পদার্থ পান করাইয়াছিল, তাহাতেই বোধ হয় শরীর এরূপ অবসন্ন হইয়াছে ও এখন পর্য্যন্ত মাথা ঘুরিতেছে। আমি অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলাম; হঠাৎ বাম বাহুমূল দারুণ বেদনায় টন্ টন্ করিয়া

উঠিল, মনে হইল যেন বাহুমূলে একটি স্ফোটক হইয়াছে। ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে হাতখানি বাহির করিলাম; সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমার বাহুমূলে একটি ক্ষুদ্র ক্ষত-চিহ্ন রহিয়াছে, বাহুমূলে নূতন টীকা দিলে যেরূপ চিহ্ন হয়, ঠিক সেইরূপ চিহ্ন; তাহার চারিপাশে তখন পর্য্যন্ত রক্ত জমিয়া লাল হইয়াছিল। বাহুমূলে কিরূপে ক্ষত হইল, কোনক্রমে তাহা স্থির করিতে পারিলাম না; কোটের স্থুল আস্তিন ভেদ করিয়া সেখানে কাঁটা ফুটিবারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, তবে আমার অজ্ঞাতসারে কিরূপে সেখানে ক্ষত হইল?

যাহা হউক, আমি স্খলিতপদে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়া উত্তমরূপে স্নান করিলাম; স্নানের পর মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইল।

স্নান শেষে বাহিরে আসিয়া রেবেকার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না; দেখিলাম, রা-তাই বারান্দায় বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে, তাহাকে বড়ই প্রফুল্ল দেখিলাম, তাহার এরূপ প্রফুল্লতা পূর্ব্বে কোন দিন দেখি নাই। সে আমাকে দেখিয়াই গুঞ্জন বন্ধ করিল, এবং আমাকে তাহার পাশে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল; ইচ্ছা না থাকিলেও, আমি তাঁহার পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলাম।

রা-তাই মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল, "কাল রাত্রে তুমি ছোকরা বড়ই বাঁচিয়া গিয়াছ; লম্বা পরমায়ু না পাইলে এমন বিপদে পড়িয়া প্রায় কেহই বাঁচে না; আজ কোনও রকম অসুখ বুঝিতে পারিতেছ না ত?"

আমি বলিলাম, "অসুখের মধ্যে মাথাটা বড়ই ঘুরিতেছে, আর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, মনে হইতেছে যেন বিছানায় পড়িয়া ছয় মাস হইতে ভুগিতেছি! কাল কি যে দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল, তাই কৌতূহলের বশে পিরামিডে আপনার অনুসরণ করিয়াছিলাম। মনে পড়িতেছে পিরামিডের অন্ধকার-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া আমি পথ হারাইয়া ছিলাম; পথের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে অতিশ্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে আপনি সেখানে উপস্থিত হইয়া আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহার পর আমি উঠিয়া আপনার সঙ্গে পিরামিড ত্যাগ করি; পরে কি হইয়াছিল তাহা ঠিক স্মরণ নাই, কেবল স্বপ্নের মত কতকগুলা অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে।"

রা-তাই বলিল, "ভাগ্যে আমি পিরামিডের মধ্যেই ছিলাম, তাই তোমার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিলাম; ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি তোমার নিকটে গিয়া দেখি, তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছ! তোমাকে অচেতন দেখিয়া আমার অনুচরবর্গের সাহায্যে অতি কষ্টে তোমাকে হোটেলে লইয়া আসি, এখানে সমস্ত রাত্রি তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আপনি বলেন কি? পিরামিড হইতে বাহির হইয়া আমি পদব্রজে আপনার সঙ্গে বালুকারাশির উপর দিয়া স্ফিনিক্সের নিকট গিয়াছিলাম, সেখানে আপনি বলপূর্ব্বক আমাকে এক গ্লাস কি একটা উৎকট আরোক পান করাইয়াছিলেন, এ কথা কি আপনি অস্বীকার করেন? আমার তখন বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল, তবে তাহার পরের ঘটনা ঠিক মনে নাই বটে।"

আমার কথা শুনিয়া রা-তাই স্তম্ভিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল,—যেন আমার কথা সে বুঝিতে পারিল না ; তাহার পর বলিল, "তোমাকে আবার কখন কি পান করাইলাম ? স্বপ্ন দেখিয়াছ না কি ? পিরামিডের মধ্যে অত্যন্ত গরম, সেখানে দীর্ঘকাল থাকিয়া তোমার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বোধ হয় নিদ্রাঘোরে তুমি এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছ ! পিরামিডের মধ্যে তুমি সম্পূর্ণ চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলে, সে অবস্থায় তুমি পদব্রজে সেখান হইতে নামিয়া আসিতে পারিয়াছিলে, ইহা কি সম্ভব ?"

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়াও আমার মনের ধাঁধা কাটিল না। তাহার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে আবশ্যক হইলে সে যে মিথ্যা কথা বলিবে না, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাহার প্রদত্ত সেই সুতীব্র আরোক পানের পর আমার নয়ন সমক্ষে যে অদ্ভুত দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা স্বপ্নের ন্যায় অপ্রকৃত বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। সেই রাজপথ, তাহার উভয়পার্শ্বে সুসজ্জিত সমুন্নত সৌধশ্রেণী, নানা অদ্ভুত পরিচ্ছদ-পরিহিত সহস্র সহস্র নাগরিকের জনতা, রাজ-দণ্ডে নির্ব্বাসিত রাজপুরোহিত রা-মিসের বস্ত্রাবৃত বদনমণ্ডল, রা-তাই-য়ের মুখের সহিত তাহার মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য,—সকল কথা একে একে আমার মনে পড়িয়া গেল, ইহা কি অলীক স্বপ্নমাত্র ?

রা-তাই আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিল, "তুমি ভাবিতেছ কি ? তুমি যে আজ সুস্থ হইয়াছ ইহা বড়ই আনন্দের কথা ; আমি আর এখানে বিলম্ব করিতে পারিব না, আজ অপরাহ্নেই লক্সরে যাত্রা করিব, আমার ইচ্ছা তোমাকেও সঙ্গে লই ; সেখানে প্রাচীন যুগের অনেক অদ্ভুত স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইবে।"

লক্সর প্রাচীন মিসরের অন্যতম প্রধান নগর; প্রাচীন যুগের অনেক কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও সেখানে বর্ত্তমান। আমাদের দেশের দণ্ডকারণ্য, দ্বারকা, বারাণসী, মিথিলা কামরূপ প্রভৃতি স্থান যেমন পৌরাণিক যুগের বহু কীর্ত্তিসম্ভারে পূর্ণ, মিসরের লক্সরও সেইরূপ; তাহা মিসরের প্রাচীন গৌরবের সমাধিক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যুগ-যুগ কাল ধরিয়া অসংখ্য যশস্বী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ (মমি) সেখানে সংরক্ষিত আছে; রা-মিসের মমিও পূর্ব্বে সেই স্থানে ছিল। রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সে সেই মমি সেখানে রাখিতে যাইবে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবেকা কোথায়? তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?"

রা-তাই বলিল, "সে তাহার কুঠুরীতে বোধ হয় জিনিসপত্র গুছাইতেছে, তাহাকেও সঙ্গে লইব।"

রেবেকার সঙ্গে আমি নরকে যাইতেও প্রস্তুত, সুতরাং রা-তাইয়ের প্রস্তাবে আপত্তি করিলাম না; আমিও আমার জিনিস-পত্রগুলি গুছাইয়া লইবার জন্য আমার কুঠুরীতে প্রবেশ করিলাম।

বেলা দুইটার সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিল, রেবেকা ও রা-তাইয়ের সহিত আমি সেই গাড়ীতে উঠিলাম। পূর্ব্ববর্ণিত জোয়ান আরবটা কোচবাক্সে ক্যোচম্যানের পার্শ্বে বসিয়া চলিল। সেই গাড়ীতে নদীতীরে আসিয়া দেখিলাম, একখানি ষ্টীমার নদীতে নঙ্গর করিয়া আছে। আমরা সেই ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম।

অবিলম্বে ষ্টীমার নদীর স্রোতের প্রতিকূলে চলিতে আরম্ভ করিল;

আমি চিন্তাকুলচিত্তে ডেকের উপর পাদচারণ করিতে লাগিলাম; রা-তাই জাহাজে উঠিয়াই তাহার কেবিনে প্রবেশ করিয়াছিল। সুপ্রশস্ত নীল নদের সুনীল বারিরাশি ভেদ করিয়া জাহাজ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। তখন জুন মাসের আরম্ভমাত্র, নীল নদে বর্ষাগমের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলাম; সেই সুপ্রশস্ত নদের সুবিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে চাহিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

আমার মনে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না, তথাপি সেই অপরাহ্নকালে জাহাজের ডেকে দণ্ডায়মান হইয়া যে সুমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলাম, তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। দেখিলাম, নদীতীরে সুদীর্ঘ তাল বৃক্ষশ্রেণী সরল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদের শ্যামল পত্রসমূহে অস্তমান তপনের রক্তিম রশ্মি নিপতিত হইয়াছে, নানা জাতীয় বিহঙ্গম বৃক্ষশিরে বসিয়া মনের আনন্দে কূজন করিতেছে, কখনও-বা ঝাঁক বাঁধিয়া চঞ্চল পক্ষে সুনীল আকাশের দিকে উড়িয়া যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিয়া গাছে বসিতেছে; দূরে দূরে ধূসরবর্ণ খর্জ্জুর ও নারিকেল কুঞ্জ, তাহার প্রান্তভাগে আরবগণের বিক্ষিপ্ত পল্লী; আরও দূরে লিবিয়ন গিরিমালার অস্পষ্ট ধূসর শৃঙ্গশ্রেণী। আমি অন্যমনস্ক ভাবে এই অনুপম দৃশ্য-বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় রা-তাই সেখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ সেন, আজ তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন? তুমি বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

আমি বলিলাম, "আপনি সে কথা শুনিয়া কি করিবেন? গত রাত্রে যে সকল অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাই ভাবিয়া আমি বিচলিত

হইয়াছি, আমি কোনও মতে তাহার রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না।"

রা-তাই বলিল, "গত রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সকলই ত তোমাকে বলিয়াছি; তুমি কি মনে কর আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি?"

আমি বলিলাম, "আমার বিশ্বাস আপনি অনেক কথা গোপন করিয়াছেন; আপনার ইঙ্গিতে আপনার জোয়ান আরব অনুচরটা আমার উভয় হস্ত পশ্চাতে টানিয়া ধরিলে, আপনি এক গ্ল্যাস কটু আরোক আমাকে পান করিতে দিয়াছিলেন, এ কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, তথাপি আপনি বলিতেছেন, তাহা স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে!"

রা-তাই বলিল, "আমার কথা তুমি বিশ্বাস না করিলে আর আমি কি করিব? যাহা হউক, তুমি আর কি দেখিয়াছ তাহা জানিতে আমার কৌতূহল হইতেছে; যদি সকল কথা তোমার স্মরণ থাকে তবে তাহা বলিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।"

আমি যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা সকলই রা-তাইকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া রা-তাই বলিল, "তুমি বলিতেছ রা-মিস্ তাঁহার অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া এক বার তোমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার মুখখানি কিরূপ? তাঁহার মুখের সহিত আর কাহারও মুখের সাদৃশ্য আছে কি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ আছে, সেই রাজ-পুরোহিতের মুখখানি ঠিক আপনার মুখের মত; আমি যে মুহূর্তে রা-মিসের মুখ দেখিয়াছিলাম, সেই মুহূর্তেই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, রা-মিসও আপনি অভিন্ন

ব্যক্তি। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, এত দিন পরে সে অভিন্ন মূর্ত্তিতে কিরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রা-মিসকে দেখিয়া রাজপথে সমাগত জনসাধারণ ঘৃণা ও ক্রোধে অধীর হইয়া যে ভাবে তাহাকে ধিক্কার দিতেছিল, তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার স্মরণ থাকিবে।"

আমার এই কথা শুনিবামাত্র রা-তাইয়ের সংযত শান্তভাব সহসা অন্তর্হিত হইল, সে সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "হতভাগ্য ক্রীত-দাসদের স্বভাবই এইরূপ; যত দিন পর্য্যন্ত রা-মিস রাজার ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত এই সকল নরাধম তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়াছিল, তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করিয়াছিল; কিন্তু রাজা রা-মিসের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলে তাঁহার কয়েক জন ভক্ত বন্ধু ভিন্ন রাজ্যের সমস্ত লোক তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কি কৃতঘ্নতা, কি স্পর্দ্ধা!"

রা-তাইয়ের এই আকস্মিক উত্তেজনায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কিন্তু সে সহসা আত্মসংবরণ করিয়া নিম্ন স্বরে বলিল, "তোমার কথা শুনিয়া আমি কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিলাম। আমার পূর্ব্ব-পুরুষের প্রতি যাহারা অবিচার করিয়াছিল, তাঁহার নির্ব্বাসনে যাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, তাহারা আমারই ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র; যাহা হউক, আমার পূর্ব্ব-পুরুষের মুখের সহিত আমার মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া তোমার বিচলিত হইবার কারণ নাই, অনেক সময় একই বংশের দুই জন লোকের মুখে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, আমি যে রা-মিস্ নহি, তাহার প্রধান প্রমাণ

রা-মিসের 'মমি' এই জাহাজেই বর্ত্তমান আছে, সুতরাং এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত হইতেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ, অসম্ভব ব্যাপার স্বপ্নে সম্ভব বোধ হয়। কিন্তু অসম্ভব হইলেও তোমার এই স্বপ্ন বৃত্তান্তটি উপেক্ষার যোগ্য নহে ; আমার অনুরোধ তুমি স্বপ্নে যাহা যাহা দেখিয়াছ,—সেই সূর্য্যকরোদ্ভাসিত প্রশস্ত রাজপথ, সুবৃহৎ ও সমুচ্চ হর্ম্ম্যরাজি, রাজপথের বিশাল জনতা, শ্রেণীবদ্ধ যান বাহন ও নগরবাসীগণের বিচিত্র পরিচ্ছদ, তাহাদের উৎফুল্ল মুখ, তন্মধ্যে আমার সেই পূর্ব্বপুরুষ—ক্ষুব্ধ লজ্জিত ও অবমানিত রা-মিসের মলিন বদন—একখানি চিত্রপটে অঙ্কিত কর। তোমার কল্পনা যেরূপ প্রখর, তাহাতে অনুমান হয় তুমি চেষ্টা করিলে চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।"

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমার মনে বড় উৎসাহ হইল ; আমি বলিলাম, "আপনার অনুরোধে আমি এইরূপ একখানি চিত্র অঙ্কিত করিব ; তাহা দেখিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন, চিত্রের বিষয়টি আমি সত্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।"

রা-তাই বলিল, "চিত্রপটে যে সকল চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা সকলই যে প্রত্যক্ষীভূত বিষয়, একথা কোন চিত্রকর বলিতে পারেন না ; উজ্জ্বল কল্পনা ও ভাবপ্রবণতাই চিত্রের প্রধান উপকরণ।"

আমি এ সম্বন্ধে রা-তাইয়ের সহিত আর তর্ক-বিতর্ক না করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

আমি উঠিয়া কেবিনের দিকে অগ্রসর হইব, এমন সময় রেবেকা একটি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া আমি আবার বসিলাম, তিনিও বসিলেন।

রা-তাই রেবেকাকে বলিল, "মিঃ সেন বলিতেছিলেন, কাল রাত্রে তিনি বড় একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছেন, লোকে তপস্যা করিয়াও এমন স্বপ্ন দেখিতে পায় না! প্রাচীন মিসরের একটি উৎসব-দৃশ্য এই স্বপ্নের বিষয়। আমি তাঁহাকে এই বিষয়াবলম্বনে একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতে অনুরোধ করিয়াছি।"

রেবেকা আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করা কি সম্ভব? আমার বিশ্বাস নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের সকল কথা ঠিক মনে পড়ে না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাকে স্বপ্ন বলিতে পারি না; যদি চিত্রখানি সম্পূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, আমার এ কথা মিথ্যা নহে। কোনও বিষয়ের চিত্র আঁকিতে হইলে সেই বিষয়ের ইতিহাস ভাল-রকম জানা আবশ্যক, তাহাতে চিত্র নিঁখুত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রা-মিসের জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে আমি কোনও কথা অবগত নহি; সে সকল কথা মিঃ রা-তাইয়ের জানা থাকিতে পারে।"

আমার কথা শুনিয়া রা-তাই এক বার বক্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর আমাকে বলিল, "রা-মিস আমার পূর্ব্ব-পুরুষ, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা জানি, অন্যের তাহা জানিবার সম্ভাবনা অল্প। আমি তোমাকে তাঁহার জীবনের বিচিত্র ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার এই পূর্ব্ব-পুরুষ 'রা' দেবের অনুগৃহীত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম রা-মিস; তিনি আমন দেবের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ইমহোটেপের পুত্র। রা-মিস দেবতার

অনুগ্রহে বাল্যকালেই দৈবশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি কুহক-বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কুহক-বিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার পিতা ইম্‌হোটেপ্‌ প্রাচীন মিসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই রা-মিস কুহক বিদ্যায় এমন ব্যুৎপন্ন হইলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুহকীগণকেও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল; মিসরের রাজা ফারো তাঁহার খ্যাতির পরিচয় পাইয়া প্রথমে তাঁহাকে সভাসদের পদে নিযুক্ত করিল; রা-মিশ ক্ষমতাবলে ক্রমে রাজার কুল-পুরোহিতের পদ লাভ করিলেন, এবং নানাবিধ দৈব বিপদ হইতে রাজ্য রক্ষা করিয়া তিনি বহু দিন মহাগৌরবে কালযাপন করিলেন। তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন রাজা কিছুই করিত না; তিনিই রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

"কিছুদিন পরে মিডিয়ার আকাশে একটি সুবৃহৎ ধূমকেতুর উদয় হইল, এই ধূমকেতুর অভ্যুদয়ই রা-মিসের অধঃপতনের কারণ। ইশ্রায়েল-বংশীয় মোজেস্‌ মিসরে উপস্থিত হইয়া মিসরপতির বিরুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর কুহকের অনুষ্ঠান করিল যে, তাহার মস্তকে রাজমুকুট কম্পিত হইতে লাগিল, তাহার হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইবার উপক্রম হইল। ইশ্রায়েল-বংশীয় সেই কুহকীর ন্যায় কুহক-বিদ্যাবিশারদ পৃথিবীতে তখন দ্বিতীয় কেহ ছিল; কুহকী রা-মিস তখন ইন্দ্রজাল বিদ্যায় মিসরে অদ্বিতীয়, সুতরাং রাজা ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার শরণ লইল। রা-মিস জানিতেন, কুহক বিদ্যায় সেই হিব্রুর সমকক্ষ ব্যক্তি ভূমণ্ডলে আর কেহই নাই, সুতরাং রাজ্য নিরাপদ করিবার

অভিপ্রায়ে তিনি সেই বিদেশী কুহকীকে রাজ্য-সীমা হইতে বহিস্কৃত করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন।

"রাজা রা-মিসের কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'কুহক বিদ্যায় তুমি মহাপণ্ডিত, তুমি এই বিদেশী যাদুকরকে বিদ্যাবলে পরাস্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া স্বয়ং পরাজয়ের আশঙ্কায় তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার পরামর্শ দিতেছ! তোমার বিদ্যায় ধিক্, পুনর্ব্বার এরূপ অন্যায় কথা বলিলে আমি তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিব না।'

"কয়েক দিন পরে হিব্রুরা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কুহক-বলে রাজাকে অভিভূত করিল, রাজার নিকট একটি অন্যায় প্রস্তাব করিয়া জানাইল, রাজা তাহাদের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য না করিলে মিসরের সর্ব্বনাশ হইবে। রাজা সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না; তখন মোজেসের কুহক-বিদ্যাবলে নদীর মাছ মরিয়া জলে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, নীল নদের জল পানের অযোগ্য হইল; প্রজাবর্গ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে হাহাকার করিতে লাগিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত এমন নিবিড় কুজ্ঝটিকায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া গেল!— তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা পুনর্ব্বার রা-মিসকে আহ্বান করিল; রা-মিসের কুহকবলে মুহূর্ত্তমধ্যে কুয়াসা কাটিয়া গেল, নীল নদের জল পুনর্ব্বার সুপেয় হইল, জলের মাছ প্রাণ পাইয়া আবার জলে প্রবেশ করিল; রাজাপ্রজা সকলেই রা-মিসের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

"কুহক ব্যর্থ হইল দেখিয়া মোজেস্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মিসরে নানা নূতন রোগের সৃষ্টি করিল; এক দিন এমন ঝড় উঠাইল যে, অনেক ঘর বাড়ী পড়িয়া গেল; বিবিধ পণ্যদ্রব্য ও আরোহীপূর্ণ সহস্র

সহস্র নৌকা নীল নদে ডুবিয়া গেল। এইরূপে ধনপ্রাণ নষ্ট হওয়ায় জনপদবাসীগণ শোকদুঃখে হাহাকার করিতে লাগিল; কিন্তু তখনও নিস্তার নাই, এক দিন সহসা আকাশে গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইয়া নিবিড় অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হইল, তাহার পর দিবারাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি-বর্ষণ হইতে লাগিল, রাজপথ দিয়া নদীর স্রোতের মত জলের স্রোত বহিতে লাগিল!

"রাজা আবার রা-মিসকে ডাকিল; রা-মিস মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সকল অসুবিধা দূর করিলেন।—এবার মোজেস্ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিল, মিসর রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ-পুত্র কোন অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিবে, এমন কি, যুবরাজও মৃত্যুকবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না।

"রাজা রা-মিসকে ডাকিয়া, এই অভিসম্পাত নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করিল। রা-মিস্ শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ও দৈবকার্য্য দ্বারা রাজ্য নিরাপদ করিতে চাহিলেন। যথানিয়মে দৈবকার্য্য আরম্ভ হইল।

"কিন্তু এবার রা-মিসের চেষ্টা সফল হইল না, এক মাস যাইতে না যাইতে মোজেসের অভিসম্পাত ফলিতে আরম্ভ করিল। কি এক অজ্ঞাত রোগে রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাণবিয়োগ হইল, অবশেষে সেই রোগে যুবরাজও প্রাণত্যাগ করিল। খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেও প্রাচীন মিসরের এই শোচনীয় বিপদ-কাহিনী লিখিত আছে। প্রত্যেক গৃহ হইতে বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল—

লাগিল, পতিপুত্রহীনা শোকাতুরা রমণীর আর্ত্তনাদে সোণার মিসর শ্মশানের আকার ধারণ করিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রা-মিসের প্রতি চির-নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা করিল; ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় ম্রিয়মান রা-মিস অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কয়েক জন প্রিয়বন্ধুর সহিত বহু দূরবর্ত্তী নির্জ্জন গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই নিদারুণ অপমানে মনোবেদনায় সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় তিন সহস্র বৎসর পর এক জন ইংরাজ তাঁহার সমাধি উৎখাত করিয়া তাঁহার মমি সংগ্রহ করিয়াছিল, পরে সেই মমি তোমার পিতার হস্তগত হয়।—ইহাই মিসরের রাজ-কুলপুরোহিত কুহক-বিদ্যাবিশারদ রা-মিসের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।”

রা-তাই নীরব হইল; আমি এই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে আমার কেবিনে প্রবেশ করিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমি কয়েক দিন দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া চিত্রখানি অঙ্কিত করিলাম; সপ্তম দিনে অঙ্কনকার্য্য শেষ হইল। এই কয় দিন আমরা ক্রমাগত জাহাজে চলিতেছিলাম।

অঙ্কন শেষ হইলে চিত্রখানি রা-তাইয়ের হস্তে প্রদান করিলাম; সে তাহা মহা আগ্রহে দেখিতে লাগিল; অনেকক্ষণ পরে রা-তাই মাথা তুলিয়া বলিল, "চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে; অসামান্য প্রতিভা ভিন্ন এত অল্প সময়ে এমন চিত্র অঙ্কিত করা যায় না। এই চিত্রে প্রাচীন মিসরের অট্টালিকা যান বাহন ও জন-সাধারণের পরিচ্ছদাদি যেরূপ সুকৌশলে ও যথাযথরূপে অঙ্কিত হইয়াছে, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে তাহা অঙ্কিত করা অসম্ভব।"

আমি বলিলাম, "আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি স্বচক্ষে এই উৎসব-দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা স্বপ্ন নহে; কিন্তু আমি যে কিরূপে যুগান্তপূর্ব্বের এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলে আপনি বলিয়াছিলেন, উহা স্বপ্ন মাত্র; আবার এখন বলিতেছেন, স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে চিত্র এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না; আপনি নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করিতেছেন!"

রা-তাই আমার এ কথার কোন উত্তর না দিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে চিত্রখানি দেখিতে লাগিল; ইতিমধ্যে রেবেকা সেখানে উপস্থিত হইলে,

রা-তাই তাহাকে বলিল, "মিঃ সেন, এই ছবিখানি আঁকিয়াছেন, কেমন হইয়াছে দেখ।"

রেবেকা সাগ্রহে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছবিখানি দেখিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ছবিখানি বড় সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না, এই চিত্রে এক জন লোকের মুখ ঠিক মিঃ রা-তাইয়ের মুখের মত হইল কেন? দুই জন লোকের মুখের এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য আর কখনও দেখি নাই।"

রেবেকার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব, বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের সম্মুখে উপবিষ্ট এই বৃদ্ধ রা-তাই যে, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিসর রাজের কুলপুরোহিত ছিল, এ-কথা তাঁহাকে বলিতে পারিলাম না, আর বলিলেও তিনি সে কথা হয় ত বিশ্বাস করিতেন না। যাহা হউক, আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রা-তাই বলিল, "মিঃ সেন ইচ্ছা করিয়াই এই ছবির মুখ আমার মুখের মত করিয়া আঁকিয়াছেন, আমাকে সম্মানিত করিবার জন্যই সম্ভবতঃ এরূপ করিয়া থাকিবেন। আমি ইহাতে অসন্তুষ্ট নহি ইহা আমার স্বদেশের পৌরাণিক যুগের চিত্র, চিত্রখানি আমার বড়ই প্রীতিকর হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আপনি উহা লইতে পারেন, আপনার অনুরোধেই উহা আঁকিয়াছি, ছবিখানি আপনাকে উপহার দিতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

রা-তাই ছবিখানি লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে উঠিয়া গেল; আমি রেবেকার সহিত জাহাজের ডেকে উপস্থিত হইলাম। তখন অপরাহ্ন কাল,

নদীর উপর দিয়া সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া রেবেকার কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ কম্পিত করিতে লাগিল। জাহাজ তখন মৃদুমন্দ গতিতে কেনে সহরের নিকট দিয়া যাইতেছিল। এই স্থানে প্রতিবৎসর অসংখ্য মক্কা-যাত্রীর সমাগম হয় ; মক্কা-যাত্রী মুসলমানগণ এই আড্ডায় আসিয়া জাহাজে আরোহণ করেন।

রেবেকা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন মুসলমান নগরীর বিবর্ণ ও জীর্ণ অট্টালিকাগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন ; কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি কিছুই দেখিতেছেন না, অন্যমনস্ক ভাবে কি চিন্তা করিতেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবেকা আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন ?"

রেবেকা বলিলেন, "প্রফুল্ল হইবার বিশেষ কোনও কারণ ঘটিয়াছে কি ? আমার নিকট এ সকল দৃশ্য পুরাতন, এ অঞ্চলে আমি পূর্ব্বেও আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "এই প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে ; বিশেষতঃ রা-তাইয়ের ব্যবহারেরও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তাহার মেজাজ আর সেরূপ খিটখিটে নাই ; তুমি কি তাহার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর নাই ?"

রেবেকা বলিলেন, "করিয়াছি, এবং সেই জন্যই আমার মন অধিক চঞ্চল হইয়াছে ; ঝড় আসিবার পূর্ব্বেই প্রকৃতি স্থির হয়। আমরা যেখানে যাইতেছি, পূর্ব্বে সেখানে আরও কয়েক বার গিয়াছি, যতবার গিয়াছি, ততবারই আমাদের সঙ্গীগণের কাহারও-না-কাহারও

ভয়ানক বিপদ ঘটিয়াছে, এবার কাহার ভাগ্যে না-জানি কি বিপদ ঘটিবে, তাহাই ভাবিয়া বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।"

আমি বলিলাম; "রা-তাই তাহার পূর্ব্ব-পুরুষের মমিটি লইয়া তাহার সমাধি স্থানে রাখিতে যাইতেছে, ইহাতে আমি কোনও বিপদের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আশা করি সেখান হইতে আমরা নিরাপদে কায়রো নগরে ফিরিয়া যাইতে পারিব। তাহার পর ইউরোপে প্রত্যাগমন করা বিশেষ কঠিন হইবে বলিয়া বোধ হয় না।"

রেবেকা নত মস্তকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইউরোপে ফিরিয়া পরে কি করিবে?"

ইউরোপে প্রত্যাগমনের পর কি করিব, সে কথা কোনও দিন চিন্তা করি নাই; সম্ভবতঃ রেবেকার নিকট বিদায়-গ্রহণ করিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইব, এবং চিত্র-ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করিব; ভবিষ্যতে আর কখনও রেবেকার সহিত সাক্ষাতের আশা আছে কি না কে বলিবে? কিন্তু তাঁহার নিকট চিরবিদায় লইব, এ কথা ভাবিতেও কষ্ট হইল; এক বার মনে হইল আমি তাঁহাকে যে প্রাণের সহিত ভালবাসি, ইহা এই সুযোগে বলিয়া ফেলি; কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার মনের ভাব কিরূপ, তাহা এত দিনেও জানিতে পারি নাই, সুতরাং প্রেমের কথা বলিতে সাহস হইল না। আমি তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

দেখিতে দেখিতে সুলোহিত তপন সুবৃহৎ স্বর্ণচক্রের আকার ধারণ করিয়া আরবের সীমান্তে ধূসর গিরিশ্রেণীর অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন। অস্তমান তপনের পীত রশ্মি-সম্পাতে তাল-নারিকেল-

খর্জ্জুরকুঞ্জ-সমাবৃত নদীতট মনোহর শোভা ধারণ করিল, বহু দূরে কর্ণাকের সমতল প্রান্তরস্থ আমন দেবের সমুন্নত মন্দির-চূড়া আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।—সন্ধ্যাকালে আমরা লক্সর নগরে উপস্থিত হইলাম, জাহাজ নদীমধ্যে নঙ্গর করিল।

জাহাজ নঙ্গর করিবার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে একজন আরব একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া জাহাজের নিকটে আসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত; কেবল টুপিটি কৃষ্ণবর্ণ।

আগন্তুক জাহাজে উঠিয়া মহাসম্ভ্রমে রা-তাইকে অভিবাদন করিল, তাহার পর অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

রা-তাই তাহাকে বলিল, "সেলিম; তুমি ঠিক সময়ে আসিয়াছ, এখন সংবাদ কি বল।"

আগন্তুক পুনর্ব্বার কুর্ণিস করিয়া বলিল, "হুজুর যাহা যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে, এখন হুজুরের অভিপ্রায় কি, তাহাই জানিতে আসিয়াছি।"

রা-তাই বলিল, "তোমার মনিবকে জানাইবে, আজ রাত্রেই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

আগন্তুক রা-তাইকে সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ জাহাজ হইতে নামিয়া গেল; তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সে যেন ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল, পলাইতে পারিলে বাঁচে!

রা-তাই আমাকে বলিল, "মিঃ, সেন, এত দিন পরে আমরা রা-মিসের নির্ব্বাসন-ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছি, এই অরণ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই স্থান এক সময় পৃথিবীতে প্রাচীন সভ্যতার

মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু আজ তাহা শ্মশান ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই আদিম সভ্যতার লীলাভূমি ভগ্নস্তূপের আকার ধারণ করিয়া এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহাই দেখাইবার জন্য তোমাকে এত দূরে লইয়া আসিয়াছি; আশা করি ইহা হইতে তুমি অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। ঐ দেখ দূরে লক্সরের মন্দির, আবার ঐ দিকে চাহিয়া দেখ, কর্ণাকে আমন দেবের মন্দির-চূড়া দেখা যাইতেছে। অন্য দিকে নীল নদের পশ্চিম তীরে প্রাচীন মিসরের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সমাধি-ক্ষেত্র বর্ত্তমান; সেই সকল প্রাচীন নরপতি, রণকুশল যোদ্ধা, রাজনীতিক, কবি ও ঐন্দ্রজালিকগণের কথা আজ স্বপ্নের বিষয় হইয়াছে, তাঁহাদের সমাধি-শয্যা পর্য্যন্ত দাম্ভিক ইউরোপীয় দর্শকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির উপাদানে পরিণত হইয়াছে! অনেকে তাঁহাদের সমাধি খনন করিয়া মৃতদেহের সহিত সমাহিত রত্ন-মাণিক্য, এমন কি, মৃতদেহ পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের কৌতুকাগারে রাখিয়াছে! এমন বর্ব্বরতা, এরূপ হৃদয়হীনতা ও অধর্ম্মাচরণ কেবল বর্ত্তমান কালেই উপেক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু সেই নরাধমগণকে শীঘ্রই এই দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে; দেবতাগণের ভীষণ প্রতিহিংসার অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, শীঘ্রই তাহা দাবানলে পরিণত হইবে; উদ্ধত দাম্ভিক ইউরোপীয় জাতি সেই অনলে পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিবে, আমার জীবনের ব্রত সফল হইবে।—তুমি আমার সঙ্গে লক্সরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইবে কি?"

আমি বলিলাম, "সেই পবিত্র স্থান দেখিবার জন্য আমার বড়

আগ্রহ হইয়াছে, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আপনার আপত্তি না থাকিলে, আমি আহ্লাদের সহিত সেখানে যাইব।"

রা-তাই বলিল, "তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আমায় কোনও আপত্তি নাই; আজ রাত্রি এগারটার সময় আমরা জাহাজ ত্যাগ করিব; আমি অন্তের অজ্ঞাতসারে আমার পূর্ব্বপুরুষের মমি যথাস্থানে সংরক্ষিত করিব, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ রাত্রেই কি আপনি এই কাজ শেষ করিবেন?"

রা-তাই বলিল, "হাঁ আজ রাত্রেই, কোনও কাজ আরম্ভ করিয়া তাহা শেষ করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে, বিলম্বে অনেক বিঘ্ন ঘটে।"

রাত্রি ঠিক এগারটার সময় পূর্ব্ববর্ণিত জোয়ান আরবটা আমার নিকট আসিল; আমি তখন রেবেকার কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। সেই আরব ভৃত্যের মুখে শুনিলাম, আমাকে অবিলম্বে তাহার প্রভুর সহিত তীরে যাইতে হইবে। অগত্যা আমাকে উঠিতে হইল।

আমাকে রা তাইয়ের সঙ্গে যাইতে উদ্যত দেখিয়া রেবেকা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন, আমাকে বলিলেন, "এত রাত্রে তুমি জাহাজ হইতে না নামিলেই ভাল করিতে; কিন্তু যখন যাইতে সম্মত হইয়াছ, তখন বোধ হয় যাইতেই হইবে; একটি পিস্তল সঙ্গে লও।"

পিস্তল আমার সঙ্গেই ছিল, রেবেকাকে তাহা দেখাইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ডেকে আসিলাম; রা-তাই আমার প্রতীক্ষায় সোপানপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিল।

জাহাজের পাশে একখানি নৌকা ভিড়িলে আমরা সেই নৌকায় নামিলাম। নৌকাযোগে তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদের জন্য দুইটী উষ্ট্র সসজ্জ দণ্ডায়মান আছে।

আমি পূর্ব্বে কখনও উটে চড়ি নাই, সেই রাত্রিকালে 'কুব্জপৃষ্ঠ দুব্জদেহ' জানোয়ারের পিঠে উঠিয়া বসিতে বড় ভয় হইল, গড়াইয়া পড়া বিচিত্র নহে; তবে ভরসার কথা এই যে, হাওদার উপর হইতে গড়াইয়া পড়িবার তেমন সুবিধা নাই। চালকের ইঙ্গিতে একটা উট জানু পাতিয়া বসিলে, আমি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। রা-তাই অন্য উটে অবলীলাক্রমে চড়িয়া বসিল; তাহার চড়িবার ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম, সে উটের পিঠে নূতন চড়িতেছে না।

যে রাত্রে আমি রা-তাইয়ের অনুসরণে পিরামিডে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন! অদ্য মধ্যরাত্রে রা-তাইয়ের সমভিব্যাহারে প্রাচীন থিভস্ নগরের ভগ্নাবশেষের অভিমুখে যাত্রা করিবার সময় সেই দুর্দ্দিনের কথা আমার মনে পড়িল, ভয়ে এক-একবার আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল আমরা যতই অগ্রসর হইলাম, ততই ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নানা আকারের ভগ্নস্তূপ সেই পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে প্রাচীন সভ্যতার সমাধির ন্যায় আমাদের নয়ন-পথে নিপতিত হইতে লাগিল। নীল নদকে বামে রাখিয়া আধুনিক লুক্সর নগরের পাশ দিয়া আমরা উত্তর মুখে চলিতে লাগিলাম; পথটি বেশ প্রশস্ত, তাহা তেমন পুরাতন বলিয়াও বোধ হইল না।

এই মরু প্রদেশে দিবাভাগে অসহ্য উত্তাপ অনুভূত হইলেও রাত্রি

বেশ সুশীতল ; এমন শীতল যে,অল্প অল্প শীত বোধ হয়। চলিতে চলিতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, পূর্ণপ্রায় শশধর নীল সরোবরের রজতকমলের ন্যায় নীল আকাশে হাসিতেছে ; শশধরের এমন শুভ্র দীপ্তি আমার স্বদেশে—ভারতে ভিন্ন অন্য কোথাও দেখি নাই ; ইউরোপের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রের এমন শোভা কখনও দেখা যায় না।

আমরা সমাধি-ক্ষেত্রে রা-মিসের মমি পুনঃস্থাপিত করিতে যাইতেছি, অথচ মমি সঙ্গে নাই! ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া রা-তাইকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ; রা-তাই বলিল, "পূর্ব্বেই তাহা যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে।"

দীর্ঘ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক উট একটি অতি উচ্চ বিরাট ভগ্ন সৌধের সম্মুখে আসিয়া চালকের ইঙ্গিতে দণ্ডায়মান হইল ; অনুমানে বুঝিলাম, এই ভগ্ন প্রাসাদের উচ্চতা প্রায় দুই শত ফিট হইবে রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাহা একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত বোধ হইতে লাগিল! শুনিলাম, এই বিরাট হর্ম্ম্য আমন দেবের সুবিস্তীর্ণ মঠের সদর দেউড়ী, এমন শিল্পনৈপুণ্য পৃথিবীর কোন দেশে অন্য কোনও দেবায়তনে দেখা যায় না ; এমন কি, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও প্রাচীন যুগের এই বিরাট হর্ম্ম্যের শ্রী অনেক স্থলে অবিকৃত রহিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় চিত্রকর 'বুঝি এই মাত্র তুলি রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, যেন ভাস্কর প্রস্তর কাটিতে কাটিতে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছে!

এই দেউড়ীর ভিতর দিয়া একটি সুপ্রশস্ত প্রস্তর-বদ্ধ পথ মন্দির

পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নদীতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল; আমরা সেই পথ-প্রান্তে উট হইতে নামিয়া হর্ম্মোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। এক জন মশালধারী ভৃত্য একটি প্রজ্বলিত মশাল লইয়া আমাদের অগ্রে চলিল। মশালের সেই নৈশবায়ু-বিকম্পিত আলোকে কোনও বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, সকলই যেন বিরাট রহস্যে আচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল। সেই হর্ম্মোর ছাদ এত উচ্চ যে মশালের আলোক তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না।

দেউড়ী অতিক্রম করিয়া আমরা একটি প্রকাণ্ড চকে প্রবেশ করিলাম; চকের চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ অত্যন্ত স্থূল প্রস্তর স্তম্ভ, স্তম্ভগুলি দীর্ঘে এক শত ফিটেরও অধিক। এই চকের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা একটি স্থানে উপস্থিত হইলে, রা-তাই আমাকে সেই মশালধারী ভৃত্য ও জোয়ান আরবটার জিম্মায় রাখিয়া একাকী স্থানান্তরে প্রস্থান করিল; কোথায় গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আমি সেই পরিত্যক্ত জীর্ণ সৌধের অভ্যন্তরে প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি রা-তাই প্রত্যাগমন করিল না; আমি আরব অনুচরকে অসহিষ্ণু ভাবে কি জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় মশালধারী মশালটা উর্দ্ধে তুলিয়া সবিস্ময়ে সম্মুখবর্ত্তী দালানের দিকে চাহিল; তাহার বিস্ময়বিহ্বল ভাব দেখিয়া আমিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার আপাদমস্তক শুভ্র পরিচ্ছদে মণ্ডিত, তাহার দীর্ঘ সুপক্ক ভ্রূগুলি চক্ষুর উপর লতাইয়া পড়িয়াছে, শ্বেত চামরের মত শুভ্র শ্মশ্রুজালে তাহার বক্ষঃস্থল আবৃত!

বৃদ্ধ আমার নিকটে না আসিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল; আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম; নিঃশব্দে কত স্তম্ভ, কত দালান, কত বারান্দা অতিক্রম করিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। অবশেষে একটি অন্ধকারপূর্ণ প্রশস্ত আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলাম; সেই গভীর রাত্রে এই অপরিচিত বৃদ্ধের সহিত একাকী এমন ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া আমার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল; সহসা বৃদ্ধ আমার সম্মুখে আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং আমাকে কিছু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া শুষ্ক স্বরে বলিল, "এই স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাক।"—আমি হতবুদ্ধি হইয়া জড়ের ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম; বৃদ্ধ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

তখন আমার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না; যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি সেই মুহূর্ত্তেই সেই ভয়ানক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া জাহাজে উপস্থিত হইতাম; কিন্তু সেখান হইতে পলায়ন আমার পক্ষে তখন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কতক্ষণ আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, বলিতে পারি না, এক এক মিনিট আমার নিকট এক এক ঘণ্টার ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে দূরে মৃদু আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইলাম, বোধ হইল তাহা মশালের আলোক; অবশেষে দেখিলাম, সেই বৃদ্ধই একটা মশাল লইয়া আসিতেছে; সে আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। আমি সেই প্রশস্ত

প্রাঙ্গন পার হইয়া বৃদ্ধের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

আমারি পথ-প্রদর্শক বৃদ্ধটি সেই ভগ্ন মন্দিরের একটি কোণে আসিয়া মশালটা আমার হস্তে প্রদান করিল, তাহার পর সেই স্থানে উপবেশন করিয়া উভয় হস্তে বালুকা ও প্রস্তরের স্তূপ সরাইতে লাগিল। প্রায় দশ মিনিট পরে সেই স্থানে একটি গুপ্ত দ্বারের চিহ্ন দেখা গেল, এই দ্বারটী অতি ক্ষুদ্র, তাহার কপাট লৌহনির্ম্মিত; লোহার সিন্দুকের ডালায় যেমন হাতল থাকে, ঐই কপাটেও সেইরূপ একটি হাতল ছিল, বৃদ্ধ সজোরে সেই হাতল ধরিয়া উর্দ্ধে আকর্ষণ করিবামাত্র কপাট খুলিয়া গেল। আমি মশালের আলোকে দেখিলাম, তাহা একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের দ্বার, দ্বারের নিম্নে সুড়ঙ্গে প্রবেশের জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান-শ্রেণী বর্ত্তমান।

বৃদ্ধ আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া সেই সোপান-শ্রেণীর সাহায্যে সুড়ঙ্গে নামিতে লাগিল, অগত্যা আমিও মশালটি লইয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। নামিতে নামিতে মনে হইল, ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় গুহায় যদি মশালটি হঠাৎ নিভিয়া যায়, তাহা হইলে জীবনে আর সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারিব না।

যাহা হউক, আমরা প্রায় পঞ্চাশটি সিঁড়ী পার হইয়া পাতাল-ঘরে প্রবেশ করিলাম। এই কক্ষটী বেশ প্রশস্ত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাকার স্তম্ভ ছাদটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে; স্তম্ভগুলি বিচিত্র কারু-কার্য্য-খচিত; ভাস্করশিল্প-নৈপুণ্যের আদর্শস্থানীয়। সেই গৃহের উন্নত প্রাচীরেও নানা প্রকার চিত্র ক্ষোদিত দেখিলাম; প্রাচীন যুগের

স্থপতিগণের অদ্ভুত শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়া এতই মুগ্ধ হইলাম যে, স্থান কাল ও বিপদের আশঙ্কা সমুদয় বিস্মৃত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম ; দেখিলাম, সহস্র সহস্র বৎসরেও সেই কক্ষটি জীর্ণ হয় নাই, চিত্রগুলিও বিন্দুমাত্র মলিন হয় নাই ! কোন্ স্থপতি কি উপাদানে এই অপূর্ব্ব গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, কোন্ শিল্পী এমন অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে যে, সর্ব্বগ্রাসী কালও তাহা জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই ? আমার মনে হইল, বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানের অহঙ্কার ও সভ্যতার দর্প নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

এই পাতাল-ঘরটি প্রাচীন যুগে কি অভিপ্রায়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; অনুমান হইল, আমন দেবের পূজার্চ্চনার সময় এই স্থানে কোনও গুপ্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত।

আমরা সেই পাতাল-ঘরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ কাঁশির মত আওয়াজে আমাকে বলিল "ওহে হিন্দু, আমাদের এই মিসরভূমি ও তোমাদের হিন্দুস্থান দেব দেবীগণের লীলাক্ষেত্র ; প্রাচীন মিসরীয় ও প্রাচীন হিন্দু উভয়েই এক জাতি তাহা জান কি ? খৃষ্টান ইউরোপ ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া আমাদের সেই পৌরাণিক দেব দেবীগণকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহাদের অপমান করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত নহে ; দেবগণ এজন্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের দেবরাজ আমন ও তোমাদের দেবরাজ ইন্দ্র উভয়ে অভিন্ন। এত দিন পরে তাঁহার বজ্র বিধর্ম্মী ইউরোপীয়গণের মস্তকোপর উদ্যত হইয়াছে, দৈববাণী হইয়াছে এক জন মিসরবাসী ও এক জন হিন্দুস্থান-বাসীর

সাহায্যে অবিলম্বে তাহাদের পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইবে। তুমিই সেই হিন্দুস্থানবাসী, তুমি দেবানুগৃহীত, সুতরাং এই পুণ্যপীঠের মহিমা প্রত্যক্ষ করিবার তোমার অধিকার আছে; এপর্য্যন্ত কোন বিদেশী বা বিধর্ম্মীর ভাগ্যে এরূপ সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে এরূপ আশঙ্কা করিও না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান দেবগণ তোমার সহায়; দৈবকার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁহারা তোমার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, আমার অনুসরণ কর।"

আমি সূত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় বৃদ্ধের অনুসরণ করিলাম; তাহার পর যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহার বিবরণ শ্রবণ করিলে তাহা সত্য বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হইবে না; তথাপি শ্রবণ কর।

আমার পথ প্রদর্শক বৃদ্ধ আমাকে আর একটি কক্ষে লইয়া গেল; এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিলাম; এই মূর্ত্তিদ্বয়ের দেহের নিম্নাংশ সিংহের ন্যায়, কিন্তু মস্তক মেষের ন্যায়! ইহা ধাতুময় মূর্ত্তি কি মৃন্ময় মূর্ত্তি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেই মূর্ত্তিদ্বয় অতিক্রম করিয়া আমরা একটি সুদীর্ঘ কক্ষে প্রবেশ করিলাম, সেই কক্ষে শত শত মনুষ্য মূর্ত্তি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত; পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, প্রস্তর ক্ষোদিয়া সেই সকল মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে। এমন সুন্দর সুগঠিত প্রস্তরমূর্ত্তি পূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই। আমি প্রাচীন সভ্যতার সেই মহাশ্মশানে ভূগর্ভস্থ গুপ্ত-গৃহে সেই নিশীথ

কালে যে অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য নিরীক্ষণ করিলাম, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের স্থাপত্য-গৌরব তাহার নিকট ম্লান বলিয়া প্রতীয়মান হইল। হায়, সেই সকল বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী চিরবিস্মৃতির তিমির গর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে।

এই সকল মূর্ত্তি অতিক্রম করিয়া আমরা একটি লম্বা দালানে উপস্থিত হইলাম; সেই দালানে বেদীর আকারে নির্ম্মিত শ্রেণীবদ্ধ শত শত প্রস্তরখণ্ডের উপর এক একটি মমি সংরক্ষিত দেখিলাম; বিস্ময়ের কথা এই যে, সহস্র সহস্র বৎসরেও সেগুলি বিন্দুমাত্র বিকৃত হয় নাই, একটি কীটেও তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই! সেখানে শুষ্ক ওষধির তীব্র গন্ধে আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। অতঃপর কি নূতন কাণ্ড ঘটিবে, তাহাই দেখিবার আশায় আমি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

বৃদ্ধ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া অনুচ্চ স্বরে শীষ দিল, অবিলম্বে দুই জন বৃদ্ধ একটি বোতল ও পেয়ালা এবং একটি আলখেল্লা লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। এই বৃদ্ধদ্বয় যে কত কালের লোক, তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না; সম্ভবতঃ তাহারা রা-তাইয়ের সমবয়স্ক। তাহারা যে আলখেল্লা লইয়া আসিয়াছিল, তাহা এক প্রকার ছিটদ্বারা নির্ম্মিত, ছিটটি জীব জন্তুর চিত্রে পূর্ণ। আমার পথপ্রদর্শক বৃদ্ধের ইঙ্গিতে তাহারা আমার দেহে সেই ঢিলা আলখেল্লাটি আঁটিয়া দিল, তাহার পর একখানি সুদীর্ঘ শিলাখণ্ড দেখাইয়া তাহার উপর আমাকে শয়ন করিতে বলিল।

চোগার মত দীর্ঘ আলখেল্লাটিতে সজ্জিত হইতে আমি কোন

আপত্তি করি নাই, কিন্তু সেই অদ্ভুত স্থানে সহস্র সহস্র শবদেহের পার্শ্বে শয়নের কথা শুনিবামাত্র আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! আমি তাহাদের আদেশ পালন করিলাম না, স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। আমাকে আদেশ পালনে অসম্মত দেখিয়া বৃদ্ধদ্বয় আমার উভয় হস্ত ধরিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে সেই প্রস্তর-খণ্ডের উপর শয়ন করাইল। অন্য সময় হইলে আমিও বলপ্রয়োগে কুণ্ঠিত হইতাম না, কিন্তু সেই নিশীথ রাত্রে সেই অপরিচিত ভূগর্ভস্থ গৃহে তাহাদের অবাধ্যতাচরণে সাহসী হইলাম না; আমি পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া চিত হইয়া শুইয়া রহিলাম।—বলির পাঁঠা আমার তখনকার মনের ভাব কতকটা বুঝিতে পারে। "

যে দুই জন বৃদ্ধ পরে আসিয়াছিল, তাহারা আমার পাশে বসিল, এবং বোতল হইতে এক প্রকার তরল সুগন্ধি দ্রব্য সেই পেয়ালাটিতে ঢালিয়া তদ্বারা আমার হাতে মুখে ও মাথায় মালিস করিতে লাগিল; গন্ধে বোধ হইল তাহা কোনও প্রকার সুরভিত তৈল। তাহার সৌরভ চন্দনের ও চম্পকের মিশ্র-সৌরভের মত; সেই সৌরভ যেমন সুমিষ্ট, সেইরূপ উত্তেজক। সেই তৈলাক্ত পদার্থ মর্দ্দন করিতে করিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, কিন্তু অন্তরেন্দ্রিয়ের শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে রা-তাইয়ের প্রদত্ত সিগারেটের ধূমপান করিয়া আমি কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ মত্ততায় অভিভূত হইয়াছিলাম; কিন্তু এই তৈলের মোহিনী শক্তি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রখর। আমার হৃদয় হইতে সন্দেহ, ভয়, সঙ্কোচ, উদ্বেগ মুহূর্ত্ত

মধ্যে অন্তর্হিত হইল; এবং ধীরে ধীরে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অপূর্ব্ব পুলকময় মোহে আচ্ছন্ন হইল; মনে হইল, আমার দেহ এত লঘু হইয়াছে যে, সামান্য ফুৎকারমাত্রেই যেন তাহা বায়ু-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে! বৃদ্ধদ্বয় তখনও আমাকে সেই গন্ধদ্রব্য মাখাইতে লাগিল। আমি মোহাবিষ্টের ন্যায় চাহিয়া দেখিলাম, আমার পথ-প্রদর্শক বৃদ্ধ আমার পাদমূলে দণ্ডায়মান হইয়া উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া অস্ফুট স্বরে কি মন্ত্র পাঠ করিতেছে; কিন্তু তাহার একটি কথাও আমি বুঝিতে পারিলাম না; ক্রমে গোলাপী রংএর কুজ্ঝটিকায় সেই বিস্তীর্ণ কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ যে কতক্ষণ পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিল, আমার তাহা বুঝিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে আমার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। কতক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া চাহিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু তখন আমার পার্শ্বোপবিষ্ট বৃদ্ধদ্বয়কে আর সেখানে দেখিতে পাইলাম না; তবে আমার পথ-প্রদর্শক বৃদ্ধ তখন পর্য্যন্ত আমার পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া আমার মুখের দিকে অনিমিষ নেত্রে চাহিয়াছিল।

আমাকে চক্ষু খুলিতে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল, "হে প্রবাসী হিন্দু, তুমি গাত্রোত্থান কর, তোমার দেহ মন্ত্রপূত হইয়াছে; পার্থিব অপবিত্রতা পরিহার করিয়া তুমি আমন দেবের মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছ।"

বৃদ্ধের আদেশ শ্রবণমাত্র আমি দণ্ডায়মান হইলাম; বিস্ময়ের কথা এই যে, আমি বিনা চেষ্টায় উঠিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইলাম,

যেন আমার দেহ বায়বীয় পদার্থে গঠিত! আমার শ্রবণশক্তি ঘ্রাণশক্তি ও দর্শনশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইল।

বৃদ্ধ হাত ধরিয়া আমাকে আর একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে লইয়া গেল। সেই কক্ষটিতেও অসংখ্য মমি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত দেখিলাম। বৃদ্ধ সহসা মশালটি নির্ব্বাপিত করিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যেই আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। আমি নির্ভয়ে সানন্দচিত্তে তাহার সঙ্গে চলিলাম।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধ আমার হাত ছাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "তুমি কিছুকাল এই স্থানে অপেক্ষা কর; হে দেবগণের অনুগৃহীত ভাগ্যবান যুবক, আজ তোমার নয়ন-সমক্ষে অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইবে।"

বৃদ্ধ নীরব হইল, পদশব্দে বুঝিলাম, সে অন্যত্র প্রস্থান করিল। আমি একাকী সেই অন্ধকারপূর্ণ নিস্তব্ধ কক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কোন অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সহসা অতি দূরে মৃৎ-প্রদীপের আলোকের ন্যায় মৃদু আলোকের রশ্মি দেখিতে পাইলাম; এই আলোক-শিখা কখনও ঊর্দ্ধে উঠিতে কখনও বা ভূতল স্পর্শ করিতে লাগিল, এবং মৃদু বায়ুহিল্লোলে আরতির দীপশিখার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল; ক্রমে সেই আলোক-শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই আলোকের কি মাদকতাপূর্ণ শক্তি ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু আমি তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না, মুগ্ধনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। মধ্যাহ্ন-

কালে দীপালোকে চতুর্দ্দিক যেমন পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রমে আমার নয়ন-সমক্ষে চতুর্দ্দিকস্থ সকল বস্তু সেইরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আমার বোধ হইল, আমি আর সেই ভূগর্ভস্থ সহস্র সহস্র মমির সমাধি-শয্যায় দণ্ডায়মান নহি, প্রকাশ্য দিবালোকে মন্দির-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! কিছু কাল পূর্ব্বে যে মন্দির ভগ্নস্তূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, এখন দেখিলাম সেই দৃশ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আদি যুগে মন্দিরের যে গৌরব ও সৌন্দর্য্য ছিল, তাহা পরিপূর্ণরূপে আমার নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আমি পুলক-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলাম, মন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া মধ্যাহ্নের মেঘসংস্পর্শ-বিহীন নীলাকাশ চুম্বন করিতেছে, মন্দির-গাত্রে নানা বর্ণের বিচিত্র কারুকার্য্য, বহুদূর-বিস্তীর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথ-সমূহ মন্দির-দ্বারে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এবং অদূরে বিশালদেহ নীল নদের জলরাশি মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যালোকে রজতকান্তি বিকাশ করিতেছে। সহস্র সহস্র ভক্ত ও উপাসকমণ্ডলী উৎসবের বেশে সজ্জিত হইয়া মন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে সমাগত হইতেছে; শত শত যাত্রী নদীর অপর পার হইতে সুসজ্জিত তরণীশ্রেণীতে আরোহণ করিয়া দেবমন্দিরে পূজা দিতে আসিতেছে; এবং রাজ্যাধিপতির সুদৃশ্য জলযানগুলি বিবিধ বর্ণের বিচিত্র পতাকাসমূহে সজ্জিত হইয়া নদীপথে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

ক্রমে মন্দিরের সম্মুখে জনস্রোত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; দেখিলাম, সেই জনতা ভেদ করিয়া সুবেশধারিণী শত শত নর্ত্তকী নানাবিধ

বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে সুরলয়-বদ্ধ মধুর সঙ্গীতে ও সুবর্ণ-নূপুরের মৃদু নিক্কণে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া মন্দির প্রাঙ্গনে সমাগত হইল; তাহাদের পশ্চাতে গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ প্রশান্তবদন পুরোহিত দুইখানি পুঁথি লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার পশ্চাতে রাজার জ্যোতিষী ও প্রধান মুন্সী সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর আরও কতকগুলি রমণী বীণা ও বেণু বাজাইয়া গান করিতে করিতে সেই স্থানে সমবেত হইল। গায়িকাগণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলে, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ব্যাঘ্র-চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক দ্বাদশ জন অনুচরসহ আমার দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইলেন। প্রধান পুরোহিতের পশ্চাতে এক দল রাজসৈন্যের সমাগম হইল; তাহাদের দেহ বর্ম্মাবৃত, মস্তকে লৌহনির্ম্মিত উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ, হস্তে সুদীর্ঘ বল্লম; মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যালোক তাহাদের শিরস্ত্রাণ বর্ম্ম ও বল্লমাগ্রে প্রতিফলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সৈন্যদলের পশ্চাতে রৌপ্য-দণ্ডধারী লোহিত পরিচ্ছদসজ্জিত এক দল নকিব; অনন্তর পঞ্চাশ জন সুন্দরী যুবতী গায়িকা সুস্বরে প্রমোদ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এবং অঞ্চলস্থিত নানা বর্ণের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি রাজপথে ছড়াইতে ছড়াইতে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইল; এই সুন্দরীদলের পশ্চাতে এক দল অস্ত্রধারী সৈন্যে পরিবেষ্টিত, সামন্ত নরপতিগণের স্কন্ধে সংস্থাপিত হীরক-রত্নখচিত সিংহাসনে মিসরের রাজ-চক্রবর্ত্তী মহাপরাক্রান্ত ফারোকে উপবিষ্ট দেখিলাম; তাঁহার পরিধানে মহামূল্য রাজবেশ, হস্তে হীরকখচিত সুবর্ণনির্ম্মিত রাজদণ্ড, মস্তকে রাজমুকুট; কয়েক জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক

সেই সিংহাসনের উপর নীলবর্ণের চন্দ্রাতপ প্রসারিত করিয়া সামন্ত নরপতিগণের সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল; এই চন্দ্রাতপের বস্ত্র বহুমূল্য, এবং তাহার ঝালর মণিমুক্তায় খচিত। রাজার বাম পার্শ্বে তাঁহার কুল-পুরোহিত কুহকবিদ্যা-বিশারদ রা-মিস উপবিষ্ট; তাহার মুখ দেখিবামাত্র রা-তাইয়ের মুখ আমার মনে পড়িল। দুইটি রাজপুত্র উজ্জ্বল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজাকে চামর ঢুলাইতেছিল; সেই শুভ্র চামরের দণ্ড সুবর্ণ নির্ম্মিত ও সুদৃশ্য কারুকার্য্যখচিত।

রাজার অনুগত ও বিশ্বস্ত সেনাপতিবর্গ নানাপ্রকার যানে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই সকল সেনাপতির অধীনস্থ বিভিন্ন সৈন্যদল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া তালে তালে চলিতে লাগিল; রণ-বাদ্যকরগণ নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রে রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে তাহাদের অনুগমন করিল। সৈন্যগণ প্রস্থান করিলে অসংখ্য নগরবাসী উৎসবের বেশে সজ্জিত হইয়া মন্দির-প্রাঙ্গনে সমাগত হইতে লাগিল। নাগরিকগণের সেই সজ্জা, তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ, তাহাদের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য বর্ণনা করি, এরূপ আমার শক্তি নাই; কোন চিত্রকর তুলিকা-সম্পাতে চিত্রপটে সেই চিত্র যথাযথ রূপে অঙ্কিত করিতেও সমর্থ নহেন।

মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী বিরাট সিংহদ্বারের সমীপস্থ হইয়া সৈনিক মণ্ডলী নর্ত্তকীবৃন্দ ও বাদ্যকরসমূহ সেই সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সিংহাসনাধিরূঢ় রাজা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।—সঙ্গে সঙ্গে এই বিচিত্র দৃশ্য যেন শূন্যে

বিলীন হইল! আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, ঘোর নৈশ অন্ধকারে আমি একাকী সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, কোন দিকে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই।

কতক্ষণ আমি সেই ভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু পুনর্ব্বার আমার নয়ন-সমক্ষে উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ক্রমে সেই আলোক দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফুট হইল। সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম, আমি একটি প্রকাণ্ড সমতল প্রান্তরে দণ্ডায়মান রহিয়াছি; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই আলোক নির্ব্বাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় নৈশ অন্ধকারে চরাচর আচ্ছন্ন হইল; কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও আমার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ন রহিল! দেখিলাম, সেই বিপুল প্রান্তর জনমানব-সংস্পর্শবিহীন; উৎসবসঙ্গীত নীরব, লক্ষ কণ্ঠের সেই বিচিত্র কলরব নিস্তব্ধ;—সহসা প্রলয়ের ঝটিকা সেই মুক্ত প্রান্তর আলোড়িত করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে মহাবেগে প্রবাহিত হইল; ঝটিকাবেগে সমস্ত প্রকৃতি লণ্ডভণ্ড হইবার উপক্রম হইল, এবং আকাশমণ্ডল সজল-কৃষ্ণ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ জলদজালে সমাচ্ছন্ন হইল; মেঘমণ্ডিত গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নীলাভ বিদ্যুতের সহস্র জিহ্বা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রসারিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্হিত হইতে লাগিল; চপলার সেই চঞ্চল প্রভা আমার পদপ্রান্তস্থ সুদূর-প্রসারিত শুভ্র বালুকারাশিতে প্রতিফলিত হইয়া চক্ষু ধাঁধিয়া দিতে লাগিল, সুগম্ভীর জলদ-মন্দ্রে আমার কর্ণ বধির হইল! চতুর্দ্দিকে প্রলয়ের সেই ভীষণ বিভীষিকা দর্শনে আমার মনে

হইল, সেই মধ্যরাত্রে মিসরের সুবিস্তীর্ণ মরুময় শ্মশান-ক্ষেত্রে কোনও অলৌকিক কাণ্ডের অভিনয় হইবে।

সেই সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমি নির্নিমেষ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাইলাম, চারি জন লোক একখানি শিবিকা স্কন্ধে লইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেই শিবিকায় একটি মৃতদেহ সংস্থাপিত; বাহকগণ শিবিকাখানি স্কন্ধে লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল, শিবিকাসংস্থাপিত মৃত ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিলাম, তাহা রা-মিসের মৃতদেহ! তাহার দেহ বিবর্ণ ও অস্থিচর্ম্মসার; পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ ও মলিন। রা-মিসের এরূপ দুর্গতি কেন হইল, সে কাহিনী পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, সুতরাং এ দৃশ্যে আমি বিস্মিত হইলাম না; কেবল রুদ্ধ নিশ্বাসে স্তম্ভিত হৃদয়ে পার্থিব ঐশ্বর্য্য, গৌরব, ও দম্ভের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলাম।

সেই দৃশ্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, রা-মিসের বন্ধুগণ তাহার মৃত দেহটি গোপনে সমাহিত করিতে যাইতেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এই দৃশ্য মায়াচিত্রের ন্যায় আমার নেত্রপথ হইতে অদৃশ্য হইল। আবার আমি ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান রহিলাম; তাহার পর দেখিতে পাইলাম, শববাহকগণ রা-মিসের মৃতদেহ একটি পর্ব্বতের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। সেই পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া তাহারা গিরি-উপত্যকায় আরোহণ করিতে লাগিল, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাদের অনুসরণ করিলাম। শববাহকেরা পর্ব্বতের একটি

গুহায় রা-মিসের মৃতদেহে সংস্থাপিত করিয়া অবনত মস্তকে বিষণ্ণ বদনে স্খলিত চরণে ধীরে ধীরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

সহসা আমার কর্ণে পথ-প্রদর্শক বৃদ্ধের গম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিল; সে বলিল, "হে বিদেশী, তুমি কুহকী রা-মিসের সৌভাগ্যের দিনে তাঁহার বিপুল সম্মান ও অতুল গৌরবের দৃশ্য সন্দর্শন করিয়াছ, আবার তাঁহার শোচনীয় অধঃপতনের দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করিলে; কাল-চক্রনেমীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য-জীবনের এই রূপ পরিবর্ত্তন নিত্য সংঘটিত হইতেছে; উত্থান ও পতন জগতের চিরন্তন নিয়ম। এক দিন যিনি সামন্ত নৃপতিবৃন্দের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক সম্রাটের সহিত হীরক-রত্নখচিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকীয় মহোৎসব উপলক্ষে মহাসমারোহে দেব-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃতদেহ বহুদূরবর্ত্তী পর্ব্বতের একটি নিভৃত গুহায় রাত্রিকালে গোপনে সমাহিত করিতে হইল! রাজার বিরাগ-উৎপাদনের ভয়ে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুগণও প্রকাশ্যে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিভূমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না। মৃত্যুর পরও রা-মিসের আত্মার সদ্গতি হয় নাই; কিন্তু আশা আছে, দেব-শত্রুগণের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভে সমর্থ হইবে। হে বিদেশী! এখন আমার সঙ্গে স্থানান্তরে চল।"

আমি পথ-প্রদর্শক বৃদ্ধের অনুসরণ করিয়া সেই সুবিস্তীর্ণ মঠের আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। যে দুই জন বৃদ্ধ আমার অঙ্গে গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়াছিল, তাহাদিগকেও সেই কক্ষে

দেখিতে পাইলাম। তাহারা বৃদ্ধের আদেশে একটা সিন্দুকের ভিতর হইতে একটি মমি বাহির করিল। এই মমিটি বস্ত্রাবৃত ছিল, বস্ত্র অপসারিত হইলে মশালের আলোকে দেখিতে পাইলাম, তাহা রা-তাইয়ের মৃতদেহ! চক্ষুকে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, উভয় হস্তে চক্ষু মুছিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুনর্ব্বার চাহিলাম, দেখিলাম, সে মুখ রা-তাই ভিন্ন অন্য কাহারও নহে!—আমি স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

বৃদ্ধ তাহার হস্তস্থিত প্রজ্জ্বলিত মশালটি সেই মমির সম্মুখে স্থাপন করিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল, "রা-মিস, তুমি বহুদিন পূর্ব্বে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছ বটে, কিন্তু আমার আদেশ, এক বার তুমি চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখ, পুনর্ব্বার শ্রবণশক্তি লাভ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি জীবিতাবস্থায় অসামান্য দৈব বলের অধিকারী হইয়াছিলে, ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া দেবগণের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলে; সেই অপরাধে মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, সেই অপরাধেই মৃত্যুর পর তোমার আত্মার সদ্গতি হয় নাই। কিন্তু এত কাল পরে তোমার সদ্গতির উপায় হইয়াছে; আজ যে সকল নূতন জাতি ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে ও ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া প্রাচীন দেবগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেছে, তাঁহাদের অসীম মহিমা-গাথা কবি-বর্ণিত উপকথা বলিয়া উপহাস করিতেছে, তোমার আত্মা সেই দাম্ভিক পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে উপযুক্ত দণ্ডদানের উপায়বিধান করায় দেবগণের প্রসন্নতা লাভের অধিকারী হইয়াছে। অতএব তুমি এই সমাধিগহ্বরে

নিষ্ক্রিয় ভাবে নিপতিত থাকিও না, গাত্রোত্থান করিয়া তোমার জীবনের মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত হও। যতদিন তোমার এই ব্রত সফল না হইবে, ততদিন তোমার আত্মার সদ্গতি হইবে না, তোমার শান্তিহীন পতিত আত্মা শ্মশানচারী প্রেতের ন্যায় জগতে বিচরণ করিতে বাধ্য হইবে। হে রা-মিস, হে আদিযুগের রাজ-পুরোহিত, হে কুহকী, আমার আদেশ পালন কর, মৃতদেহে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হও, গাত্রোত্থান করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হও।"

বৃদ্ধের কথা শেষ হইবামাত্র যুগান্ত-পূর্ব্বের সেই মৃতদেহ চক্ষু খুলিয়া চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল! সেই ভয়াবহ দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল, আমি সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, শীতে আমি থর থর করিয়া কাঁপিতেছি, আমার সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা; কিন্তু যেখানে উপস্থিত হইয়া আমি এই সকল অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই স্থান হইতে এখানে আমাকে কে আনিল? কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে রা-তাই আমাকে যে-স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল, দেখিলাম, আমি সেই কক্ষেই নিপতিত রহিয়াছি; সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যে সকল অলৌকিক দৃশ্য আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল, তাহা অদ্ভুত স্বপ্ন বলিয়াই অনুমান হইল।—তখন রাত্রি শেষ হইয়াছিল, উষালোকে চতুর্দ্দিক পরিষ্কার হইয়াছিল; সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম, রা-তাইয়ের দুই জন আরব অনুচর অদূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি অতি কষ্টে গাত্রোত্থান করিলাম; আমার বাম বাহুমূলে টীকার মত যে

ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্নটি ছিল, তাহার চারি পাশ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল; বেদনায় আমি হাতখানি নাড়িতে পারিলাম না। আমি রাত্রে নিদ্রাঘোরে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম কি না, এক জন আরব অনুচরকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, আমি সমস্ত রাত্রি সেই স্থানেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম!

সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার অত্যন্ত সর্দ্দি ও কাশি হইল; শ্রান্ত দেহে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চারিদিকে রা-তাইয়ের অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বিরক্তভাবে আমি একাকী সেই স্থান ত্যাগ করিলাম; কিছু দূরে আসিয়া দেখিলাম, রা-তাই আর একটি পথ দিয়া মন্থর গতিতে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে; সে আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "মিঃ সেন, একটু বিশেষ কার্য্যানুরোধে তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে কিছু দূরে যাইতে হইয়াছিল; রাত্রে তুমি বোধ হয় বড় কষ্ট পাইয়াছ; বোধ হইতেছে, সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডা লাগায় তুমি অসুস্থ হইয়াছ। যাহা হউক, যাহাতে তুমি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিতে পার, তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

পূর্ব্ব রাত্রে যেখানে আমরা উট হইতে নামিয়াছিলাম, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, উট দুটি সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমরা উষ্ট্রে আরোহণ করিলাম।

দেখিলাম, এবার উট দুটি একটি নূতন পথ দিয়া চলিতে লাগিল; আমার মনে হইল, নদীর দিকে না গিয়া আমরা অন্য দিকে যাইতেছি। রা-তাইকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম, কিন্তু কোনও সদুত্তর পাইলাম না; শুনিলাম, ভিন্ন পথ দিয়া আমরা নদীতীরেই উপস্থিত

হইব। আমার শরীর এমন অবসন্ন ও অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল যে, উটের পিঠে বসিয়া থাকিতে অসহ্য কষ্ট হইল; ক্রমে আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, গলার বেদনায় আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম; মনে হইল, অবিলম্বেই শ্বাসরোধে আমার মৃত্যু হইবে। ইহা কি ডিপ্‌থিরিয়ার পূর্ব্বলক্ষণ?—আমি আর চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিলাম না, জগৎ অন্ধকারপুর্ণ বোধ হইল, মস্তকের দারুণ যন্ত্রণায় আমি উটের পিঠেই শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পরে বলিতে পারি না রা-তাই উষ্ট্র-পরিচালককে থামিতে আদেশ করিল; তাহার পর কি হইল, আমার স্মরণ নাই, কারণ আমার চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

চেতনা সঞ্চার হইলে দেখিলাম, একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তাম্বুতে আমি একখানি জীর্ণ খট্টায় শয়ন করিয়া আছি; শরীর এত দুর্ব্বল যে, মাথা তুলিতেও কষ্ট হইল; বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোকে চতুর্দ্দিকে মরু-বালুকা ধূ-ধূ করিতেছে, এবং বহুদূরে সমুন্নত তালবৃক্ষশ্রেণী গগনপ্রান্তে মিশিয়া গিয়াছে; কোথাও জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই। অনেকক্ষণ পরে একটি আরব ভৃত্য এক পেয়ালা ব্রথ লইয়া আমার তাম্বুতে প্রবেশ করিল, এবং আমাকে ধরিয়া তুলিয়া সেই ব্রথের পেয়ালাটি আমার মুখের কাছে ধরিল। আমি সেই ব্রথটুকু পান করিয়া একটু বল পাইলাম; ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোন্ স্থান, আমি এখানে কবে আসিয়াছি, আমার সঙ্গীরা কোথায়?"—কিন্তু ভৃত্য আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। আমি শয়ন করিয়া পুনর্ব্বার

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। কতক্ষণ পরে নিদ্রাভঙ্গ হইল বলিতে পারি না, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, রা-তাই আমার শিয়র-প্রান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছে। আমাকে সচেতন দেখিয়া সে অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে কোথায় আনিয়াছেন, এখানে কবে আসিয়াছি?"

রা-তাই বলিল, "এখানে তুমি আজ তিন দিন আছ; তোমাকে লইয়া এই পথ দিয়া জাহাজে ফিরিয়া যাইবার সময় তোমার অসুখ হঠাৎ এত বাড়িয়া উঠে যে, তোমাকে জাহাজ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সাহস হয় নাই, তোমাকে এই তাম্বুর মধ্যে রাখিয়া আমার একটি আরব ভৃত্যের হস্তে তোমার পরিচর্য্যার ভার দিয়াছিলাম; যাহা হউক, তুমি যে বাঁচিয়া উঠিয়াছ, ইহাই সৌভাগ্যের কথা; আমার মিসরের কাজ শেষ হইয়াছে, তুমি এরূপ অসুস্থ না হইলে এত দিন আমি ইউরোপে যাত্রা করিতাম।"

আমি বলিলাম, "এই ভয়ানক স্থানে আমার আর এক মুহূর্ত্তও থাকিবার ইচ্ছা নাই; আমার শরীর সুস্থ ও সবল না হইলেও আমাকে লইয়া চলুন, এ মরুভূমির মধ্যে আমাকে এ ভাবে ফেলিয়া রাখিবেন না। আপনার যে আরব ভৃত্যটি আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, সে কোথায়? তাহার সুশ্রূষা-গুণেই আমি বাঁচিয়া উঠিয়াছি।"

রা-তাই বলিল, "প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে; এই আরব গুলা রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না, রোগ হইলেই মরে।"

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিতভাবে ধসিয়া রহিলাম,

তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে যে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল ছিল, দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে! একি ভয়ানক রোগ? আমার পরিচর্য্যা করিয়াই কি সে রোগাক্রান্ত হইয়াছিল? আমি কি কোনও ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম?—ব্যগ্রভাবে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও রা-তাইয়ের নিকট কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না; আমার মনে হইল, সে আমার নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিতেছে। যখন আমার জীবনের আশঙ্কা নাই, তখন সত্য কথা বলিতে তাহার আপত্তি কি বুঝিলাম না। কয়েক দিন হইতে রা-তাইয়ের সকল কার্য্যই অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল; তাহার সেই গভীর রহস্য ভেদ করা আমার ন্যায় অদূরদর্শী প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব নহে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রা-তাইয়ের সহিত নেপলস্‌ত্যাগের পর হইতে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ; কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া যে কয়েক দিন শয্যাগত ছিলাম, সেই কয় দিনমাত্র বিশ্রাম ঘটিয়াছিল। রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আমি রা-তাইয়ের সঙ্গে কায়রো নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তাহার পর যথাকালে সৈয়দ-বন্দরে আসিয়া সমুদ্রপথে কনষ্টান্টিনোপলে উপস্থিত হই, ও সেখান হইতে রেলযোগে ভিয়েনায় গমন করি। রা-তাই কোনও স্থানে দুই রাত্রি বাস করিতে সম্মত হয় নাই, তাহার ন্যায় বৃদ্ধের এইরূপ দ্রুত দেশ-ভ্রমণের প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার বিস্ময়োদ্রেক হইয়াছিল, দেশের পর দেশ ক্রমাগত ভ্রমণ করিয়া আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু এই বৃদ্ধের শান্তি-ক্লান্তি নাই!

রা-তাই সঙ্গে না থাকিলে, বোধ হয় আমি কঠিন ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম না ; আমায় স্বাস্থ্যের প্রতি তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, সেইজন্য তাহার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত ; কিন্তু কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি আমার ঘৃণা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ; বিষধর সর্পকে সম্মুখে দেখিলে মনে যেরূপ ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহাকে দেখিলেও আমার সেইরূপ ভয় হইত ; কিন্তু তথাপি সে আমাকে এরূপ

মোহাবিষ্ট করিয়াছিল যে, আমি তাহার সহিত কথা না কহিয়া থাকিতে পারিতাম না। যে দিন প্রত্যুষে আমরা কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিত হইলাম, সেই দিনই অপরাহ্নে রেলপথে ভিয়েনা যাত্রা করিলাম। ভিয়েনা নগরে ট্রেণের প্রতীক্ষায় কয়েক ঘণ্টামাত্র বাস করিয়াছিলাম, তাহার পর প্রেগ নগরে উপস্থিত হই, সেখান হইতে কোথায় যাইতে হইবে তাহা জানিতাম না; রা-তাইও সে সম্বন্ধে আমাকে কোনও কথা বলে নাই। রেবেকাকে ছাড়িয়া যাইবার আশঙ্কা না থাকিলে আমি সেই স্থানেই রা-তাইয়ের নিকট বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিতাম; কিন্তু রেবেকাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

আমার আরোগ্য লাভের পর রেবেকার স্বভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি সর্ব্বদাই অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিতেন, পূর্ব্বের ন্যায় সরলভাবে আমার সহিত গল্প করিতেন না, অধিকাংশ সময় তাঁহার কেবিনে বসিয়া মৃদু স্বরে গান করিতেন; তাঁহারি সেই সঙ্গীত বিষাদ ও বেদনায় পূর্ণ; কিন্তু রা-তাইয়ের ভাব অন্য প্রকার, যেন তাহার যৌবনের উৎসাহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, সর্ব্বদাই তাহাকে প্রফুল্ল ও হাস্যময় দেখিতাম।

প্রেগ নগরে উপস্থিত হইয়া আমি রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া নগর-ভ্রমণে বাহির হইলাম; নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে উভয়ে একটি সুবৃহৎ উপবনে প্রবেশ করিলাম। কয়েক ঘণ্টা পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া আমরা শ্রান্ত হইয়াছিলাম, একটি নিবিড় কুঞ্জের অন্তরালে একখানি বেঞ্চি দেখিতে পাইয়া তাহাতে উপবেশন পূর্ব্বক আমরা বিশ্রাম করিতে

লাগিলাম। রেবেকা তখনও অত্যন্ত অন্যমনস্ক, যেন কি গভীর চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন!

আমি কোমল স্বরে ডাকিলাম, "রেবেকা!"

রেবেকা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় আমার মুখের দিকে চাহিলেন, কোন কথা কহিলেন না; আমি বলিলাম, "রেবেকা, ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, চল, ফিরিয়া যাই।"

রেবেকা বিমর্ষভাবে বলিলেন, "কোথায় যাইব? সকল স্থানই যে আমার নিকট সমান, সমস্ত পৃথিবী মরুভূমি তুল্য। যাহার জীবনে আশা নাই, সুখশান্তি নাই, কেবল কষ্ট সহ্য করিবার জন্য সে কেন বাঁচিয়া থাকে? মরিতে পারিলে বোধ হয় আমার সকল জ্বালা জুড়াইত, কিন্তু আমার মরিবারও সাধ্য নাই; জগতে আমার মত দুর্ভাগিনী আর কে আছে?"

আমি সহানুভূতিভরে বলিলাম, "আমি; কিন্তু আমি তোমার মত হতাশ হই নাই, তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই বোধ হয় জীবনের আশা রাখিয়াছি; যে দিন তোমার আশা ত্যাগ করিব, সে দিন এ দেহ ভার বহন করা দুরূহ হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া রেবেকা কোন উত্তর করিলেন না, এক বার কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমি মনে করিলাম, রেবেকাকে আজ আমার মনের কথা বলিতেই হইবে, তাঁহার নিকট মনের ভাব আর দীর্ঘকাল গোপন রাখিতে পারি না; তাই বলিলাম, "রেবেকা, তুমি নির্ব্বাক রহিলে

কেন? আমি তোমাকে ভালবাসি, এ কথা কি তুমি বিশ্বাস কর না? যে দিন আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছি, সেই দিনই আমার হৃদয় তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে; তাহার পর এত দিন তোমার সহিত বাস করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি নারীরত্ন, তোমাকে লাভ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়।"

এবার রেবেকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আবেগ-ভরে বলিলেন, "না, না, তুমি ওকথা আমাকে বলিও না, তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় লজ্জা বোধ হইতেছে; নিজের হৃদয় না বুঝিয়া কেন আমাকে ভালবাসিয়াছ? তুমি জান না, ইহাতে কত বিঘ্ন, কত বিপদ! আমি দুর্ভাগিনী অক্ষম নারীমাত্র; তোমার কথা শুনিয়া আমি মনে বড় বেদনা পাইলাম।"

আমি বলিলাম, "রেবেকা, তোমার হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, এরূপ কোন কথা ত আমি বলি নাই; তুমি যাহাতে অসুখী হও, এমন কাজ আমি কখনও করিব না। আমি তোমাকে ভালবাসি, এ কথা শুনিয়া তুমি কি দুঃখিত হইলে?"

রেবেকা বলিলেন, "তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ; আমাদের অবস্থা এখন যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে প্রেমের কথা স্বপ্নেও আমাদের মনে উদিত হওয়া উচিত নহে। মিঃ সেন, আমি পূর্ব্বেই তোমাকে সাবধান করিয়াছিলাম, তোমাকে এই পিশাচের সংস্রব ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; যদি সেই সময় তুমি আমার অনুরোধে কর্ণপাত করিতে, তাহা হইলে আজ তোমাকে এই মোহপাশে বন্দী হইতে হইত না।"

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "সুপবিত্র প্রেমকে যদি মোহ বলিতে চাও ত বল, আমি তাহাতে আপত্তি করিব না; কিন্তু আমি তাহা সকল সুখের আকর বলিয়া মনে করি। তোমাকে ভালবাসিয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্যও অনুতপ্ত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি নিরাপদ না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ছায়ার ন্যায় তোমার কাছে কাছে থাকিব, তোমাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইব না। সত্য বটে আমি বিদেশী, কিন্তু বিদেশীকে ভালবাসা কি তোমার পক্ষে অসম্ভব?"

রেবেকা বলিলেন, "সেন, তোমার আশা অপরিমিত, তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তোমাকে প্রতারিত করা আমার কর্ত্তব্য নহে; যদি সত্য কথা শুনিতে চাও, তাহা-হইলে বলিতেছি শুন, আমিও তোমাকে ভালবাসি; কিন্তু তথাপি আমি কোনও দিন তোমাকে উৎসাহ প্রদান করি নাই, কারণ আমি জানি এ প্রণয়ে সুখের আশা নাই, জীবনে আমাদের মিলন অসম্ভব। তাই বলিতেছি, আমার আশা ত্যাগ করিয়া তুমি চলিয়া যাও, আমার ন্যায় হতভাগিনীর সঙ্গে জীবনে কখনও যে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা চিরদিনের মত বিস্মৃত হও।"

আমি আবেগভরে বলিলাম, "না, কখনও নহে; তুমি আমাকে ভালবাস, এ কথা যখন জানিতে পারিয়াছি, তখন কোন কারণেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব না; এজন্য যদি শত সহস্র বিপদকে আলিঙ্গন করিতে হয়, প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে

হয়, তাহাতেও সম্মত আছি। তোমার জন্য সকল দুঃখ সকল বিপদ অকুণ্ঠিত চিত্তে সহ্য করিব, পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

রেবেকা গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "সকল আশা ফুরাইয়াছে সত্য, কিন্তু পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়াই এখনও বাঁচিয়া আছি, তিনি ভিন্ন অনাথার আর কে আছে?"

আমি রেবেকার আরও কাছে সরিয়া বসিলাম, বলিলাম, "রেবেকা, ভবিষ্যতে আমরা কি করিব, সে সম্বন্ধে আজ এখানেই একটা মীমাংসা করা যাউক। তুমি যখন আমাকে ভালবাস, তখন রা-তাইয়ের কবল হইতে উদ্ধার লাভের জন্য আমার সঙ্গে পলায়ন করিতে তোমার আপত্তি কি?"

রেবেকা বলিলেন, "প্রধান আপত্তি এই যে, আমার পলায়ন নিষ্ফল, সম্পূর্ণ নিষ্ফল; সে কথা ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু পলায়ন ভিন্ন আমাদের মিলনের ত অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না। তুমি দুই বার পলায়নের চেষ্টা করিয়াছ সে চেষ্টা সফল হয় নাই, তথাপি নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না; এবার আমার সঙ্গে চল, আমিও রা-তাইকে যত ভয় করি, তত ভয় বোধ হয় সয়তানকেও করি না। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই সে আমাকে অধিকতর মোহে আচ্ছন্ন করিতেছে, কিন্তু এখনও সময় আছে, এ সময় যদি তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে আর কখনও

পারিব না। এই অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা তোমার কল্পনা করিবারও শক্তি নাই।"

রা-মিসের মমির অদ্ভুত কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া আমার কঠিন পীড়া পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই রেবেকার গোচর করিলাম। সেই অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া রেবেকা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন; তাহার পর হতাশভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি?"

আমি বলিলাম, "পলায়ন করা ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য কিছুই নাই; ইহা যে বিশেষ কঠিন তাহাও বোধ হয় না; কারণ রা-তাই আমাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখে নাই; আমরা যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই যাইতে পারি; এমন কি, কিছুকাল আমাদিগকে দেখিতে না পাইলেও আমরা পলায়ন করিয়াছি বলিয়া সহসা তাহার সন্দেহ হইবে না; সেই অবসরে আমরা ট্রেণে চড়িয়া দূরদেশে প্রস্থান করিতে পারিব; তবে তুমি আমার উপর নির্ভর করিতে পারিবে কি না তাহা তুমিই বলিতে পার।"

রেবেকা বলিলেন, "তোমার উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি; কেবল আমার ভয়, রা-তাই হয় ত তাহার অলৌকিক শক্তি-বলে আমাদিগকে পুনর্ব্বার কর-কবলিত করিবে।"

আমি বলিলাম, "সে যাহাতে তাহা না পারে তাহার উপায় করিতে হইবে; আমরা অত্যন্ত সাবধান হইয়া চলিব; সে যেমন চতুর, তাহার দৃষ্টিশক্তি সেইরূপ তীক্ষ্ণ; সে যেন আমাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সন্দেহ করিতে না পারে। কাল অতি প্রত্যূষে

আমরা এখানে হইতে গোপনে বার্লিন যাত্রা করিব, পরন্তু এক সময় হাম্বার্গে উপস্থিত হইব, তাহার পর তিন দিনের মধ্যেই লণ্ডনে পলায়ন করিতে সমর্থ হইব। লণ্ডনে আমার সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী বন্ধুর অভাব নাই, তাঁহাদের আশ্রয়ে তোমাকে অনায়াসেই কিছু দিন লুকাইয়া রাখিতে পারিব। আমি তোমাকে বিবাহ করিব শুনিলে আমার ইংরাজ বন্ধুগণ সকলেই আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। আমাদের বিবাহের পর তোমার উপর রা-তাইয়ের কোন অধিকার থাকিবে না।”

এই পরামর্শ স্থির করিয়া হোটেলে প্রত্যাগমন করিলাম। রা-তাই আমাদিগকে দেখিয়া সহাস্যে বলিল, “তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমাদের পরিচিত এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আজ রাত্রে আমার ও রেবেকার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; আমাদের উভয়কেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে।”

আমি বলিলাম, সে ত সুখের কথা; আপনারা নিমন্ত্রণে যাইবেন, আমি সে সময়টা ঘুমাইয়া লইব। আজ আমরা নগর দেখিতে বাহির হইয়াছিলাম, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি।”

রা-তাই আমার মুখের উপর বক্র কটাক্ষ পাত করিয়া বলিল, “কেবল নগর দর্শন নহে,আজ তোমরা উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিয়াছ, তোমাদের মনের ভাব আমার অজ্ঞাত নহে।”

আমি সবিস্ময়ে রা-তাইয়ের মুখের দিকে চাহিলাম, অজ্ঞাত ভয়ে বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি বুঝিয়াছেন?”

রা-তাই হাসিয়া বলিল, "বুঝিয়াছি তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমার কথা শুনিয়া তুমি কুন্ঠিত হইতেছ কেন? রেবেকা যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, তাহাতে সে যে তোমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে? তোমরা যদি পরস্পরের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া থাক, তাহা আমি দোষের বিষয় মনে করি না। এতদিন তোমার সহিত একত্র বাস করিয়া আমি তোমার যে পরিচয় পাইয়াছি তাঁহাতে বুঝিয়াছি, তুমি রেবেকার অযোগ্য নহ; সেই জন্যই রেবেকার সহিত তোমাকে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতে দেখিয়া আমি কোন দিন তাহাতে আপত্তি করি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি তোমার বড়ই পক্ষপাতী; তোমরা দুই জন আমার দুই চক্ষুর মত, সুতরাং তোমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়া যদি সুখী হইয়া থাক, আমার পক্ষে তাহা আনন্দের কথা। আমার এই কথা শুনিয়াই তোমরা বুঝিতে পারিবে, আমাকে তোমরা যত মন্দ লোক মনে কর, আমি তত মন্দ লোক নহি। যদি তোমরা আমার অনুগত হইয়া থাক, বিনা প্রতিবাদে আমার সকল আদেশ পালন কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তোমাদের মিলনের কোনও বিঘ্ন ঘটিবে না।"

আমি বলিলাম, "আমরা কি কোনও দিন আপনার কোন আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছি? আপনার প্রতি কখনও কিছুমাত্র অসম্মান প্রকাশ করিয়াছি?"

রা-তাই বলিল, "না, তাহা কর নাই, কিন্তু যুবক যুবতীদের মন বড়ই চঞ্চল, তাহাদের বুদ্ধিও নিতান্ত তরল, সেইজন্যই মনে হয়—এ পর্য্যন্ত তোমরা যাহা কর নাই, বা করিতে সাহস কর নাই, তাহা

করিবার জন্য তোমরা হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিতে পার; এইজন্য আজ তোমাদিগকে সাবধান করিলাম।"

আমি বলিলাম, "বয়স একটু অধিক হইলে মানুষের সাবধানতার বৃদ্ধি হয়; যাহা হউক, আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়াছি; এবং দুই মাস কাল ক্রমাগত নানা দেশে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়াছি। এই দীর্ঘ পর্য্যটন আমার আর ভাল লাগিতেছে না, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে হইবে; যদি আপনি যাইতে না চান, তাহা হইলে আমি একাকীই যাইব।"

রা-তাই বলিল, "না তাহা হইবে না; তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, আমার কোনও কথায় আপত্তি করিবে না, তবে আবার আমাকে ছাড়িয়া একাকী ইংলণ্ডে চলিয়া যাইবার কথা কেন বলিতেছ? আমাকে ছাড়িয়া যাইলেও রেবেকাকে তুমি কিরূপে ছাড়িয়া যাইবে? ইহাই কি তোমার প্রেমের নিদর্শন? কিন্তু তুমি ভয় পাইও না, আমি এ অঞ্চলে আর অধিক দিন থাকিতেছি না; চারিদিকের যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে যত শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন করিতে পারা যায়, ততই মঙ্গলের বিষয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কথা শুনিয়া ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; আপনাকে ত কখনও কোন কারণে ভীত হইতে দেখি নাই; আপনি পর্য্যন্ত যখন ভয় পাইয়াছেন, তখন ব্যাপার বোধ হয় কিছু গুরুতর।"

রা-তাই গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাঁ ভয়ঙ্কর গুরুতর; সে কথা তোমরা

শোন নাই বুঝি? ভূমধ্যসাগরের অপর প্রান্তে ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইয়াছে; গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে এমন মহামারীর কথা কখনও শুনা যায় নাই। এই সংক্রামক ব্যাধি ক্রমে বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইতেছে; শুনিলাম, তুরস্কে ও বলকান রাজ্যে দারুণ জনক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে।"

আমি সভয়ে বলিলাম, "এ কথা ত পূর্ব্বে শুনি নাই, তবে মধ্যে এক দিন সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম বটে, পূর্ব্বাঞ্চলের কোন কোন স্থানে প্লেগ দেখা দিয়াছে; তাহা যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার এরূপ মনে হয় নাই।"

রা-তাই বলিল, "অতি ভয়ঙ্কর, আজকার দৈনিক কাগজ এখনও দেখা হয় নাই, একখানি কাগজ আনাইয়া দেখিতে হইতেছে নূতন কি খবর আছে।"

অবিলম্বে একটি ভৃত্য একখানি জর্ম্মান দৈনিক সংবাদ পত্র লইয়া আসিয়া তাহা রা-তাইয়ের হস্তে প্রদান করিল। আমি জর্ম্মান ভাষা জানিতাম না; সুতরাং রা-তাই তাহাতে প্লেগ-সম্বন্ধীয় টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম আমাকে বুঝাইয়া দিল। সেই টেলিগ্রামের মর্ম্ম এইরূপ;—"তুরস্ক রাজ্যে প্লেগের আক্রমণ প্রতিদিন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া তুরকীরা আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, প্লেগ ক্রমেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে। গত কল্য তুরস্কদেশে প্রায় এক হাজার লোক প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে শতকরা নব্বই জনেরও অধিক এক দিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে! রুষিয়া দেশেও প্লেগ প্রবেশ" করিয়াছে। ডাক্তারেরা এই রোগের নিদান স্থির করিয়া

উঠিতে পারেন নাই; তাঁহাদের সন্দেহ আসিয়া বা আফ্রিকা দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি।"

পাঠ শেষ করিয়া রা-তাই আমাকে বলিল, "আমার মনে হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যেই এই ভীষণ ব্যাধি সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হইবে; তাহা হইলে পৃথিবীতে মহা জনক্ষয় অনিবার্য্য। আমার যৌবন কালে একবার প্লেগের প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম; বিপদের কথা এই যে, বিশেষ সাবধানে থাকিলেও ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।"

আমি বলিলাম, "তথাপি সাবধানে থাকাই কর্ত্তব্য, প্লেগাক্রান্ত স্থান হইতে দূরে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

আর কোন কথা হইল না। আমি গোপনে রেবেকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলাম "প্রত্যূষে ছয়টার সময় একখানি ট্রেণ ড্রেস্‌ডেনে যায়, আমরা সেই ট্রেণেই যাত্রা করিব। কিন্তু আমরা সহরের কোনও ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিব না, ঘোড়ার গাড়ীতে কয়েক মাইল গিয়া সহরতলির কোনও ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিব; সুতরাং আমাদিগকে পাঁচটার পূর্ব্বেই যাত্রা করিতে হইবে। আজ রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তোমার ফিরিতে বিলম্ব হইবে, তত সকালে উঠিতে পারিবে ত?"

রেবেকা বলিলেন, "নিশ্চয়ই পারিব।"—তাহার পর তিনি রা-তাইয়ের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন, আমি আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলাম, কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রিশেষে হোটেলের দ্বিতলস্থ কক্ষ হইতে নামিয়া নীচের হলে আসিলাম, তখনও চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; হলে একটা ল্যাম্প মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহা সেই বিস্তীর্ণ কক্ষের অন্ধকার দূর করিতে পারে নাই। দেখিলাম একটি বৃদ্ধ প্রহরী হলের দ্বার-প্রান্তে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে, আমি তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "বিশেষ কাজে আমাকে এক বার গোপনে বাহিরে যাইতে হইতেছে, কথাটা যেন প্রকাশ না হয়।"—সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্তে একটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিলাম; ইতিমধ্যে রেবেকা তাঁহার বেহালাটি লইয়া দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিলেন। পূর্ব্বেই এক জন কোচম্যানকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, 'সে প্রত্যূষে পাঁচটার সময় হোটেলের দরজায় গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইবে। তখন আমরা উভয়ে সেই গাড়ীতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। ছয়টা বাজি-বার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই আমরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ধরা পড়িবার ভয়ে মন বড় অস্থির হইয়াছিল, ট্রেণ আসিলে গাড়ীতে উঠিয়া দুর্ভাবনা অনেকটা দূর হইল; কিন্তু আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও রেবেকার মন প্রফুল্ল করিতে পারিলাম না, কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

ড্রেস্‌ডেন্ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একখানি বার্লিনগামী

ট্রেণ প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং ড্রেস্‌ডেনে বিলম্ব না করিয়া সেই ট্রেণেই বার্লিন যাত্রা করিলাম। দ্বাদশ ঘণ্টার পর সেই দিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমরা বার্লিন নগরে পদার্পণ করিলাম।

ট্রেণ হইতে নামিয়া রেবেকা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোথায় যাওয়া যায় ?"

আমি বলিলাম, আপাততঃ একটা হোটেলে গিয়া কিছু আহার করা আবশ্যক।"

রেবেকা বলিলেন, "বার্লিনে আমি অনেকবার আসিয়াছি, চল একটা পরিচিত হোটেলে তোমাকে লইয়া যাই।"

ষ্টেশনের বাহিরে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা হোটেলে চলিলাম। চলিতে চলিতে রেবেকা বলিলেন, "এই হোটেল-ওয়ালার সহিত আমার পরিচয় আছে, রা-তাইয়ের সঙ্গে আসিয়া কয়েক বার এই হোটেলে উঠিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে সেখানে গিয়া কাজ নাই ; রা-তাই আমাদের সন্ধানে এই হোটেলে উপস্থিত হইলে হোটেলওয়ালার কাছে সকল কথা জানিতে পারিবে।"

রেবেকা বলিলেন, "না, সে ভয় নাই, আমি হোটেলওয়ালাকে নিষেধ করিলে রা-তাইয়ের নিকটে সে কোনও কথা প্রকাশ করিবে না।"

আমরা হোটেলের আফিস-ঘরে উপস্থিত হইলে রেবেকা একটি সুবেশধারী দ্বারবানকে বলিলেন, "তোমার মনিবকে আমার সেলাম জানাও।"

দারবানটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। অল্প-ক্ষণ পরে প্রায় পাঁচ হাত লম্বা একটি প্রৌঢ় জর্ম্মান সেই আফিস-ঘরে উপস্থিত হইল, তাহার পায়ে কার্পেটের চটি, মাথায় একটি লাল টুপি, এবং মুখে তামাকের সুদীর্ঘ পাইপ; আগন্তুকের মুখ-খানি সুগোল, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত তাহার দাড়ী-গোঁপ কামানো।

বুঝিলাম, এই লোকটিই হোটেলের মালিক। হোটেলওয়ালা চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল।

রেবেকা কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সহাস্যবদনে তাহাকে বলিলেন, "পিটার, তুমি কি এত শীঘ্র আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?"

হোটেলওয়ালা রেবেকাকে অভিবাদন করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন? প্রথমে আপনাকে দেখিতে পাই নাই, আমার কসুর মাফ করিবেন।"—তাহার পর সে সভয়ে ইতস্ততঃ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, মিঃ রা-তাইকে দেখিতেছি না কেন?"

রেবেকা বলিলেন, "না, এবার তিনি আমার সঙ্গে আসেন নাই।"—তাহার পর নিম্নস্বরে বলিলেন, "পিটার, তোমাকে সত্য কথা বলিতে বাধা নাই, আমি তাঁহারই ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি।"

পিটার খুসী হইয়া বলিল, "সত্য না কি? আপনার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম; যাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার মত জোয়ানের অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিতে থাকে, তাঁহার সঙ্গে আপনি এত কাল যে

কি করিয়া বাস করিলেন, তাহা ভাবিয়া পাই না; যাহা হউক, এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

রেবেকা বলিলেন, "দেখ পিটার, আমরা পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়াছি, ক্ষুধারও অভাব নাই; কিছু আহার ও একটু আশ্রয় চাই, আর যদি রা-তাই আমাদের সন্ধানে এখানে আসে, তাহা হইলে আমরা এখানে আসিয়াছিলাম এ কথা প্রকাশ করিও না।"

পিটার বলিল, "এ অতি সামান্য কথা, আপনি নিশ্চিন্ত হউন; আমি আপনাদের জন্য দুইটি নির্জ্জন কক্ষ ঠিক করিয়া দিতেছি; খানাও শীঘ্র প্রস্তুত হইবে।"

রেবেকা হাসিয়া বলিলেন, "পিটার, এই অনুগ্রহের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

পিটার বলিল, "এমন কথা বলিবেন না, আপনার ধন্যবাদে আমার আবশ্যক নাই, তবে এক বার আপনার বেহালা শুনিতে চাই বটে; এমন বেহালা আর কখনও শুনি নাই, রা-তাইয়ের নিকট হইতে পলাইয়া আসিবার সময় বেহালাখানি ভুলিয়া আসেন নাই দেখিতেছি; এখন চলুন বিশ্রাম করিবেন।"

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই একটি নির্জ্জন কক্ষে আমাদের দুই জনের উপযুক্ত ভোজ্য দ্রব্য আনীত হইল। পিটার স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আমাদের পরিবেশনের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে রেবেকা বলিলেন, "পিটার, তোমার সঙ্গে আমার এই সঙ্গী ভদ্রলোকটির এখনও পরিচয় হয় নাই, উনি হিন্দুস্থানের লোক,

উঁহার নাম মিঃ সেন, উঁহার সহিত শীঘ্রই আমার বিবাহ হইবে।”

রেবেকার কথা শুনিয়া পিটার এক বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “আপনি জানেন আমার বিদ্যাবুদ্ধি অতি সামান্য; কখনও ভূগোল পড়ি নাই, হিন্দুস্থানটা ইউরোপের কোথায় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হয় অনেক দূরে; আইস্‌ল্যাণ্ড বা নিউজিল্যাণ্ডের কাছাকাছি হইবে।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “না, হিন্দুস্থান ইউরোপের বাহিরে এসিয়ায়, কিন্তু ইংরাজ সেখানকার রাজা।”

পিটার আমার কথা শুনিয়া বোধ হয় কিছু কৌতূহল অনুভব করিল, জিজ্ঞাসা করিল, “ইংরাজের রাজ্য! এখান হইতে সেখানে যাইতে কয় ঘণ্টা লাগে?”

তাহার কথা শুনিয়া আমার হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইল; কিন্তু পাছে সে অপদস্থ হয়, এই ভয়ে অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিলাম, বলিলাম, “এখান হইতে আমাদের দেশে যাইতে আঠার বিশ দিন লাগে।”

আমার কথা শুনিয়া বেচারা যেন আকাশ হইতে পড়িল, হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, “বুঝিয়াছি সে স্থান ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের অন্য পারে; সেখানে বোধ করি ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়! যাহাই হউক, পৃথিবীতে আপনার মত সুখী আর কেহই নাই; মিস্

রেবেকাকে বিবাহ করিয়া আপনি দিবারাত্রি পেট ভরিয়া বেহালা শুনিবেন, আহার নিদ্রার অবসর থাকিবে না। কিন্তু আমি বাজে কথায় আপনাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইব না; আপনারা পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আপনাদের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতে বলিয়া আসি।"

পিটার প্রস্থান করিলে আমি রেবেকাকে বলিলাম, "দীর্ঘপথ ভ্রমণে তুমি বোধ হয় বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছ।"

রেবেকা বলিলেন, "দেশে দেশে ভ্রমণই যাহার কাজ, রেল-পথে দুইএক দিন চলিয়া তাহার বিশেষ পরিশ্রম হয় না; তোমার এরূপ অনুমান করিবার কারণ কি?"

আমি বলিলাম, "বার্লিনে আমরা বোধ হয় নিরাপদ নহি; আমরা যে পলাইয়াছি, রা-তাই এতক্ষণ তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছে, সম্ভবতঃ এতক্ষণ সে প্রেগ হইতে ড্রেস্‌ডেনে যাত্রা করিয়াছে; আমরা এখানে অধিক বিলম্ব করিলে, সে এখানে আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে পারে।"

রেবেকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন কি করিতে চাও?"

আমি বলিলাম, "তুমি যদি বিশেষ পরিশ্রান্ত না হইয়া থাক, তাহা হইলে এখানে অধিক বিলম্ব না করিয়া কাল্ সকালে সাতটার ট্রেণেই উইটেন্‌বার্গে যাইতে চাহি; তাহার পর আমরা হাম্‌বার্গে যাইব, সেখান হইতে কোনও জাহাজে লণ্ডনে যাত্রা করা যাইবে। রা-তাই আমাদের সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই আমরা জাহাজে উঠিতে পারিব।"

আমাদের কথা শেষ হইলে পিটার সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনাদের শয্যা প্রস্তুত।"

রেবেকা বলিলেন, "আমরা প্রত্যূষে এখান হইতে চলিয়া যাইব, আমাদের আহার ও ঘরভাড়া বাবদ তোমার যাহা প্রাপ্য হইয়াছে তাহা এখনই লইয়া রাখ।"

পিটার বলিল, "আপনি এ কথা বলিবেন না, আপনার নিকট আমি কিছুই লইব না; এত দিন পরে যে আপনার দেখা পাইলাম ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি হোটেল করি বটে, কিন্তু আমারও হৃদয় আছে; আজ অতিথি-সৎকার করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম; যদি আমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চান, তবে দয়া করিয়া একটু বেহালা শুনান।"

আমি বলিলাম, "উঁহার নিকট কিছু না লও, আমার কাছে খানার দাম লও, না লইলে তুমি বেহালা শুনিতে পাইবে না।"—আমি পিটারের হস্তে কয়েকটি টাকা দিলাম।

টাকা কয়টি লইয়া পিটার ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "এ টাকা আমি হোটেলের তহবিলে জমা করিব না, আমার পাচকদের বকশিশ দিব। মিস্ কোহেনের সহিত যখন আপনার বিবাহ স্থির হইয়াছে, তখন আপনিও আমার বন্ধু, বন্ধুর নিকট কিছু লওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না, কেবল দায়ে পড়িয়াই লইলাম।"

দেখিলাম, পিটার সাধারণ হোটেলওয়ালার মত নহে, লোকটি বেশ সরল-হৃদয় ও রসিক, গীতবাদ্যে তাহার অত্যন্ত অনুরাগ। বেহালা শুনিবার আশায় সে দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া

তাল গাছের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইল। রেবেকা বুঝিলেন, সে একটু বেহালা না শুনিয়া সেখান হইতে নড়িবে না, অগত্যা তাঁহাকে দুইটা গৎ বাজাইতে হইল। রেবেকার বেহালা আমি অনেক বার শুনিয়াছি; প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, সকল সময়েই শুনিয়াছি; কিন্তু কখনও তাহা পুরাতন হইল না, আমার কর্ণে চিরদিনই তাহা নূতন; আমি স্থান, কাল, সঙ্কটজনক অবস্থা, সমস্তই ভুলিয়া তদ্গতচিত্তে সেই সুধাময় মোহন সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলাম। পিটার বেহালা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া বেহালার তালে তালে মাথা নাড়িতে লাগিল, অবশেষে সে ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া দুই হাত তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল! বাদ্য শেষ হইলে পিটার নৃত্য বন্ধ করিয়া বলিল, "এমন আর কখনও শুনিব না, বহুদিন পরে আজ একটু আনন্দ লাভ করা গেল।"

এক ঘুমেই রাত্রি কাটিয়া গেল, প্রভাতে উঠিয়া এক এক পেয়ালা চা খাইয়া আমরা ষ্টেসনে চলিলাম।

ডাকগাড়ীতে যথা সময়ে আমরা উইটেনবার্গে উপস্থিত হইলাম, সেখানে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র ক্রয় করিয়া রেবেকাকে তাহা পাঠ করিতে দিলাম; তাহা পাঠ করিতে করিতে রেবেকার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আমি তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ তোমার মুখ এমন গম্ভীর হইয়া উঠিল কেন, রেবেকা?"

রেবেকা কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "ভয়ানক দুঃসংবাদ! টেলিগ্রামে দেখিতেছি, তুরস্ক দেশে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে

সহস্রাধিক লোক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে ; প্লেগের আক্রমণ ওডেসা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে ! পরবর্ত্তী টেলিগ্রামে দেখিতেছি, ভিয়েনা নগরেও প্লেগ দেখা দিয়াছে। সে দিন রাত্রে যে সম্ভ্রান্ত বন্ধুর গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি পর্য্যন্ত প্লেগে শয্যাগত !"

আমি বলিলাম, "অতি দুঃসংবাদ ! অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, কয়েক দিনের মধ্যেই অষ্ট্রীয়ার ঘরে ঘরে প্লেগ ছড়াইয়া পড়িবে, প্রেগে যখন প্লেগ দেখা দিয়াছে, তখন রা-তাই সেখানে আর এক ঘণ্টাও থাকিবে না ; সে এই দিকে আসিয়া পড়িলেই আমাদের বিপদ।"

রেবেকা বলিলেন, "কিন্তু সে এদিকে আসিতে আসিতে আমরা জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডের কাছাকাছি উপস্থিত হইতে পারিব ; তবে রা-তাইকে বিশ্বাস নাই, ইচ্ছা করিলে সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে।"

আমি বলিলাম, "এখন সে কথা ভাবিয়া আর ফল কি ? পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি চিরদিন বিমুখ থাকিবেন এরূপ মনে হয় না। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া আমাদের বিবাহটা যাহাতে তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায় তাহা করিতেই হইবে ; কিন্তু তুমি মধ্যে মধ্যে এমন অন্যমনস্ক হইতেছ কেন ?"

রেবেকা বলিলেন, "সে কথা আমি তোমাকে ঠিক বুঝাইতে পারিব না, বার্লিন ত্যাগের পর হইতেই কে যেন পশ্চাৎ হইতে আমাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতেছে, কোন অজ্ঞাত কারণে আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, কোনও প্রকারে আমি মন সংযত করিতে পারিতেছি না।"

আমি ববিলাম, "জাহাজে না উঠিলে আর তোমার মন নিরুদ্বেগ হইবে না; কল্য এতক্ষণ বোধ হয় আমরা সমুদ্রে ভাসিব।"

উইটেনবার্গে আমাদিগকে অধিক কাল প্রতীক্ষা করিতে হইল না। আহারাদি শেষ করিয়া বেলা নয়টার পূর্ব্বেই হামবার্গে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু রেবেকার অবস্থা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইলাম; তাঁহার প্রফুল্লতা উৎসাহ ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল; তাঁহার মুখ মলিন ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে তাঁহার বসিয়া থাকিতেও কষ্ট হইল।

আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "রেবেকা, তোমার অসুখ হইয়াছে কি?"

রেবেকা বলিলেন, "আমার শরীর বড় ভাল নাই, মাথা অত্যন্ত ঘুরিতেছে, বোধ হয় দীর্ঘ পথভ্রমণেই এরূপ হইয়াছে, মনের উৎসাহে প্রথম পথের কষ্ট বুঝিতে পারি নাই, যাহা-হউক, তুমি আমার জন্য চিন্তিত হইও না, কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইলেই বোধ হয় সুস্থ হইতে পারিব।"

রেবেকার কথা শুনিয়া মনে বড় ভরসা পাইলাম না, পথ শ্রমে তিনি যে এত কাতর হইয়াছেন ইহা বিশ্বাস হইল না। যাহা হউক, হামবর্গ-ষ্টেশনে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া কন্টিনেণ্টাল-হোটেলে উপস্থিত হইলাম। হোটেলে পদার্পণ করিয়াই রেবেকার আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, কিছু আহার না করিয়াই তিনি একটি কক্ষে শয়ন করিলেন;

আমি আহারাদি শেষ করিয়া জাহাজের সন্ধানে ষ্টীমার আফিসে চলিলাম।

ষ্টীমার আফিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে বিন্দুমাত্র শৃঙ্খলা নাই; প্রকাণ্ড আফিস যেন শূন্য পড়িয়া আছে, কোন দিকে লোকজনের সাড়া-শব্দ নাই, আফিসের ভিতরে কেরাণীদের চেয়ার খালি ও চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, যেন কোন কারণে আফিস বন্ধ হইয়া গিয়াছে!

ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি টিকিট-ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম, দুই জন কেরাণী মাথায় হাত দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে; আমি এক জনকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আপনাদের কোনও জাহাজ আজ ইংলণ্ডে যাইবে কি?"

কেরাণীটি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন, মহাশয়? এ দেশ হইতে ইংলণ্ডে জাহাজ যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, এ কথা কি আপনি শুনেন নাই?"

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! ইংলণ্ডে জাহাজ না যাইবার কারণ কি? যাহা হউক, আমি বলিলাম, "মহাশয় আমি এ সহরে ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে আসিয়াছি, ব্যাপার কি কিছুই জানি না; কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, আজ আমাকে ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেই হইবে।"

কেরাণীটি বলিল, "আজ এই নগরে প্লেগ দেখা দিয়াছে, বার্লিন নগরে শত শত ব্যক্তি প্লেগে শয্যাগত হইয়াছে, সেইজন্য এখানকার

ব্রিটিশ কন্সল সংবাদ দিয়াছেন জর্ম্মনীর কোন জাহাজ দ্বিতীয় আদেশ না পাইলে ইংলণ্ডের কোনও বন্দরে যাইতে পারিবে না; শুনিলাম ফ্রান্স দেশেও এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি ইংলণ্ডে যাইতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না।"

আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলাম, "কিন্তু আমায় যে অবিলম্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হওয়া চাই; আজ নিতান্ত না হয়, কল্য যাইতেই হইবে।"

কেরাণীটি বলিল, "তাহা হইলে আপনাকে উড়িয়া যাইতে হইবে, অন্য উপায় নাই; এখান হইতে কবে জাহাজ ছাড়িবে তাহা বলিতে পারি না।"

আমি হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি লণ্ডনে যাইবার কোনও উপায় নাই?"

কেরাণী বলিল, "উড়িয়া যাওয়া ভিন্ন কোনও উপায় দেখিতেছি না, কিন্তু দুঃখের বিষয় মনুষ্যের উড়িবার যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, তবে পরীক্ষা চলিতেছে বটে। এখন কোন জাহাজেরই ইংলণ্ডের সীমায় যাইবার উপায় নাই; সুবিধা থাকিলে আমরাও ইংলণ্ডে পলায়ন করিতাম, সে পথ বন্ধ বলিয়াই চুপ করিয়া এখানে বসিয়া আছি।"

আমি হতাশ হৃদয়ে হোটেলে ফিরিলাম, এখানে যদি আমাদের কয়েক দিন বিলম্ব হয় তাহা হইলে রা-তাই আমাদের সন্ধানে নিশ্চয়ই এখানে উপস্থিত হইবে, কিরূপে তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিব স্থির করিতে পারিলাম না। আরও একটি

গুরুতর আশঙ্কা ছিল; হোটেলে আসিয়াই রেবেকা অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার এই অসুস্থতা যদি প্লেগের পূর্ব্বলক্ষণ হয়, তবে তাহাকে লইয়া কি করিব, কোথায় যাইব?—আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম; অত্যন্ত ব্যস্তভাবে হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়া রেবেকার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার শরীরের অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি অনেকটা ভাল আছেন, কিছু কাল বিশ্রাম করিলে শরীর সুস্থ হইতে পারে।

অল্পক্ষণ পরে হোটেলের ম্যানেজারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। এই স্থান ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইবার কোনও উপায় আছে কি না তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আপনারা অতি দুঃসময়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন, এখানেও প্লেগ দেখা দিয়াছে; প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের এক জন ডাক্তারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার মুখে শুনিলাম, দুই ঘণ্টার মধ্যে দশ বার জন লোক এই সহরে প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে। সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, তুরস্কে ও রুষিয়ায় প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু হইতেছে; ভিয়েনা নগরে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে; ড্রেসডেন ও বার্লিন নগরের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়; ফ্রান্স দেশ ভাল ছিল, কিন্তু সেখান হইতেও প্লেগের আক্রমণ সংবাদ আসিয়াছে। কেবল সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী ইংলণ্ডে এখনও প্লেগ প্রবেশ করে নাই; তবে ইউরোপের আর সর্ব্বত্র যখন এই ভীষণ

ব্যাধি বিস্তৃত হইয়াছে, তখন ইংলণ্ড যে দীর্ঘকাল ইহার আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিবে এরূপ অনুমান হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ-পুরুষগণ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, প্লেগাক্রান্ত দেশের কোনও জাহাজ ইংলণ্ডের কোন বন্দরে যাইতে পারিতেছে না। আপনারা ত বিদেশী লোক, কোন উপায় এদেশ ছাড়িতে পারিলেই আপনারা নিরাপদ হইবেন; আমাদের বিপদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আমরা কোথায় পলাইব?"

"আমাদের সকলেরই সমান বিপদ" এই বলিয়া আমি পুনর্ব্বার রেবেকার কক্ষে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম সে উঠিয়া বাতায়নের কাছে বসিয়া আছে, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া আমার আতঙ্ক শতগুণ বর্দ্ধিত হইল; আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবেকা, তোমার অসুখ কি বাড়িয়াছে?"

রেবেকা অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আস্তে কথা বল, দেখিতেছ না রা তাই আসিতেছে?"

দেখিলাম রেবেকার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, সুন্দর মুখখানিতে কালি পড়িয়া গিয়াছে; তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, রা-তাই আসিতেছে, আর আমাদের পলাইবার উপায় নাই; আমি দেখিতেছি, সে হোটেলের সম্মুখে আসিয়াছে।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া রেবেকা পুনর্ব্বার বলিলেন, "এই বার রা-তাই হোটেলে প্রবেশ করিল!"

আবার একটু থামিয়া রেবেকা বলিলেন, "রা-তাই আমাদের এই

ঘরে আসিতেছে, আর রক্ষা নাই!”—সহসা সেই কক্ষের দ্বারে কে ধাক্কা দিল,- সঙ্গে সঙ্গে রেবেকার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিলাম, তাহার পর মস্তক ফিরাইয়া দ্বারের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম রা-তাই লাঠিতে ভর দিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় আমাদের অদূরে দণ্ডায়মান!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আমি প্রায় দুই মিনিট কাল মূর্চ্ছিতা রেবেকাকে ধরিয়া স্তম্ভিতভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলাম; আমার পদদ্বয় যেন মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল, রা-তাইকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না; রা-তাই অচঞ্চল দৃষ্টিতে নির্ব্বাকভাবে কিছু কাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন আমার মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করি, এরূপ আমার শক্তি নাই।

রা-তাই প্রায় দুই মিনিট পরে আমাকে বলিল, "মিঃ সেন, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় অত্যন্ত খুসী হইলাম; তুমি আমার অতিথি হইয়া আমার পালিতা কন্যাকে অপহরণ পূর্ব্বক যে ভাবে পলাইয়া আসিয়াছ, এরূপ পলায়ন সকলের সাধ্য নহে, সকলে এ ভাবে আতিথ্যের মর্য্যাদাও রাখিতে পারে না; তুমি পূর্ব্ব-দেশের লোক, কিন্তু তোমার সাহসে ইউরোপের লোকও লজ্জা পাইতে পারে! ইউরোপেও অনেক যুবক সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবতীদের ফুঁসলাইয়া কুলের বাহির করে বটে, কিন্তু ইউরোপে তোমার তুলনা মিলিবে না। যাহা হউক, এ বৃদ্ধকে তুমি ফাঁকি দিতে পার নাই; তোমার মনের ভাব আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, সেই জন্য সাবধানও হইয়াছিলাম। তোমরা ভাবিয়াছিলে, আমি তোমাদের

অণুসরণ করিবার পূর্ব্বেই তোমরা সাগরলঙ্ঘন করিবে, আর আমি তোমাদের ধরিতে পারিব না; কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছ, লম্ফ প্রদান না করিলে সাগরলঙ্ঘনের উপায় নাই!"

আমি কঠোর স্বরে বলিলাম, "মহাশয়, দেখিতেছেন না রেবেকার জীবনসংশয় উপস্থিত, আপাততঃ বক্তৃতা বন্ধ করিয়া যেরূপে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয় তাহাই করুন।"

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ এক লম্ফে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বলিতেছ কি? কি হইয়াছে দেখি।"

রা-তাই রেবেকাকে ধরিয়া তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ অতি সাবধানে কোচের উপর রাখিল, তাহার পর এক মিনিট কাল তাঁহার ধমনীর বেগ পরীক্ষা করিল।

রা-তাই হঠাৎ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তুমি অতি নির্ব্বোধ, তোমার দোষেই এই বিপদ উপস্থিত; রেবেকার কি অসুখ তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই?"

আমি জড়িত স্বরে বলিলাম, "না, কি হইয়াছে?"

রা-তাই বলিল, "প্লেগ! তুমি আমার অজ্ঞাতসারে রেবেকাকে লইয়া এভাবে পলাইয়া না আসিলে কখনই এ বিপদ ঘটিত না; রেবেকার যদি মৃত্যু হয়, তবে সে জন্য তুমিই দায়ী।"

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল, আমার শ্রবণ বিবরে যেন প্রলয়ের ঝটিকার শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল; আমি ব্যাকুলভাবে বলিলাম, "এখন উপায়

কি? আপনি রেবেকাকে রক্ষা করুন; আমি জানি আপনার সে শক্তি আছে; আপনি রেবেকার প্রাণদান করিলে আমি চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব, কখনও আপনার অবাধ্য হইব না।"

রা-তাই বলিল, "এই ভীষণ রোগের একটিমাত্র ঔষধ আছে; সেই ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন প্লেগের অন্য চিকিৎসা নাই, কিন্তু রোগাক্রান্ত হইবার অল্পকাল পরেই সেই ঔষধ উদরস্থ হওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহার প্রয়োগ নিষ্ফল। ঔষধটী আমার সঙ্গে নাই,এখানকার কোনও ডিসপেন্সারিতে পাওয়া যাইবে কি না জানি না; যাহা হউক, আমি প্রেস্‌ক্রপসন্‌ লিখিয়া দিতেছি, যেখান হইতে পার ঔষধটা সংগ্রহ করিয়া আন।"

রা-তাই তাড়াতাড়ি প্রেস্‌ক্রপসন্‌ লিখিয়া তাহা আমাকে দিল, বলিল, "এক ঘণ্টার মধ্যে ঔষধ আনিতে না পারিলে সে ঔষধে কোনও ফল হইবে না, ইহা স্মরণ রাখিও।"

আমি বলিলাম, "আমি আধ ঘণ্টা মধ্যে ঔষধ লইয়া ফিরিতেছি।"

আমি হোটেল হইতে নামিয়া ঔষধের সন্ধানে ছুটিলাম; সৌভাগ্যক্রমে সেই রাস্তাতেই একটী ঔষধালয় ছিল, আমি তাড়াতাড়ি সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া কম্পাউণ্ডারকে প্রেস্‌ক্রপসন্‌খানি দিলাম; কম্পাউণ্ডার প্রেস্‌ক্রপসন্‌খানি হাতে লইয়া এক বার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তারপর চোখে চসমা আঁটিয়া প্রেস্‌ক্রপসন্‌খানি দুই তিন বার পড়িল; শেষে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনাকে ঔষধ দিতে পারিব না, এই প্রেস্‌ক্রপসনের দুইটী ঔষধ আমাদের

এখানে নাই, আর কোনও ডিসপেন্‌সারিতে পাইবেন কি না, ঠিক বলিতে পারি না।”

আমি কম্পাউণ্ডারের হাত হইতে প্রেসক্রুপসন্‌খানি টানিয়া লইয়া আবার পথে ছুটিলাম, কিন্তু সে পথে দ্বিতীয় ডিস্‌পেন্সারি ছিল না; ঘুরিতে ঘুরিতে অন্য একটা পথে গিয়া আর একটি ঔষধালয় দেখিতে পাইলাম, তাহার দ্বারদেশে ইংরাজী ফরাসী ও জর্ম্মন ভাষায় সাইন-বোর্ড লেখা ছিল, সেখানে একটি স্থূলকায় ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার হস্তে প্রেসক্রুপসন্‌খানি দিলাম, সে ঔষধের নামগুলি পাঠ করিয়াই তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ করিল, বলিল, “আপনার ঔষধ এখানে মিলিবে না, ইহার মধ্যে দুইটি ঔষধ আমার এখানে নাই; এমন কি, একটির নাম পর্য্যন্তও শুনি নাই!”

আমি আর মুহূর্ত্তকাল সেখানে প্রতীক্ষা না করিয়া প্রেসক্রুপ-সন লইয়া আবার ছুটিলাম। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, বিশ মিনিট কাল অনর্থক কাটিয়া গিয়াছে; যদি আর চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ঔষধ লইয়া ফিরিতে না পারি, তাহা হইলে রেবেকার জীবন রক্ষা অসম্ভব হইবে।—আমি দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া চলিলাম।

নিকটে আর কোনও ডিসপেন্‌সারি আছে কি না, তাহা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? সকালে যে ষ্টীমার-আফিসে গিয়াছিলাম, সেই আফিসের সম্মুখে আসিয়া, যদি সেখানে কাহারও সাক্ষাৎ পাই ভাবিয়া, ষ্টীমার-আফিসে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম এক জনমাত্র

কেরাণী সেখানে বসিয়া আছে; সে দুই-একটী কথা বলিবামাত্র বুঝিলাম, সে অত্যন্ত মাতাল হইয়াছে; কিন্তু সে আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল, এবং আমাকে বলিল, "আপনি যে আবার আসিয়াছেন? ইংলণ্ডে উড়িয়া যাইতে পারেন নাই বুঝি? আমি অন্ধ হই নাই, মাতালও নহি, কিন্তু আপনি বোধ হয় মনে করিতেছেন আমি খুব মাতাল হইয়াছি; আপনার মত ভদ্রলোকর এরূপ মনে করা বড় অন্যায়।"—তারপর সে বিকৃত স্বরে জর্ম্মন ভাষায় একটা প্রেমের গান ধরিল, এবং চেয়ার হইতে উঠিয়া টলিতে টলিতে আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বিদেশী বঁধু, একটু মদ খাবে? এই দেখ এখনও আধ বোতল আমার কাছে আছে!"—সে বোতলটা আমার মুখের কাছে লইয়া আসিল।

আমি বলিলাম, "বোতল রাখ, এখনই আমাকে একটা ডিস্‌পেনসারিতে যাইতে হইবে। ভাল ডিস্‌পেন্‌সারি নিকটে কোথায় আছে জান?"

মাতাল টেবিলের উপর বোতলটা রাখিয়া একটি ডিস্‌পেন্‌সারির সন্ধান বলিয়া দিল। শুনিলাম, সেই ডিস্‌পেন্‌সারির মালিকের নাম ডিট্‌মার। মাতালের নির্দ্দেশানুসারে আমি ডিট্‌মারের ডিস্‌পেন্‌সারির দিকে ছুটিলাম, এবং পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে ডিট্‌মারের দোকানে প্রবেশ করিয়া দ্বারের নিকট একটি বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলাম; লোকটিকে দেখিয়াই মনে হইল তিনি ডাক্তার। তিনি আমার নিকট হইতে প্রেস্‌ক্রপসন্‌খানি লইয়া তাহার উপর চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "ঔষধ পাইতে আপনার কিছু বিলম্ব হইবে; এই প্রেস্‌-

কুপ্‌সনের দুইটি ঔষধ বড়ই দুষ্প্রাপ্য, সকলে তাহা রাখে না, আমার এখানেও নাই।”

আমি বলিলাম, “এই ঔষধের উপর রোগীর জীবন নির্ভর করিতেছে; যদি এখানে এই ঔষধ না থাকে, তাহা হইলে কোথায় পাইব বলুন, আমার আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবার উপায় নাই।”

বৃদ্ধ বলিলেন, “আপনি চেষ্টা করিয়া যে এই ঔষধ দুটি মিলাইতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না, সমস্ত দিন সহরে ঘুরিলেও আপনার কৃতকার্য্য হইবার আশা অল্প; আমার একটি বন্ধু নূতন ডাক্তার হইয়াছেন, দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখা তাঁহার একটা বাতিক; আপনি বসুন, তাঁহার কাছে একবার সন্ধান করিয়া আসি।”

বৃদ্ধ আমাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই দোকান হইতে দ্রুত নামিয়া চলিলেন, আমি সেই ডিস্‌পেন্‌সারির বারান্দায় অধীর ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এক এক মিনিট এক এক ঘণ্টার মত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল, ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, এক ঘণ্টার আর দশ মিনিটমাত্র বাকি আছে!—এই দশ মিনিটের মধ্যে রেবেকাকে ঔষধ সেবন করাইতে না পারিলে তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে!

তিন মিনিট মধ্যে বৃদ্ধ ব্যস্তভাবে দুইটি বোতল লইয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে প্রত্যাগমন করিলেন; আমাকে বোতল দুটি দেখাইয়া বলিলেন, “সমস্ত হামবার্গ খুঁজিলেও আপনি ইহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন না।”

বৃদ্ধ আমার ধন্যবাদের অপেক্ষা না করিয়াই তাড়াতাড়ি ঔষধ

প্রস্তুত করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসক্রুপসন্‌খানিও ফেরত দিলেন; আমি তাহা লইয়া আমার পকেট হইতে সোণার ঘড়িটী বাহির করিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলাম, বলিলাম, "আপনি আমার যে মহা উপকার করিলেন তাহার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

বৃদ্ধ অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমি পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম, এবং তৎক্ষণাৎ এক খানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে হোটেলে চলিলাম। তখন এক ঘণ্টা পূর্ণ হইতে যৎসামান্য বিলম্ব ছিল।

হোটেলে উপস্থিত হইয়া আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে রেবেকার কক্ষে প্রবেশ করিলাম; রা-তাই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ঔষধ পাইয়াছ কি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ পাইয়াছি, বহুকষ্টে পাইয়াছি।"

রা-তাই ঔষধের শিশি হাতে লইয়া বলিল, "আর পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইলে ঔষধ আনা-না-আনা সমান হইত; এখন আমাদিগকে খুব সাবধানে থাকিতে হইবে। কথাটা অত্যন্ত গোপনে রাখিতে হইবে; এখানে প্লেগের রোগী আছে, এ কথা প্রকাশ হইলেই সর্ব্বনাশ! রেবেকাকে তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক হাসপাতালে লইয়া যাইবে, হাসপাতালে কোনরূপেই তাহার প্রাণরক্ষা হইবে না। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য্য।—এই ঔষধ সেবনে যদি ফল হয়, তাহা হইলে এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার নিদ্রা আসিবে।"

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "আপনি এখনও কথা কহিতেছেন? আগে ঔষধটা খাওয়াইয়া তাহার পর আপনার যাহা বলিবার থাকে বলিবেন।"

আমাকে কক্ষান্তরে যাইতে বলিয়া রা-তাই রেবেকার কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর রা-তাই সেই কক্ষ হইতে বাহির হইলে, আমি তাহাকে অধীরভাবে রেবেকার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

রা-তাই বলিল, "আর ভয় নাই, কিন্তু এমন রোগে মানুষ প্রায়ই বাঁচে না; ঠিক সময়ে আমি এখানে আসিয়া না পড়িলে তুমি রেবেকাকে কোনও মতে বাঁচাইতে পারিতে না।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আমিও বোধ হয় বাঁচিতাম না। রোগেই হউক আর শোকেই হউক, আমার মৃত্যু হইত।"

রা-তাই হাসিয়া বলিল, "তোমার মত দুর্ব্বলপ্রকৃতির লোক কথায় কথায় মরে; যেমন অল্পে মরে, সেইরূপ অল্পেই বাঁচে! যাহা হউক, আশা করি তুমি এবার যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছ, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার সঙ্গে চালাকি করিতে যাইও না; তাহা হইলে ইহা অপেক্ষাও কঠোর শাস্তি পাইবে।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনাকে না বলিয়া হঠাৎ পলাইয়া আসিয়াছি একথা আপনি বলিতে পারেন না। আমি আপনার সঙ্গত্যাগ করিবার পূর্ব্বদিন কথায় কথায় আপনাকে বলিয়াছিলাম; আপনার বিলম্ব থাকিলে আমি শীঘ্রই ইংলণ্ডে চলিয়া যাইব; আমার যাহা ইচ্ছা হইয়াছিল, স্বাধীনভাবে তাহাই করিয়াছি; আপনার সম্মতি

লইয়া আসি নাই, ইহা আমার পক্ষে এমন কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ মহাশয় ?”

রা-তাই বলিল, “তুমি আমার পালিতা কন্যাটিকে ফুঁসলাইয়া লইয়া আমার অজ্ঞাতসারে পলাইয়া আসিলে, ইহাতেও যদি অপরাধ না হয়, তাহা হইলে কি করিলে যে অপরাধ হয়—এ বৃদ্ধের তাহা অজ্ঞাত! যাহা হউক, তোমাকে এইমাত্র বলিয়া রাখি, ভবিষ্যতে কোথাও যাইবার ইচ্ছা হইলে সে সম্বন্ধে আমার সহিত একবার পরামর্শ করিও, তাহা হইলে তোমার ঠকিবার ভয় থাকিবে না। রেবেকা আমার অজ্ঞাতসারে দুই বার পলায়ন করিয়াছিল, তাহার কি ফল হইয়াছিল সে কথা সে তোমাকে বলিয়াছে। তোমার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া এই তৃতীয় বার সে পলাইয়া আসিয়াছে, ইহার ফলও তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ। গত রাত্রে তুমি যখন বার্লিন নগরে পিটারের হোটেলে নিশ্চিন্ত মনে খানা খাইতেছিলে, তখনও তুমি আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পার নাই। আমার দৃষ্টি অতিক্রম করা তোমার অসাধ্য।”

আমি রাগ করিয়া বলিলাম, “এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, গত রাত্রে পিটারের হোটেলে আপনার উপস্থিত থাকিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, কারণ আমরা যে ট্রেণে বার্লিনে গিয়াছিলাম, সেই ট্রেণের পর সমস্ত দিনের মধ্যে বার্লিনে যাইবার আর কোনও ট্রেণ ছিল না।”

রা-তাই বলিল, “আমি দেখিতেছি তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ; পিটারের অনুরোধে রেবেকা বেহালা বাজাইতে আরম্ভ করিলে, সে যখন মহানন্দে তালে তালে নৃত্য করিতেছিল, তখন আমি তোমাদের অদৃশ্য

থাকিয়া তাহা না দেখিলে, সে কথা কিরূপে জানিতে পারিলাম? তোমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি লোকের নিকট আমার কথা অসম্ভব বোধ হইতে পারে, কিন্তু সত্যই ইহা অসম্ভব নহে। তুমি বলিতেছ সে দিন বার্লিনে যাইবার অন্য কোনও ট্রেণ ছিল না, কিন্তু তোমাদের অনুসরণে বার্লিন পর্য্যন্ত স্পেশাল ট্রেণে যাওয়া আমার পক্ষে কি অসম্ভব মনে কর?"

এবার বুঝিলাম রা-তাইয়ের কথা মিথ্যা নহে; আবশ্যক হইলে সে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তেও স্পেশাল ট্রেণে যাইতে পারে; সুতরাং আমি এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিলাম না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

রা-তাই আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া বলিল, "আমার শক্তি কিরূপ প্রবল, আমার ইচ্ছা কিরূপ অপ্রতিহত, দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে বাস করিয়া তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছ, আজ রাত্রে তাহার আরও কিছু পরিচয় পাইবে।"

আমি বলিলাম, "আজ রাত্রে আপনি আবার কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিবেন?"

রা-তাই বলিল, "এখানে প্লেগ সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, যত শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল; তাই মনে করিতেছি আজ রাত্রে ইংলণ্ডে যাত্রা করিব।"

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "আজ রাত্রেই আপনি ইংলণ্ডে যাইবেন? আপনি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, এবার আপনি যথেষ্ট বুদ্ধির

পরিচয় দিয়াছেন! আপনি বোধ হয় এখনও সংবাদ পান নাই, এ দেশ হইতে ইংলণ্ডে জাহাজ ছাড়িতেছে না।"

রা-তাই বলিল, "কিন্তু আমার ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হইবে, আমার ইচ্ছায় বাধাদান মনুষ্যের সাধ্যাতীত; আজ রাত্রেই আমি লণ্ডনে যাত্রা করিব, রেবেকা এবং তুমিও আমার সঙ্গে যাইবে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আপনি পাগলের মত কথা বলিতেছেন; যদিই-বা কোনও অজ্ঞাত কৌশলে আজ রাত্রে আপনার ইংলণ্ডে যাওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু রেবেকার পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তিনি উত্থান-শক্তিরহিত প্লেগের রোগী, এখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইলে পথি-মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইবে।"

রা-তাই বলিল, "না তাহা হইবে না; এমন কি, তাহার চলিতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হইবে না।"

সন্ধ্যার পর রা-তাই আমাকে সঙ্গে লইয়া রাজপথে বাহির হইল। কোথায় যাইতে হইবে তাহা আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না; তবে বুঝিলাম, সে নিশ্চয়ই কোন কাজে যাইতেছে; একটা মৎলব না আঁটিয়া রা-তাই কখনও কোথাও বাহির হইত না। আমি নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলাম।

অনেক পথ ঘুরিয়া অবশেষে একটা গলির মধ্যে একটি একতালা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া রা-তাই দরজায় কড়া ধরিয়া নাড়িতে লাগিল; বলা বাহুল্য, দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল, কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না; ইহাতে রা-তাইয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, সে গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "কাপ্তেন জন্‌সন্!"

এবারও কোন উত্তর মিলিল না; রা-তাই পুনর্ব্বার ডাকিল, "কাপ্তেন জন্‌সন্!"—এবার দরজা খুলিয়া ঐরাবততুল্য একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি রা-তাইয়ের সম্মুখীন হইল, দেখিলাম, লোকটা আমার মাথার উপর প্রায় এক হাত লম্বা! পূর্ব্বে যে আরব জোয়ানটির কথা বলিয়াছি, এই কাপ্তেনটি তাহা অপেক্ষাও অধিক জোয়ান। কাপ্তেনের লোমবহুল কর্ণ দুটি গর্দ্দভের কর্ণের ন্যায় দীর্ঘ, নাসিকাটি চাপা, চক্ষু দুটি ভাঁটার মত, বর্ণ লোহিতাভ।

কাপ্তেন রা-তাইকে সঙ্গে করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। গৃহমধ্যে মদের দুর্গন্ধ এমন প্রবল যে, আমার বমনোদ্রেক হইল। কাপ্তেনের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে অত্যন্ত মাতাল হইয়াছে, কিন্তু তাহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; রা-তাইয়ের সম্মুখে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

রা-তাই গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া কাপ্তেনকে বলিল, "এক বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই সময়ে তোমার দরজায় আসিয়া তোমাকে অনেক ক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তখন তুমি এতই মাতাল হইয়া ছিলে যে, অনেক বিলম্বে আমাকে দরজা খুলিয়া দিয়াছিলে, আজও ঠিক তাহাই করিলে! এবারও তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু বারান্তরে এরূপ হইলে তুমি এমন শাস্তি পাইবে যে, জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না; এখন একটা কাজের কথা শোন।"

কাপ্তেন জন্‌সন্ কুণ্ঠিত-ভাবে বলিল, "আপনার কথা আমি শুনিতে পাই নাই, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন; এখন আপনার কি আদেশ বলুন, সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিব।"

রা-তাই বলিল, কোন অসাধ্য সাধনের জন্য তোমাকে আদেশ করিব না, তবে যাহা তোমাকে করিতে বলিব তাহা নিতান্ত সহজ কাজও নহে। আগামী বুধবার প্রভাতে আমার লণ্ডনে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, আজ রাত্রেই জাহাজ চাই।"

কাপ্তেন জন্‌সন্ বলিল, "আপনি অতি অসম্ভব কথা বলিতেছেন; প্লেগের ভয়ে ইংরাজ এ রাজ্যের কোনও জাহাজ ইংলণ্ডের বন্দরে ভিড়িতে দিতেছে না; সকল বন্দরেই কড়া-পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছে; আমার একটি বন্ধু কয়েক দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বন্দরে জাহাজ ভিড়াইতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

রা-তাই চটিয়া বলিল, "তোমার বন্ধু ফিরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু আমি তাহা নজীর বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি; সকলে অকৃতকার্য্য হইলেও আমি অকৃতকার্য্য হইব না; ইংলণ্ডের কোন বন্দরে জাহাজ ভিড়াইতে না পার, নরফোকের উপকূলে জাহাজ ভিড়াইবে, তাহার পর যাহা করিতে হয় আমি করিব।"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কত রাত্রে জাহাজে চড়িবেন?"

রা-তাই বলিল, "রাত্রি বারটায়।"

কাপ্তেন বলিল, "এখন রাত্রি প্রায় ৯টা, তিন ঘণ্টার মধ্যে আমি কিরূপে জাহাজের বন্দোবস্ত করিব?"

রা-তাই বলিল, "সে কথা আমি বলিতে পারি না; জানিয়া রাখ রাত্রি বারটার সময় আমি জাহাজে উঠিব, যদি আমার এই আদেশ পালনে অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি যে দণ্ড পাইবে তাহার কথা বলিয়া তোমাকে এখন ভীত করিব না। আমি কণ্টিনেণ্টাল-হোটেলের

২৫ নম্বর ঘরে আছি, সকল আয়োজন শেষ করিয়া সেখানে আমাকে সংবাদ দিও।"

কাপ্তেন আর অসম্মতি প্রকাশ করিতে সাহস করিল না, বিমর্ষ ভাবে বলিল, "যেরূপ অসুবিধায় জাহাজ লইয়া যাইতে হইবে তাহাতে ভাড়া সম্বন্ধে আপনার বিবেচনা করা আবশ্যক।"

রা-তাই বলিল. "এ ভার তোমার উপর দিলাম, তুমি যে ভাড়া ঠিক করিয়া দিবে আমি তাহাই দিব, তবে আমি যেখানে বলিব সেইখানে জাহাজ লাগান চাই। আর এক কথা, এখানকার ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ইহার সন্ধান না পায়, সেজন্য এ কথা গোপনে রাখিবে।"

কাপ্তেন জন্‌সনের গৃহ হইতে 'আমরা হোটেলে প্রত্যাগমন করিলাম। এক ঘণ্টা পরে কাপ্তেনের এক জন ভৃত্য রা-তাইয়ের নিকট একখানি পত্র লইয়া গেল; রা-তাই পত্র পাঠ করিয়া আমাকে বলিল, "কাপ্তেন জন্‌সন্ সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছে, আমাদের জন্য 'নাইটিঙ্গেল' জাহাজ ভাড়া হইয়াছে; আজ রাত্রি বারটার সময় আমরা জাহাজে উঠিলে, জাহাজ ছাড়িবার পঞ্চাশ ঘণ্টা পরে আমরা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইব; ইহাতে বোধ হয় তোমার আপত্তি নাই।"

রা-তাইয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া আমি স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম; জর্ম্মানপতি কৈশরের পক্ষে যে কার্য্য অসম্ভব,—রুষিয়ার যথেচ্ছাচারী জার যে কার্য্যে অসমর্থ, রা-তাই অবলীলাক্রমে তাহা সম্পন্ন করিতে পারে! কোন্ শক্তির সাহায্যে সে অঙ্গুলি সঙ্কেতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দাসের ন্যায় পরিচালিত করিতেছে, কে বলিবে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পর নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, আমরা অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছি। 'নাইটিঙ্গেল' জাহাজখানি বৃহৎ নহে, তেমন দ্রুতগামীও নহে; শুনিলাম একটি ইহুদি-কোম্পানি এই জাহাজের মালিক। শয্যা ত্যাগ করিয়া কামরার বাহিরে আসিলে জাহাজের কাপ্তেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু সে কোন্ দেশের লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। শুনিলাম লোকটা ইংরাজ, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া ইংরাজ বলিয়া বোধ হইল না; তাহার ইংরাজী উচ্চারণও ইংরাজের মত নহে; সে ইউরোপের নানা ভাষায় কথা কহিতে পারে, কিন্তু কোন্‌টি তাহার মাতৃভাষা, উচ্চারণ শুনিয়া তাহা স্থির করা কঠিন। অনেক জাহাজের কাপ্তেন বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ক্রমাগত সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়ায়, সমুদ্রই তাহাদের ঘরবাড়ী, এবং সকল দেশই তাহারা সমান মনে করে; দরকার মত দুই-এক বোতল উৎকৃষ্ট সুরা ও পেট ভরিয়া খাবার পাইলেই তাহারা মহা সুখী; পৃথিবী রসাতলে যাউক, তাহাতেও তাহাদের আপত্তি নাই।

নিদ্রাভঙ্গে আমার হৃদয় নানা চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল; ভাবিলাম, ইংলণ্ডে যাইতেছি কিন্তু সেখানে গিয়া রেবেকার সহিত

কোনও সম্বন্ধ থাকিবে কি না অনুমান করা কঠিন; রা-তাই এভাবে আসিয়া না পড়িলে আমি রেবেকাকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু এখন সে সম্ভাবনা বড় অল্প। রেবেকাকে রা-তাইয়ের কবল হইতে উদ্ধার করিবার উপায় কি, বিস্তর চিন্তাস্তেও তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

প্রভাতে ভোজন কক্ষে বসিয়া আমি একাকী চা খাইলাম; রেবেকা অসুস্থ, তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে উঠিয়া আসিতে পারিলেন না; রা-তাইয়ের কামরার দরজা বন্ধ দেখিলাম। চা-পান শেষ করিয়া আমি দিগন্তের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম, সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ মনে হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্নে রা-তাই ডেকে আসিল; দেখিলাম আজ সে বড় প্রফুল্ল; পরের সর্ব্বনাশ-সাধনের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেই সয়তানটা বড় প্রফুল্ল হইত, সুতরাং তাহার প্রফুল্লতায় আমার মনে কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হইল; মনে হইল, হয় ত সে আবার আমাকে নূতন বিপজ্জালে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। স্থির করিলাম, এখন হইতে আর তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিব না, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কথাও কহিব না।

আমাকে ডেকে উপবিষ্ট দেখিয়া রা-তাই একখানি চেয়ার টানিয়া আমার পাশে বসিয়া পড়িল, তাহার পর প্রফুল্লভাবে আমাকে বলিল, "মিঃ সেন, দুই দিনের মধ্যেই তুমি ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবে; আমি হঠাৎ না আসিলে তুমি এত শীঘ্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে পারিতে না, রেবেকার জীবন রক্ষা হইত না, হয় ত তুমিও প্লেগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ

করিতে ; আমার নিকট যে উপকার পাইয়াছ, সেজন্য তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কতক লোক দেখিয়া শেখে, অনেকে ঠেকিয়া শেখে, তুমি উভয় শিক্ষাই পাইয়াছ ; ইহার পরও যদি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা কর, তবে তাহার ফল বিশেষ সুখকর হইবে না। যাহা হউক, তুমি যে রেবেকাকে ভালবাসিয়াছ, ইহাতে আমি বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি।”

অল্পক্ষণ পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলাম, রা-তাইয়ের সঙ্গে কথা কহিব না ; কিন্তু তাহার এই শেষ কথাটি শুনিয়া আমি কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না, বলিলাম, “আমি রেবেকাকে ভালবাসি, ইহাতে আপনার আনন্দিত হইবার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না।”

রা-তাই স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “তোমাদের এই প্রণয়ে আমার বিস্তর সুবিধা হইবে। আমি কি জন্য প্রফুল্ল হইয়াছি তাহা বুঝিতে না পারিয়া তুমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলে, সেই জন্যই এ কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার কি সুবিধা হইবে ?”

রা-তাই বলিল, “তোমরা উভয়েই পরস্পরকে প্রাণের অধিক ভালবাস ; রেবেকা আমার সকল আদেশ নতশিরে পালন করে, কিন্তু তুমি কখন কখন আমার অবাধ্য হও ; রেবেকার প্রতি প্রেমের অনুরোধে তোমার এই ঔদ্ধত্য কালে দূর হইবে, ভবিষ্যতে তুমি আর আমার অবাধ্য হইতে সাহস করিবে না।”

আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, “রা-তাই সাহেব, দেখিতেছি আপনি আমাকে একেবারে পাইয়া

বসিয়াছেন, শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছেন। আপনি আমাকে এভাবে ভয় দেখাইবেন না। আপনি কেন আমার সহিত এরূপ অভদ্র ব্যবহার করিতেছেন ?”

রা-তাইও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, কিন্তু কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া ধীরভাবে বলিল “তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমি অনাবশ্যক মনে করি ; তবে এই মাত্র স্মরণ রাখিও, যতক্ষণ তুমি আমার অনুগত ও আজ্ঞাবহ থাকিবে, ততক্ষণ তোমার মঙ্গল ; কিন্তু আমার অবাধ্য হইলে, কিংবা আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার মঙ্গল নাই ; তোমাকে আমি ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় টিপিয়া মারিব।”

রা-তাই আমার প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডেক পরিত্যাগ করিল, আমি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলাম।

সমস্ত দিন রা-তাইয়ের সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইল না ; সে দরজা বন্ধ করিয়া একাকী তাহার কামরায় কি করিতে লাগিল, বুঝিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার সময় রা-তাই দরজা খুলিয়া জাহাজের কাপ্তেনকে তাহার কেবিনে ডাকিয়া পাঠাইল। প্রায় পনের মিনিট পরে কাপ্তেন রা-তাইয়ের কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিলে দেখিলাম, তাহার মুখখানি অত্যন্ত বিমর্ষ এবং চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট। আমি তাহার ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

রা-তাইয়ের সহিত কথান্তর হওয়ায় সে দিন আমার মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিল ; রাত্রে একাকী আহার করিয়া আমার কেবিনে শয়নান্তে নিদ্রার আরাধনা করিতেছি, এমন সময় কে আমার দরজায় ধাক্কা দিল।

আমি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখি, জাহাজের কাপ্তেন ; সে নিম্ন স্বরে বলিল, "মহাশয়, আমি আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করিতে আসিয়াছি, বড়ই বিপদ উপস্থিত !"

আমি সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বিপদ ? জাহাজ কি চড়ায় ঠেকিয়াছে, না অন্য কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ?"

কাপ্তেন বলিল, "সেরূপ কোনও বিপদ হইলে আমি এত ভীত হইতাম না ; পরমেশ্বরের মনে কি আছে বলিতে পারি না, আমাদের জাহাজে প্লেগ দেখা দিয়াছে !"

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কথা বাহির হইল না, ভয়ে বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল ; অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বলেন কি ? কয় জনের প্লেগ হইয়াছে, আপনি কখন ইহা প্রথম জানিতে পারিলেন ?"

কাপ্তেন বলিল, "আজ সকালে জানিতে পারিয়াছি। প্রত্যূষে আমাদের বাবুর্চ্চি ও সর্দ্দার-খানসামা প্লেগে আক্রান্ত হয় ; খানসামা নয়টার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছি। বাবুর্চ্চির অবস্থাও শোচনীয়, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে সে-ও বোধ হয় মরিবে। ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে ; দেশে আমার স্ত্রীপুত্র আছে, আমি ভিন্ন তাহাদের প্রতিপালন করিবার আর কেহই নাই। কি কুক্ষণেই যে জাহাজ ছাড়িয়াছিলাম, এবার বোধ হয় আমাদের কাহারও রক্ষা নাই, এখন কি সদ্‌যুক্তি তাহাই বলুন।"

আমি কয়েক মিনিট কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম,

তাহার পর বলিলাম, "আমি ত কোন উপায় দেখিতেছি না, আপনি ব্লু-তাই সাহেবের নিকট না গিয়া আমার কাছে কেন আসিয়াছেন? তাঁহাকেই প্রথমে সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।"

কাপ্তেন বলিল, "তিনি অতি ভয়ানক লোক, একথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে আমার সাহস হয় না; আজ অকারণে তিনি আমাকে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, জীবনে কখনও কাহারও এমন তিরস্কার সহ্য করি নাই। আমার অপরাধ, জাহাজ জোরে চলিতেছে না! আমি কি জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইতেছি? এ জাহাজে এ পর্য্যন্ত অনেক আরোহী উঠিয়াছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত লোক আর কখনও দেখি নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনাকে কোনও সদুপদেশ দিতে পারিতেছি না; আজ রাত্রে আবার কাহাকে যে প্লেগে ধরিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই হইবে।"

আমার কথা শেষ না হইতেই আমার কেবিনের দ্বারদেশে এক জন খালাসীর আবির্ভাব হইল; তাহাকে দেখিয়া কাপ্তেন একটু দূরে সরিয়া গিয়া তাহার সঙ্গে কি আলাপ করিল, এবং দুই এক মিনিট পরে আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া জড়িত স্বরে বলিল, "সত্যই আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আমাদের ইঞ্জিনিয়ারকেও প্লেগে ধরিয়াছে, এইমাত্র খালাসী আমাকে সংবাদ দিয়া গেল; এই ভাবে যদি আমাদের সকলকেই একে একে প্লেগে ধরে, তাহা হইলে জাহাজ চালাইবার আর লোক থাকিবে না।"

ইঞ্জিনিয়ারের প্লেগের সংবাদ শুনিয়া আমার আতঙ্কের সীমা রহিল

না; কাপ্তেনকে বিদায় করিয়া কিংকর্ত্তব্যসম্বন্ধে রা-তাইয়ের সহিত পরামর্শ করিতে চলিলাম; কিন্তু তাহার কেবিন পর্য্যন্ত যাইতে হইল না, ডেকের উপরেই তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। কাপ্তেনের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা আনুপূর্ব্বিক রা-তাইয়ের গোচর করিলাম।

রা-তাই সম্পূর্ণ অচঞ্চলভাবে আমার কথাগুলি শুনিল, তাহার পর বলিল, "জাহাজে যখন প্লেগ দেখা দিয়াছে, তখন আমরাও যে তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব, এ আশা অল্প; এক জনের প্লেগ হইবামাত্র আমাকে সে সংবাদ না দিয়া কাপ্তেন বড় অন্যায় করিয়াছে, এখন সে তাহার উপযুক্ত দণ্ডভোগ করুক! আমি এখনই প্লেগাক্রান্ত রোগীদের অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি। জাহাজের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অধিক লোকের প্লেগ হইলে জাহাজ লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে; যাহাতে সেই অসুবিধা না ঘটে, অবিলম্বে তাহার উপায় করিতে হইবে।"

রা-তাই কাপ্তেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। ইতিমধ্যে রেবেকা ডেকের উপর আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; জাহাজে আসিয়া অধিক বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। দেখিলাম, সমুদ্র-বায়ুতে তাঁহার শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়াছে; দুই-একটি কথার পর রেবেকা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতক্ষণ জাহাজে থাকিতে হইবে?"

আমি বলিলাম, "রাত্রি বারটার মধ্যেই জাহাজ নঙ্গর করিতে পারে, তবে সমুদ্রপথে যাত্রা, কখন কোন্ বিপদ ঘটিবে কে বলিতে পারে?"

আমার কথা শুনিয়া রেবেকা এক বার চঞ্চল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, উজ্জ্বল দীপালোকে তিনি বোধ হয় আমার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলেন, বিমর্ষভাবে আমাকে বলিলেন, "পরশু রাত্রি হইতে চারিদিকে যে কি কাণ্ড চলিতেছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; এক একবার মনে হইতেছে, যাহা কিছু করিতেছি এ যেন স্বপ্ন, যেন স্বপ্নঘোরে জাহাজে চলিয়াছি! আমরা নিরাপদে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইতে পারিব, এক দিনও এরূপ আশা করি নাই; আমি জানিতাম, রা-তাই আমাকে সহজে ছাড়িবে না, জীবনে তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। আমি কি সত্যই সচেতন আছি? স্বপ্নের ন্যায় এক একবার মনে পড়িতেছে,হোটেলে আমি অসুস্থ হইলে, তুমি ষ্টিমার আফিসে গিয়াছিলে,আমি তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম; তাহার পর কি হইল, কোনও কথা আমার মনে নাই; সে সকল কথা আমাকে বল, শুনিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

হামবার্গে রা-তাইয়ের আবির্ভাবের সময় হইতে আমাদের সমুদ্রযাত্রা পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে তাহা রেবেকার গোচর করিলাম।

আমার সকল কথা শুনিয়া রেবেকা বলিলেন, "আমার কোনও কথা মনে পড়ে না, কিরূপে এই জাহাজে আসিয়াছি তাহাও স্মরণ করিতে পারিতেছি না। দেখিতেছি পৃথিবীতে মানুষের কোনও ইচ্ছা সফল হয় না; আমাদের ইচ্ছা ছিল, জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে-দুঃখে একত্র বাস করিব, কিন্তু সে আশা আকাশ-কুসুমের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তুমি অনর্থক ভয় পাইয়াছ, এপর্য্যন্ত আমাদের মিলনের পথে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই ; অবশ্য, ভবিষ্যতের কথা কেহই বলিতে পারে না, কিন্তু এখনও আশা আছে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া বিবাহ করিয়া আমরা সুখী হইতে পারিব।"

রেবেকা বলিলেন, "মানুষের আশার সীমা কোথায় ? আমাদের আশা অপরিমিত, কিন্তু আমাদের শক্তি নিতান্ত অল্প। এখন এসকল কথা থাক্, অন্য একটি কথা ভাবিয়া আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে ; হামবার্গে তোমার নিকট শুনিয়াছিলাম, ইংলণ্ডে এখনও প্লেগ দেখা দেয় নাই, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্লেগের বীজ লইয়া গুপ্তভাবে আমাদের ইংলণ্ডে যাওয়া কি সঙ্গত হইবে ? এই কাজটি আমার অত্যন্ত অন্যায় মনে হইতেছে, সেখানকার রাজপুরুষগণের সতর্কতা নিষ্ফল করিয়া আত্মসুখের জন্য আমরা কোটী কোটী লোকের জীবন বিপন্ন করিতে যাইতেছি ; আমাদের এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ? নরহন্তা দস্যুর সহিত আমাদের কি পার্থক্য ?—আমি যতই এ কথা চিন্তা করিতেছি, ততই আমার মন অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছে।"

রেবেকা যে সকল কথা বলিলেন, আমিও যে সে সকল কথা চিন্তা করি নাই এরূপ নহে, কিন্তু আমি আত্মসুখের চিন্তায় এরূপ বিভোর হইয়াছিলাম যে, কথাগুলি আমার তেমন গুরুতর মনে হয় নাই ; আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলিলাম, "এই ব্যাপারে তুমি আপনাকে যে পরিমাণে অপরাধিনী মনে করিতেছ, তোমার অপরাধ তত গুরুতর নহে ; রা-তাই আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া না আসিলে অল্পদিনের মধ্যে আমাদের ইংলণ্ডে যাওয়া অসম্ভব হইত ; রা-তাইয়ের

ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের চলিবার শক্তি নাই, এ অবস্থায় আমাদের কার্য্যের জন্য আমরা দায়ী নহি।"

রেবেকা বলিলেন, "আমাদের কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া যদি আমরা জাহাজ হইতে ইংলণ্ডে না নামি, তাহা হইলেই আমাদের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইবে; নতুবা আমাদের এই যুক্তি আত্ম-প্রতারণার নামান্তর-মাত্র। ভাবিয়া দেখ আমাদের কার্য্যের উপর একটি বহুজনপূর্ণ মহাসমৃদ্ধ দেশের সুখ, শান্তি, কল্যাণ সমস্তই নির্ভর করিতেছে,—আমাদের আত্মসুখের জন্য একটি দেশ মজাইব? না, এমন দুর্ব্বুদ্ধি হওয়া অপেক্ষা সমুদ্রজলে ডুবিয়া মরা ভাল।"

আমি বলিলাম, "রেবেকা তুমি দেবী, তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাতেই সম্মত আছি; কিন্তু তুমি কি করিতে চাও আমাকে খুলিয়া বল।"

রেবেকা বলিলেন, "রা-তাইকে বলিব, আমরা এই জাহাজ হইতে তীরে নামিব না, তবে ইতিমধ্যে যদি ইংলণ্ডে প্লেগের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আমরা যেন প্রেমের মোহে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত না হই।"

আমি বলিলাম, "যদি আমরা ইংলণ্ডে না যাই, তাহা হইলে কোথায় আমাদের স্থান হইবে? আমরা কি করিব?"

রেবেকা বলিলেন, "সে কথা ভাবিয়া দেখি নাই, তাহার উত্তর দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত; অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।"

আমি বলিলাম, "স্বেচ্ছাক্রমে আমরা কখনও কাহারও অনিষ্ট করিব না, তোমার যেরূপ অভিপ্রায় হয় তাহাই করিব।"

অনেকক্ষণ পরে রা-তাই প্লেগাক্রান্ত রোগীদের দেখিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল; ডেকের উজ্জ্বল দীপালোকে রা-তাইয়ের মুখ পিশাচের মুখের ন্যায় অতি কুৎসিত—অতি ভীষণ দেখাইতে লাগিল! সে রেবেকাকে বলিল, "তুমি ক্রমেই সুস্থ হইতেছ, আশা করি জাহাজ হইতে নামিবার সময় তুমি সম্পূর্ণ সবল হইতে পারিবে।"

আমি বলিলাম, "রা-তাই সাহেব, জাহাজ পরিত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের দুই একটি কথা বলিবার আছে।"

রা-তাই আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুমি আবার কি বলিবে? আমি এখন বড় ব্যস্ত, লম্বা বক্তৃতা শুনিবার সময় নাই, তোমার বক্তব্য সংক্ষেপে বল; জাহাজের লোকগুলাকে যেভাবে প্লেগে ধরিতেছে, তাহা দেখিয়া আমার ভরসা হইতেছে যে, রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমরা সকলে ভবলীলা সম্বরণ করিবার সুবিধা পাইব।"

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া রেবেকা সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "এই জাহাজেও প্লেগ দেখা দিয়াছে!"—তারপর রেবেকা অসন্তুষ্ট ভাবে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, তুমি ত আমাকে একথা বল নাই?"

আমি কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই রা-তাই বলিল, "রেবেকা, সেন তোমাকে কোন কথা বলে নাই, ভালই করিয়াছে; তোমাকে অনর্থক ভীত করিয়া ফল কি? কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া তোমরা যে ইঁদুরের যুক্তি করিতেছিলে, তাহা যে আমি জানিতে পারি নাই, এরূপ মনে করিও না।"

আমি চারিদিকে চাহিলাম; রা-তাই কোন কক্ষের বাতায়ন-পথ হইতে আমাদের পরামর্শ শুনিয়াছে না কি? কিন্তু ইহা সম্ভব মনে হইল না, কারণ সকল কেবিনের বাতায়ন রুদ্ধ দেখিলাম।

রা-তাই গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমরা পরামর্শ করিতেছিলে জাহাজ হইতে নামিবে না, ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবে না!—এ অদ্ভুত খেয়াল বটে! এমন হাস্যকর যুক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় কাহারও মাথায় আসিতে পারে না; যাহা হউক, জাহাজে যখন প্লেগ দেখা দিয়াছে, তখন সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের মত-পরিবর্তন হইবে। আজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজে চারি জনের প্লেগ হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই জন ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আমি ত এক জনের মাত্র মৃত্যু-সংবাদ জানিতাম, ইতিমধ্যেই দুই জন মরিল, আরও দুই জন মৃতপ্রায়!"

রা-তাই বলিল, "ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে? প্লেগ বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী। যদি তোমরা জাহাজ হইতে নামিতে অসম্মত হও, তাহা হইলে কোথায় যাইবে বল? এই জাহাজখানি তেমন বৃহৎ নহে, তোমরা চিরজীবন যে এই জাহাজে চড়িয়া অনাহারে সাগরে সাগরে ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়?"

আমি অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, "আপনি বিদ্রূপ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা সংকল্প করিয়াছি এখন পর্য্যন্ত যে দেশে প্লেগ প্রবেশ করে নাই, সেই দেশে উপস্থিত হইয়া প্লেগের বীজ ছড়াইয়া সে দেশের সর্ব্বনাশ করিব না; ইহা বোধ হয় নিতান্ত অমানুষের মত কথা নহে।"

রা-তাই বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "না, যীশুখৃষ্টের মত কথা! কিন্তু

তোমাদের এত সাধু সাজিবার আবশ্যক নাই, ইংলণ্ডে সত্য সত্যই প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে, তবে কর্ত্তৃপক্ষ এখনও তাহা জানিতে পারেন নাই। সুতরাং তোমরা বুঝিতেছ ইংলণ্ডে প্লেগ আমদানির জন্য ঈশ্বর বা মানুষ কাহারও নিকট তোমরা দায়ী হইবে না।"

সহসা রা-তাই তাহার দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল,"তুমি পূর্ব্বেও কয়েক বার আমার সংকল্পের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছি; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। তুমি পুনর্ব্বার আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছ, তোমার এ অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিব না, তোমাকে অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিব। আর রেবেকাকে আমি বহুবার ক্ষমা করিয়াছি, তাহার বহু অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছি; আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই তাহার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি নষ্ট করিতে পারি।—রেবেকা! তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, আমার রাগ বাড়াইও না; তুমি আমার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছ, এখন তুমি আমার সম্মুখে থাকিলে হঠাৎ তোমার বিপদ ঘটিতে পারে।"

রেবেকা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন, রা-তাইও অন্যদিকে চলিয়া গেল; আমি একাকী ডেকে বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে আমি সেখান হইতে উঠিয়া আমার কেবিনে যাইবার সময় দেখিলাম, একটা লোক মাতালের মত টলিতে টলিতে ও আপন মনে বকিতে বকিতে আমার দিকে আসিতেছে; লোকটি নিকটে আসিলে দেখিলাম, সে কাপ্তেন!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাপ্তেন, ব্যাপার কি? আপনার শরীর ভাল আছে ত?"

কাপ্তেন শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, যেন আমার কথা শুনিতে পায় নাই এই ভাবে আপন মনে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার জন্য অনেক করিয়াছি, কিন্তু এ কাজ কিছুতেই করিতে পারিব না, তুমি আমাকে অনুরোধ করিও না।"

কাপ্তেনের ভাব দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এত অসংলগ্ন কথা বলিতেছেন কেন? চলুন, আপনাকে আপনার কেবিনে রাখিয়া আসি।"

আমি ভাবিলাম, অতিরিক্ত নেশা করিয়া লোকটা মাতাল হইয়া পড়িয়াছে; সেই জন্য আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে তাহার কামরায় টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে আমাকে আক্রমণ করিল; আমি সময়ে সাবধান না হইলে হয় ত সে আমাকে রেলিংএর উপর দিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিত! আমি তাহার হাত ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। দেখিলাম, লোকটা একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে!—অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর কাপ্তেন আমাকে ডেকের উপর ফেলিয়া আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিল, এবং দুই হাতে এরূপ জোরে আমার গলা চাপিয়া ধরিল যে, আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; ইতিমধ্যে রা-তাই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সবলে কাপ্তেনের কেশাকর্ষণ করিল, কাপ্তেন চিৎ হইয়া ডেকের উপর পড়িয়া গেল; লোহার রেলিংএ তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিল।

ডেকের ল্যাম্পের আলোকে দেখিলাম, তাহার গলদেশের দক্ষিণাংশ অত্যন্ত ফুলিয়াছে! এ কি প্লেগ?—আমি উঠিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রা-তাই আমাকে বলিল, "উহার গলা কিরূপ ফুলিয়াছে দেখিতেছ না? উহাকে প্লেগে ধরিয়াছে, ইহাই প্লেগের সাংঘাতিক লক্ষণ; আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই উহার মৃত্যু হইবে।"

অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সত্যই কাপ্তেনের মৃত্যু হইল।

কাপ্তেনের মৃত্যুর পর তাহার সহকারী জাহাজ চালাইবার ভার গ্রহণ করিল। তাহারও যদি প্লেগ হয় তাহা হইলে কে জাহাজ চালাইবে, বুঝিতে পারিলাম না; তবে ভরসার কথা এই যে, তখন আমরা ইংলণ্ডের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

ইংরাজ প্রহরীরা পাছে আমাদের জাহাজ দেখিতে পায়, এই ভয়ে ডেকের ল্যাম্পগুলি নির্ব্বাপিত করিয়া, দীপালোকিত কক্ষ সমূহের কাচময় গবাক্ষগুলি নীলবস্ত্রাবরণে আবৃত করা হইল।

অনেকক্ষণ পরে রা-তাই ডেকে আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল; তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, চন্দ্রালোকে বহুদূরস্থ সমুদ্রতটবর্ত্তী ধূসর গিরিশ্রেণী নীল মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল; সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রা-তাই আমাকে বলিল, "ঐ দেখ, দূরে ইংলণ্ডের তটরেখা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।"

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলাম না, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ক্রমে জাহাজ ইংলণ্ডের উপকূলের এত নিকটে আসিল যে, সমুদ্র-তটস্থ গিরিশ্রেণী ও গিরি-পাদমূলে সংস্থাপিত ক্ষুদ্র পল্লীগুলি আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমরা অবিলম্বে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিব, এ কথা ভাবিয়া আমার মনে আর তেমন আনন্দ হইল না; এখন আমার জীবন কোন্ পথে পরিচালিত হইবে, কে বলিতে পারে? রেবেকার সহিত জীবনে মিলন হইবে কি না, তাহাই বা কিরূপে বুঝিব? রা-তাই তাহার অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে আমাদিগকে যে ভাবে পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ সুখশান্তির আশা কোথায়?

রা-তাই তখনও আমার পার্শ্বে ডেকের উপর নীরবে দণ্ডায়মান ছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া আপনি কি করিবেন স্থির করিয়াছেন?"

রা-তাই বলিল, "এখন পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই; তবে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া সেখানে কিছু দিন বাস করিবার সঙ্কল্প আছে। মিঃ সেন, আজ আমি কঠোর ব্যবহারে তোমার মনে যে কষ্ট দিয়াছি, সে জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছি; আমার ন্যায় বৃদ্ধের মন অল্প কারণেই কিরূপ উত্যক্ত হইয়া উঠে, তোমার মত যুবকের তাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই। তুমি আমার সম্বন্ধে যাহাই মনে কর, আমি সত্যই মন্দ লোক নহি; যদি প্রকৃতই আমি তেমন অসৎ হইতাম, তাহা হইলে এত দিন তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার

করিতাম না, নানারূপে তোমাকে বিপন্ন করিতাম। কিন্তু তুমি প্রথম হইতেই আমাকে অন্যায় সন্দেহ করিতেছ। তুমি যে আমাকে ঘৃণা কর, তাহাও আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি; তথাপি অনেক বার তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি, এমন কি, আমার অনুগ্রহেই তুমি মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছ। তুমি আমার অতিথি; অতিথির প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহারও বোধ হয় বিশেষ ক্রটি হয় নাই। তুমি আমার পালিতা কন্যা রেবেকাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলে, কিন্তু তোমার সে অপরাধও মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতে আমি অসম্মত নহি। তোমার জন্য এতদুর করিয়াও যদি আমি মন্দ লোক হই, তাহা হইলে আর কিরূপে ভাল লোক হইব?"

রা-তাই যে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় এতদুর করিয়াছে, এবং আমাদের সুখের জন্যই এভাবে আমাদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইতেছে, নানা কারণে আমি একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি; কিন্তু এ সময় তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্তি হইল না, আমি নীরব রহিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া রা-তাই পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় এখনও সাধ্যানুসারে সকলই করিতে প্রস্তুত আছি; এখনও যদি তুমি আমার অনুগত হইয়া চল, আমার সকল পরামর্শ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি তোমার জন্য কি না করিতে পারি? আমার ব্যবহারে তুমি স্নেহের পরিচয় না পাইতে পার, কিন্তু সত্যই তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই। যদি তুমি ঐশ্বর্য্য চাও, তাহা হইলে আমি অনায়াসে তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের

অধিকারী করিতে পারি; খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভে তোমার আগ্রহ থাকিলে, তোমার সে কামনা পূর্ণ করাও আমার পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন নহে। রেবেকাকে তুমি বিবাহ করিতে চাও; তুমি বিদেশী ও বিধর্ম্মী হইলেও তাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহি; সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিতেছ, আমার বন্ধুত্ব ও স্নেহ নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে। তথাপি তুমি যে সর্ব্বদাই আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাক, ইহাতে আমি মনে বড়ই কষ্ট পাই।"

আমি বলিলাম, "রা-তাই সাহেব, আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে আপনার মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া সুখী হইলাম; আমি নানা কারণে আপনার অপ্রীতিভাজন হইয়াছি, তথাপি আপনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, ইহা আপনার সহৃদয়তার পরিচায়ক সন্দেহ কি? কিন্তু আপনি সময়ে সময়ে সামান্য কারণে বা অকারণে যে ভাবে আমাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আমার প্রতি আপনার এই আকস্মিক করুণা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয়। প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত আপনি আমার প্রতি যে প্রকার কঠোর ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে কৃতজ্ঞতার যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও আপনার সাধুতায় কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিতে পারে কি না, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক অনায়াসেই তাহ বুঝিতে পারিবেন।"

আমার কথা শুনিয়া রা-তাই একবার বক্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, "তোমার মেজাজ বড়ই গরম হইয়া আছে, তোমার মাথা ঠাণ্ডা হইলে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিব।"

রা-তাই বিরক্তিভরে আমার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। সে অদৃশ্য হইবার অল্পক্ষণ পরে রেবেকা নিঃশব্দে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমরা তীরের নিকটে আসিয়াছি, তাই কেবিনে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা জাহাজ হইতে নামিব না শুনিয়া রা-তাই বোধ হয় আমাদিগকে অত্যন্ত নির্ব্বোধ মনে করিয়াছে, কিন্তু আমাদের সঙ্কল্পের সাধুতায় কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না; তবে এই জাহাজেই যখন প্লেগ দেখা দিয়াছে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডেও প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে, তখন এ জাহাজে অতঃপর বাস করা সঙ্গত নহে; আমি কোন কারণেই তোমার জীবন বিপন্ন করিব না, তোমার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া ভিন্ন আমার অন্য কামনা নাই।"

রা-তাই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমাকে যে সকল লোভ দেখাইয়াছিল, সে সকল কথা রেবেকার নিকট প্রকাশ করিলাম। আমার সকল কথা শুনিয়া রেবেকা অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলেন, "উহার কোন প্রলোভনে মুগ্ধ হইও না, কখনও উহাকে বিশ্বাস করিও না; তুমি কি এত দিনেও উহার প্রকৃতির পরিচয় পাও নাই? আমার বিশ্বাস, আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য এই নরপ্রেত কোনও নূতন অভিসন্ধি করিয়াছে; তাহার মনে কোনও দুরভিসন্ধি না থাকিলে এমন মধুর বচন তাহার মুখে কখনও শুনিতে পাইতে না।"

আমি বলিলাম, "আমি তাহার প্রলোভনে মুগ্ধ হই নাই; তাহার সহিত আমার আলাপ যদিও অধিক দিনের নহে, তথাপি সে যে কি ভয়ানক লোক; ইতিমধ্যেই তাহার উত্তম পরিচয় পাইয়াছি; তবে

ইংলণ্ডের কূলে আসিয়া এখন আমাকে এভাবে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই বটে।”

রেবেকা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “তাহা বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারা যাইবে, কিন্তু উহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।”

ক্রমে জাহাজ সমুদ্রোপকূলের এত নিকটে আসিল যে, আমরা তটদেশে তরঙ্গের আঘাত-ধ্বনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে জাহাজ থামিলে রা-তাই ও সহকারী কাপ্তেন আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাপ্তেন বলিল, “আপনারা ত এখনই তীরে নামিবেন, আমি এই অভিশপ্ত জাহাজ লইয়া কি করিব, কোথায় যাইব, বুঝিতে পারিতেছি না; এই জাহাজে দীর্ঘকাল বাস করিলে আমাকেও প্লেগে মরিতে হইবে; এক একবার ইচ্ছা হইতেছে জাহাজখানা এইখানে ফেলিয়া আপনাদের সঙ্গে ইংলণ্ডে চলিয়া যাই।”

রা-তাই কাপ্তেনের এই আক্ষেপে কর্ণপাত করিল না; আমরা আর কি বলিব? লোকটীর বিপদ বুঝিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, কিন্তু তাহার কোনও উপকার করা আমাদের সাধ্যাতীত।

কাপ্তেন জাহাজখানি সমুদ্র-তীরবর্ত্তী একটি পাহাড়ের পাশে ভিড়াইয়া রা-তাইকে বলিল, “মহাশয়, আপনারা শীঘ্র নামিয়া যান, পাহাড়ের উপর হইতে কেহ দৈবাৎ আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিলে বিপদের সীমা থাকিবে না। আপনারা নৌকাযোগে তীরে নামিলে আমি জাহাজ দূরে লইয়া যাইব; নৌকাখানি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসে, ততক্ষণ এখানে আছি।”

আমরা তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিলাম। রাত্রি অন্ধকার, সমুদ্র স্থির; কূলে উঠিতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইল না। নৌকা ত্যাগ করিবার সময় রা-তাই জাহাজের মাঝি-মাল্লাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিল।

আমরা যেখানে নৌকা হইতে অবতরণ করিলাম, তাহার অদূরে সমতল ক্ষেত্র; অল্প চেষ্টাতেই মাঠের মধ্যে একটি সংকীর্ণ পথ পাইলাম, সেই পথ দিয়া আমরা তিন জনে নীরবে চলিতে লাগিলাম। সেই মধ্য রাত্রে কোনও দিকে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পাইলাম না; কেবল পথিপ্রান্তস্থ তরু-গুল্মগুলি নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়াইয়া ছিল।

ক্রমে আমরা গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলাম; সেই গ্রামগুলির অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মৎস্যজীবি। তখনও দূর হইতে সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোল আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ানক শীত, শীতে আমাদের বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল; জাহাজে এত শীত বুঝিতে পারি নাই। আমরা রেলওয়ে-ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার জন্য কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বিজন গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম।

এইভাবে আমরা চারি পাঁচ মাইল পথ পার হইলাম; রেবেকার জন্য বড়ই চিন্তা হইল, রাত্রিকালে এই দীর্ঘ পথ-পর্য্যটন তাঁহার সহ্য হইবে কি না বুঝিতে পারিলাম না; রা-তাই অন্যমনস্ক ভাবে চলিতেছিল, ও শরীর উত্তপ্ত রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পকেট হইতে আরোকের শিশি বাহির করিয়া আরোক পান করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে আমরা রেলপথের নিকট উপস্থিত হইলাম; দূরে একটি সবুজ আলোক দেখিয়া তাহা ষ্টেশনের আলোক বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া আমরা রেল-ষ্টেশনের প্লাটফরমে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, সেখানে একটিও লোক নাই: আলোক-স্তম্ভের মৃদু আলোকে ষ্টেশনের নামটি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম, তাহা টেব্‌ওয়ার্থ ষ্টেশন।

ষ্টেশনের দেওয়ালে যে 'টাইম-টেব্‌ল' ছিল, তাহাতে দেখিতে পাইলাম, রাত্রি তিনটার ট্রেণে নরউইচ্‌ যাওয়া যায়। তখন রাত্রি আড়াইটা, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেণ আসিবার কথা।

ষ্টেশনের ক্ষুদ্র ওয়েটিংরুমে আমরা ট্রেণের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম; রা-তাই টিকিট ঘরে গিয়া টিকিট লইয়া আসিল। অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণখানি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে প্লাটফরমে প্রবেশ করিল। ষ্টেশন-মাষ্টার একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর দরজা খুলিয়া সেই কামরায় আমাদের তিন জনকে উঠাইয়া দিল।

ট্রেণ আবার দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, এবং রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় নরউইচ্‌ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। আমরা সেই ট্রেণ পরিত্যাগপূর্ব্বক লণ্ডনগামী ট্রেণে উঠিলাম; এই ট্রেণ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল চলে।

আমরা লণ্ডনের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলাম। রা-তাই অদূরে অন্য একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়াছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লণ্ডনে নামিয়া আপনি কোথায় বাসা লইবেন? আমি মনে করিতেছি আমার নিজের বাসায় গিয়া উঠিব।"

রা-তাই বলিল, "দেখ মিঃ সেন, এত দিন আমরা সুখে দুঃখে একত্র কাটাইলাম, আর লণ্ডনে আসিয়াই তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা। আমার ইচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাক; লণ্ডনে আমার জন্য যে বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে, আমার এজেণ্টের পত্রে জানিতে পারিয়াছি সেই বাড়ীটি ছোট নহে, আমরা সকলেই সে বাড়ীতে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব। আমি যখন বলিয়াছি রেবেকাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতে আমার আপত্তি নাই, তখন শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, তোমাদের বিবাহ হইবেই; এ অবস্থায় আমাদের ছাড়িয়া তোমার অন্যত্র বাস করিবার আবশ্যক কি?"

রা-তাইয়ের কথায় রেবেকার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। রা-তাইয়ের প্রস্তাবে আমি কি উত্তর দিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; তাহার ন্যায় হৃদয়হীন নরপ্রেতের সহিত বাস করা আমার পক্ষে সুখকর নহে তাহা জানিতাম, কিন্তু রেবেকাকে ছাড়িয়া দূরে বাস করিতেও ইচ্ছা হইল না। রা-তাই যে নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে আমাকে তাহার গৃহে বাস করিতে অনুরোধ করিতেছে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে; তথাপি আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

লণ্ডনের লিভারপুল ষ্ট্রীট প্রকাণ্ড রাজপথ; কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের ন্যায় সেই পল্লীতে অনেক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করেন। এই পল্লীর বাড়ীভাড়া অত্যন্ত অধিক, সেই জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা এই পল্লীতে বাস করিতে পারেন না। রেলের গাড়ী হইতে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে যখন রা-তাইয়ের নূতন বাসার দরজায় উপস্থিত

হইলাম, তখন সেই প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; বুঝিলাম, এই বাড়ীর মাসিক ভাড়া সহস্রাধিক মুদ্রা! পূর্ব্বে এক জন লর্ড এই বাড়ীতে বাস করিতেন।

পূর্ব্বেই আমার বাসের জন্য একটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কক্ষটি সুসজ্জিত; প্রেগের হোটেলে আমার যে লগেজ ছিল, এই কক্ষের এক প্রান্তে তাহা দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! এ সকল জিনিস এখানে কে আনিল? কিরূপেই বা আসিল? আমরা তিন জনে খালি হাত পা লইয়া 'নাইটিঙ্গেল' জাহাজ হইতে নামিয়াছিলাম; আমার লগেজ জাহাজেও তুলিয়া লওয়া হয় নাই, এবং ইংলণ্ডে তাহা যে অন্য কোনও জাহাজে আসিয়াছে, তাহারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না; অথচ প্রেগে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছি, আমার সম্মুখে তাহা উপস্থিত!—ইহা স্বপ্ন না ভৌতিক কাণ্ড?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ পথশ্রমে ও অনিয়মে রেবেকার শরীর অত্যন্ত অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়াছিল; রা-তাই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে শয়ন করিতে উপদেশ প্রদান করিল; রেবেকা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পর দিন রা-তাই আমাকে বলিল, "এখন তুমি স্বাধীন; দীর্ঘকাল বান্ধবহীন বিদেশে বড় কষ্ট পাইয়াছ, এখন তুমি কিছু দিন আমোদ-আহ্লাদ কর। তোমাদের বিবাহটা যাহাতে শীঘ্র শেষ হয় আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।"

আমি বলিলাম, "রেবেকার সহিত আমার বিবাহে আপনার আপত্তি নাই বটে, কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা কিরূপ, আমি পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ কি না, একথা ত আপনি আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করেন নাই?"

রা-তাই বলিল, "এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই বলিয়াই আমি জিজ্ঞাসা করি নাই; তোমার ন্যায় প্রতিভাবান চিত্রকর কখনও অর্থাভাবে কষ্ট পাইবে না, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। তদ্ভিন্ন আমার যাহা কিছু আছে, রেবেকাই তাহার উত্তরাধিকারিণী; যদি তুমি আমার অবাধ্য না হও, আমার সকল আদেশ বিনা-প্রতিবাদে পালন কর, তাহা হইলে আমার পরিত্যক্ত সমস্ত

সম্পত্তি তোমারই হস্তগত হইবে। যাহা হউক, এ সকল কথার আলোচনা পরে হইবে; আপাততঃ এক বিষম বিপদে পড়া গিয়াছে; আমরা লণ্ডনে ফিরিয়াছি এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র কতকগুলি নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়াছে; সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব না হইলেও, কোন-কোন নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতেই হইবে।”

রা-তাই বিশ পঁচিশখানি নিমন্ত্রণ-পত্র আমার হাতে দিল; দেখিলাম, অধিকাংশ স্থলে আমিও নিমন্ত্রিত হইয়াছি। আমরা লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছি, এ সংবাদ কিরূপে প্রচারিত হইল?—যাহা হউক, এই সকল নিমন্ত্রণ পত্রের মধ্যে ডচেস্ অব্ আমারসামের নিমন্ত্রণ-পত্রখানি বিশেষ লোভনীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য; সেখানে বল-নাচে যোগ দিবার জন্য আমার নিমন্ত্রণ। ডচেস্ রা-তাইকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

আমি রা-তাইকে বলিলাম, “ডচেস্ অব্ আমারসামের সহিত আপনার পরিচয় আছে?”

রা-তাই মৃদু হাসিয়া বলিল, “তাঁহার সহিত আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব; অন্য কোথাও যাইতে না পারি তাঁহার নিমন্ত্রণ রাখিতেই হইবে। সেখানে রেবেকারও নিমন্ত্রণ আছে; আমরা তিন জনেই এক-সঙ্গে যাইব।”

আমি বলিলাম, “শিষ্টাচারের অনুরোধে এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য হইলেও, রেবেকাকে লইয়া যাওয়া কি সঙ্গত হইবে? আমার মনে হয়, তাঁহার বিশ্রামে ব্যাঘাত না করাই উচিত।”

রা-তাই বলিল, “রেবেকাকে তুমি যেরূপ পীড়িত মনে করিয়াছিলে,—

প্রকৃতপক্ষে তাহার পীড়া সে রকম কঠিন হয় নাই, তবে ঠিক সময়ে ঔষধ না পড়িলে রোগ সাংঘাতিক হইত সন্দেহ নাই। এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইলে তাহার কোনও অপকারের আশঙ্কা নাই। ডচেসের বাড়ী রাত্রি এগারটার পর যাইলেও চলিবে, তাহার পূর্ব্বে তোমাকে সঙ্গে লইয়া এই সহরের দুই চারিটি স্থানে বেড়াইয়া আসিব ভাবিতেছি; অনেক দিন জীবনটা একঘেয়ে ভাবে কাটিয়াছে, আজ একটু বৈচিত্র্য উপভোগ করা যাউক। প্রথমতঃ আমরা 'এরিষ্টোক্রাটিক ক্লবে' যাইব; সেখানে আহারাদি শেষ করিয়া লণ্ডনে যে সকল আমোদ-প্রমোদের স্থান আছে, সেই সকল স্থানে এক একবার যাওয়া যাইবে। আমার সঙ্গে যাইলে আমোদের সঙ্গে তুমি যথেষ্ট শিক্ষালাভও করিবে। এই সকল স্থানে ঘুরিয়া রাত্রি বারটার মধ্যে এখানে ফিরিয়া আসিব, তাহার পর রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া ডচেসের বাড়ী যাইব। আমার এ প্রস্তাবে তোমার আপত্তি আছে কি?"

আপত্তির কোনও কারণ ছিল না; ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা সান্ধ্য-ভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একখানি গাড়ীতে 'এরিষ্টোক্রাটিক ক্লবে'র দিকে চলিলাম। এই ক্লবে উপস্থিত হইতে আমাদের দশ মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। এই ক্লবটি লণ্ডনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্লব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ক্লবের সভ্যেরা সকলেই অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। রা-তাই কবে কিরূপে এই ক্লবের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; ইহাতে আমি বিস্মিত হইলাম না, কারণ কেবল লণ্ডনেই নহে, পম্পি, কায়রো, হামবার্গ, প্রেগ প্রভৃতি সকল

স্থানেই;—ইউরোপের সকল রাজধানীতেই সম্ভ্রান্ত সমাজে রা-তাই সুপরিচিত ও সম্মানিত! এ যে কি রহস্য, তাহা আমি কোনও দিন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

ক্লবের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, ভৃত্যগণ সসম্ভ্রমে আমাদের অভিবাদন করিল। তাহার পর আমরা সুচিত্রিত মার্ব্বেল প্রস্তরনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক হলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম এই হলে ক্লবের বহুসংখ্যক পরলোকগত ও জীবিত সভ্যের সুবৃহৎ তৈলচিত্র সংরক্ষিত আছে। সেই হল হইতে আমরা ভোজন-কক্ষে উপস্থিত হইলাম; এমন সুসজ্জিত ভোজন-কক্ষ আমি জীবনে অধিক দেখি নাই। কক্ষটি যেরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ উচ্চ; বোধ হয় ইউরোপের মহাসমৃদ্ধ সম্রাটগণের ভোজন-কক্ষও এরূপ সুদৃশ্য, সুসজ্জিত ও মনোরম নহে। ভোজন-কক্ষটির বহির্ভাগেই নদীর বাঁধ, বাতায়ন-পথ দিয়া নদীর বৈচিত্র্যময় দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। রা-তাই সেই বাতায়ন-প্রান্তে সংস্থাপিত একখানি টেবিলের সম্মুখে উপবেশন করিল, তাহার পর তাহার দক্ষিণাংশে সংরক্ষিত একখানি চেয়ার দেখাইয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল। আমি বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া সেই চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

রা-তাই বলিতে লাগিল, "আহার সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন হইলেও কোন্ দেশের কোন্ হোটেলে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়, সে সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে; সমগ্র ইউরোপের মধ্যে কেবলমাত্র চারিটি হোটেলে মনের মত খানা পাওয়া যায়; প্রথম, সেণ্টপিটার্স-বর্গের ব্রাতিমার ক্লব; দ্বিতীয়, ভিয়েনার মেটার্ণিক রেষ্টরেণ্ট; তৃতীয়,

পারিসের কাফে-ডি-পার্ণাশশ্‌; চতুর্থ, লণ্ডনের এই এরিষ্টোক্রাটিক ক্লব।—বোধ হয় তুমি পূর্ব্বেও এ ক্লবে আসিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "না, এই ক্লবে আমি আজ প্রথম আসিলাম; কিন্তু আমি পূর্ব্বে এখানে আহার না করিলেও আপনি ক্লবের যে প্রশংসা করিলেন, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে।"

অল্পক্ষণ পরে টেবিলে আমাদের খানা আসিল; এরূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য জীবনে দুই এক বারের বেশী অদৃষ্টে জুটিয়াছে বলিয়া মনে হইল না; রা-তাইয়ের সম্মুখে বহুবিধ খাদ্য-সামগ্রী প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রায় কোনও খাদ্য স্পর্শ করিল না! সুতরাং সে এই ক্লবে কেন আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি যতক্ষণ ভোজন করিলাম, ততক্ষণ ধরিয়া রা-তাই গল্প করিল; যেন সে আমার কতই বন্ধু!

রাত্রি আটটা হইতে ক্লবে সভ্যগণের সমাগম হইতে লাগিল; এই ক্লবের অধিকাংশ সভ্যই অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত; দেখিলাম সকলেই সুবেশধারী, সুরসিক ও সামাজিক শিষ্টাচারে সুনিপুণ। ক্লবের সেই সকল সুরসিক সভ্যের উচ্চহাস্যে ও খোসগল্পে সুবিস্তীর্ণ কক্ষটি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এবং হাস্য ও গল্পের তরঙ্গে বোতল-বাসিনী সুরা-তরঙ্গিনীর যে মধুর মিলন হইল, তাহা বোধ হয় সভ্যগণের সম্মুখে সুরলোকের বিলাস-বিভ্রম উপস্থিত করিল; ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, তাপদগ্ধ সংসার মরুভূমিতে ইহাই বুঝি নন্দন-ভবন!

রা-তাই সেই বিদেশী অভিজাতবর্গের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষ-পাত করিয়া নিম্নস্বরে আমাকে বলিল, "আজ তুমি এখানে যে দৃশ্য

দেখিতেছ, ইহা লণ্ডনের বিলাসী সমাজের দৃশ্য; তুমি বৈদেশিক, বোধ হয় এ দৃশ্যে তেমন অভ্যস্ত নহ। পূর্ব্বে যখন এই দেশ এত সভ্য হয় নাই, শিক্ষার অভিমান এরূপ প্রবল হয় নাই, ইংরাজ জাতি যখন এতদূর বিলাসী হয় নাই, তখন ইহাদের জাতীয় অধঃপতনের আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। যে কঠোর আত্মত্যাগ, সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মভয় ইংরাজ জাতির জাতীয় গুণ ছিল, সেই সকল গুণেই ইংরাজ পৃথিবীর সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং সেই সকল গুণের কিয়দংশ তাহাদের মধ্যে এখনও বর্ত্তমান আছে বলিয়াই আজ তাহারা পৃথিবীতে মহাপরাক্রান্ত ও অজেয়; কিন্তু এখন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠতম সমাজেও এই সকল গুণের অভাব লক্ষিত হইতেছে। যে সকল সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধরগণ পান-ভোজন ও অসার আমোদ-প্রমোদের জন্য আজ এখানে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই আমার পরিচিত; অনেকেই পূর্ব্বপুরুষের গুণগ্রাম ও শক্তি-সামর্থ্যে বঞ্চিত হইয়া ঘোড় দৌড়ে, নানারূপ ব্যসনে, বিলাসিতায় পিতৃপিতামহের সঞ্চিত অগাধ অর্থ নষ্ট করিতেছে। ইহাদের অনেককেই তোমার সহিত পরিচিত করিতে পারিতাম; কিন্তু আমাদের সময় অল্প, এখন এখান হইতে প্রস্থান করাই সঙ্গত। এক বার সাধারণের আমোদাগারগুলিতে উপস্থিত হইয়া এদেশের জনসাধারণ কিরূপ আমোদে অমূল্য সময় ও কষ্টসঞ্চিত অর্থ নষ্ট করিতেছে, তাহা দেখিলে তাহাদের রুচি প্রবৃত্তি ও রীতি-নীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবে।”

রা-তাইয়ের সঙ্গে আমি নিঃশব্দে সেই ক্লব পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গাড়ীতে উঠিলাম, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি রঙ্গমঞ্চে

উপস্থিত হইলাম। এই রঙ্গমঞ্চের নাম 'প্যারাডাইস্ থিয়েটার।' দেখিলাম, রঙ্গমঞ্চটির বহির্দ্দেশ আলোক-মালায় ও পুষ্পদামে সুসজ্জিত; থিয়েটারের দ্বারদেশে অসংখ্য লোকের জনতা; আমরা বহুকষ্টে সেই জনতা ভেদ করিয়া ম্যানেজারের আফিসে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ম্যানেজার সাহেবের সহিত রা-তাইয়ের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ম্যানেজার সসম্মানে রা-তাইকে অভিবাদন করিয়া আমাদের দুই জনকে একটি 'বক্সে' বসাইয়া দিয়া আসিলেন। তখনও অভিনয় আরম্ভ হয় নাই, যবনিকাও উত্তোলিত হয় নাই, অভিনয়ের পূর্ব্বাভাসস্বরূপ ঐকতানিক বাদ্য চলিতেছিল; দেখিলাম, রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বস্থান আমোদ-লিপ্সু দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের হর্ষ উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নাই!

রা-তাই সমবেত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাকে বলিল, "লণ্ডন-সমাজের আর একটি অংশের দৃশ্য দেখ। অভিনয় আরম্ভ হইলে তুমি দেখিবে দর্শকগণের অনেকে গল্প আরম্ভ করিয়াছে, কেহ কেহ মাতাল হইয়া শৃগালের মত সমস্বরে হুয়া হুয়া করিতেছে, কেহ কেহ বা লোলুপ দৃষ্টিতে অভিনেত্রীদিগের রূপ দেখিতেছে! অভিনয় দেখিয়া শিক্ষা লাভ কয় জনের উদ্দেশ্য? যে অল্প কয়েক জন লোক নাট্যানন্দ উপভোগ করিতে আসিয়াছে, তাহারা যে সুস্থির হইয়া শেষ পর্য্যন্ত শুনিবে, তাহারও আশা নাই।"

অভিনয় আরম্ভ হইলে দেখিলাম, দর্শকগণের সম্বন্ধে রা-তাইয়ের ধারণা অমূলক নহে; যেমন শ্রোতা, তেমনি নাটক; নাটকখানি

নিতান্ত অসার ও কুরুচিপূর্ণ, অথচ সেই নাটকের অভিনয় দর্শনে লোকের কি আগ্রহ! অভিনয় দেখিতে দেখিতে আমার মনে ঘৃণা জন্মিয়া গেল। মনে হইল, যে সকল লোক এমন তুচ্ছ আনন্দ উপভোগের জন্য এভাবে অর্থ ও সময় নষ্ট করে, তাহাদের মঙ্গলের আশা কোথায়? রা-তাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সে চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া হর্ষোন্মত্ত দর্শকগণের চপলতা নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহার চক্ষু ক্রোধে বিস্ফারিত, অধর ঘৃণায় কুঞ্চিত; তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সাধ্য হইলে সে তখনই সমগ্র দর্শকমণ্ডলীর সহিত রঙ্গালয়টি ভস্ম করিয়া ফেলিত!

রা-তাই আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "তুমি অভিনয় দেখিতেছ? ভদ্রলোকে এমন নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য স্ত্রীকন্যাকে সঙ্গে লইয়া কেন যে এখানে উপস্থিত হয়, তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই; দর্শকগণ যেরূপ লুব্ধ, অভিনেত্রীরাও সেইরূপ শ্লীলতাবর্জ্জিত; দেখ, ইহারা কিরূপ অর্দ্ধোলঙ্গ বেশে নির্লজ্জার ন্যায় নাচিতেছে! ইহারা মনে করিতেছে, যথেষ্ট নৃত্যকলা প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু ইহাদের নৃত্যে কলা-নৈপুণ্যের চিহ্নমাত্র নাই; ইহা ভদ্রলোকের বিরক্তিজনক না হইয়া কিরূপে তৃপ্তিকর হইতেছে, তাহাও সহজে বোধগম্য হয় না। মানুষের অত্যন্ত অধঃপতন না ঘটিলে কেহ এভাবে জনসাধারণকে আমোদিত করিতে সাহস করে না, এমন আমোদে কেহ যোগদানও করে না। এই সকল লোক আবার পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার সমালোচনা করে; এশিয়া ও আফ্রিকাখণ্ডের অধিবাসীরা অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া বিদ্রূপ করে! কিন্তু

এই দম্ভ স্থায়ী হইবে না, শীঘ্রই এমন দিন আসিবে, যখন ইহাদের আর্ত্তনাদে সমস্ত ইউরোপ বধির হইবে, অশ্রু-ধারায় রাজপথ কর্দ্দমিত হইবে। ঐ দেখ, প্রথম অঙ্কের পর যবনিকা পতিত হইল ; আমরা যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর এখানে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই ; চল অন্য আমোদাগারের সন্ধানে যাই।"

রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম, এবং চেয়ারিং-ক্রসের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন রাত্রি অধিক হয় নাই, দেখিলাম, ফুটপাথ গুলি শত শত পথিকে পূর্ণ, আলোকমালায় সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত রাজপথে নানা আকারের শত শত শকট চলিতেছে। অনেকক্ষণ পরে আমরা 'অক্সিডেণ্টাল মিউজিক হল' নামক সঙ্গীত-ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম।

রা-তাই গাড়ী হইতে নামিয়া আমাকে বলিল, "চল, এখানকার আমোদ-প্রমোদ এক বার দেখিয়া আসি।"

আমরা মিউজিক-হলের দ্বারদেশে টিকিট কিনিয়া কার্পেট-মণ্ডিত সোপানশ্রেণী দিয়া দ্বিতলে আরোহণ করিলাম। দ্বিতলে সম্ভ্রান্ত দর্শকগণের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল ; আমাদের সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আসনগুলি প্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমরা কোন দিকে না চাহিয়া দুই খানি শূন্য আসনে উপবেশন করিলাম ; তামাকের ধূমে ও বহুলোকের নিশ্বাস বিষাক্ত-বায়ুতে আমাদের শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। হলের মধ্যে পানীয় জল ও ফলবিক্রেতারা তাহাদের পণ্য-দ্রব্য ফেরী করিয়া বেড়াইতেছে, যুবক ও বৃদ্ধের দল এক এক স্থানে জটলা করিতেছে, ঐকতানিক বাদ্যযন্ত্রগুলির কাহারও সহিত কাহারও

মিল নাই; কতক গুলি যুবতী রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রায় উলঙ্গ দেহে এমন উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে যে,প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল, তাহাদের পাদতাড়নে ষ্টেজ্ ভাঙ্গিয়া পড়িবে!

সে দিন সেখানে একখানি অপেরার (গীতিনাট্য) অভিনয় হইতেছিল; এই অপেরার যেমন গান, তেমনি বিষয়! কয়েক মিনিট সঙ্গীত শ্রবণের পর রা-তাই আমাকে বলিল, "ইহাদের আমোদলিপ্সার পরিচয় পাইতেছ? সমাজের যতই নিম্নস্তরে যাইবে, ততই বীভৎস রুচির পরিচয় পাইবে; এখানে আর সময় নষ্ট করিয়া কাজ নাই।"

প্রায় দশ মিনিট পরে, আমারা ব্রিটিশ মহাসভার দিকে চলিলাম। পার্লিয়ামেণ্ট-ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্লেগের আক্রমণ নিবারণকল্পে কোন্ কোন্ নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত, এই বিষয় লইয়া মহাসভায় মহাআন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; সভ্য ও দর্শকগণে মহাসভা পরিপূর্ণ।

সেখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া আমরা সভ্যগণের বাক্‌বিতণ্ডা শ্রবণ করিতে লাগিলাম; দেখিলাম,নিজের দলের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য অনেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে অতি কঠোরভাবে আক্রমণ করিতেছেন; এক পক্ষ কোন ন্যায়সঙ্গত কথা বলিলেও অন্য পক্ষ কেবল জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন! যেন প্রতিপক্ষকে বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত ও অপদস্থ করাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত; অনেক বক্তার ঔদ্ধত্য ও দম্ভ দেখিয়া আমার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হইল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছিল, রেবেকাকে লইয়া ডচেস্ অফ্ আমারসামের নাচের মজলিসে উপস্থিত হইতে হইবে বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম।

রেবেকা তখন বলনাচের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ড্রয়িংরুমে আমাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন; এই পরিচ্ছদে তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, আনন্দে ও উৎসাহে তাঁহার মুখখানি প্রফুল্ল, ও প্রশান্ত চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বাসায় আর বিলম্ব না করিয়া রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া ডচেসের গৃহে যাত্রা করিলাম।

নাচের মজলিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে লণ্ডনের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে; মন্ত্রীসমাজের কয়েক জন সদস্যকেও উপস্থিত দেখিলাম। যে সকল পল্লীবাসী লর্ড নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় কাহাকেও চিনিতাম না; তাঁহাদের পরিচ্ছদের আড়ম্বরে আমার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। কয়েক জন মার্কিন ধনকুবেরের কন্যাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন; সম্ভ্রান্ত-বংশীয় অনেক বিত্তহীন অবিবাহিত ইংরাজ যুবক তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছিল,—যদি সৌভাগ্যক্রমে অর্দ্ধরাজ্য ও রাজকন্যা লাভ হয়! শুভ্রবদনা সুন্দরীগণের চারিধারে তাহাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া আমার মনে হইল, এক একটি যুবতী যেন এক একটি সদ্য প্রস্ফুটিত শতদল, আর এই সকল কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ-পরিহিত যুবকের দল ভৃঙ্গ মাত্র, কিঞ্চিৎ মধুর প্রত্যাশায় তাহারা ক্রমাগত পদ্মের চারি পাশে গুঞ্জন করিতেছে! সেই মজলিসে অনেক রূপসীকে দেখিলাম, রূপবান পুরুষও অনেক দেখিলাম; কিন্তু

রেবেকার মত সুন্দরী ও রা-তাইয়ের মত কুৎসিত আর এক জনকেও দেখিলাম না। এখানে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট রা-তাইয়ের সমাদর দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পদগৌরবে বা অর্থগৌরবে যিনি যতই সম্মানিত হউন, রা-তাইকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই যেন সঙ্কুচিত! ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজে রা-তাইয়ের এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি আছে, তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। রেবেকাকে দেখিয়া অনেক রূপসী শ্বেতাঙ্গনা ঈর্ষ্যাকুল নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ যুবক সেই রূপবতী ইহুদি-তনয়ার রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে বন্ধুগণের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

নৃত্য আরম্ভ হইল। বলনাচে আমি তেমন অভ্যস্ত নহি, কিন্তু মোগলের হাতে পড়িয়া আমাকেও খানা খাইতে হইল, ইচ্ছা না থাকিলেও, একটি লর্ড-দুহিতার সহিত আমি নৃত্য করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, এত দিন বিলাতে বাস করিয়াও আমি কোনক্রমেই সভ্য ইউরোপের সামাজিক নৃত্যের পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না; ইহা বোধ হয় আমার সংস্কারগত রুচির দোষ! লোলচর্ম্ম পককেশ বৃদ্ধেরা সুন্দরী যুবতীগণকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া কণ্ঠে-কণ্ঠে বাহুতে-বাহুতে ও বক্ষে-বক্ষে মিলাইয়া, কখনও চঞ্চল চরণে কখনও-বা লম্ফ প্রদানে উন্মত্তের মত নৃত্য করিতেছে, জোড়ায় জোড়ায় দলে দলে প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ দৃশ্য আমার ন্যায় প্রাচ্য দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ; কিন্তু ভিন্ন দেশের এরূপ বহু প্রাচীন

সামাজিক পদ্ধতির সমালোচনা করিতে যাওয়া আমার ন্যায় বিদেশীর পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক।

রাত্রি দুই ঘটিকার সময় নৃত্য শেষ হইল; মজলিস ভাঙ্গিলে রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া আমরা বাসায় যাত্রা করিলাম। সেদিন রাত্রিটা অতি পরিষ্কার ছিল, বাতাস অত্যন্ত শীতল হইলেও তাহা আমার নিকট সুখস্পর্শ বোধ হইল; আকাশের কোনও দিকে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না, উজ্জ্বল নক্ষত্র রাশিতে গগনমণ্ডল দীপ্যমান্।

পথে আসিতে আসিতে রা-তাই বলিল, "আমাদের নৈশ ভ্রমণ এখনও শেষ হয় নাই; রেবেকা এই গাড়ীতেই বাসায় যাউক; চল, আমরা দু'জনে আর একটু ঘুরিয়া আসি।"

রাত্রি অনেক হইয়াছিল, যথেষ্ট পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, আমার আর ভ্রমণের উৎসাহ ছিল না; কিন্তু রা-তাইয়ের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। গাড়ী থামাইয়া আমরা উভয়ে নামিয়া পড়িলাম। রা-তাইয়ের আদেশে কোচম্যান রেবেকাকে বাসায় লইয়া চলিল।

কিছু দূর পদব্রজে আসিয়া আমরা একখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম, এবং সেই গাড়ীতে 'কন্‌ভেণ্ট গার্ডেন' নামক পল্লীতে 'ফ্যান্সি-ড্রেসবল' দেখিতে চলিলাম। রা-তাই বলিল, "এখানে ইংরাজ সমাজের আর এক রকম আমোদের নমুনা দেখিতে পাইবে।"

এই নাচঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, অসংখ্য নর্ত্তক ও নর্ত্তকী অদ্ভুত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সামরিক ব্যাণ্ডের তালে

তালে নাচিতেছে, সে দৃশ্য অতি অদ্ভুত! অন্য সময় হইলে হয় ত এই নৃত্যগীত উপভোগ করিতে পারিতাম; কিন্তু সেই শেষ রাত্রে শ্রান্ত দেহে এই আমোদ আমার পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল; তাহার উপর রা-তাইয়ের সমালোচনার স্রোত, পরের কথা লইয়া অনর্থক কেন যে এত আলোচনা, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাল না। সে যেখানে যাইতেছিল, সেই স্থানেই জনসাধারণের আমোদ-স্পৃহা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া দৈববাণী করিতেছিল, শীঘ্রই ইহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, ইহাদের দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে।—কিন্তু তখন তাহার সেই দৈববাণীর অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

'ফ্যান্সি-ড্রেসবল' দেখিয়া আমরা সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে আসিয়া রা-তাই বলিল, "সন্ধ্যা হইতে এই শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত আজ অনেক স্থানে ঘুরিলাম; অতি সম্ভ্রান্ত সমাজ হইতে সাধারণ সমাজের লোকেরা পর্য্যন্ত কিরূপ আমোদে নিশাযাপন করে, এই এক রাত্রেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছ; কিন্তু এ দেশের অশিক্ষিত ইতর শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের লোক কিরূপ আমোদে রাত্রি কাটায়, তাহা না দেখিলে আমাদের নৈশ ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমরা প্রায় নরকের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছি, চল, এক বার নরক দর্শন করিয়া আসি।"

এ প্রস্তাবেও আমি আপত্তি করিলাম না, দেখি, এই বৃদ্ধই কতক্ষণ ঘুরিতে পারে! আমরা উভয়ে আলোকিত রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে সহরের দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করিলাম; একটা গির্জ্জার ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল।

একটি অপরিচ্ছন্ন সংকীর্ণ গলির ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, একটা খোলা যায়গায় পঁচিশ ত্রিশ জন লোক একত্র জুটিয়া মহা সোঁরগোল করিতেছে, বুঝিলাম সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর অহারা পেট ভরিয়া মদ খাইয়া একটু নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেছে! দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই দেখা গেল, একটা গুণ্ডা একটি নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, কিন্তু স্ত্রীলোকটির আর্ত্তনাদের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না! কয়েক গজ দূরে দুই জন লোক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিতেছে। সে অঞ্চলে শান্তিরক্ষক প্রহরীদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; বুঝিলাম, এই স্থান সত্যই নরকতুল্য, এখানে কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ নহে, এমন কি, দিবাভাগেও এসকল পল্লীতে প্রাণ হাতে করিয়া আসিতে হয়! আমি একাকী এই রাত্রে এমন স্থানে আসিতে কখনও সাহস করিতাম না; কিন্তু রা-তাই সঙ্গে ছিল বলিয়াই আমি নির্ভয়ে চলিতে লাগিলাম।

এই গলি দিয়া কিছু দূর গমন করিয়া রা-তাই একটি রাস্তার সম্মুখে দাঁড়াইল। বাড়ীটি একতালা, বাহিরের দিকে একটিমাত্র দ্বার, তাহাও রুদ্ধ; রা-তাই সেই দ্বারে কয়েক বার করাঘাত করিল। অল্পক্ষণ পরে একটি স্ত্রীলোক দরজাটি অল্প ফাঁক করিয়া মুখ বাহির করিল; রা-তাই তাহার কাণে কাণে কি বলিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল, "আপনি আসিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই, দ্বার খুলিয়া দিতেছি; কিন্তু আপনার এই সঙ্গীটি?"

রা-তাই বলিল, "উনি আমার বন্ধু, কোন ভয় নাই।"

"তবে আসুন" বলিয়া দ্বার খুলিয়া স্ত্রীলোকটি একটু সরিয়া দাঁড়াইল; আমরা গৃহে প্রবেশ করিলে, স্ত্রীলোকটি ভিতর হইতে পুনর্ব্বার অর্গল রুদ্ধ করিয়া ও একটি বাতি ধরাইয়া কক্ষান্তরে অগ্রসর হইল; আমরা তাহার অনুসরণ করিলাম।

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুর্গন্ধে আমরা বমনোদ্রেক হইল; এমন নোংরা ও দুর্গন্ধময় গৃহে আমি জীবনে প্রবেশ করি নাই। সেই কক্ষে অন্য লোক দেখিতে পাইলাম না। আমাদের পথপ্রদর্শিকা আর একটি কক্ষের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দেওয়ালে হাত দিল, এবং একটি গুপ্ত স্প্রীং টিপিয়া ধরিল; সঙ্গে সঙ্গে ঠং ঠং শব্দ করিয়া ঘণ্টা বাজিল ও দ্বারটি খুলিয়া গেল।

দ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখিলাম, সেই কক্ষ মধ্যে একটি উজ্জ্বল গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, কক্ষের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড গোল টেবিল; সেই টেবিলের চতুর্দ্দিকে বিশ-পঁচিশ জন পুরুষ ও রমণী বসিয়া জুয়া খেলিতেছে!

আমাদিগকে দেখিবামাত্র লোকগুলা এক সঙ্গে লাফাইয়া উঠিল, এবং টেবিলের উপর বাজী ধরিবার জন্য যে টাকাগুলি ছিল, তাহা তাহারা তাড়াতাড়ি সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। আমার মনে হইল, এই উন্মত্তপ্রায় নর-পশুগুলা আমাদিগকে পুলিশের গোয়েন্দা ভাবিয়া এখনই আমাদের আক্রমণ করিবে; বলিতে লজ্জা নাই, আমি সভয়ে রা-তাইয়ের পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

সেই বর্ব্বরেরা গ্যাসালোকে রা-তাইকে চিনিবামাত্র সংযতভাব

ধারণ করিল; রা-তাই পকেট হইতে একটি গিনি বাহির করিয়া তাহাদিগকে মদ খাইতে দিল। মদ খাইবার টাকা পাইয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিতে করিতে পুনর্ব্বার খেলায় প্রবৃত্ত হইল। দেখিলাম, তাহারা সকলেই জুয়ায় সুনিপুণ; টেবিলের উপর অনেক টাকা জমিয়াছে; কেহ ক্রমাগত হারিতেছে, কেহ পুনঃ পুনঃ জিতিতেছে; কেহ-বা শেষ ফার্দ্দিং পর্য্যন্ত হারিয়া ঘড়ি, চেন বা অঙ্গুরী বাঁধা দিয়া যে টাকা পাইতেছে, তাহা লইয়া পুনর্ব্বার খেলায় মত্ত হইতেছে।

কয়েক মিনিট পরে রা-তাই আমাকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া নিম্ন স্বরে বলিল, "এই বাড়ীটি লণ্ডনের বড় বড় চোরের আড্ডা। ইহাদের সকলেই পাকা চোর, নরঘাতক দস্যুও ইহাদের মধ্যে অনেক আছে; নরহত্যার অপরাধে ইহাদের কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে দুই চারিখানি ওয়ারেণ্টও বাহির হইয়াছে! কিন্তু ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের অসাধ্য। ঐ যে লম্বা জোয়ানটিকে দেখিতেছ, উনি চুরি-বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, এই মহাপুরুষ বড় বড় লোহার সিন্দুকগুলা এত সহজে খুলিয়া সিন্দুকের জিনিস আত্মসাৎ করে যে, না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। উহার পাশে যে সুন্দরী বসিয়া আছে, সে উহার উপপত্নী; এই স্ত্রীলোকটি বড় লোকের দারোয়ানদের সঙ্গে ভাব করিয়া বাড়ীতে কোথায় কি আছে তাহার সন্ধান লয়, সেই সন্ধান অনুসারে চোরেরা চুরি করিতে যায়। ঐ পাশে যে তিনটি লোক অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে জুয়া খেলিতেছে, উহাদিগকে ধরিবার জন্য পুলিশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে; পুরস্কারের লোভে শত শত গোয়েন্দা উহাদের সন্ধানে ঘুরিতেছে, তথাপি দেখ, উহারা কেমন নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া

বসিয়া জুয়া খেলিতেছে! আর যে স্ত্রীলোকটি আমাদের দরজা খুলিয়া দিয়াছিল, সে প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে একটি ধনাঢ্য বৃদ্ধের প্রাণবধ করিয়া এখানে গোপনে বাস করিতেছে, পুলিশ এখন পর্য্যন্ত ইহার কোনও সন্ধান পায় নাই।"

আমি সবিস্ময়ে রা-তাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সকল কথা আপনি কিরূপে জানিলেন? ইহাদের দলের লোক ভিন্ন অন্যের ত এ সকল কথা জানিবার সম্ভাবনা দেখি না।"

রা-তাই বলিল, "তুমি কি মনে করিতেছ, আমিও ইহাদের দলের একজন? তোমার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম আলাপ হয়, সেই দিনই কি তোমাকে বলি নাই, আমার অজ্ঞাত বিষয় কিছুই নাই? তুমি বোধ হয় আমার এ কথা বিশ্বাস করিতেছ না; কিন্তু তোমাকে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তোমাদের দেশের প্রাচীন যুগের যোগী-তপস্বীগণ যোগশক্তি-প্রভাবে বিশ্বসংসারের সকল রহস্যই জানিতে পারিতেন; যোগের সেই শক্তি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, তবে প্রকৃত সাধকের অভাব হইয়াছে বটে।—আমি কিরূপে সকল কথা জানিতে পারি তাহা তোমার জানিবার আবশ্যক নাই, আমি যে সকলই জানিতে পারি, সে পরিচয় তুমি বহুবার পাইয়াছ। যাহা হউক, বিলাতী সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকেরা কিরূপ আমোদে কালক্ষেপ করে, তাহার কিছু পরিচয় পাইলে কি?"

আমি বলিলাম, "যথেষ্ট; আজ এই এক রাত্রে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা অন্যে বহুবর্ষেও লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ।"

রা-তাই খুসী হইয়া বলিল, "তবে চল, এ নরককুণ্ডে আর বিলম্ব

করিবার আবশ্যক নাই। রাত্রিও শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমরা বাসায় যাইতে না যাইতে প্রভাত হইবে; যদি আরও দুই-এক ঘণ্টা রাত্রি থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে লইয়া আর একটু ঘুরিতাম।"

আমি বলিলাম, "রক্ষা করুন মহাশয়, আর আমি ঘুরিতে পারিব না; আমার চক্ষু জ্বালা করিতেছে, সমস্ত রাত্রি পথে পথে ঘুরিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি, কিছু কাল বিশ্রাম করা আবশ্যক।"

আমরা সেই গুণ্ডার আড্ডা হইতে বাহির হইয়া নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাসায় আসিলাম, তখন বেলা প্রায় সাতটা! আমি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, পরিচ্ছদ পরিবর্তন না করিয়াই শয্যায় শয়ন করিলাম, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অনেক বেলায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগরণের পর মনে হইতে লাগিল, পূর্ব্বরাত্রে যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহা সত্য নহে, স্বপ্ন মাত্র; নিদ্রিত অবস্থাতেই আমি সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি! রা-তাইয়ের সেই ঘৃণাপূর্ণ ও সর্পের ন্যায় ক্রূর দৃষ্টি চেষ্টা করিয়াও আমি ভুলিতে পারিলাম না; সে কি উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত রাত্রি আমাকে সঙ্গে লইয়া নগর পরিদর্শন করিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রা-তাইয়ের সহিত আমার অধিক দিনের পরিচয় নহে, কিন্তু এই অল্প দিনেই তাহাকে উত্তমরূপ চিনিয়াছিলাম; তাহার কোন ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই ব্যর্থ হইত না। সুতরাং যখন সে বলিল, শীঘ্রই ইংরাজজাতির সর্ব্বনাশ হইবে, নগরে নগরে হাহাকার উঠিবে, নরনারীগণের অশ্রু-ধারায় রাজপথ কর্দ্দমিত হইবে, তখন তাহার সে কথা বৃদ্ধের প্রলাপ-মাত্র, এরূপ মনে করিতে পারি নাই; সেই কথা শুনিয়া আমার মনে মনে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম তাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইবে না, হয় ত শীঘ্রই ইংলণ্ডের মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। কিন্তু ইংরাজ জাতি কিরূপ বিপদে আক্রান্ত হইবে, বিস্তর চিন্তা করিয়াও তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না। কোনও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ইংরাজ জাতিকে যে সহসা বিপন্ন হইতে হইবে,

তাহার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখিলাম না ; রুস, ফরাসী ও জর্ম্মাণ প্রভৃতি পরাক্রান্ত ইউরোপীয় জাতি সহসা যে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। সত্য বটে, সুদূর আফ্রিকায় বল-দর্পিত ও তেজস্বী মুসলমান-সম্প্রদায় সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণকে ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সুবিশাল ধর্ম্মসঙ্ঘের আয়োজন করিতেছে, এবং সম্ভবতঃ এক দিন তাঁহারা সমুদায় খৃষ্টান জাতির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে ; কিন্তু তাহাতেও হঠাৎ ইংলণ্ডের কোনও ভয়ের কারণ দেখিলাম না। কিছু দিন হইতে ইউরোপীয় জাতিসমূহের 'পীতাতঙ্ক' উপস্থিত হইয়াছে ; তাঁহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, প্রাচ্য ভূখণ্ডবাসী পীতবর্ণ জাতিসমূহ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ইউরোপীয়গণকে প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে অর্দ্ধচন্দ্র দানে সমুদ্রপারে প্রেরণ করিবে! নববলদৃপ্ত রুষবিজয়ী জাপানের অদ্ভূত রণ-নৈপুণ্য দর্শনে শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের মধ্যে এই ভয় সংক্রামিত হইয়াছে। যদি কোনও দিন চীন ও জাপান অভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রভূত্ব-সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে প্রাচ্য ভূখণ্ড-প্রবাসী ইউরোপীয়গণের সুদূর ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে রা-তাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিলাম না।

তবে একটিমাত্র সম্ভাবনার কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে হইতে লাগিল ; যদি কোনরূপে ইংলণ্ডে প্লেগ প্রবেশ করে, তাহা হইলেই ইংরাজ জাতির মহা বিপদ উপস্থিত হইবে; কিন্তু প্লেগ যাহাতে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া-

ছেন, তাহাতে এই সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী দ্বীপে প্লেগ প্রবেশ করিবার সম্ভাবনাও নিতান্ত অল্প। সত্য বটে, রা-তাই নাইটিঙ্গেল জাহাজে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল যে, ইংলণ্ডে পূর্ব্বেই প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষ এখন পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই; কিন্তু ইহা তাহার স্তোভবাক্য কি না কে বলিবে? রা-তাইয়ের সহিত কথা-বার্ত্তায় আমি বুঝিয়াছিলাম, ইংরেজের প্রতি তাহার ভয়ানক বিদ্বেষ; কারণ যে সকল ইউরোপীয় জাতি মিসর ও অন্যান্য প্রাচীন দেশে গমন করিয়া প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, ও অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া ভূগর্ভ হইতে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ উত্তোলনপূর্ব্বক অতীত যুগের সমৃদ্ধি ও গৌরবের পরিচয় প্রদান করেন, ইংরাজ সেই সকল জাতির অগ্রগণ্য। রা-তাই প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে গোপনে কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে কি না বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু তাহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই, তাহার বুদ্ধির মধ্যে সহজে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না।

রা-তাই যদি সাধারণ মনুষ্য হইত, তাহা হইলে আমি তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিতাম না; কিন্তু সে মনুষ্য মূর্ত্তিতে প্রেত; স্নেহ, মমতা, করুণা, সহানুভূতি, পরোপকার প্রভৃতি মানবীয় ধর্ম্ম কোনও দিন তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। পরের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিলেই তাহার আনন্দ, অন্যের সর্ব্বনাশেই তাহার সুখ, অন্যের শোকাশ্রু দর্শনেই তাহার তৃপ্তি! রা-তাইয়ের মত পিশাচ-প্রকৃতির লোক পৃথিবীতে অধিক থাকিলে, এত দিন বোধ হয় ভগবানের

সৃষ্টি ব্যর্থ হইত। খৃষ্টানের ধর্ম্মশাস্ত্রে সয়তান নামক যে পরাক্রান্ত জীবের উল্লেখ আছে, তাহার মহিমার কথা কোথাও কোথাও পাঠ করিয়াছি; এক এক সময় আমার মনে হইত, সেই খৃষ্টানের সয়তান চামড়া ও টুপি বদলাইয়া সমুদ্র পার হইয়া আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছে!

হাত মুখ ধুইয়া কক্ষান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রেবেকা আমার প্রতীক্ষায় সেখানে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল্‌ রাত্রে বলের মজলিস হইতে বাসায় ফিরিবার সময় তোমরা হঠাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া কোথায় গিয়াছিলে? দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই, প্রত্যূষে বারান্দায় তোমার পদ শব্দ শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, সমস্ত রাত্রি বাহিরে কাটাইয়াছ।"

আমি রেবেকাকে আমার নৈশ অভিযানের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। সকল কথা শুনিয়া রেবেকা চিন্তিত ভাবে বলিলেন "রা-তাই তোমাকে এই সকল স্থানে কি জন্য লইয়া গিয়াছিল? বিনা উদ্দেশ্যে সে যে কেবল আমোদ দেখিবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে; তুমি কি তাহার মৎলব বুঝিতে পার নাই?"

আমি বলিলাম, "না, রা-তাই যে খুব মৎলববাজ লোক, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; কিন্তু তাহার মনের ভাব কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।"

প্রাভাতিক জলযোগ শেষ করিয়া আমার বাসাটি দেখিতে চলিলাম; আমি বিদেশ যাত্রা করিবার সময় একটি ভৃত্যের হস্তে বাসার

ভার দিয়া গিয়াছিলাম, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তাহার নিকট হইতে কোনও সংবাদ পাই নাই।

আমি পদব্রজে যাইতে যাইতে হ্যামিণ্টন প্লেসের নিকট যাদুঘরের অধ্যক্ষ সার জর্জ্জ ম্যাক্সওয়েলকে দেখিতে পাইলাম; আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইবামাত্র তিনি সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া সহাস্যে বলিলেন, "মিঃ সেন, অনেক দিন পরে আজ তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড় সুখী হইলাম; তুমি যে লণ্ডনে ফিরিয়াছ তাহা আমি জানিতাম না।"

আমি বলিলাম, "আমি কাল্ এখানে আসিয়াছি; আমি এদেশে ছিলাম না, তাঁহা কিরূপে জানিলেন?"

সার জর্জ্জ বলিলেন, "এক দিন তোমার বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম; সেখানে তোমার ভৃত্যের মুখে শুনিয়াছিলাম, বিশেষ প্রয়োজনে তুমি বিদেশে গিয়াছ। বিদেশে গিয়া তোমার বোধ হয় কঠিন পাড়া হইয়াছিল, অন্ততঃ তোমার আকার দেখিয়া এইরূপই অনুমান হয়।"

আমি বলিলাম, "না, প্রবাসে আমার বিশেষ কোনও অসুখ হয় নাই। আজ হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হইল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি।"

সার জর্জ্জ আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কি কথা বল।"

আমি বলিলাম, "আমার বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে যে দিন আপনার আফিসে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, সেইদিন আপনি

কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন, রা-তাইয়ের কবলে নিপতিত হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু অধিক বাঞ্ছনীয়, এ কথা আপনার স্মরণ হয় কি ?”

সার জর্জ্জ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত দিন পরে একথা তোমার মনে পড়িল কেন ?”

আমি বলিলাম, “কারণ আমি গত দুই মাস কাল রা-তাইয়ের সহিত একত্র বিদেশে বাস করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমার মৃত্যুই যে অধিক বাঞ্ছনীয়, আজ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।”

আমার কথা শুনিয়া সার জর্জ্জ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, অত্যন্ত ভীতভাবে বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ! তুমি বলিতেছ কি ?”

আমি বলিলাম, “হাঁ, সত্য কথাই বলিতেছি ; এই দুই মাস কাল রা-তাইয়ের সহিত একত্র বাস করিয়া আমি তাহার সম্বন্ধে যে সকল জানিতে পারিয়াছি, আপনি তাহা শুনিলে—”

সার জর্জ্জ ব্যস্তভাবে বলিলেন, “না, না, সে সকল কথা আমার শুনিবার আবশ্যক নাই।”

অগত্যা আমি চুপ করিয়া রহিলাম, সার জর্জ্জও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিলেন না ; তাহার পর তিনি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ খবরের কাগজ পড়িয়াছ ?”

আমি বলিলাম, “না, আজ আমি অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়াছিলাম, উঠিয়া কিছু খাইয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছি,

কাগজ দেখিবার অবসর পাই নাই ; আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? কোন নূতন সংবাদ আছে না কি ?"

সার জর্জ্জ বলিলেন, "অতি ভয়ঙ্কর সংবাদ আছে, লণ্ডনে হঠাৎ প্লেগ দেখা দিয়াছে !"

আমি বলিলাম,"একথা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই ; প্লেগ কি দুই এক দিনের মধ্যে দেখা দিয়াছে ?"

সার জর্জ্জ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "প্লেগের আবির্ভাবে নগরবাসীগণ মহা আতঙ্কিত হইয়াছে। লণ্ডনে যাহাতে প্লেগ প্রবেশ করিতে না পারে, কর্ত্তৃপক্ষ সে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। কাল্ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কোন দূরস্থ পল্লীতে এক জনের প্লেগ দেখা দিয়াছে, আজ সকালে সংবাদ পাওয়া গেল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ভীষণ রোগে প্রায় পাঁচ শত লোক আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমাদের সম্ভ্রান্ত বন্ধু অনেকেই আছেন ; আরও ভয়ের কথা এই যে, এই রোগ সমাজের সকল সম্প্রদায়েই প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং কখন কাহার প্রাণ যায় কে বলিবে ?—আমি এখন একটু কাজে যাইতেছি, সুবিধা হইলে এক দিন আমার সঙ্গে দেখা করিও।"

সার জর্জ্জের নিকট বিদায় লইয়া আমার বাসায় আসিয়া দেখিলাম, যেখানে যে জিনিস রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা ঠিক্ সেই খানেই আছে; টেবিলের উপর ঘড়িটি তখনও টিক্ টিক্ করিতেছে, আমার নামে যে সকল চিঠিপত্র আসিয়াছিল, ভৃত্য টেবিলের উপর তাহা গুছাইয়া রাখিয়াছে। আমি পত্রগুলি পাঠ করিলাম, কতক ছিঁড়িয়া ফেলিলাম ;

যেগুলির উত্তর দেওয়া আবশ্যক, তাহা পকেটে পুরিয়া লইলাম। আমার ভৃত্য তখন বাসায় ছিল না; কিন্তু তাহাতে কোন অসুবিধা হইল না, দরজায় যে কুলুপ লাগান ছিল, তাহার একটি চাবি আমার ভৃত্যের কাছে, অন্যটি আমার কাছে থাকিত। আমি আসিয়াছি, এই কথা ভৃত্যের অবগতির জন্য এক-টুকরা কাগজে লিখিয়া তাহা টেবিলের উপর রাখিয়া দরজা বন্ধ করিলাম, তাহার পর রা-ভাইয়ের বাসায় ফিরিয়া চলিলাম।

পথে যাইতে যাইতে কিছু দূরে আমার একটি বন্ধুকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না, তিনি ব্যস্তভাবে পথিপ্রান্তস্থ একটি ক্লবে প্রবেশ করিলেন; আমিও সেই ক্লবে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম, তাহার পর ক্লবের বিভিন্ন কক্ষগুলি ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

একটি কক্ষে দেখিলাম, চারি জন লোক কি পরামর্শ করিতেছেন; এই চারি জনের সকলেই আমার পরিচিত; তাঁহারা সকলেই বিষণ্ণ, সকলেরই মুখ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। দেখিলাম, এই চারি জনের মধ্যে এক জন ইউরোপের একখানি মানচিত্র টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার স্থানে স্থানে পেন্সিলের চিহ্ন দিতেছিলেন; অন্য তিন জন সেই মানচিত্রের নিকটে দাঁড়াইয়া যেন কোনও গুরুতর বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

কথাটা তেমন গোপনীয় নহে বুঝিয়া আমিও সেখানে দাঁড়াইলাম। বক্তা বলিতে লাগিলেন, "আমার সিদ্ধান্তে যে ভ্রমপ্রমাদ নাই, তাহা

তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। যে দিন টেলিগ্রামে সর্ব্ব-প্রথম পাঠ করিলাম কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌লে প্লেগ দেখা দিয়াছে, সেই দিন হইতে প্লেগ সম্বন্ধে যত টেলিগ্রাম বাহির হইয়াছে, তাহা কাঁচি দিয়া কাটিয়া পর পর একখানি সাদা কাগজে জুড়িয়া রাখিয়াছি; এবং যখন যে দেশ হইতে প্লেগের প্রথম আক্রমণ-সংবাদ পাইয়াছি,তখনই সেই দেশের সেই সকল নগর মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এই চিহ্নগুলির অনুসরণ করিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে প্লেগ কোন্ পথে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণ করিতে করিতে অবশেষে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।"

বক্তার কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল, আমি তাঁহার আরও কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, এবং তাঁহার কাঁধের উপর দিয়া মানচিত্রখানির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম।

বক্তা বলিতে লাগিলেন, "প্লেগ প্রথমে কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল হইতে রুসিয়া ও বলকান্ রাজ্যে প্রবেশ করে; তাহার দুই দিন পরে ভিয়েনা ও প্রেগে প্লেগ দেখা যায়; তাহার পরেই বার্লিন, উইটেনবর্গ ও হামবর্গ নগর প্লেগে আক্রান্ত হয়; বার্লিন হইতে প্লেগ ফ্রান্সে প্রবেশ করে। গত কল্য যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তাহা পাঠে জানা গিয়াছে, ফ্রান্সে দেড় হাজার, অষ্ট্রিয়ার বিশ হাজার ও জর্ম্মনীতে প্রায় আঠার হাজার লোক এ পর্য্যন্ত প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে; জর্ম্মনীর হামবর্গ নগরেই সাত হাজার সাড়ে ছয় শত লোকের প্লেগ হইয়াছে! ইটালীতে প্লেগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা চারি হাজার তিন শত সত্তর, স্পেন ও পর্টুগালে এক শত ছাপার, কিন্তু তুরস্কে সাতচল্লিশ হাজার, ও রুসিয়ায় চল্লিশ হাজার নয় শত কুড়ি। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আট দশ হাজার

লোক আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে গ্রীসেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আঠার হাজার সাত শ ত্রিশ! অতএব দেখা যাইতেছে, তুরস্কে ও তৎসন্নিহিত দেশ সমূহে অর্থাৎ গ্রীস, রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ায় প্লেগের আক্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার নীচেই জর্ম্মনী। হামবর্গ নগরের প্রতি প্লেগের অনুগ্রহ এত অধিক হইল কেন, তাহা স্থির করা কঠিন। ইংলণ্ড এ পর্য্যন্ত ভাল ছিল, কিন্তু এদেশে প্লেগ প্রবেশ করিবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় পাঁচশত লোক এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।"

বক্তার এই সকল কথা শুনিয়া আমি জড়ের ন্যায় সেই খানে দণ্ডায়মান রহিলাম, আমার পদদ্বয় যেন মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল, নড়িবার পর্য্যন্ত শক্তি রহিল না; সহসা যেন আমার চক্ষুর উপর হইতে একখানি পরদা খুলিয়া পড়িল! এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম- প্লেগ কিরূপে ইউরোপে প্রবেশ করিল।

বক্তা বলিতে লাগিলেন, "প্লেগ কোন্ পথে লণ্ডনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও তোমাদের বুঝাইয়া দিতেছি। ইংলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে নরফোকে প্লেগ দেখা যায়, টেবওয়ার্থ নামক রেল-ষ্টেসনের এক জন প্রহরী ও ষ্টেশন-মাষ্টার প্রায় একই সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হয়; তাহার পরই প্লেগ লণ্ডনে প্রবেশ করিয়াছে। গত রাত্রে যে সকল ভদ্র লোক 'প্যারাডাইস্ থিয়েটারে' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পঁচাত্তর জনের প্লেগ হইয়াছে; যাঁহারা 'এরিষ্ট-ক্রাটিক ক্লবে' উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিশ জন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছেন, ইঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি। যাঁহারা 'অক্সি-ডেণ্টাল মিউজিক হলে' গান শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে

একাশি জনের, কন্‌ভেণ্ট গার্ডেনে 'ফ্যান্সি-ড্রেসবলে' উপস্থিত পঁচাশি-জনের, ও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত আটাশ জনের প্রায় এক সময়েই প্লেগ হইয়াছে। গত কল্য রাত্রে ডচেস্ অব আমারসামের গৃহে নাচের মজলিস ছিল; সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও চল্লিশ জন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই এক দিনেই নগরের বিভিন্ন অংশে কোন্ কোন্ পল্লীতে সাধারণ লোকের মধ্যে কত জন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার ঠিক সংবাদ এখনও পাই নাই।"

আমি আর শুনিতে পারিলাম না, কর্ণে যেন অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল; আমার দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত হইল, পদতল হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল; আমি মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলাম, এবং ক্লবের বাহিরে আসিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই গাড়ীতে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত ভাবে বাসায় চলিলাম। গাড়ী রাজপথ দিয়া সশব্দে ছুটিয়া চলিল, কিন্তু আমি কোথায় যাইতেছি, আমার তখন সে জ্ঞান ছিল না; আমার বোধ হইতে লাগিল, কেহ আমার সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন ঢালিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছে। আমি বুঝিলাম, আমার জীবনে আর বিন্দুমাত্র সুখ নাই, আমি মনুষ্যনাম কলঙ্কিত করিয়াছি; যদি সেই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলেই আমি বাঁচিতাম।

আর বাঁচিয়া সুখ কি? সত্য কথা এত দিনে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। যে গভীর রহস্য দুই মাসের মধ্যে বুঝিতে পারি নাই, পাঁচ মনিটেই তাহার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছি। আমার বাহুমূলে যে ক্ষত-

চিহ্নটি ছিল, এত দিন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই; এত দিনে বুঝিলাম, নরপ্রেত রা-তাই আমাকে মিসরে লইয়া গিয়া, পিরামিড দর্শনের রাত্রে কৌশলে আমাকে অজ্ঞান করিয়া আমার শোণিতে প্লেগের বিষ মিশ্রিত করিয়াছিল! বাহুমূলের এই চিহ্ন যে টীকার চিহ্ন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। প্লেগে আক্রান্ত হইয়া আমি মরু-প্রান্তরে তাম্বুর মধ্যে পড়িয়া রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়াছি; যে আরব ভৃত্য আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল, প্লেগেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে মরিল, আমি মরিলাম না; দুর্ব্বহ কলঙ্ক-ধ্বজা স্কন্ধে বহিয়া দেশ-দেশান্তরে এই ভীষণ মৃত্যু-বীজ ছড়াইবার জন্যই কি ভগবান আমাকে জীবিত রাখিলেন? রা-তাইয়ের শয়তানির কথা যতই মনে পড়িতে লাগিল, ততই আমি ক্রোধে, ক্ষোভে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিলাম; বুঝিলাম, সে লণ্ডনে আসিয়া সমগ্র নগরে এই বিষ পরিব্যাপ্ত করিবার জন্যই গত কল্য সমস্ত রাত্রি আমাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে; সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত সে প্লেগের বিষ ছড়াইয়া দিয়াছে! আমি নির্ব্বোধ, আমি মূর্খ, আমি সুখলিপ্সু হতভাগ্য বাঙ্গালী, সেই পিশাচের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া তাহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়াছি; আমার সাহায্যেই সে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণবধ করিতেছে! হায়, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?—ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় অনুতাপে আমার মস্তক যেন মাটীর সহিত মিশিয়া গেল, আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

বাসায় ফিরিয়া আমি দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিলাম; প্রচণ্ড ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন স্থির হয়, আমার মনও সেইরূপ স্থির হইল।

কিন্তু তাহা শাস্তি নহে ; দুর্ভাগ্যের একটি সামান্য ফুৎকারে আমার সকল আশা, সকল কামনা, সকল সঙ্কল্প, সমস্তই মুহূর্ত্তমধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল; তবে আর ব্যাকুলতা কি জন্য ? আমার ব্যাকুলতা থামিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের হাহাকার নিবৃত্ত হইল না, অনুশোচনার জ্বালাময় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ তিল্ তিল্ করিয়া আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে বিরত হইল না। বজ্রাহত বিশাল বনস্পতি যেমন সকল সৌন্দর্য্য, রস, মাধুর্য্য ও শ্যামলতায় বঞ্চিত হইয়া স্থাণুবৎ বিরাট্ প্রান্তরে দণ্ডায়মান থাকে, আজ আমার অবস্থাও সেইরূপ ! যদি তখন প্রাণ খুলিয়া রোদন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় সেই অসহ্য যন্ত্রণারও কিছু লাঘব হইত, কিন্তু দগ্ধহৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণায় আমার অশ্রুর উৎস পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়াছিল।

মনে করিলাম, সর্ব্বপ্রথমে রা-তাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিব, সয়তানের গলা টিপিয়া মারিব। কিন্তু ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিয়া রা-তাইয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম না; রেবেকা বাতায়ন-সন্নিকটে বসিয়া মনের আনন্দে বেহালা বাজাইতেছিলেন। বেহালায় কি গৎ বাজিতেছিল তাহা এখন স্মরণ নাই, বোধ হয় কোনও সুখের গান হইবে, ভবিষ্যৎ সুখের সুরঞ্জিত সুমোহন কল্পনায় তখন তাঁহার হৃদয় পূর্ণ; বেহালায় বোধ হয় তাঁহার সেই উৎফুল্ল আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইতেছিল, কিন্তু আমার নিকট তাহা শ্মশানের বৈরাগ্য-সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল ; আমি নিদাঘাপরাহ্নের মেঘের ন্যায় বিদ্যুৎ-প্রবাহপূর্ণ স্তম্ভিত হৃদয়ে রেবেকার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম।

রেবেকা সহাস্য মুখে আমার মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার হাস্য ওষ্ঠপ্রান্তে মিলাইয়া গেল, প্রফুল্ল মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; তাঁহার হাতের বেহালা ক্রোড়দেশে পড়িয়া গেল; তিনি আমাকে ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে শীঘ্র বল; তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে আমাদের নিশ্চয়ই আবার কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।"

রেবেকা আমার হাত ধরিবার জন্য সাগ্রহে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

আমি এক লম্ফে দুই হাত সরিয়া দাঁড়াইয়া উন্মাদের ন্যায় বিকৃত স্বরে বলিলাম, "সরিয়া যাও, আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি তোমার স্পর্শের যোগ্য নহি।"

রেবেকা বজ্রাহতের ন্যায় মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিলেন, "কি হইয়াছে শীঘ্র বল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি কেন একথা বলিতেছ? কেন আমি তোমার স্পর্শের যোগ্য নহি?"

আমি বিকৃতস্বরে বলিলাম, "তোমার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে; আমি আর মনুষ্যনামের যোগ্য নহি, নরমাংস-ভোজী, হিংস্র আরণ্য পশু অপেক্ষাও আমি অধম। আমি অধঃপতিত, অভিশপ্ত, মনুষ্যসমাজে আমার স্থান নাই; আমার ছায়া স্পর্শ করাও কাহারও কর্ত্তব্য নহে। রাজদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী নরহন্তার পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত থাকিতে পারে, কিন্তু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; আমি সহস্র সহস্র নিরপরাধ নরনারীর প্রাণবধ করিয়াছি। শত শত

সুখের সংসারে শোকের আগুন এই হস্তে জালিয়া দিয়া আসিয়াছি, সেই অগ্নি দেশব্যাপী হইয়া এখন আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।”

আমার কথা শুনিয়া রেবেকা বোধ হয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বোধ হয় মনে করিলেন, আমি রা-তাইয়ের অবাধ্য হওয়ায় সে আমার বুদ্ধি নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে।— রেবেকা ধীরে ধীরে ছিন্নমূলা কুসুমকুন্তলা বনলতার ন্যায় সেই শুভ্র মার্ব্বেলের মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার অস্ফুট রোদন-ধ্বনিতে সেই স্তব্ধ কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এমন সময় রা-তাই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল; সে কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত হইল না, উভয় হস্ত বক্ষে স্থাপন করিয়া নির্নিমেষ নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া অকম্পিত স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মিঃ সেন, ব্যাপার কি? তুমি কি পাগল হইয়াছ?”

প্রথমে আমার মুখে কোন কথা বাহির হইল না, যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, ঘৃণায় আমি রা-তাইয়ের মুখের দিকে চাহিতেও পারিলাম না। তাহার পর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম, “রা-তাই সাহেব, এত দিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। অনেক বিলম্বে তোমার মনের কথা জানিতে পারিয়াছি; যদি পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারিতাম!”

রা-তাই কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া আমার মুখের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, “আমার মনের কথা কি জানিতে পারিয়াছ? পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলে কি করিতে, বল শুনি!”

আমি আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া নিদারুণ উত্তেজনায় বিকৃত স্বরে বলিলাম, "কি আর বলিব? তোমার প্রকৃতি কিরূপ ভয়ঙ্কর, তুমি আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে কি ভীষণ পাপে লিপ্ত করিয়াছ, এত দিনে তাহাই জানিতে পারিয়াছি। আমাকে তুমি নরহত্যার সাংঘাতিক অস্ত্রে পরিণত করিবার জন্যই এত দিন সাদরে অতিথি-সৎকার করিয়াছ; ইন্দ্রজাল বলে আমাকে তোমার অধম দাস করিয়া, আমার সাহায্যে তুমি সুদূর আফ্রিকা দেশ হইতে এই লণ্ডন নগরে প্লেগের বীজ আমদানি করিয়াছ! আজ প্লেগে সমস্ত ইউরোপ সংক্ষুব্ধ; যাহার আক্রমণে লক্ষ লক্ষ পরিবার অনাথ, শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদে সমস্ত ইউরোপ প্রতিধ্বনিত, লক্ষ লক্ষ শান্তি-পূর্ণ পরিবারে অশান্তির কলরোল সমুত্থিত, তাহার ব্যাপকতার জন্য তুমিই দায়ী; তুমি স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এই ভীষণ নরহত্যায় লিপ্ত করিয়াছ। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তোমারও এবার পরিত্রাণ নাই, এখন তুমি কিরূপে আত্মরক্ষা কর, তাহাই দেখিব; এক ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে তোমার দুষ্কর্ম্মের বিবরণ প্রচারিত হইবে, পিশাচের মুখের মুখোষ আর এক ঘণ্টার মধ্যেই খসিয়া পড়িবে; পিশাচের মৃত্যু যদি সম্ভব হয়, তবে রাজদণ্ডে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। আমার রুদ্ধ-নেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে, তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, আর তুমি আমাকে হাতে পাইবে না; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অতি নিকট।"

রেবেকা আমার পদতলে লুটাইয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতেছিলেন; তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, রা-তাই দুর্জ্জয় ক্রোধে অধীর হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, পিশাচের ন্যায় হাসিয়া

বলিল,"ওরে নির্ব্বোধ, জানিস্ তুই কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন স্পর্দ্ধিত ভাবে কথা কহিতেছিস্ ? তোর চাপল্য, তোর স্পর্দ্ধা আমি অনেক বার ক্ষমা করিয়াছি, আর তোকে ক্ষমা করিব না, তোর সর্ব্বনাশ করিব। দাম্ভিক মানব, তুই আমাকে কি ভয় দেখাইতেছিস্? আমি কি মনুষ্যের ভয়ে কাতর ? মিসরের রাজ-পুরোহিত কুহক-বিদ্যাবিশারদ তিন সহস্র বৎসর বয়স্ক রা-মিস কি ক্ষুদ্র মানবকে গ্রাহ্য করে ? আমি এখনই তোকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পদতলে পিষিয়া মারিতে পারি, কিন্তু উন্মত্তের প্রাণবধ করিয়া আমার হস্ত কলঙ্কিত করিব না। আজ তোকে সকল কথা বলিতেছি, তুই মিসরের পিরামিডে ও আমন দেবের ভগ্নমন্দিরে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলি,তাহা স্বপ্ন নহে, সত্য ; সেই সকল ঘটনা তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সত্যই ঘটিয়াছিল ! আমিই সেই রা-মিস্, রা-তাই নাম গ্রহণ করিয়া এই তিন হাজার বৎসর কাল পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। দেবতার অভিশাপে আমার আত্মার সদ্গতি হয় নাই, তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যত দিন আমার গতি না হয়, তত দিন মনুষ্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অশান্তি ও অকল্যাণের বীজ বপন করিব। এজন্য সর্ব্বপ্রথমে একটী স্ত্রীলোকের আবশ্যক বুঝিয়া কৌশলে রেবেকার পিতা সলোমন কোহেনের প্রাণ বধ করি, পরে তাহার সুন্দরী কন্যাটিকে হস্তগত করিয়াছিলাম ; অনন্তর একটি পুরুষ অনুচরের আবশ্যক হইল। সমস্ত ইউরোপ ঘুরিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না ; তখন মনে করিলাম, প্রাচ্য দেশের কোন লোককে ধরিয়া আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিব। ইউরোপীয় জাতিগুলার প্রতি বহুকাল হইতেই আমি জাতক্রোধ ; তাহারা দাম্ভিক, অবিশ্বাসী, আত্মসর্ব্বস্ব ; তাহাদ্বা

প্রাচীন মিসরের দেবতাগণের অতুল কীর্ত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, দেশ-দেশান্তর হইতে তাহারা মিসরে উপস্থিত হইয়া প্রাচীন দেবমন্দির লণ্ডভণ্ড করে, দেবগণের প্রাচীন স্মৃতির অবমাননা করে; এজন্য তাহাদের প্রতিফল প্রদান করিতে না পারিলে আমার আত্মার মুক্তি হইবে না, ইহাই আমার ধারণা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি ক্রমাগত এই তিন হাজার বৎসর হৃদয়ে শ্মশানের ভার বহন করিয়া শান্তিহীন প্রেতের ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; অবশেষে দেবানুগ্রহে সুসময়ে তোকে লাভ করিয়াছিলাম, আমার কুহকেই তুই রেবেকার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছিস্; ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র আমার অনুসরণ করিয়াছিস্। এত দিনে আমার চিরকালের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, এখন তুই যাহা ইচ্ছা কর।"

আমি স্তম্ভিত ভাবে রা-তাইয়ের এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিলাম; আমি স্থান কাল বিস্মৃত হইলাম, আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলাম। রা-তাই ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল, "তুমি আরও কিছু শুনিতে চাও? আমার কুকার্য্যের কথা জনসমাজে ঘোষিত করা তোমার অভিপ্রেত হইলে, আমার সকল বৃত্তান্তই তোমার জানা আবশ্যক; এ সকল কথা যত দিন পর্য্যন্ত তোমার নিকট গোপন করা আবশ্যক হইয়াছিল, তত দিন তাহা গোপন রাখিয়াছিলাম; আমার জীবনের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, আর কোনও কথা গোপন করিব না।—সত্য কথা বলিতে কি, এখন তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ত্ত, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর তোমার চলিবার শক্তি নাই। তুমি আমার অসম্ভব কহিনী জনসমাজে

প্রচারিত করিলেও আমার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই; তোমার একটি কথাও কেহ বিশ্বাস করিবে না, সকলেই তোমাকে উন্মাদ মনে করিবে; সকলেরই ধারণা হইবে, প্লেগের আতঙ্কে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে যে দিন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ, সেই দিন তুমি আমাকে এক জন দোকানদারের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলে; তখন আমি সে কথা স্বীকার করি নাই, কিন্তু তোমার সন্দেহ অমূলক নহে, এখন স্বীকার করিতেছি, আমিই সেই দোকানদারের হত্যাকারী; সেই দোকানদারের নিকট মিসরের প্রাচীন রাজবংশের একটি মন্ত্রপূত অঙ্গুরী ছিল, আমার কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেই অঙ্গুরীটির আবশ্যক হওয়ায়, তাহা হস্তগত করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয় নাই; অগত্যা আমি দোকানদারের প্রাণবধ করিয়া তাহার নিকট হইতে সেই অঙ্গুরী গ্রহণ করিলাম, এবং কুহক মন্ত্রবলে একটি নির্ব্বোধকে বশীভূত করিয়া তাহাকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইলাম। আমার কুহকে মুগ্ধ হইয়াই তুমি ইটালি হইতে আমার সঙ্গে মিসরে যাত্রা করিয়াছিলে, এবং আমার ইচ্ছা ক্রমেই তুমি পিরামিডে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে; পিরামিডে প্রবেশ করিয়া আমার কুহকেই তুমি পথ হারাও; সেখানে তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, আমি প্লেগের বীজ তোমার শোণিতের সহিত মিশ্রিত করি; পরে তুমি তোমার বাহুমূলে টীকার চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলে। প্লেগাক্রান্ত হইয়া তুমি মিসরের মরুভূমিতে কয়েক দিন অচৈতন্য ভাবে পড়িয়াছিলে, আমার চেষ্টাতেই

তোমার মৃত্যু হয় নাই; তাহার পর তুমি আরোগ্য লাভ করিলে আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য তোমাকে ইউরোপে লইয়া আসিলাম। কনষ্টাণ্টিনোপ্‌ল, ভিয়েনা, প্রেগ, বার্লিন, হামবর্গ,—ইউরোপের যে যে নগরে তুমি পদার্পণ করিয়াছ, সেই সকল নগরেই তোমার দেহস্থ প্লেগের বীজ নগরবাসীগণের দেহে প্রবেশ করিয়াছে, এখন তাহার ফল ফলিতেছে। এতদিনে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার পৃথিবীতে থাকিবার আবশ্যক নাই; এবার আমার আত্মার সদ্গতি হইবে, আমি অবিলম্বেই আমার সমাধি-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া চিরবিরাম লাভ করিব।

"ঐ শুন, লণ্ডনের প্রতিগৃহ হইতে শোকার্ত্তের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে; দীর্ঘকালের চেষ্টায় আমি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছি, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবে না; এই ভীষণ-নরকানলে কেবল লণ্ডন কেন, সমগ্র ইংলণ্ড দগ্ধ হইবে, এবং ইউরোপের মহাসমৃদ্ধ রাজধানী সমূহ অবিলম্বে জনশূন্য হইয়া নিস্তব্ধ শ্মশানের আকার ধারণ করিবে। শস্যক্ষেত্রে শস্যরাশি সুপরিপক্ক হইলে কৃষকের অস্ত্রাঘাতে যেমন তাহা সমূলে কর্ত্তিত হয়, দেবতার অভিসম্পাত স্বরূপ এই ভীষণ ব্যাধিও সেইরূপ এই দেশের বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও রমণী, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র সকলকে সমভাবে নিপাতিত করিবে; বংশের গর্ব্ব, ধনের অহঙ্কার, উচ্চপদের গৌরব ইহার নিকট নিরর্থক; মৃত্যুর সুললিত সঙ্গীত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল গৃহ হইতে সমস্বরে উত্থিত হইবে, আর আমি তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মিসরী রাজ-পুরোহিত কুহকবিদ্যা-বিশারদ রা-মিস সেই শ্রুতি-সুখকর

সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে চক্ষুদ্বয় চির-মুদ্রিত করিব। এখন যাও, এই অপূর্ব্ব সংবাদ পৃথিবীর জন সাধারণের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর।"

উত্তেজনা ভরে রা-তাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখ পিশাচের মুখের ন্যায় অতি কুৎসিত, অতি বীভৎসভাব ধারণ করিল, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; সে উন্মত্তের ন্যায় আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে নির্ব্বোধ, ওরে অহঙ্কারী অল্পজীবি মানব! ক্ষণস্থায়ী জীবন লইয়া মৃত্তিকার অক্ষম পুত্তলিকা হইয়া আমাকে শাসন করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছিস্? কিন্তু এখনও কাল পূর্ণ হয় নাই, এইজন্য এখনও তোকে পরিত্যাগ করিব না; তোকে আমার আরও কিছু কাজ করিতে হইবে, এই জন্য আদেশ করিতেছি, তুই এই মুহূর্ত্তেই নিদ্রিত হ; নিদ্রাঘোরে উঠিয়া তুই আমার অবশিষ্ট আদেশ পালন করিবি।"

আমি মোহাবিষ্টের ন্যায় চাহিয়া দেখিলাম রা-তাইয়ের দেহ ক্রমে দীর্ঘতর হইয়া তাহার মস্তক কড়িকাঠ স্পর্শ করিল! তাহার চক্ষু দু'টি কপালে উঠিয়া অগ্নিময় গোলকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, সেই অগ্নিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নড়িবার শক্তি রহিল না! আমি দেখিলাম, রেবেকা উন্মাদিনীর ন্যায় এক লম্ফে আমার পদপ্রান্ত হইতে উঠিয়া সেই কক্ষ-প্রাচীরবিলম্বিত একখানি তীক্ষ্ণধার সুদীর্ঘ ছোরা সবলে আকর্ষণ করিলেন, এবং ব্যাঘ্রীর ন্যায় এক লম্ফে রা-তাইয়ের উপর নিপতিত হইয়া সেই ছোরা তাহার বক্ষঃস্থলে প্রোথিত করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু আঘাতের

পূর্ব্বেই রেবেকা যেন অদৃশ্য তড়িৎশক্তি-বলে সবেগে কয়েক হাত দূরে নিক্ষিপ্তা হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, ছোরাখানি তাঁহার হাত হইতে খসিয়া মার্ব্বেলের মেজের উপর ঝন্ ঝন্ শব্দে নিপতিত হইল; কিন্তু তাহার পর কি হইল দেখিতে পাইলাম না, আমার আর চক্ষু মেলিবার শক্তি রহিল না; আমি হতচেতন ভাবে সেই স্থানে নিপতিত হইলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পাঁচদিন ও ছয় রাত্রি রা-তাইয়ের কুহক-বলে আমি অজ্ঞান হইয়া রহিলাম; কিন্তু আমার অনুভব শক্তি নষ্ট হইল না; আমি বুঝিতে পারিতাম, অজ্ঞানাভিভূত হইয়া শয্যায় নিপতিত না থাকিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, নানাপ্রকার কার্য্য করিতেছি; কিন্তু কি কার্য্য করিয়াছি বা কখন কোথায় গিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ নাই। প্রকৃতিস্থ হইয়া অনেক চেষ্টাতেও আমি সেই কয় দিনের কোন কথা স্মরণ করিতে পারি নাই; স্বপ্নের মত দুই একটা কথা মনে পড়িত মাত্র। আমি সুস্থ হইলে রেবেকা আমাকে বলিয়াছেন, সেই কয় দিন আমি রা-তাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সজীব পুত্তলিকার মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যথাকালে আহার করিয়া শয়ন ও বিশ্রাম করিয়াছি; কিন্তু রেবেকার সঙ্গে বাক্যালাপ করি নাই; সে কয় দিন রা-তাই আমাকে রেবেকার কাছেও যাইতে দেয় নাই। আমি এক এক দিন অতি প্রত্যুষে রা-তাইয়ের সহিত বাহিরে যাইতাম, গভীর রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিতাম; আমাকে আমার শয়নকক্ষে শয়ন করাইয়া পরে সে বিশ্রাম করিতে যাইত।

এইরূপ অজ্ঞানাভিভূত অবস্থায় কয়েক দিন অতিবাহিত হইল; ষষ্ঠ দিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, আমার চক্ষুর সুমুখে পৃথিবীটা যেন বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে, মস্তিষ্কে দারুণ প্রদাহ অনুভব

করিলাম; আমার চিন্তাসূত্রগুলি এরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল যে, আমি কে, কোথায় আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, কোনও কথা স্মরণ করিতে পারিলাম না। ক্রমে আমার ইন্দ্রিয়গুলিতে স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া আসিল, চিন্তার বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলি আমি ধীরে ধীরে আয়ত্ব করিতে সমর্থ হইলাম; তাহার পর শয্যায় উঠিয়া বসিলাম।

প্রাতঃসূর্য্যের আলোক গবাক্ষপথে গৃহকক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, বুঝিলাম, অনেকক্ষণ সূর্য্যোদয় হইয়াছে। আমার পরিধানে ভ্রমণের পরিচ্ছদ, কিন্তু কখন যে তাহা পরিধান করিয়াছি, আর কখনই-বা শয়ন করিয়াছিলাম, তাহা মনে আসিল না।..রা-তাইয়ের আদেশে আমি এই কয় দিন মোহাচ্ছন্ন ছিলাম তাহা স্মরণ হইল, অজ্ঞান অবস্থায় আবার যে কিরূপ দুষ্কর্ম্মে তাহার সাহায্য করিয়াছি, কিরূপে বুঝিব?

নিদ্রাভঙ্গে আমি পূর্ব্বসংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসুক হইলাম; শয্যা ত্যাগ করিয়া নীচে আসিলাম ও ঘুরিতে ঘুরিতে রাজপথের সম্মুখে দাঁড়াইলাম; দেখিলাম, নগরের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কোনও দিকে জনকোলাহল শুনিতে পাইলাম না; মধ্যরাত্রে বহু জনপূর্ণ সুবৃহৎ নগরী যেমন নিস্তব্ধ হয়, সেই প্রভাতেও নগরের সেই অবস্থা দর্শন করিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলাম, রাজপথে একখানিও গাড়ী নাই, পথে এক জনও লোক চলিতেছে না, দূরে কলের চিম্‌নি হইতে ধূমরাশি উদ্গীরিত হইতেছে না, সহরের সকল কলের বংশী নীরব। তখন বেলা নয়টা, অথচ তখন পর্য্যন্ত এক জনও ফেরীওয়ালাকে হাঁকিয়া

যাইতে দেখিলাম না, আফিস আদালতের কোনও কর্ম্মচারী আফিস যাইতেছেন না, বিদ্যুৎ-বাহিত ট্রাম গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ নীরব! উভয়-পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি গেল, দেখিলাম পথের দুই ধারের দোকানগুলি বন্ধ। আমার সমস্ত শরীর দারুণ অবসাদে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু তখনও আমি আমার সঙ্কল্প ভুলিলাম না; রা-তাইয়ের পৈশাচিক কার্য্য অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম। তৎক্ষণাৎ পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

হোম আফিসে যাইতে হইবে; বাসা হইতে সেই আফিস অনেক দূরে, তত পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিব না ভাবিয়া একখানি গাড়ীর সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম; কিন্তু একখানিও গাড়ী দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা পদব্রজেই চলিলাম। যতদূর চলিলাম, পথের দুই ধারে সমুদয় বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ; সহরে যে লোক আছে, এরূপ অনুমান হইল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে বার্কলি ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পথ দিয়া দুই একজন মাত্র লোক যাতায়াত করিতেছে; অন্য দিন সে সময় সে পথে রথ দোলের লোক চলিয়া থাকে। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, দশটা বাজিতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে; সেখানে আর এক বার গাড়ীর সন্ধান করিলাম, একখানিও গাড়ী দেখিলাম না। পথের ধারের বাগান গুলিতে জনপ্রাণী নাই, গাছে দুই একটা পাখী বসিয়া আছে মাত্র!

সেণ্ট জেম্‌স পার্কের মোড় ঘুরিয়া দ্রুতপদে হোম আফিসের দিকে চলিতে লাগিলাম; সে পথটিও সেইরূপ জনহীন, পথে কদাচিত দুই

একটি লোককে অতি বিমর্ষ ভাবে চলিতে দেখিলাম। দূর হইতে বোধ হইল, বাগানের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক লোক যেন দলবদ্ধ হইয়া এই মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আরামে শয়ন করিয়া আছে; নিকটে গিয়া দেখি, তাহাদের অধিকাংশই মৃত; যাহাদের প্রাণ তখন পর্য্যন্ত বহির্গত হয় নাই, তাহারা নিদারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণায় বিহ্বল ভাবে মাটীর উপর লুটাইতেছে! সেই ভীষণ দৃশ্য আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না।

আমি সভয়ে মৃত ব্যক্তিগণের মুখের দিকে চাহিলাম, তাহাদের মুখ এমন বিকৃত হইয়াছে যে, দেখিলে আতঙ্ক হয়। এক স্থানে কয়েকটা কুকুর একটি মুমূর্ষুর দেহ লইয়া টানাটানি করিতেছিল! লণ্ডনের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে মুমূর্ষুর দেহ কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইতেছে, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? আমি সভয়ে কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইলাম; আমার দুই একবার সন্দেহ হইল, হয় ত এখনও আমি মোহাচ্ছন্ন আছি, রা-তাইয়ের কুহকে কাল্পনিক দৃশ্য সত্যবৎ সম্মুখে দেখিতেছি!

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি লোক অন্য পথ দিয়া ব্যস্তভাবে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে; আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হইল। সে নিকটে আসিলে দেখিলাম, মূত্র-পুরীষাদিতে তাহার পরিধেয় বস্ত্র অপরিষ্কৃত হইয়াছে, আগন্তুকের শূন্য দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিলাম, সে উন্মত্ত!

লোকটি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমার ছেলে মেয়ে কোথায় বলিতে পারেন? তাহাদের বাড়ীতে রাখিয়া কয়েক

ঘণ্টার জন্য বাহিরে গিয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া আর তাহাদের দেখিতে পাইলাম না! তাহারা কি প্লেগে মরিয়াছে? এ রোগ নয়, এ একটা রাক্ষস, তাজা মানুষ ধরিয়া ধরিয়া তাহার রক্ত চুষিতেছে! রাক্ষসটা কয় মুখে মানুষ খায়? এক মুখ হইলে সে এক দিনে হাজার হাজার লোকের রক্ত খাইতে পারিত না; উঃ কত বড় পেট! যত ঢালে কিছুতে ভরে না!

পাগলের সঙ্গে আর কি কথা বলিব? আমি তাড়াতাড়ি হোম-সেক্রেটারীর আফিসের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। স্যার এডওয়ার্ড ব্রেকফিল্ড তখন ইংলণ্ডের হোম-সেক্রেটারী ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার আলাপ ছিল; এমন কি, অনেক মজলিসে অনেক বার তাঁহার সহিত ঘরাও কথাও হইয়াছে। তিনি সামাজিক মিষ্টভাষী ও সুরসিক লোক; খুব বড় দরের সাহেব হইলেও তাঁহার প্রকৃতি বড় কোমল ও আত্মম্ভরিতা-বর্জ্জিত; তিনি যে প্রার্থনামাত্র আমার সহিত সাক্ষাতে সম্মত হইবেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না।

হোম আফিসে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, প্রকাণ্ড আফিসটা এক বারে খালি! অন্য সময় এই আফিস সহস্রাধিক কর্ম্মচারীতে পূর্ণ থাকে; কিন্তু সে দিন দ্বারের প্রহরী ভিন্ন কোথাও একটি জনপ্রাণী দেখিতে পাইলাম না।

প্রহরী আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে মহাশয়ের কি আবশ্যক?"

আমি বলিলাম, "হোম-সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত একবার দেখা করিব, জরুরী কাজ আছে।"

প্রহরী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সাহেবের এখন ফুরসৎ নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি চাকরীর উমেদার নহি, একটা জরুরী সংবাদ দিতে আসিয়াছি, আমি আসিয়াছি জানিলে শত কাজ ফেলিয়াও তিনি আমার সহিত দেখা করিবেন।"

প্রহরী মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাঁহার নিকট কাহাকেও লইয়া যাইবার হুকুম নাই; বেশী কথা না বলিয়া সরিয়া পড়ুন।"

আমি উত্তেজিত ভাবে বলিলাম, "তাঁহার সঙ্গে এক বার দেখা না করিলেই নয়, তুমি যদি আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া না যাও, তাহা হইলে আমি নিজেই তাঁহার নিকট যাইব।"

প্রহরী আমার কথা শুনিয়া এমন রুখিয়া উঠিল যে, বুঝিলাম অবিলম্বেই আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিতে হইবে; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে প্রহরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলাম; প্রহরী হঠাৎ কাহাকে অদূরে দেখিয়া সঙ্কুচিত ভাবে সরিয়া দাঁড়াইল; আমি ফিরিয়া চাহিতেই সার্ এড্ওয়ার্ড ব্রেক্‌ফিল্ডকে দেখিতে পাইলাম।

সার এড্ওয়ার্ডকে কয়েক দিন পূর্ব্বেই ডচেস্ অব আমারসামের বলের মজলিসে দেখিয়াছিলাম; সে দিন দেখিয়াছিলাম, তাঁহার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ, মুখে প্রসন্ন হাস্য, চক্ষু দু'টি অসাধারণ দীপ্তিশীল; আজ দেখিলাম, তাঁহার সেই উৎসাহ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, মুখ গম্ভীর ও শুষ্ক, চক্ষু দু'টি নিষ্প্রভ; এই কয়েক দিনেই যেন তাঁহার বয়স দশ পনের বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে! স্বদেশের দুর্গতি দর্শনে, রোগে, শোকে, ও নিদারুণ মনঃকষ্টে যৌবনেই তিনি অকালবার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমাকে দেখিয়া সার এডওয়ার্ড প্রায় দুই মিনিট কাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বুঝিলাম, আমাকে তিনি চিনিতে পারেন নাই; আমি বলিলাম, "সার এড্ওয়ার্ড আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না, আমি ত আপনার অপরিচিত নহি।"

আমার কথা শুনিয়া সার এড্ওয়ার্ড সবিস্ময়ে বলিলেন, "মিঃ সেন! আমি তোমাকে সত্যই চিনিতে পারি নাই, তোমার আকৃতির অত্যন্ত অধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু এখানে কেন? আমার সঙ্গে কোন কথা থাকিলে এখন আমার তাহা শুনিবার অবসর নাই; হেল্থ-কমিশনর এখনই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা এখনই আপনাকে শুনিতে হইবে; এখানে দাঁড়াইয়া আমি অধিকক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা কহিব না, ফাঁকা যায়গায় চলুন, নতুবা আমার দেহ হইতে প্লেগের বীজাণু আপনার দেহে সংক্রামিত হইতে পারে।"

সার এডওয়ার্ড হতবুদ্ধির ন্যায় ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "সে ভয় নাই, আমাকে প্লেগে ধরিয়াছিল, বহুকষ্টে এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছি; যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় প্লেগের আক্রমণ জীবনে এক বারের অধিক হয় না; তবে তোমার যদি কোন গোপনীয় কথা থাকে, আমার সঙ্গে আসিতে পার, কিন্তু তোমাকে অধিক সময় দিতে পারিব না।"

সার এডওয়ার্ড আমাকে সঙ্গে লইয়া একটী বিস্তীর্ণ হলে প্রবেশ করিলেন; হলটি জনশূন্য, তিনি তাহার দরজা বন্ধ করিয়া আমার দিকে চাহিলেন, বলিলেন "কি বলিবার আছে সংক্ষেপে বল।"

আমি বলিলাম, "সংপ্রতি যে ভীষণ প্লেগে সমগ্র ইউরোপ সন্ত্রস্ত, যে রোগ ইংলণ্ডে দারুণ জনক্ষয় উপস্থিত করিয়াছে, ইউরোপখণ্ডে সেই রোগ আমদানির জন্য আমিই অপরাধী।"

সার এডওয়ার্ড বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্লেগের আমদানির জন্য তুমিই অপরাধী, এ কথার অর্থ কি? তুমি কি তোমার স্বদেশ হইতে এদেশে প্লেগ আমদানি করিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "স্বদেশের সহিত দীর্ঘকাল আমার কোনও সম্বন্ধ নাই, আমার স্বদেশেও এ পর্য্যন্ত প্লেগের আবির্ভাব হয় নাই, অন্য দেশ হইতে প্লেগ আমার ঘাড়ে চাপিয়া এদেশে আসিয়াছে।"

সার এডওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারও কি প্লেগ হইয়াছিল?"

আমি বলিলাম, "সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি, আমার এই কাহিনী বড়ই অদ্ভুত; মিসর দেশে পিরামিডের মধ্যে আমার প্লেগের টীকা হইয়াছিল, তাহার পর বন্দরের নিকটবর্ত্তী মরুভূমিতে একটি তাম্বুর মধ্যে আমি কয়েক দিন মৃতবৎ পড়িয়াছিলাম; আমি সুস্থ হইয়া উঠিলে, একজন লোক আমাকে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌লে লইয়া যায়; কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল হইতে অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মনীর ভিতর দিয়া নগরে নগরে প্লেগের বিষ ছড়াইতে ছড়াইতে কয়েক দিন হইল ইংলণ্ডে আসিয়াছি; ডচেস্ অব আমারসামের গৃহে নাচের মজলিসে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, এক রাত্রেই তাঁহাদের অনেকে প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, আপনিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। সেই রাত্রে আমারই শরীর হইতে প্লেগের বিষ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের দেহে প্রবেশ করে।"

সার এডওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাকে প্লেগের টীকা দিয়াছিল? সে ব্যক্তি কি তোমার পরিচিত?"

আমি বলিলাম, "সে ব্যক্তি কেবল আমার নহে, সে ইংলণ্ডে বহু জনের পরিচিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে সম্মানিত; তাহার নাম রা-তাই। সে মিসর দেশের লোক, লোক বলিলে ঠিক হইল না, সে নরদেহধারী পিশাচ; প্রাচীন যুগে মিসরে রা-মিস নামক একজন ঐন্দ্রজালিক ছিল, কুহক-বিদ্যাবলে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে সে অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিল; সেই রা-মিস নরদেহ ধারণ করিয়া ইউরোপীয় জাতি-সমূহের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছে; সে এ পর্য্যন্ত নরহত্যাদি বহুবিধ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। সেই নরপ্রেতই আমাকে হামবর্গ হইতে গোপনে ইংলণ্ডে লইয়া আসিয়াছে; তাহার সঙ্গে আমি যে সকল স্থানে ঘুরিয়াছি, সেই সকল স্থানের লোক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডে প্লেগের বিস্তৃতির ইহাই কারণ; আমিই এই বিপুল জনক্ষয়ের একমাত্র কারণ, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমার মনে ভয়ঙ্কর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; মনের ভার অসহ্য হওয়ায় আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে আসিয়াছি।"

সার এডওয়ার্ড বলিলেন, "ডচেস্ আমারসামের বলের মজলিসে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেদিন এ সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিয়া আজ বলিতেছ কেন?"

আমি বলিলাম, "আমিই যে প্লেগের বীজাণু ছড়াইয়া বেড়াইতেছি তখন তাহা জানিতে পারি নাই।"

সার এডওয়ার্ড ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমার

গল্পটি খুব নূতন বটে; এরূপ গল্পে উপন্যাস জমিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করা কঠিন! যাহা হউক, আমার এখানে বিলম্ব করিবার উপায় নাই; তোমার নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে তোমাকে একটি উপদেশ দিব, তুমি বাসায় ফিরিয়া গিয়া মস্তিষ্কের পুষ্টিকর কোন ঔষধ ব্যবহার কর। প্লেগে আক্রান্ত হইয়া তোমার মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়াছে; আমাকে বলিলে বলিলে, এই অসম্ভব গল্প আর কাহারও কাছে বলিও না; তাহাতে কোনও লাভ নাই, কেবল উপহাসাস্পদ হইবে।"

আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলাম, "সার এড্‌ওয়ার্ড, আপনি আমার কথা অবিশ্বাস্য মনে করিতেছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না, আমার একটি কথাও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নহে; রা-তাই এখনও এই সহরে আছে, অল্প চেষ্টাতেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন; কিন্তু বিলম্ব করিলে সে ইংলণ্ড হইতে সরিয়া পড়িবে।"

সার এডওয়ার্ড সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন বাসায় যাও, প্রকৃতিস্থ হইয়া আর এক দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও, আশা করি তখন তুমি এই উদ্ভট গল্পের কথা ভুলিয়া যাইবে।"

ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "আমার মত এক জন ভদ্রলোকের কথা আপনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়; কিন্তু যে দিন আমার কথা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবেন, সে দিন সহস্র চেষ্টাতেও সেই দুর্ব্বৃত্তকে ধরিতে পারিবেন না। প্রকৃত অপরাধী বিনাদণ্ডে মুক্তিলাভ করিবে, ইহা অসহ্য।"

হঠাৎ আমার মনে পড়িল, রেবেকা প্লেগে আক্রান্ত হইলে তাঁহার ঔষধের জন্য রা-তাই হামবর্গ নগরে আমাকে যে প্রেসৃক্রপসন দিয়াছিল তাহা আমার পকেটেই আছে, সেই প্রেসৃক্রপসনখানি বাহির করিয়া সার এডওয়ার্ডকে দিয়া বলিলাম, "আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করিলেন বটে, কিন্তু এই প্রেসৃক্রপসনখানি আমার উক্তির সমর্থন করিতেছে; একটি রমণী হামবর্গ নগরে প্লেগে আক্রান্ত হইলে রা-তাই স্বহস্তে আমাকে এই প্রেসৃক্রপসন লিখিয়া দিয়াছিল। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ইহা প্লেগের অব্যর্থ মহৌষধ; আপনি হেল্‌থ অফিসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাকে ইহা দেখাইলে একথা সত্য কি না বুঝিতে পারিবেন; তখন আমার কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।"

সার এডওয়ার্ড বলিলেন, "আমি তোমার এ অনুরোধ রক্ষা করিব; যদি ইহা প্লেগের অব্যর্থ মহৌষধ হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্লেগ রোগে ব্যবহৃত হইবে।"

হোম-সেক্রেটারীর আফিস হইতে বাহির হইয়া আমি আর বাসায় যাইলাম না; রা-তাই যে বাড়ীতে বাস করে সেই বাড়ীর বাতাসও আমার অসহ্য; আমি পদব্রজে চলিতে চলিতে সেণ্ট্ জেমস্ পার্কে প্রবেশ করিলাম, এবং একটি বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, ক্রমে আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছি, এমন সময় ললাটে কাহার মৃদু করস্পর্শ অনুভব করিলাম; চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, অশ্রুমুখী রেবেকা আমার শিয়র-প্রান্তে বসিয়া আছেন!

আমি রেবেকাকে সেখানে দেখিবার আশা করি নাই, উঠিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবেকা, তুমি এখানে! আমি এই বাগানে আসিয়াছি তাহা তোমাকে কে বলিল ?"

রেবেকা বলিলেন," আমার মনই তাহা আমাকে বলিয়া দিয়াছে, আমার মনের যে অদ্ভুত শক্তি আছে তাহার বলেই আমি জানিতে পারিয়াছি তুমি কি অভিপ্রায়ে কোথায় গিয়াছিলে; তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই, তাই মনের দুঃখে এই বাগানে আসিয়া গাছতলায় পড়িয়া আছ।"

আমি বলিলাম, "রেবেকা, আমার চেষ্টা বৃথা হইল, হোম-সেক্রেটারী আমাকে পাগল মনে করিয়াছেন, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। এখন আমি কি করিব, কোথায় যাইব, তাই ভাবিতেছি; এখন পৃথিবী আমার নিকট মরুতুল্য, এই দুস্তর মরুভূমিতে আমি একাকী, জগতে আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই; এখন আমার মরণ হইলেই বাঁচি।"

রেবেকা কোমল স্বরে বলিলেন, "না, না ও কথা বলিও না; এত হতাশ হইলে চলিবে কেন ? উঠিয়া বাসায় চল; আজ রা-ভাইয়ের সম্পূর্ণ ভাবান্তর দেখিলাম, তাহার পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্য! ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিতেছি না; মনে হইতেছে নূতন কিছু ঘটিবে, কিন্তু তাহাতে ভীত হইবার কারণ নাই।"

রেবেকার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না; অবসন্নভাবে তাঁহার সঙ্গে বাসায় চলিলাম; চলিতে চলিতে রেবেকা আমাকে বলিলেন,"রা-ভাই আজ ইংলণ্ড ত্যাগ করিতেছে, টেমস্ নদীতে তাহার

জাহাজ নঙ্গর করিয়া আছে; কত দিনের জন্য সে কোথায় যাইতেছে তাহা জানিতে পারি নাই।"

আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদিগকেও সঙ্গে লইবার মৎলব করিয়াছে না কি? ভাগ্যে যাহাই থাক, আমি আর তাহার সঙ্গে যাইব না, তোমাকেও যাইতে দিব না।"

রেবেকা বলিলেন, "তাহার মৎলব কিছুই বুঝিতে পারি নাই; তবে তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সে একাই যাইবে, আজ যেন সে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ, তাহার এরূপ পরিবর্ত্তন আর কখনও দেখি নাই।"

বাসায় ফিরিয়া রা-তাইয়ের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার আকৃতির অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; তাহার শরীর সঙ্কুচিত হইয়া যেন আধখানা হইয়া গিয়াছে, লোল চর্ম্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে জীবিত ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল না; তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার পরিবর্ত্তে করুণার সঞ্চার হইল।

রেবেকাকে দেখিয়া রা তাই ক্ষীণস্বরে বলিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে? একবার আমার কাছে এস, আমার হাতে তোমার হাত দাও, ভয় নাই, আর তোমাকে কোন বিপদে ফেলিব না; আমার ভবিষ্যৎ কি, তাহাই একবার জানিয়া লইব।"

রা-তাই রেবেকার হাত ধরিয়া তাঁহাকে চক্ষু মুদিত করিতে বলিল; রেবেকা উভয় চক্ষু নিমিলিত করিলে, রা-তাই জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কিছু দেখিতে পাইতেছ কি?"

রেবেকা মুদিত নেত্রে বলিলেন, "একটি প্রকাণ্ড হল, তাহার

চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম, দেওয়ালগুলি নানা প্রকার চিত্রে পূর্ণ; হলের মধ্যস্থলে একটি বৃদ্ধ দুই হাত মাথায় দিয়া বসিয়া আছে, তাহার লম্বা পাকা দাড়ীতে বুক ঢাকিয়া গিয়াছে।"

রা-তাই চীৎকার করিয়া বলিল, "ঐ বৃদ্ধ মানুষ নহে, নরক-দ্বারের প্রহরী; দেখিতেছি, আমাকে উহার নিকটেই যাইতে হইবে, আর আমার উদ্ধার নাই, আমার সর্ব্বনাশ হইল! দেবগণের সন্তোষ সাধনের জন্য ইউরোপের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণবধ করিলাম, সহস্র সহস্র বৎসরের সঙ্কল্প সাধন করিলাম, তাহার কি এই ফল?—বুঝিলাম, অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের স্বর্গের পথ কখনও মুক্ত করা যায় না।" —তাহার পর সে তাহার শোণিতবিহীন, বিশীর্ণ হস্তে ললাটে আঘাত করিয়া বলিল, "হায় রা-মিস, তোমার অদৃষ্টে এই ছিল! তুমি সুদীর্ঘ তিন সহস্র বৎসর পর সদ্গতি লাভের আশায় কত অসাধ্য সাধন করিলে, তাহা সকলই অনর্থক হইল? ঐ নরকের আগুন হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমাকে দগ্ধ করিতে আসিতেছে! হে দেবাদিদেব আমন-রা, তোমার মনে কি এই ছিল?"

দেখিতে দেখিতে সেই কক্ষ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, কক্ষমধ্যে যেন ঝটিকার আবির্ভাব হইল; রা-তাই উন্মত্তের ন্যায় শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইল, এবং তাহার উভয় হস্তের তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা নিজের চোখ মুখ বিদীর্ণ করিতে লাগিল; শোণিত-তরঙ্গে তাহার পরিচ্ছদ সিক্ত হইল, তাহার কোটরগত চক্ষু দু'টি বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, আমি সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

* * * *

আমার জ্ঞান সঞ্চার হইলে দেখিলাম, আমি একখানি জাহাজের কেবিনের মধ্যে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল; রেবেকা আমার পাশে বসিয়া আমার মস্তকে হাত বুলাইতেছেন; আমি কোথায় আসিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিলাম না, উৎকণ্ঠিত ভাবে রেবেকার মুখের দিকে চাহিলাম।

রেবেকা অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আর আমাদের ভয় নাই, আমরা সেই নরপিশাচের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি, ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া আমেরিকার দিকে যাত্রা করিয়াছি; ইংলণ্ড এখন আমাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। রা-তাই মরিয়াছে; মৃত্যু-কালে সে আমাদিগকে বিপুল অর্থদান করিয়া গিয়াছে, তাহাতেই আমাদের চিরজীবন সচ্ছন্দে চলিবে।"

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "কিন্তু জীবনে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, আমি মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অর্দ্ধ পৃথিবীর মানব-সমাজের যে সর্ব্বনাশ করিলাম, হে চির করুণাময় পরমেশ্বর, সেই মহাপাতক হইতে আমাকে উদ্ধার কর; মানবসমাজে আর আমার স্থান নাই, আমার অভিশপ্ত জীবনে শান্তি দান কর।"

সেই আমার অজ্ঞাতবাসে যাত্রা, জীবনে এ যাত্রার অবসান হইবে না।

সমাপ্ত।